Bar Prep BD
— BAR COUNCIL EXAM PREP —

বার কাউন্সিল লিখিত পরীক্ষা — অল-ইন-ওয়ান পাস বই

২০ দিনের প্ল্যান · প্রতিটি মডেল উত্তর · প্রতিটি কোর্ট-ফরম্যাট ড্রাফট · মূল আইনের প্রধান ধারা — ২০০৫–২০২৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রতিটি আসল প্রশ্নপত্র (১৮টি পরীক্ষা) বিশ্লেষণ করে · ১০০ নম্বর · ৪ ঘণ্টা · পাস ৫০ · barprepbd.com

আমরা যা বিশ্বাস করি.

- **ভিত্তি বাস্তব, বানানো কিছু নয়।** শুধু আসল প্রশ্নপত্র — ২০০৫–২০২৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রতিটি পরীক্ষা — আর আইনের মূল পাঠ থেকে তৈরি। আইন বদলে থাকলে আমরা বর্তমান আইনটাই লিখি।
- **বাংলা আগে।** পরীক্ষার নিয়ন্ত্রক ভাষা, ইংরেজির পাশাপাশি, পরীক্ষার রেজিস্টারে।
- **পাসই লক্ষ্য।** সবকিছু সাজানো ৫০ নম্বরে পৌঁছানোর হিসাবে — পৃষ্ঠাসংখ্যা বাড়ানোর জন্য নয়।
- **সততা।** অলৌকিক দাবি নেই। পুনরাবৃত্তি সম্ভাবনা বাড়ায়; বাকিটা আপনার প্রস্তুতি।

Bar Prep BD (barprepbd.com) বার কাউন্সিল এনরোলমেন্ট পরীক্ষার দুই ধাপই কভার করে: প্রিলিমিনারির জন্য পূর্ণ MCQ প্রশ্নব্যাংক, আর লিখিত পরীক্ষার জন্য — এই বইয়ের সবকিছু সার্চযোগ্য, ড্রিলযোগ্য কনটেন্ট হিসেবে, সঙ্গে পূর্ণ দ্বিভাষিক মূল আইন, আসল প্রশ্নপত্রে টাইমড মক এবং নিজের লেখা উত্তরে AI ফিডব্যাক ও নম্বরের আনুমানিক রেঞ্জ। ফ্রি ডেমো দেখুন **barprepbd.com**-এ।

বইটি Bar Prep BD বিনামূল্যে বিতরণ করছে। অপরিবর্তিত অবস্থায়, সূত্র উল্লেখ করে শেয়ার করুন। এটি বিক্রয়ের জন্য নয়।

সূচিপত্র

১ম অংশ — শেষ ২০ দিনের প্ল্যান ৩

২য় অংশ — আইন ধরে ধরে: আগে মূল ধারা, তারপর মডেল উত্তর ৫

গ্রুপ E · তামাদি আইন, ১৯০৮ ..... ৫
- মূল আইন — প্রধান ধারাগুলো ৫
- ৫ ধারা, বিলম্ব মার্জনা ("পর্যাপ্ত কারণ") ৬
- ৬ ধারা, আইনগত অসামর্থ্য; এবং ১৮ ধারা, প্রতারণার প্রভাব ৭
- মেয়াদ গণনা, বর্জন, নকল, আদালত বন্ধ; তারিখ-সংক্রান্ত প্রকল্প ৭
- বিরুদ্ধ দখল, সম্পত্তির অধিকার বিলোপ ৮
- দীর্ঘ ভোগে সুখাধিকার অর্জন (২৬ ধারা), দলিল ছাড়াই অধিকার ৮
- বিশেষ আইন, কেন ৫ ধারা / তামাদি আইন প্রযোজ্য না-ও হতে পারে ৯
- লিখিত স্বীকৃতি, নতুন মেয়াদ; অ্যাডভোকেটের স্বীকৃতি ৯
- ৩ ধারা, "মোকদ্দমাটি তামাদিতে বারিত" ১০

গ্রুপ F · পেশাগত আচরণ ও বার কাউন্সিল ১০
- পেশাগত আচরণ ও শিষ্টাচারের ক্যাননসমূহ, আদালত, মক্কেল, সহকর্মী অ্যাডভোকেট ও জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য ১০
- ট্রাইব্যুনাল, এর গঠন, কার্যাবলি ও আরোপযোগ্য দণ্ডসমূহ ১১
- বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, গঠন, কার্যাবলি, এনরোলমেন্ট কমিটি, এবং বার অ্যাসোসিয়েশন থেকে এর পার্থক্য ১১
- দালালি / অসঙ্গত উপায়ে মক্কেল সংগ্রহ, মক্কেল খুঁজে বের করতে নিযুক্ত কেরানি, পারিশ্রমিক ভাগাভাগিসহ ১২
- ব্যাংকের আইন-উপদেষ্টার দৃষ্টান্ত, নিলামকৃত সম্পত্তি নিজ নামে ক্রয় ১২
- স্বার্থের সংঘাত, প্রতিপক্ষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকা সত্ত্বেও, তা প্রকাশ না করে ব্রিফ গ্রহণ ১৩
- অ্যাডভোকেটের ফি, বিধিবদ্ধ ফি এবং ফি নির্ধারণে Canon-এর বিবেচনা ১৩
- বার কাউন্সিলের মূল্যায়ন, ভূমিকা, অর্জন ও সংস্কার ১৪

গ্রুপ C · দণ্ডবিধি, ১৮৬০ ..... ১৫
- মূল আইন — প্রধান ধারাগুলো ১৫
- সহায়তা (অ্যাবেটমেন্ট) (১০৭–১১৬ ধারা) এবং বিষপ্রয়োগের ষড়যন্ত্র ২১
- মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বনাম মিথ্যা সাক্ষ্য সৃষ্টি করা (১৯১–১৯৬ ধারা) ২১
- অভিন্ন অভিপ্রায় (৩৪ ধারা) বনাম অভিন্ন উদ্দেশ্য (১৪৯ ধারা) ২২
- বেআইনি সমাবেশ বনাম দাঙ্গা ২৩
- সাধারণ ব্যতিক্রমসমূহ; "আইনত বাধ্য" / "আইনত ন্যায্য" ২৩
- শাস্তিযোগ্য নরহত্যা (২৯৯ ধারা) বনাম খুন (৩০০ ধারা) ২৪
- চুরি, বলপূর্বক গ্রহণ, দস্যুতা ও ডাকাতি ২৫
- প্রতারণা বনাম অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ (এবং অপরাধমূলক আত্মসাৎ) ২৫
- ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার (৯৬–১০৬ ধারা) ২৬
- সংক্ষিপ্ত টীকা, চোরাই মাল; অনিষ্ট; মিথ্যা দলিল প্রণয়ন; রাষ্ট্রদ্রোহ ২৬

গ্রুপ D · সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ ..... ২৭
- মূল আইন — প্রধান ধারাগুলো ২৭
- এস্টপেল নীতি: সংজ্ঞা, উপাদান, আইনের বিরুদ্ধে এস্টপেল এবং অনুপস্থিত সহ-মালিকের কল্পিত দৃষ্টান্ত ৩০
- প্রমাণের দায়: দেওয়ানি মোকদ্দমা বনাম ফৌজদারি মামলা; বাদী বিবাদীর দুর্বলতার ওপর নির্ভর করতে পারেন না ৩০
- সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ করা, পন্থাসমূহ; এবং সাক্ষী আহ্বানকারী পক্ষ কর্তৃক বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ণকরণ ৩১
- মৌখিক বনাম দালিলিক সাক্ষ্য: কখন মৌখিক সাক্ষ্য বর্জিত হয়, এবং ব্যতিক্রমসমূহ ৩১
- স্বীকারোক্তি: অর্থ, পুলিশ সংক্রান্ত বাধাসমূহ, উদ্ধার-সংক্রান্ত ব্যতিক্রম, ১৬৪ ধারায় লিপিবদ্ধকরণ, প্রত্যাহৃত স্বীকারোক্তি এবং সহ-আসামির অনুকল্প ৩২
- মৃত্যুকালীন ঘোষণা: গ্রহণযোগ্যতা, ঘোষণাকারী বেঁচে থাকলে এর মূল্য, এবং দোষী সাব্যস্তকরণের একমাত্র ভিত্তি হিসেবে ৩২
- স্বীকৃতি বনাম স্বীকারোক্তি বনাম মৃত্যুকালীন ঘোষণা, সংজ্ঞা ও পার্থক্য ৩৩
- বিচার্য বিষয় ও প্রাসঙ্গিক বিষয়; এবং প্ররোচক প্রশ্ন ৩৪
- দলিল প্রমাণ; দলিল-বিষয়ক অনুমান ও ত্রিশ বছরের নিয়ম ৩৪

গ্রুপ B · ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ ..... ৩৫
- মূল আইন — প্রধান ধারাগুলো ৩৫
- তদন্ত ও পুলিশের ক্ষমতা; ১৭৩ ধারার প্রতিবেদন ৩৮
- এফআইআর, জিডি এন্ট্রি ও ইউডি মামলা, পার্থক্য ও রূপান্তর ৩৯
- গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির অধিকার ৪০
- অব্যাহতি বনাম খালাস; ২৪১ক ধারা; দ্বৈত বিপদ (double jeopardy) ৪০
- দায়রা জজ ও হাইকোর্ট বিভাগের রিভিশনাল ক্ষমতা ৪১
- আপিল, কোন কোন ক্ষেত্রে আপিল চলে না ৪১
- জামিন, জামিনযোগ্য বনাম জামিন-অযোগ্য; মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধে জামিন ৪২
- এজাহার বনাম নালিশি দরখাস্ত; নারাজি (প্রতিবাদলিপি) ৪৩
- ১৪৪ ধারা, জরুরি অস্থায়ী আদেশ; ১৪৫ ধারা থেকে পার্থক্য ৪৩
- ১৪৫ ধারার অধীন কার্যক্রম, শান্তিভঙ্গের আশঙ্কাযুক্ত দখল-বিরোধ ৪৪
- ফৌজদারি মামলা স্থানান্তর, হাইকোর্ট বিভাগ ও দায়রা জজ ৪৪
- কেস ডায়েরি (পুলিশ ডায়েরি), ১৭২ ধারা ৪৫
- ফৌজদারি আদালতের এখতিয়ার; সাক্ষীর উপস্থিতিতে তল্লাশি (১০৩ ধারা) ৪৬
- হাইকোর্ট বিভাগের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা (৫৬১ক ধারা) ৪৬
- একই ঘটনায় দ্বিতীয় এজাহার, নতুন এফআইআর, নাকি ১৬১ ধারার জবানবন্দি? ৪৭

গ্রুপ A · দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ ..... **৪৮**
মূল আইন — প্রধান ধারাগুলো ৪৮
অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা (৩৯ আদেশ) ৫২
আরজি প্রত্যাখ্যান বনাম আরজি ফেরত ৫৩
আরজি-জবাব ও তার বিষয়বস্তু (ষষ্ঠ আদেশ) ৫৩
একতরফা ডিক্রির বিরুদ্ধে প্রতিকারসমূহ ৫৪
মোকদ্দমার পক্ষগণ, সংযোজন, অপসংযোজন এবং নাম কর্তন/পক্ষ সংযোজন (১ আদেশ) ৫৫
রেস জুডিকাটা বনাম রেস সাব-জুডিস ৫৫
আরজি-জবাবের সংশোধন ৫৬
আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা (১৫১ ধারা) ৫৭
শুনানি মুলতবি (১৭ আদেশ) ৫৭
৮৯ক ধারার অধীন মধ্যস্থতা ৫৮
রিসিভার (৪০ আদেশ) ৫৮
দেওয়ানি কার্যবিধির মূল ধারণা, "যেকোনো চারটি ব্যাখ্যা করুন" ৫৯
প্রত্যর্পণ (১৪৪ ধারা) ৫৯
গ্রুপ A · সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭ ..... **৬০**
মূল আইন — প্রধান ধারাগুলো ৬০
নিষেধাজ্ঞা, অস্থায়ী, চিরস্থায়ী ও বাধ্যতামূলক; যে ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা যায় না (৫২–৫৭ ধারা) ৬২
চুক্তির সুনির্দিষ্ট সম্পাদন (১২, ২১, ২২ ধারা) ৬৩
ঘোষণামূলক মোকদ্দমা (৪২–৪৩ ধারা); ঘোষণামূলক ডিক্রি কি জারিযোগ্য? ৬৩
দলিল বাতিলকরণ (৩৯–৪১ ধারা) ৬৪
৯ ধারা, দখল পুনরুদ্ধারের মোকদ্দমা; বিবাদীর ক্রয়সূত্রে স্বত্বের আপত্তি মোকাবিলা ৬৫
৩য় অংশ — কোর্ট-ফরম্যাট ড্রাফট (টেমপ্লেট আগে) **৬৬**
পেশাগত আচরণ ও বার কাউন্সিল **৬৬**
বার কাউন্সিলে দরখাস্ত, মক্কেলের অর্থ আত্মসাৎ ৬৬
নালিশি দরখাস্ত, মক্কেল সংগ্রহের জন্য দালালি / কেরানি নিয়োগ ৬৬
নালিশি দরখাস্ত, বিজ্ঞাপন / পেশাগত নিয়োগ আহ্বান (সাইনবোর্ড) ৬৭
নালিশি দরখাস্ত, বিচারকের সঙ্গে একতরফাভাবে সাক্ষাৎ / খাস কামরায় মুলতবি আদায় ৬৭
ফি আদায়ে জবরদস্তি, ব্রিফ পরিত্যাগ ও মক্কেলকে অশালীন আচরণের বিরুদ্ধে নালিশি দরখাস্ত ৬৮
ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ ..... **৬৯**
অ-জামিনযোগ্য অপরাধে জামিনের দরখাস্ত (৪৯৭ ধারা) ৬৯
পুলিশ রিপোর্টের বিরুদ্ধে নারাজি (প্রতিবাদ) দরখাস্ত ৭০
৪৩৫ ধারার সঙ্গে পঠিতব্য ৪৩৯ক ধারার অধীন রিভিশন দরখাস্ত ৭০
জামিন বন্ডের পরিমাণ হ্রাসের দরখাস্ত (৪৯৮ ধারা) ৭১
ফৌজদারি বিবিধ মামলা, ৪৯৮ ধারায় জামিন (ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নামঞ্জুরের পর) ৭২
জামিনযোগ্য অপরাধে আত্মসমর্পণপূর্বক জামিনের দরখাস্ত (৪৯৬ ধারা) ৭৩
শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় (ভূমি / মৎস্যখামার লইয়া) ১৪৫ ধারার অধীন দরখাস্ত ৭৪
২৬৫সি ধারার অধীন অব্যাহতির দরখাস্ত ৭৫
ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নালিশি দরখাস্ত (২০০ ধারা) ৭৬
দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ ..... **৭৭**
অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত ৭৭
অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা নামঞ্জুরের আদেশ রদের দরখাস্তের বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি ৭৮
আরজি প্রত্যাখ্যানের দরখাস্ত (সরকারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা / অগ্রহণযোগ্য) ৭৯
আরজি সংশোধনের দরখাস্ত ৮০
আরজি সংশোধনের বিরুদ্ধে আপত্তি দরখাস্ত ৮১
রায়ের পূর্বে ক্রোকের জন্য দরখাস্ত ৮২
আরজি খারিজের দরখাস্ত (কোনো আইনগত অধিকার নাই / সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৪২ ধারার পরিধি-বহির্ভূত) ৮৩
অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত (চাকরিচ্যুতি চ্যালেঞ্জকারী মোকদ্দমা / একটি রেজোলিউশন স্থগিত রাখা) ৮৪
৯ আদেশের ৯ বিধির অধীন পুনরুজ্জীবনের দরখাস্ত (অনুপস্থিতির কারণে খারিজকৃত মোকদ্দমা) ৮৫
৯ আদেশের ৯ বিধির অধীন পুনরুজ্জীবনের দরখাস্ত (ভিন্নরূপ, স্বত্ব মোকদ্দমা, বাদী অসুস্থ হইয়া পড়েন) ৮৬
লিখিত জবাবের ফরম্যাট ৮৭
২৪ ধারার অধীন মোকদ্দমা স্থানান্তরের পিটিশন (দেওয়ানি কার্যবিধি) ৮৭
আপিল মেমোরেন্ডাম ৮৮
রিভিশন দরখাস্ত (সংশোধনের দরখাস্ত নামঞ্জুরের বিরুদ্ধে) ৮৯
সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭ ..... **৯০**
দখল পুনরুদ্ধার ও স্বত্ব ঘোষণার আরজি (৮ ও ৪২ ধারা) ৯০
৪২ ধারার অধীন একটি দলিল বাধ্যকর নহে মর্মে বাতিল / ঘোষণার আরজি (৪২ ধারা) ৯১
স্বত্ব ঘোষণার আরজি, জাল হেবা বিষয়ক রূপভেদ (Z-এর প্রতিকার, ৪২ ধারা) ৯৩
চুক্তির সুনির্দিষ্ট সম্পাদনের আরজি (১২ ধারা) ৯৪
৯ ধারা, দখল পুনরুদ্ধারের আরজি (সম্মতি ব্যতিরেকে দখলচ্যুতি) ৯৫
স্বত্ব ঘোষণা ও স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আরজি (৪২ ও ৫৪ ধারা) ৯৬
বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার আরজি (৫৫ ধারা, রাজউক সীমানা-প্রাচীর প্রতিবন্ধকতা) ৯৭
৮ম. নেতিবাচক চুক্তি বলবৎ করিতে নিষেধাজ্ঞার মোকদ্দমা / আরজি (৫৭ ধারা) ৯৯
বিবাদীকে নিবৃত্ত করিয়া অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত (৫২–৫৪ ধারা, বরখাস্ত-শিক্ষক ঘটনা-বিন্যাস) ১০০

barprepbd.com

১ম অংশ — শেষ ২০ দিনের প্ল্যান

এই বইটি যেভাবে কাজ করে। লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিই হলো প্রশ্ন বাছাই: গ্রুপ A (দেওয়ানি কার্যবিধি + সুনির্দিষ্ট প্রতিকার)-এ তিনটির মধ্যে দুটি (১৫×২=৩০); গ্রুপ B ফৌজদারি কার্যবিধি, C দণ্ডবিধি, D সাক্ষ্য আইন, E তামাদি আইন — প্রতিটিতে দুটির মধ্যে একটি (১৫); গ্রুপ F পেশাগত আচরণ/বার কাউন্সিলে দুটির মধ্যে একটি (১০)। পাস ৫০/১০০। তাই পুরো আইন নয় — যা বারবার আসে সেটাই দরকার, যেন দুটি অপশনের একটি সবসময় আপনার চেনা হয়। এই বইয়ের প্রতিটি অংশ সেই যুক্তিতে সাজানো — **২০০৫–২০২৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রতিটি পরীক্ষার (১৮টি আসল প্রশ্নপত্র)** বিশ্লেষণ থেকে, সাম্প্রতিক ২০২০–২০২৫-কে বেশি গুরুত্ব দিয়ে: প্রতিটি আইনের ভেতরে টপিকগুলো ওপর থেকে নিচে পড়ুন — সবচেয়ে সম্ভাবনাময়গুলো আগে। **পাসের হিসাব:** গ্রুপ A-র দুটি উত্তরে ৮–১০ করে (১৬–২০) + B–E-তে ৮–১০ করে (৩২–৪০) + F-এ ৬–৭ ⇒ ~৫৪–৬৭। ছোট গ্রুপগুলো ঠিক থাকলে বড় দুটি কার্যবিধি খারাপ হলেও ৫০ পার হয়। পুনরাবৃত্তি সম্ভাবনা বাড়ায়, নিশ্চয়তা দেয় না — প্রতি গ্রুপে ৪–৫টি টপিক তৈরি রাখুন।

২০ দিনের রুটিন — দিনে ~৬ ঘণ্টা (২টি পড়ার ব্লক + ১ ঘণ্টা হাতে লেখা)

দিন	ফোকাস	কাজ
১–২	তামাদি আইন	টার্গেট টপিক + ২০২০–২০২৫-এর প্রতিটি তারিখ-হিসাবের অঙ্ক খাতায় সমাধান
৩–৪	পেশাগত আচরণ	ক্যানন + ট্রাইব্যুনাল + গঠন; অভিযোগের দরখাস্ত একবার মুখস্থ থেকে লিখুন
৫–৬	সাক্ষ্য আইন	এস্টপেল, প্রমাণের দায়, সাক্ষী; সঙ্গে স্বীকারোক্তি-ক্লাস্টারের কাঠামো
৭–৮	দণ্ডবিধি	বিষ ★ ও পিস্তল ★ হাইপোর উত্তর কণ্ঠস্থ; §৩৪/§১৪৯; পার্থক্য-প্রশ্নগুলোর ছক
৯–১০	ফৌজদারি কার্যবিধি	তদন্ত-ক্লাস্টার, §২৪১ক, জামিন; জামিন/নারাজি/রিভিশন ড্রাফট লিখে ফেলুন
১১–১২	দেওয়ানি কার্যবিধি	নিষেধাজ্ঞা, আরজি খারিজ, প্লিডিংস; ২০২৬ সংশোধনীর ফিগার শিখুন
১৩–১৪	সুনির্দিষ্ট প্রতিকার	নিষেধাজ্ঞা, সুনির্দিষ্ট কার্যসম্পাদন, ঘোষণা-বাতিল; মাস্টার আরজি + ৩টি প্রার্থনার রূপ
১৫	**মক ১ — ২০২৫ প্রশ্নপত্র**	পূর্ণ ৪ ঘণ্টা, হাতে লিখে, ঘড়ি ধরে — **এই প্ল্যানের সবচেয়ে দামি দিন**
১৬	মূল্যায়ন	প্রতিটি উত্তর মডেল উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন; প্রতিটি ঘাটতি আবার পড়ুন
১৭	**মক ২ — ২০২৩ প্রশ্নপত্র**	দ্বিতীয় পূর্ণ মক (ড্রাফটিং-ভারী কাগজটি)
১৮	দ্বিতীয় সারির টপিক	রেস জুডিকাটা · প্লিডিংস সংশোধন · §১৫১ · SR §৯ · §২৯৯/৩০০ — প্রতিটির এক-পাতার কাঠামো, ধারা-নম্বরসহ
১৯–২০	শুধু রিভিশন	৬টি ড্রাফট মুখস্থ থেকে · প্রতি আইনের ধারা-নম্বর শিট · ★ হাইপোগুলো; শেষ বিকেলে থামুন — ঘুমই শেষ প্রস্তুতি

barprepbd.com

★ **হুবহু ফিরে আসা প্রশ্ন — সবচেয়ে সস্তা নম্বর:** বিষ-ষড়যন্ত্রের হাইপো (২০০৬/২০০৮/২০১১/২০১৭-এর পর **২০২৫-এ হুবহু**) · রাগান্বিতের হাতে পিস্তল/ছুরি (২০২৫ ≈ ২০২৩) · প্রবাসী শরিকের এস্টপেল · অসুস্থ বাদীর মামলা খারিজ → বিলম্ব মওকুফ · সহ-আসামির স্বীকারোক্তিতে দণ্ড · ব্যাংকের আইন-উপদেষ্টার নিলাম-ক্রয় · ক্লার্ক দিয়ে মক্কেল ধরা (টাউটিং)। এগুলোর মডেল উত্তর একবার ভালো করে পড়া মানেই হলে তৈরি উত্তর।

ছয়টি ড্রাফট টেমপ্লেট — ২০২০–২০২৫ সালের প্রতিটি ড্রাফটিং প্রশ্ন এর ভেতরে

- **আরজি (মাস্টার টেমপ্লেট):** দখল + স্বত্ব ঘোষণা; প্রার্থনা বদলে — দলিল বাতিল (জাল হেবা/কবলা) বা সুনির্দিষ্ট কার্যসম্পাদন (বায়নাপত্র)
- **অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত** (আদেশ ৩৯) + **লিখিত আপত্তি** (২০২৩-এ এসেছে)
- **আরজি খারিজের দরখাস্ত** (আদেশ ৭ বিধি ১১)
- **জামিনের দরখাস্ত** (+ অতিরিক্ত মুচলেকা কমানোর দরখাস্ত)
- **নারাজি দরখাস্ত** (২০২৩) ও **রিভিশন দরখাস্ত** (২০২৫) — একই কঙ্কাল
- **বার কাউন্সিলে অভিযোগের দরখাস্ত** (২০২৫, ২০২২, ২০২১)

ড্রাফটে ফরম্যাটের নম্বর ফ্রি: সঠিক আদালত ও ধারাসহ শিরোনাম → নম্বরযুক্ত অনুচ্ছেদ ("প্রকাশ থাকে যে...") → প্রার্থনা → সত্যপাঠ। **গড়পড়তা ঘটনার সঠিক কাঠামো, নিখুঁত ঘটনার ভুল কাঠামোর চেয়ে বেশি নম্বর পায়।** সব টেমপ্লেট ৩য় অংশে।

উত্তরের কাঠামো + হলে ৪ ঘণ্টা

প্রতিটি উত্তরে

- **ইস্যু** — প্রশ্নটি আসলে কী জানতে চায়, এক লাইনে
- **আইন ও ধারা** — প্রতিটি উত্তরে; এটিই সবচেয়ে সস্তা বিশ্বাসযোগ্যতা
- **ব্যাখ্যা** — বিধির উপাদানগুলো নিজের ভাষায়
- **প্রয়োগ** — ঘটনার X, Y, Z নাম ধরে আইন বসান; সাম্প্রতিক প্রশ্ন প্রয়োগেই নম্বর দেয়
- **সিদ্ধান্ত** — যা জিজ্ঞেস করা হয়েছে তার পরিষ্কার উত্তর

দুই অংশের প্রশ্নে ছাপা নম্বর অনুপাতে সময় ভাগ করুন (১০+৫ → ২:১)। (ক) খারাপ হলেও (খ) লিখুন — অংশ আলাদা করে দেখা হয়।

২৪০ মিনিট

- **০–১০:** পুরো প্রশ্নপত্র পড়ে প্রতি গ্রুপে টিক। থিওরি + চেনা হাইপো > অচেনা ড্রাফট; রিহার্স-করা ড্রাফট > সবকিছু
- **১০–১০০:** গ্রুপ A — দুটি উত্তর, ৪৫ মিনিট করে, মাথা তাজা থাকতে
- **১০০–২২০:** গ্রুপ B–E — প্রতিটি ৩০ মিনিটের কঠোর সীমা, সবচেয়ে ভালোটা আগে
- **২২০–২৩৮:** গ্রুপ F — ১৮ মিনিট; কখনো বাদ নয়
- **শেষ:** ৭টি উত্তরই আছে কি না মিলিয়ে দেখুন

৭টি মাঝারি উত্তর পাস করে; ৫টি দুর্দান্ত উত্তর ফেল করে। সময় শেষ হলে এক লাইনের সিদ্ধান্তে গুটিয়ে পরের প্রশ্নে যান।

⚠️ **বর্তমান আইন লিখুন — পুরনো গাইডের ফিগার নয়।** ২০২৬ সংশোধনী: দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ১৭-এ মুলতবি এখন সর্বোচ্চ **৪ বার**, §৩৫ক-এর ক্ষতিপূরণমূলক খরচ **৫০,০০০ টাকা** পর্যন্ত; ফৌজদারি কার্যবিধির §৩২-এ অর্থদণ্ডের সীমা বেড়েছে। তামাদি আইনে বাংলাদেশে সুনির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনের মেয়াদ **১ বছর** (১ম তফসিল, অনুচ্ছেদ ১১৩) — ভারতীয় বইয়ের ৩ বছর লিখলে ভুল।

কম গুরুত্ব দিন (২০০৯-এর পরের কাগজে কার্যত অনুপস্থিত): §১৪৫ কার্যক্রম · §৫২৬ মামলা স্থানান্তর · পুলিশ ডায়েরি · প্রত্যর্পণ (restitution) · §১০ মোকদ্দমা স্থগিত — কাঠামো জানুন, পূর্ণ উত্তর অনুশীলনে সময় নষ্ট করবেন না।

barprepbd.com

২য় অংশ — আইন ধরে ধরে: আগে মূল ধারা, তারপর মডেল উত্তর

প্রতিটি আইন শুরু হয় তার প্রধান ধারাগুলোর মূল পাঠ দিয়ে — আগে আইনটি পড়ুন, তারপর সেই আইনের ওপর দাঁড়ানো মডেল উত্তরগুলো (টপিক সাজানো পাস-অগ্রাধিকার ক্রমে; শিরোনামের পাশের সালগুলো = যেসব পরীক্ষায় এসেছে)।

E · 15 তামাদি আইন, ১৯০৮

মূল আইন — প্রধান ধারাগুলো ১৯০৮ সালের ৯ নং আইন

§3 · তামাদির মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর দায়েরকৃত মামলা ইত্যাদি খারিজকরণ

৪ থেকে ২৫ ধারা (উভয়সহ) পর্যন্ত বিধানসমূহ সাপেক্ষে, প্রথম তফসিল দ্বারা নির্ধারিত তামাদির মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর দায়েরকৃত প্রত্যেক মামলা, উপস্থাপিত প্রত্যেক আপিল এবং কৃত প্রত্যেক দরখাস্ত খারিজ হবে, যদিও তামাদি প্রতিরক্ষা হিসেবে উত্থাপিত না-হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা: সাধারণ ক্ষেত্রে, যখন আরজি যথাযথ কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপিত হয় তখন একটি মামলা দায়ের হয়; দরিদ্র ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যখন দরিদ্র হিসেবে মামলা করার অনুমতির জন্য তাঁর দরখাস্ত করা হয় তখন; এবং আদালত কর্তৃক অবসায়নাধীন কোনো কোম্পানির বিরুদ্ধে দাবির ক্ষেত্রে, যখন দাবিদার তাঁর দাবি সরকারি অবসায়কের নিকট প্রথম প্রেরণ করেন তখন, মামলা দায়ের হয়েছে বলে গণ্য হবে।

§4 · মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সময় আদালত বন্ধ থাকলে

কোনো মামলা, আপিল বা দরখাস্তের জন্য নির্ধারিত তামাদির মেয়াদ এমন কোনো দিনে উত্তীর্ণ হলে যেদিন আদালত বন্ধ থাকে, তবে সেই মামলা দায়ের, আপিল উপস্থাপন বা দরখাস্ত করা যাবে আদালত পুনরায় খোলার দিনে।

§5 · কতিপয় ক্ষেত্রে মেয়াদ বর্ধিতকরণ

কোনো রায়ের রিভিশন বা রিভিউয়ের জন্য বা আপিলের অনুমতির জন্য কোনো আপিল বা দরখাস্ত, কিংবা তৎকালে বলবৎ কোনো আইনের দ্বারা বা তার অধীনে এই ধারা যে কোনো অন্য দরখাস্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা হতে পারে এমন অন্য কোনো দরখাস্ত, তার জন্য নির্ধারিত তামাদির মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও গ্রহণ করা যেতে পারে, যদি আপিলকারী বা দরখাস্তকারী আদালতকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করেন যে, ঐ মেয়াদের মধ্যে আপিল উপস্থাপন করতে বা দরখাস্ত করতে না-পারার পর্যাপ্ত কারণ তাঁর ছিল।

ব্যাখ্যা: নির্ধারিত তামাদির মেয়াদ নির্ণয় বা গণনায় হাইকোর্ট বিভাগের কোনো আদেশ, রীতি বা রায় দ্বারা আপিলকারী বা দরখাস্তকারী বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, এই তথ্য এই ধারার অর্থে পর্যাপ্ত কারণ হতে পারে।

barprepbd.com

§6 · আইনগত অক্ষমতা

(১) কোনো মামলা বা কার্যধারা দায়েরের বা কোনো ডিক্রি কার্যকরকরণের জন্য দরখাস্ত করার অধিকারী কোনো ব্যক্তি, যে সময় থেকে তামাদির মেয়াদ গণনা করতে হবে সেই সময়ে, নাবালক, বা উন্মত্ত, বা জড়বুদ্ধি হলে, তিনি সেই অক্ষমতা অবসানের পর সেই একই মেয়াদের মধ্যে মামলা বা কার্যধারা দায়ের করতে বা দরখাস্ত করতে পারবেন, যে মেয়াদ অন্যথায় প্রথম তফসিলের তৃতীয় কলামে বা দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর ৪৮ ধারায় নির্ধারিত সময় থেকে অনুমোদিত হতো।

(২) এরূপ কোনো ব্যক্তি, যে সময় থেকে তামাদির মেয়াদ গণনা করতে হবে সেই সময়ে, এরূপ দুইটি অক্ষমতায় আক্রান্ত থাকলে, বা তাঁর অক্ষমতা অবসানের পূর্বে তিনি আরেকটি অক্ষমতায় আক্রান্ত হলে, তিনি উভয় অক্ষমতা অবসানের পর সেই একই মেয়াদের মধ্যে মামলা দায়ের করতে বা দরখাস্ত করতে পারবেন, যে মেয়াদ অন্যথায় ঐভাবে নির্ধারিত সময় থেকে অনুমোদিত হতো।

(৩) এরূপ ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত অক্ষমতা অব্যাহত থাকলে, তাঁর আইনগত প্রতিনিধি মৃত্যুর পর সেই একই মেয়াদের মধ্যে মামলা দায়ের করতে বা দরখাস্ত করতে পারবেন, যে মেয়াদ অন্যথায় ঐভাবে নির্ধারিত সময় থেকে অনুমোদিত হতো।

(৪) মৃত্যুর তারিখে এরূপ প্রতিনিধি নিজেও এরূপ কোনো অক্ষমতায় আক্রান্ত থাকলে, (১) ও (২) উপ-ধারায় বর্ণিত বিধিমালা প্রযোজ্য হবে।

§12 · বিচারিক কার্যধারায় সময় বাদ দেওয়া

(১) কোনো মামলা, আপিল বা দরখাস্তের জন্য নির্ধারিত তামাদির মেয়াদ গণনায়, যে দিন থেকে সেই মেয়াদ গণনা করতে হবে সেই দিন বাদ দিতে হবে।

(২) কোনো আপিল, আপিলের অনুমতির জন্য দরখাস্ত এবং রায়ের রিভিউয়ের জন্য দরখাস্তের জন্য নির্ধারিত তামাদির মেয়াদ গণনায়, যে রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে তা যেদিন ঘোষিত হয়েছিল সেই দিন, এবং যে ডিক্রি, দণ্ডাদেশ বা আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে বা যা রিভিউ করার আবেদন করা হয়েছে তার একটি অনুলিপি প্রাপ্তির জন্য আবশ্যক সময়, বাদ দিতে হবে।

(৩) কোনো ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল করা হলে বা তা রিভিউ করার আবেদন করা হলে, যে রায়ের ওপর তা প্রতিষ্ঠিত সেই রায়ের একটি অনুলিপি প্রাপ্তির জন্য আবশ্যক সময়ও বাদ দিতে হবে।

(৪) কোনো রোয়েদাদ রদ করার দরখাস্তের জন্য নির্ধারিত তামাদির মেয়াদ গণনায়, রোয়েদাদের একটি অনুলিপি প্রাপ্তির জন্য আবশ্যক সময় বাদ দিতে হবে।

§18 · প্রতারণার ফলাফল
কোনো ব্যক্তি, যাঁর মামলা দায়ের বা দরখাস্ত করার অধিকার আছে, তিনি প্রতারণার মাধ্যমে সেই অধিকার সম্পর্কে বা যে স্বত্বের ভিত্তিতে তা প্রতিষ্ঠিত সে সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া থেকে বঞ্চিত থাকলে, অথবা এরূপ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় কোনো দলিল প্রতারণামূলকভাবে তাঁর কাছ থেকে গোপন রাখা হলে, মামলা দায়ের বা দরখাস্ত করার জন্য নির্ধারিত সময়,

(ক) প্রতারণায় দোষী ব্যক্তি বা তার সহযোগীর বিরুদ্ধে, অথবা
(খ) সরল বিশ্বাসে ও মূল্যবান প্রতিদানের বিনিময়ে নয়, এমনভাবে তাঁর মাধ্যমে দাবিদার অন্য যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে,

গণনা করা হবে সেই সময় থেকে, যখন প্রতারণাটি এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রথম জ্ঞাত হয়, অথবা গোপনকৃত দলিলের ক্ষেত্রে, যখন তিনি প্রথম তা উপস্থাপনের বা তার উপস্থাপন বাধ্য করার উপায় লাভ করেন।

§26 · সুখাধিকার অর্জনের অধিকার
(১) কোনো দালানের জন্য আলো বা বাতাসের প্রবেশ ও ব্যবহার সুখাধিকার হিসেবে, অধিকারস্বরূপ, নিরবচ্ছিন্নভাবে এবং বিশ বছর যাবৎ শান্তিপূর্ণভাবে ভোগ করা হলে,

এবং কোনো পথ বা জলপ্রবাহ, বা কোনো পানির ব্যবহার, বা অন্য কোনো সুখাধিকার (তা ইতিবাচক হোক বা নেতিবাচক) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক, যিনি তাতে সুখাধিকার হিসেবে ও অধিকারস্বরূপ স্বত্ব দাবি করেন, নিরবচ্ছিন্নভাবে এবং বিশ বছর যাবৎ শান্তিপূর্ণ ও প্রকাশ্যভাবে ভোগ করা হলে,

তবে এরূপ আলো বা বাতাসের প্রবেশ ও ব্যবহার, পথ, জলপ্রবাহ, পানির ব্যবহার, বা অন্য সুখাধিকারের অধিকার নিরঙ্কুশ ও অবিনাশ্য হবে।

উক্ত বিশ বছরের প্রতিটি মেয়াদ এমন একটি মেয়াদ হিসেবে গণ্য হবে, যা যে মামলায় সংশ্লিষ্ট দাবিটি বিতর্কিত হয়েছে সেই মামলা দায়েরের অব্যবহিত পূর্ববর্তী দুই বছরের মধ্যে শেষ হয়েছে।

(২) (১) উপ-ধারার অধীনে যে সম্পত্তির ওপর অধিকার দাবি করা হয় তা সরকারের অন্তর্গত হলে, উক্ত উপ-ধারাটি এমনভাবে পঠিত হবে যেন "বিশ বছর" শব্দগুলোর পরিবর্তে "ষাট বছর" শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা: দাবিদার ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির কাজের কারণে সৃষ্ট বাধার ফলে দখল বা ভোগের প্রকৃত বিচ্ছিন্নতা না-ঘটলে, এবং দাবিদার সেই বাধা ও তা সৃষ্টিকারী বা তা সৃষ্টির অনুমোদনদানকারী ব্যক্তির নোটিশ পাওয়ার পর এক বছর পর্যন্ত এরূপ বাধা মেনে নেওয়া বা তাতে নীরব সম্মতি না-দিলে, এই ধারার অর্থে তা কোনো বাধা বলে গণ্য হবে না।

§28 · সম্পত্তির অধিকারের বিলোপ
কোনো ব্যক্তিকে কোনো সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধারের মামলা দায়েরের জন্য এই আইন দ্বারা নির্ধারিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে, সেই সম্পত্তির প্রতি তাঁর অধিকার বিলুপ্ত হবে।

barprepbd.com

★ ৫ ধারা, বিলম্ব মার্জনা ("পর্যাপ্ত কারণ") 2025, 2023, 2017, 2015, 2012, 2011…

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> কোন কোন প্রকার কার্যধারায় ৫ ধারা প্রযোজ্য, এবং একটি ৫ ধারার দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে আদালত কি বাধ্য? নির্ধারিত শুনানির তারিখে বাদী অসুস্থ হইয়া পড়িলে মোকদ্দমাটি বিনা হাজিরায় খারিজ হয়, এবং তিন মাস পরে তিনি পুনর্বহাল প্রার্থনা করেন, বিলম্ব মার্জনার পক্ষে আপনি কী কী যুক্তি উপস্থাপন করিবেন, এবং বিলম্ব/অবহেলা কি দরখাস্তটি ব্যর্থ করিয়া দেয়?

বিধি (৫ ধারা)। কোনো *আপিল* অথবা রিভিশন, রিভিউ, আপিলের অনুমতি, কিংবা যেকোনো আইন দ্বারা যে দরখাস্তের ক্ষেত্রে ৫ ধারা প্রযোজ্য করা হয়েছে এমন কোনো *দরখাস্ত*, নির্ধারিত মেয়াদ পার হওয়ার পরও গ্রহণ করা যেতে পারে, যদি আপিলকারী/দরখাস্তকারী আদালতকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করেন যে যথাসময়ে কাজ না করার তাঁর **পর্যাপ্ত কারণ** ছিল।

পরিধি, ৫ ধারা কী আচ্ছাদন করে এবং কী করে না।

- ৫ ধারা **কেবল আপিল ও দরখাস্তের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য**, *মোকদ্দমার ক্ষেত্রে নয়*। মেয়াদ পার হয়ে দাখিলকৃত কোনো মোকদ্দমা ৩ ধারার অধীন সরাসরি খারিজ হয়; তামাদিবারিত কোনো মোকদ্দমার ক্ষেত্রে বিলম্ব মার্জনার কোনো অবকাশ নেই।
- "পর্যাপ্ত কারণ" সংজ্ঞায়িত করা হয়নি; এটি ঘটনার ভিত্তিতে বিচার্য। ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে মেয়াদ গণনায় **হাইকোর্ট বিভাগের কোনো আদেশ, প্রথা বা রায় দ্বারা বিভ্রান্ত** হওয়া পর্যাপ্ত কারণ হতে পারে।

আদালত কি বাধ্য? না। ৫ ধারা একটি **বিবেচনাধীন ক্ষমতা** দেয়, কোনো অধিকার নয়। কিছু কারণ দেখানো হলেও আদালত মার্জনা প্রত্যাখ্যান করতে পারে; বিপরীতক্রমে, এই বিবেচনাধীন ক্ষমতা বিচারিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে, খেয়ালখুশিমতো নয়। দরখাস্তকারীকে মেয়াদের **প্রতিটি দিনের** বিলম্ব ব্যাখ্যা করতে হবে।

অনুকল্পটিতে প্রয়োগ (অসুস্থতা → বিনা হাজিরায় খারিজ → প্রায় ৩ মাস পরে পুনর্বহাল প্রার্থনা)।

- নির্ধারিত শুনানির তারিখে আকস্মিক, প্রকৃত অসুস্থতা একটি ধ্রুপদী "পর্যাপ্ত কারণ", খারিজটি ইচ্ছাকৃত ছিল না কিংবা সরল বিশ্বাসের অভাবজনিত ছিল না।
- উপস্থাপনযোগ্য যুক্তি: (১) অসুস্থতা আকস্মিক ছিল এবং উপস্থিতি ব্যাহত করেছিল; (২) বাদী সরল বিশ্বাসে কাজ করেছিলেন এবং মোকদ্দমা পরিত্যাগের কোনো ইচ্ছা তাঁর ছিল না; (৩) ওই অক্ষমতার সমর্থনে প্রমাণ (চিকিৎসাগত সাক্ষ্য) আছে; (৪) খরচা দিয়ে যা পূরণযোগ্য নয় এমন কোনো ক্ষতি বিবাদীর হয়নি।
- **পদ্ধতি:** বিনা হাজিরায় খারিজের আদেশ রদ করার দরখাস্তটি দেওয়ানি কার্যবিধির (৯ আদেশ) অধীন; সেই পুনর্বহালের দরখাস্ত করার *বিলম্বই* ৫ ধারা দ্বারা মার্জনাযোগ্য।

বিলম্ব/অবহেলা কি এটি ব্যর্থ করে? হ্যাঁ। দরখাস্তকারীর নিজস্ব **গুরুতর বিলম্ব, নিষ্ক্রিয়তা বা অবহেলা** দ্বারা সৃষ্ট বিলম্ব আদালত মার্জনা করবে **না**, এবং **কেবল মানবিক বিবেচনা অবহেলাজনিত অস্বাভাবিক বিলম্ব আচ্ছাদন করতে পারে না**। তাই তিন মাসের বিলম্ব নিজেই অব্যাখ্যাত হলে অথবা গাফিলতির ফল হলে মার্জনা প্রত্যাখ্যাত হওয়া উচিত; অন্যদিকে অসুস্থতা ও তার পরবর্তী অবস্থা দ্বারা বিলম্বের প্রতিটি অংশ সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যাত হলে আদালত মার্জনা করতে পারে। **উপসংহার:** যথাযথভাবে প্রমাণিত ও সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যাত সরল-বিশ্বাসজনিত অসুস্থতার ক্ষেত্রে এটি মার্জনাযোগ্য; বিলম্ব দরখাস্তকারীর নিজস্ব অবহেলার প্রতিফলন হলে এটি ব্যর্থ হয়।

৬ ধারা, আইনগত অসামর্থ্য; এবং ১৮ ধারা, প্রতারণার প্রভাব 2025, 2021, 2020, 2017, 2015, 2014...

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> আইনগত অসামর্থ্য কী, এবং ইহা নির্ধারিত মেয়াদকে কীভাবে প্রভাবিত করে? তামাদির উপর প্রতারণার প্রভাব আলোচনা করুন।

আইনগত অসামর্থ্য (৬ ধারা)। মোকদ্দমা দায়ের করতে, জারির জন্য দরখাস্ত করতে, অথবা কোনো দরখাস্ত দাখিল করতে অধিকারী কোনো ব্যক্তি যদি, *যে সময় থেকে তামাদি গণনা শুরু হয় সেই সময়ে,* **নাবালক, উন্মাদ অথবা জড়বুদ্ধি** হন, তবে তিনি অসামর্থ্য কাটার পর **অন্যথায় যে মেয়াদ পেতেন সেই একই মেয়াদের মধ্যে** মোকদ্দমা/দরখাস্ত উপস্থাপন করতে পারেন। প্রতিটি অসুবিধাই "আইনগত অসামর্থ্য" নয়: কেবল নাবালকত্ব, উন্মত্ততা ও জড়বুদ্ধিই এর অন্তর্ভুক্ত ("সকল অসামর্থ্যই আইনগত অসামর্থ্য নয়")।

প্রধান বৈশিষ্ট্য:

- অধিকার উদ্ভবের সময় থেকে নয়, অসামর্থ্যের **অবসান** থেকে সময় গণনা হয়।
- **৬(২) ধারা:** কোনো ব্যক্তি একইসঙ্গে দুটি অসামর্থ্যের অধীন থাকলে, অথবা প্রথমটি শেষ হওয়ার আগে দ্বিতীয় কোনো অসামর্থ্য এসে পড়লে, **উভয়ের** অবসানের পর থেকে মেয়াদ গণনা হয়।
- **৬(৩) ধারা:** অসামর্থ্য যদি মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, তবে **বৈধ প্রতিনিধি** মৃত্যুর পর সেই একই মেয়াদ পান।
- **৮ ধারার সীমা:** ৬/৭ ধারা অসামর্থ্যের অবসান বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু থেকে মেয়াদকে কখনোই **তিন বছরের** বেশি বাড়ায় না (এবং অগ্রক্রয়ের মোকদ্দমায় এটি প্রযোজ্য নয়)।
- **৯ ধারা:** একবার সময় গণনা শুরু হলে, কোনো *পরবর্তী* অসামর্থ্য তা থামায় না, অধিকার উদ্ভবের *সময়েই* অসামর্থ্য বিদ্যমান থাকতে হবে।

দৃষ্টান্ত (বিধিবদ্ধ): নাবালকত্বকালে 'ক'-এর একটি মোকদ্দমা দায়ের করার অধিকার উদ্ভূত হয়; চার বছর পর তিনি সাবালকত্ব লাভ করেন; তিনি সাবালকত্ব থেকে গণিত সাধারণ মেয়াদের মধ্যে তখনও মোকদ্দমা দায়ের করতে পারেন।

সমাধানকৃত উদাহরণ (তুলনীয় ২০২৩ সালের অনুমিত ঘটনা): ২০১২ সালে কোনো নাবালকের ভূমি অবৈধভাবে বিক্রয় করা হয়; ২০১৮ সালে তিনি সাবালকত্ব লাভ করেন। দখল পুনরুদ্ধারের মোকদ্দমায় দখল বিরূপ হওয়ার সময় থেকে গণিত **১২ বছরের** মেয়াদ (১৪৪ অনুচ্ছেদ / ২৮ ধারা) চলে, কিন্তু ৬ ধারা তাঁকে নাবালকত্ব শেষ হওয়ার পর থেকে সাধারণ মেয়াদের মধ্যে মোকদ্দমা দায়ের করতে দেয়, তবে *বর্ধিতকরণের* ওপর ৮ ধারার তিন-বছরের সীমা সাপেক্ষে। ব্যবহারিকভাবে ২০২৩ সালে তিনি যথেষ্ট সময়ের মধ্যেই আছেন।

প্রতারণার প্রভাব (১৮ ধারা)। যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে **প্রতারণার দ্বারা তাঁর অধিকার বা স্বত্ব সম্পর্কে জানা থেকে বঞ্চিত** রাখা হয়েছে, অথবা প্রয়োজনীয় কোনো দলিল **প্রতারণামূলকভাবে গোপন** করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে, প্রতারণায় দোষী (অথবা তার সহযোগী) ব্যক্তির বিরুদ্ধে, কিংবা সরল বিশ্বাসে ও মূল্যের বিনিময়ে ছাড়া অন্যভাবে তাঁর মাধ্যমে দাবিদার যে কারও বিরুদ্ধে, মোকদ্দমা/দরখাস্তের মেয়াদ **ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রথম যখন প্রতারণা সম্পর্কে জানতে পারেন সেই সময় থেকে গণনা করা হয়** (অথবা গোপনকৃত দলিলের ক্ষেত্রে, তিনি যখন প্রথম তা উপস্থাপন করার উপায় পান)। তাই প্রতারণা তামাদির সূচনাকে আবিষ্কারের তারিখ পর্যন্ত **পিছিয়ে দেয়**, এবং অন্যায়কারীকে তার নিজের গোপনীয়তার সুফল ভোগ করতে দেয় না।

মেয়াদ গণনা, বর্জন, নকল, আদালত বন্ধ; তারিখ-সংক্রান্ত প্রকল্প 2025, 2023, 2022, 2020

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> মেয়াদ কীভাবে গণনা করা হয় (প্রথম দিনের বর্জন, নকল সংগ্রহের সময়, শেষ দিনে আদালত বন্ধ)? অতঃপর: প্রদত্ত ছুটি/মৃত্যু-সংক্রান্ত ঘটনাবলির ভিত্তিতে শেষ তারিখ নির্ণয় করুন।

গণনার নিয়মাবলি।

- **১২(১) ধারা:** কোনো মেয়াদ গণনাকালে, **যে দিন থেকে মেয়াদ চলা শুরু হয় সেই দিন বাদ দেওয়া হয়**।
- **১২(২)–(৪) ধারা:** আপিল/আপিলের অনুমতি/রিভিউয়ের ক্ষেত্রে, উপরন্তু **যে দিন রায় ঘোষিত হয়েছিল সেই দিন** এবং আপিলকৃত ডিক্রি/আদেশের **সার্টিফায়েড নকল সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ও** বাদ দেওয়া হয়; যেক্ষেত্রে কোনো ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল করা হয়, সেক্ষেত্রে তার ভিত্তিভূত রায়ের নকল সংগ্রহের সময়ও বাদ দিতে হবে; কোনো রোয়েদাদ রদের ক্ষেত্রে রোয়েদাদের নকল সংগ্রহের সময় বাদ দিতে হবে।
- **৪ ধারা:** যেক্ষেত্রে নির্ধারিত মেয়াদ **আদালত বন্ধ থাকা কোনো দিনে শেষ হয়**, সেক্ষেত্রে মোকদ্দমা/আপিল/দরখাস্ত **আদালত আবার খোলার দিনে** দাখিল করা যেতে পারে। (ছুটি/অবকাশকালে আদালত "বন্ধ" থাকে; আদালত *খোলা* থাকা অবস্থায় কেবল বিচারক ছুটিতে থাকলে তা ৪ ধারার অর্থে আদালত বন্ধ থাকা নয়।)

প্রায়োগিক প্রকল্প ক, দখল পুনরুদ্ধার দলিল (তুলনীয় ২০২২)। প্রতারণামূলক দলিল সম্পাদিত হয় ১৫/০৩/২০১৫, রেজিস্ট্রিকৃত হয় ১৯/০৩/২০১৫; X তা সম্পর্কে প্রথম জানতে পারেন **১৮/০৩/২০১৬**; সার্টিফায়েড নকলের জন্য আবেদন করেন **১৮/০৪/২০১৬**, তা পান **২২/০৫/২০১৬**; মোকদ্দমাটি **দলিল বাতিলের** জন্য।

- দলিল বাতিল = **আর্টিকেল ৯১**, মেয়াদ **তিন বছর**, যেসব ঘটনা বাতিলের অধিকার দেয় তা **প্রথম জানার** সময় থেকে। এখানে জ্ঞান = ১৮/০৩/২০১৬ (১৮ ধারা অনুযায়ী প্রতারণা মেয়াদকে আবিষ্কার পর্যন্ত পিছিয়ে দেয় এবং আর্টিকেল ৯১-এর "জ্ঞান"-ভিত্তিক সূচনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ)।
- ১২(১) ধারা প্রথম দিন (১৮/০৩/২০১৬) বাদ দেয়, তাই তিন বছর গিয়ে দাঁড়ায় **১৮/০৩/২০১৯**।

- **সতর্কতা:** নকল সংগ্রহের সময় ১২ ধারার অধীন কেবল **আপিল/রিভিউ/রোয়েদাদ-রদের** ক্ষেত্রে বাদযোগ্য, *কোনো মূল মোকদ্দমার ক্ষেত্রে নয়।* বাতিলের মোকদ্দমার ক্ষেত্রে নকল-সময় (১৮/০৪–২২/০৫/২০১৬) **বাদ দেওয়া হয় না। শেষ তারিখ ≈ ১৮/০৩/২০১৯।**

প্রায়োগিক প্রকল্প খ, ছুটি/মৃত্যু (২০২০ সালের ঘটনা)। দাখিলের শেষ তারিখ = **১৪/১০/২০২০**। ১৩/১০ ও ১৪/১০ = সাপ্তাহিক ছুটি; ১৫/১০ আদালত **খোলা** ছিল কিন্তু বিচারক ছুটিতে ছিলেন (এবং বাদীর বাবা মারা যান); ১৬/১০ = বিশেষ সরকারি ছুটি; ১২/১০ ও ১৭/১০ = কর্মদিবস।

- নির্ধারিত মেয়াদ **১৪/১০/২০২০** তারিখে শেষ হয়, যা আদালত **বন্ধ** থাকা একটি দিন (ছুটি)। ৪ ধারার অধীন দাখিল আদালত **আবার খোলার** দিনে স্থানান্তরিত হয়।
- আদালত **১৫/১০/২০২০ তারিখে আবার খোলে**, সেই দিন তা *খোলা* ছিল। বিচারক ছুটিতে থাকায় ৪ ধারার অর্থে আদালত "বন্ধ" হয় **না**, এবং কোনো আত্মীয়ের মৃত্যু ৪ ধারার ভিত্তি **নয়** (তা ৫ ধারার অধীন বিলম্ব মার্জনার দরখাস্তকে সমর্থন করতে পারে, কিন্তু ৫ ধারা কোনো *মোকদ্দমার* ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)।
- তাই দাখিল করতে হবে **১৫/১০/২০২০ তারিখে**। (১৬/১০ অপ্রাসঙ্গিক, আদালত ইতিমধ্যে ১৫ তারিখে আবার খুলেছিল।)
- **শেষ তারিখ = ১৫/১০/২০২০।**

খ-তে ৫ ধারার উপ-প্রশ্ন প্রসঙ্গে: ৫ ধারা **সহায়ক হয় না**, কারণ ৫ ধারা আপিল/দরখাস্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, **মোকদ্দমার ক্ষেত্রে নয়**; কোনো মোকদ্দমাকে ৪ ধারার আশ্রয় নিতে হয়, যা কেবল আদালত *বন্ধ* থাকা দিনগুলোকেই এগিয়ে নেয়।

বিরুদ্ধ দখল, সম্পত্তির অধিকার বিলোপ 2025, 2022, 2020

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> বিরুদ্ধ দখলের মাধ্যমে স্বত্ব এবং এই আইনের অধীন কোনো ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকার কীভাবে বিলুপ্ত হইতে পারে তাহা ব্যাখ্যা করুন।

বারো বছরের বিধি (১৪৪ অনুচ্ছেদ)। অন্যত্র বিশেষভাবে বিধান করা নেই এমন স্থাবর সম্পত্তির দখলের জন্য মোকদ্দমা **বারো বছরের** মধ্যে দায়ের করতে হবে, যা **বিবাদীর দখল বাদীর প্রতি বিরুদ্ধ হওয়ার সময়** থেকে গণনা করা হয়। দখল তখনই "বিরুদ্ধ" বলে গণ্য, যখন তা প্রকাশ্য, অবিচ্ছিন্ন, প্রকৃত মালিকের স্বত্বের প্রতি বৈরী এবং তাঁর জ্ঞাতসারে, নিছক অনুমতিমূলক দখল এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

অধিকার বিলোপ (২৮ ধারা)। এটিই বিরুদ্ধ দখলকে তার কার্যকারিতা দেয়। ২৮ ধারা বিধান করে যে, **দখলের মোকদ্দমার জন্য নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হলে মালিকের সম্পত্তির অধিকার নিজে থেকেই বিলুপ্ত হয়।** তাই এই আইন এক্ষেত্রে কেবল প্রতিকার রহিত করে *না*, এটি **অধিকারটিই বিনষ্ট করে**। একবার বারো বছর পার হলে:

- প্রকৃত মালিক আর দখল পুনরুদ্ধার করতে পারেন না; এবং
- তদনুরূপ একটি স্বত্ব বিরুদ্ধ দখলকারীর অনুকূলে পূর্ণতা লাভ করে।

এটি এই সাধারণ প্রবচনের **ব্যতিক্রম** যে, তামাদি প্রতিকার রহিত করে কিন্তু অধিকার নয়।

দুটি বিধান কীভাবে একসঙ্গে কার্যকর হয়।

- ১৪৪ অনুচ্ছেদ **মেয়াদ (বারো বছর)** এবং তার **আরম্ভবিন্দু** (দখল কখন বিরুদ্ধ হয়) ঠিক করে।
- ২৮ ধারা **পরিণতি** দেয় (সেই মেয়াদ শেষে দখলচ্যুত মালিকের স্বত্ব বিলোপ)।

দৃষ্টান্ত: 'ক' ২০০৮ সালে 'খ' কর্তৃক তার জমি থেকে দখলচ্যুত হন; 'খ' 'ক'-এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ও স্বত্ব দাবি করে তা ধরে রাখেন। 'ক' ২০২১ সালে, বারো বছরেরও বেশি পরে, মোকদ্দমা দায়ের করেন। মোকদ্দমাটি ১৪৪ অনুচ্ছেদের অধীন তামাদিতে বারিত, এবং ২৮ ধারা অনুযায়ী 'ক'-এর জমির অধিকার বিলুপ্ত হয়ে কার্যত 'খ'-এর অনুকূলে চলে যায়।

পার্থক্য নির্ণয়: ১৪৪ অনুচ্ছেদ (সাধারণ বিরুদ্ধ দখল, বারো বছর)-কে **৩ অনুচ্ছেদের** সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবেন না, সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭-এর ৯ ধারার দখলি মোকদ্দমা, যা দখলচ্যুতি থেকে কেবল **৬ মাস** এবং কেবল দখলের বিষয়ই নিষ্পত্তি করে, স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে।

উপসংহার: বিধিবদ্ধ বারো বছরের জন্য বিরুদ্ধ দখল (১৪৪ অনুচ্ছেদ), ২৮ ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে, প্রকৃত মালিকের অধিকার বিলুপ্ত করে এবং দখলকারীর অনুকূলে স্বত্ব অর্পণ করে।

দীর্ঘ ভোগে সুখাধিকার অর্জন (২৬ ধারা), দলিল ছাড়াই অধিকার 2025, 2021

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> "কোনো কোনো ক্ষেত্রে তামাদি আইন, ১৯০৮ দলিল ছাড়াই মালিকানা, অধিকার ও স্বত্ব সৃষ্টি করে।" সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহের উল্লেখসহ বর্ণনা করুন। সুখাধিকারের অধিকার কখন চূড়ান্ত হয়?

৩৩ মিনিটের কাঠামো: ১) সুখাধিকার কী → ২) ২৬ + ২৮ ধারার "দলিল ছাড়াই অধিকার" কাঠামো → ৩) ২৬ ধারার নিয়ম (২০ বছর / সরকারের বিরুদ্ধে ৬০) → ৪) শর্তগুলোর মানে (শান্তিপূর্ণ, নিজ-অধিকারে, বাধাহীন; মোকদ্দমার আগের ২ বছরের মধ্যে শেষ) → ৫) ২৭ ধারা → ৬) Easements Act টীকা। *অবশ্যই লিখুন:* অনুমতির ভোগে অর্জন হয় **না**; বর্তমানে কার্যকর বিধান Easements Act-এর ১৫ ধারা (একই নিয়ম)।

সুখাধিকার (easement) অর্থ অন্যের জমির ওপর নির্দিষ্টভাবে পথ, আলো, বাতাস, পানি ইত্যাদি ব্যবহারের অধিকার।

তামাদি আইন যখন দলিল ছাড়াই অধিকার দেয়। তামাদি আইন সাধারণত কেবল **প্রতিকারের সুযোগ বন্ধ করে**; কিন্তু দুটি জায়গায় আইনটি আরও এগিয়ে **অধিকারের ওপরই** কাজ করে, কোনো দলিল ছাড়াই অধিকার সৃষ্টি বা বিলুপ্ত করে:

১. **২৬ ধারা, দীর্ঘ ভোগে সুখাধিকার অর্জন** (দীর্ঘ ব্যবহারে *সৃষ্ট* একটি অধিকার); এবং

২. **২৮ ধারা, সম্পত্তির অধিকারের বিলুপ্তি:** দখলের মোকদ্দমার জন্য নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হলে প্রকৃত মালিকের অধিকারই **বিলুপ্ত হয়**, ফলে **বিরুদ্ধ দখলদারের** স্বত্ব আর চ্যালেঞ্জ করা যায় না। ২৬ ও ২৮ ধারা মিলেই সেই ক্ষেত্র, যেখানে সময়ের ব্যবধান কোনো হস্তান্তর-দলিল ছাড়াই মালিকানা, অধিকার ও স্বত্ব দেয়।

সুখাধিকার অর্জনের নিয়ম, ২৬ ধারা। কোনো পথ, আলো, বাতাস, জলপ্রবাহ, পানির ব্যবহার বা অন্য কোনো সুখাধিকার **শান্তিপূর্ণভাবে**, **নিজের অধিকার হিসেবে** এবং **বাধা ছাড়া ২০ বছর** ভোগ করলে অধিকারটি **চূড়ান্ত ও অকাট্য (absolute and indefeasible)** হয়ে যায়। যে

barprepbd.com

সম্পত্তির ওপর সুখাধিকারটি ব্যবহার করা হয়, সেটি **সরকারের** হলে সময় ২০ নয়, **৬০ বছর**।

প্রতিটি শর্তের মানে:

- **শান্তিপূর্ণভাবে**, বলপ্রয়োগ বা সহিংসতা ছাড়া;
- **নিজের অধিকার হিসেবে**, মালিকের **অনুমতি বা লাইসেন্স নিয়ে নয়**, গোপনেও নয়: অনুমতি নিয়ে যত দিনই ব্যবহার করা হোক, তাতে সুখাধিকার অর্জিত হয় না;
- **বাধা ছাড়া (নিরবচ্ছিন্নভাবে)**, "বাধা (interruption)" মানে কোনো প্রতিবন্ধকতায় ভোগের **প্রকৃত বিরতি**; আর তা গণনায় আসে কেবল তখনই, যখন দাবিদার প্রতিবন্ধকতা ও কে তা করেছে জানার পর **এক বছর** তা **মেনে নিয়েছেন**। এর চেয়ে কম সময়ের বা প্রতিরোধ-করা বাধা মেয়াদ ভাঙে না;
- **মেয়াদটি মোকদ্দমার সঙ্গে যুক্ত**, যে ২০ বছরের (বা ৬০ বছরের) ভোগ দাবি করা হচ্ছে, তা **মোকদ্দমা দায়েরের আগের দুই বছরের মধ্যে শেষ হতে হবে**। অর্থাৎ দাবিদারকে দেখাতে হবে, পূর্ণ মেয়াদের ভোগ প্রায় মোকদ্দমা পর্যন্ত চলে এসেছে।

জমি প্রজার হাতে থাকলে, ২৭ ধারা। যে জমির ওপর সুখাধিকার দাবি করা হচ্ছে, সেটি যদি **জীবনস্বত্বে বা তিন বছরের বেশি মেয়াদি ইজারায়** কারও হাতে থেকে থাকে, তবে সেই সময়টুকু ২০ বছরের হিসাব থেকে **বাদ যায়, যদি** স্বত্ব শেষ হওয়ার **তিন বছরের মধ্যে** মূল মালিক (reversioner) দাবিটি **প্রতিরোধ করেন**। যে মালিকের জমি প্রজার হাতে থাকায় ভোগ ঠেকানোর ক্ষমতা ছিল না, এ বিধান তাঁরই সুরক্ষা।

প্রয়োগ (২০২৫-এর প্রশ্নভঙ্গি)। আইনটি "দলিল ছাড়া মালিকানা, অধিকার ও স্বত্ব কীভাবে সৃষ্টি করে", উত্তর দুই ভাগে: **২৬ ধারায়**, ২০ বছরের শান্তিপূর্ণ, নিজ-অধিকারে, বাধাহীন ভোগে একটি সুখাধিকার **চূড়ান্ত** হয়, কোনো দলিল ছাড়াই অর্জিত পথ বা আলোর অধিকার; **২৮ ধারায়**, প্রকৃত মালিক দখল-মোকদ্দমার মেয়াদ (বিরুদ্ধ দখল) পার হতে দিলে **অধিকারটিই** হারান, কোনো দলিল ছাড়াই মালিকানা হাতবদল।

বর্তমান আইনি অবস্থান (গুরুত্বপূর্ণ টীকা): তামাদি আইনের **২৯ ধারা** এবং **Easements Act, 1882-এর ১A ও ৩ ধারার** কারণে বাংলাদেশে prescription দ্বারা easement অর্জনের কার্যকর বিধান **Easements Act-এর ১৫ ধারা**, যাতে মূলত **একই ২০ বছর / সরকারের বিরুদ্ধে ৬০ বছরের নিয়ম** আছে; তামাদি আইনের ২৬ ধারার মূলনীতি পরীক্ষায় ঐতিহাসিক/সিলেবাসভিত্তিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার। ২৬ ধারার অধীন, শান্তিপূর্ণভাবে, নিজের অধিকার হিসেবে ও বাধা ছাড়া **২০ বছর** (সরকারের বিরুদ্ধে ৬০ বছর) ভোগ করা পথ, আলো, বাতাস বা পানির সুখাধিকার, মেয়াদটি মোকদ্দমার আগের দুই বছরের মধ্যে শেষ হলে, **চূড়ান্ত ও অকাট্য** হয়; বাধা মেনে নেওয়ার এক-বছরের নিয়ম ও ২৭ ধারার মালিক-সুরক্ষা সাপেক্ষে, এবং এ কথা মনে রেখে যে বর্তমানে কার্যকর বিধানটি একই নিয়মের **Easements Act-এর ১৫ ধারা**। ২৮ ধারার সঙ্গে পড়লে, এ-ই সেই বিধানগুলো, যেখানে আইন কেবল প্রতিকার বন্ধ করে না, **দলিল ছাড়াই অধিকার সৃষ্টি ও বিলুপ্ত করে**।

বিশেষ আইন, কেন ৫ ধারা / তামাদি আইন প্রযোজ্য না-ও হতে পারে 2025, 2012, 2009, 2006

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> যেক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ অথবা অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর ন্যায় কোনো বিশেষ আইন নিজস্ব তামাদির মেয়াদ নির্ধারণ করে, সেক্ষেত্রে তামাদি আইনের বিধানসমূহ (এবং ৫ ধারা) কেন প্রযোজ্য হয় না? সেই সকল আইনের অভ্যন্তরে কোনো প্রতিকার আছে কি?

নিয়ন্ত্রক বিধান (২৯(২) ধারা)। যেক্ষেত্রে কোনো **বিশেষ আইন** প্রথম তফসিল থেকে **ভিন্নতর** একটি তামাদির মেয়াদ ঠিক করে, সেক্ষেত্রে,

- **৩ ধারা** তবু প্রযোজ্য থাকে (সেই বিশেষ মেয়াদটিকে এমনভাবে গণ্য করা হয় যেন তা তফসিলেই বিধৃত ছিল, তাই সেই বিশেষ সময়ের পর দাখিলকৃত কোনো কার্যক্রম খারিজ হয়); কিন্তু
- আইনের কাঠামোর মধ্যে কেবল **৪ ধারা, ৯–১৮ ধারা ও ২২ ধারা প্রযোজ্য** হয়, এবং **কেবল ততটুকু পর্যন্ত যতটুকু সেই বিশেষ আইন সুস্পষ্টভাবে তা বাদ দেয়নি**; এবং
- **আইনের বাকি বিধানসমূহ প্রযোজ্য হয় না।**

কেন ৫ ধারা বাদ পড়ে। ২৯(২)(ক) ধারা কর্তৃক সংরক্ষিত তালিকায় (৪ ধারা, ৯–১৮ ধারা, ২২ ধারা) ৫ ধারা **অন্তর্ভুক্ত নয়**। তাই **কোনো বিশেষ আইনের নিজস্ব তামাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কার্যক্রমে ৫ ধারা প্রযোজ্য হয় না**, বিশেষ আইনটি সময়ের বিষয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধি, এবং সাধারণ বিলম্ব মার্জনার ক্ষমতা তাতে আমদানি করা যায় না, যদি না সেই বিশেষ আইন নিজেই ৫ ধারা গ্রহণ করে।

প্রয়োগ।

- **বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪** এবং **অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩** প্রত্যেকেই নিজস্ব মেয়াদ ঠিক করে (যেমন সেই আইনগুলোর অধীন আপিল/দরখাস্তের জন্য)। যেহেতু এগুলো নিজস্ব তামাদি নির্ধারণকারী বিশেষ আইন, তাই কোনো বিচারপ্রার্থী এদের অধীন বিলম্ব মার্জনা করার জন্য **তামাদি আইনের ৫ ধারার ওপর নির্ভর করতে পারেন না**।
- আইনের ভূমিকা এখানে অবশিষ্টমূলক: ৩ ধারা সময়োত্তীর্ণ কার্যক্রমকে নিষিদ্ধ করে; সংরক্ষিত ধারাগুলো (৪ ধারা, ৯–১৮ ধারা, ২২ ধারা) গণনা/প্রতারণা/আদালত বন্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে কেবল ততটুকু পর্যন্তই সহায়ক হতে পারে যতটুকু বিশেষ আইন তা বাদ দেয়নি।

বিশেষ আইনের অভ্যন্তরে প্রতিকার। প্রতিকার যদি কিছু থাকে, তবে তা থাকে **বিশেষ আইনের অভ্যন্তরেই**, অর্থাৎ *সেই* আইন নিজস্ব বিলম্ব-মার্জনা/মেয়াদ-বর্ধন ধারা অথবা নিজস্ব আপিল-ও-প্রতিকার ব্যবস্থা রাখে কি না। বিশেষ আইন যদি বিলম্ব মার্জনার বিধান রাখে, তবে সেই ধারার অধীন প্রতিকার চাওয়া হয়; আর যদি তা নীরব ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়, তবে মেয়াদটি কঠোর এবং ৫ ধারার অধীন কোনো প্রতিকার পাওয়া যায় না।
উপসংহার: ২৯(২) ধারা বিশেষ আইনের মেয়াদকে নিয়ন্ত্রক করে তোলে; ৫ ধারা পাওয়া যায় না; কোনো অন্তর্নিহিত মেয়াদ-বর্ধন বা প্রতিকারের জন্য বিশেষ আইনের দিকেই তাকাতে হবে।

লিখিত স্বীকৃতি, নতুন মেয়াদ; অ্যাডভোকেটের স্বীকৃতি 2021

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> লিখিত স্বীকৃতির ফলে তামাদির মেয়াদে কী প্রভাব পড়ে? মক্কেলের পক্ষে অ্যাডভোকেট কর্তৃক প্রদত্ত লিখিত স্বীকৃতি কি বৈধ?

বিধি (১৯ ধারা)। যেক্ষেত্রে **নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে** কোনো সম্পত্তি বা অধিকার সম্পর্কে কোনো **দায়ের স্বীকৃতি** যাঁর বিরুদ্ধে ওই অধিকার দাবি করা হয় তিনি (অথবা যাঁর মাধ্যমে তিনি স্বত্ব বা দায় লাভ করেন এমন কোনো ব্যক্তি) কর্তৃক **লিখিতভাবে দেওয়া ও স্বাক্ষরিত** হয়,

সেক্ষেত্রে **স্বীকৃতি স্বাক্ষরিত হওয়ার তারিখ থেকে তামাদির একটি নতুন মেয়াদ গণনা করা হয়।** স্বীকৃতি কোনো নতুন নালিশের কারণ তৈরি করে না; এটি বিদ্যমান নালিশের কারণের ওপর **ঘড়ি আবার চালু করে।**

অপরিহার্য শর্তসমূহ।

- এটি অবশ্যই **লিখিত ও স্বাক্ষরিত** হতে হবে (মৌখিক স্বীকৃতি যথেষ্ট নয়)।
- এটি অবশ্যই মূল মেয়াদ শেষ হওয়ার **আগে** দেওয়া হতে হবে, তামাদির মেয়াদ ইতিমধ্যে শেষ হওয়ার পর দেওয়া কোনো স্বীকৃতি কোনো নিষ্প্রাণ দাবিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে না।
- এটি অবশ্যই একটি **বিদ্যমান দায়/আইনগত সম্পর্কের** স্বীকৃতিরূপে গণ্য হতে হবে (অর্থাৎ অধিকার/দায় বিদ্যমান আছে এমন স্বীকৃতি)।

১৯ ধারার ব্যাখ্যাসমূহ।

- **ব্যাখ্যা ১:** স্বীকৃতিতে সম্পত্তির সঠিক প্রকৃতি উল্লেখ না থাকলেও, কিংবা পরিশোধের সময় আসেনি বলে উল্লেখ থাকলেও, কিংবা এটি পরিশোধে অস্বীকৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, অথবা এটি স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও কাছে সম্বোধিত হলেও, স্বীকৃতিটি যথেষ্ট।
- **ব্যাখ্যা ২:** "**স্বাক্ষরিত**" বলতে **ব্যক্তিগতভাবে অথবা সেই বিষয়ে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো প্রতিনিধি কর্তৃক** স্বাক্ষরিত বোঝায়।
- **ব্যাখ্যা ৩:** কোনো ডিক্রি জারির দরখাস্ত একটি অধিকার সম্পর্কিত দরখাস্ত।

তারিখবিহীন লিখিত দলিলের প্রভাব (১৯(২) ধারা): এটি যে তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেই **তারিখ** মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা যেতে পারে (যদিও সাক্ষ্য আইন সাপেক্ষে, এর বিষয়বস্তু নয়)।

অ্যাডভোকেটের স্বীকৃতি কি বৈধ? এটি **কেবল তখনই বৈধ যদি অ্যাডভোকেট** মক্কেলের পক্ষে দায় স্বীকার করার জন্য **যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত** থাকেন (ব্যাখ্যা ২, "সেই বিষয়ে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি")। কোনো মামলা পরিচালনার জন্য অ্যাডভোকেটের সাধারণ নিয়োগ **এমনিতে** এমন স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষমতা বহন করে না যা তামাদির একটি নতুন মেয়াদ ঠিক করে; দায় স্বীকার করার জন্য সুনির্দিষ্ট বা অনুমিত ক্ষমতা প্রয়োজন। তাই:

- ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো অ্যাডভোকেট কর্তৃক স্বীকৃতি → **বৈধ**, স্বাক্ষরের তারিখ থেকে নতুন মেয়াদ চলে।
- এমন ক্ষমতা ছাড়া কোনো অ্যাডভোকেট কর্তৃক স্বীকৃতি → মক্কেলের প্রতি **বাধ্যকর নয়**।

উপসংহার: কোনো বিদ্যমান দায়ের যথাসময়ে দেওয়া, স্বাক্ষরিত, লিখিত স্বীকৃতি ১৯ ধারার অধীন একটি নতুন মেয়াদ শুরু করে; এবং অ্যাডভোকেটের লিখিত স্বীকৃতি মক্কেলকে কেবল তখনই বাধ্য করে, যেখানে অ্যাডভোকেট তা দেওয়ার জন্য যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন।

৩ ধারা, "মোকদ্দমাটি তামাদিতে বারিত" 2017, 2012, 2009, 2007

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> "মোকদ্দমাটি তামাদিতে বারিত" বলিতে আপনি কী বুঝেন?

অর্থ। কোনো মোকদ্দমা **প্রথম তফসিলে তার জন্য নির্ধারিত মেয়াদ পার হওয়ার পর** দায়ের করা হলে তা "তামাদিতে বারিত" হয়। এর প্রভাব **প্রতিকারের ওপর, অধিকারের ওপর নয়**: এই আইন আদালতে প্রতিকারকে বারিত করে কিন্তু তা নিজে থেকে অন্তর্নিহিত অধিকারকে বিনষ্ট করে না (২৮ ধারা সাপেক্ষে, যা দখলের মেয়াদ পার হওয়ার পর সম্পত্তির অধিকারকে পৃথকভাবে *বিলুপ্ত* করে)।

বাধ্যতামূলক বিধি (৩ ধারা)। ৪–২৫ ধারা সাপেক্ষে, **নির্ধারিত মেয়াদের পর দায়েরকৃত প্রত্যেক মোকদ্দমা, দায়েরকৃত আপিল এবং উত্থাপিত দরখাস্ত খারিজ হবে, যদিও তামাদিকে আত্মপক্ষ সমর্থনে তোলা হয়নি।** এর থেকে দুটি পরিণতি আসে:

- খারিজ করা **বাধ্যতামূলক**, বিবেচনাধীন নয়।
- আদালতকে বিষয়টি **নিজ উদ্যোগে (suo motu)** আমলে নিতে হবে: বিবাদী তামাদির প্রশ্ন না তুললেও, আদালত একটি তামাদি-বারিত মোকদ্দমা খারিজ করতে বাধ্য। নীরব থেকে তামাদির বাধা এড়ানো যায় না।

মোকদ্দমা কখন "দায়ের" হয়? ৩ ধারার ব্যাখ্যা অনুযায়ী, সাধারণত যখন **আরজি যথাযথ কর্মকর্তার কাছে উপস্থাপিত** হয়; নিঃস্ব ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যখন নিঃস্ব হিসেবে মোকদ্দমা করার অনুমতির জন্য দরখাস্ত করা হয়; অবসায়নাধীন কোনো কোম্পানির বিরুদ্ধে দাবির ক্ষেত্রে, যখন দাবিটি প্রথমে সরকারি অবসায়কের কাছে পাঠানো হয়। এটি সেই তারিখটি ঠিক করে, যার বিপরীতে তফসিলের মেয়াদ পরিমাপ করা হয়।

দৃষ্টান্ত: যদি তফসিল তিন বছর অনুমোদন করে এবং আরজি চতুর্থ বছরে উপস্থাপিত হয়, তবে গুণাগুণ নির্বিশেষে এবং বিবাদী বাধাটি তুলুক বা না তুলুক, আদালতকে তামাদির ভিত্তিতে তা খারিজ করতে হবে।

উপসংহার: "তামাদিতে বারিত" = দাবিটি প্রথম তফসিলের অধীন সময়োত্তীর্ণ; ৩ ধারা আদালতকে নিজের উদ্যোগে তা খারিজ করতে বাধ্য করে, এই বাধা অধিকারের পরিবর্তে প্রতিকারের ওপর বর্তায়।

F · 10 পেশাগত আচরণ ও বার কাউন্সিল

পেশাগত আচরণ ও শিষ্টাচারের ক্যাননসমূহ, আদালত, মক্কেল, সহকর্মী অ্যাডভোকেট ও জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য 2025, 2020, 2010, 2009, 2008, 2007...

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> পেশাগত আচরণ ও শিষ্টাচারের ক্যানন বলিতে আপনি কী বুঝেন? আদালত, মক্কেল, সহকর্মী অ্যাডভোকেট এবং জনসাধারণের প্রতি একজন অ্যাডভোকেটের কর্তব্যসমূহ বর্ণনা করুন।

ক্যাননসমূহ হলো অ্যাডভোকেটদের জন্য বলবৎ পেশাগত আচরণ ও শিষ্টাচারের বিধিমালা, যা ১৯৭২ সালের অর্ডারের **৪৪(ছ) অনুচ্ছেদের** অধীন বার কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত। এটি **চারটি অধ্যায়ে** বিন্যস্ত, এবং প্রতিটি অধ্যায়ে ক্যানন-সংখ্যা নতুন করে শুরু হয়; তাই উদ্ধৃতিতে অধ্যায়ের নাম উল্লেখ করতে হবে (যেমন "দ্বিতীয় অধ্যায়, ক্যানন ৫")। এগুলোর উদ্দেশ্য পেশার মর্যাদা সমুন্নত রাখা এবং আদালত, মক্কেল, সহকর্মী ও জনসাধারণের প্রতি অ্যাডভোকেটের কর্তব্য নির্ধারণ করা।

আদালতের প্রতি কর্তব্য (তৃতীয় অধ্যায়)। একজন অ্যাডভোকেটকে অবশ্যই,

- আদালতের প্রতি সম্মানজনক মনোভাব বজায় রাখতে হবে এবং অন্যায় সমালোচনার বিরুদ্ধে বিচারকগণকে সমর্থন করতে হবে (ক্যানন ১);
- সাক্ষ্য, প্রতিপক্ষের যুক্তি, কোনো দলিল বা আইনের ভুল উদ্ধৃতি দিতে পারবেন না, এবং প্রকাশ না করে রদকৃত (overruled) বা রহিতকৃত কোনো নজির উদ্ধৃত করতে পারবেন না (ক্যানন ৩);
- বিচারকের সঙ্গে বিচারাধীন কোনো মামলার গুণাগুণ নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে তর্ক করবেন না, এবং কোনো বিচারকের প্রতি প্রকট মনোযোগ বা অস্বাভাবিক আতিথেয়তা এড়িয়ে চলবেন (ক্যানন ৪);
- (পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে) দোষী সাব্যস্ত করার নয়, বরং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্য রাখবেন (ক্যানন ৫)।

মক্কেলের প্রতি কর্তব্য (দ্বিতীয় অধ্যায়)। একজন অ্যাডভোকেটকে অবশ্যই,

- বিষয়বস্তুতে মক্কেলের প্রতিকূল কোনো স্বার্থ অর্জন করবেন না (ক্যানন ১);
- বিরোধপূর্ণ স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করবেন না (ক্যানন ৪);
- নিয়োগ গ্রহণের আগে প্রতিপক্ষের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক এবং বিষয়বস্তুতে কোনো স্বার্থ প্রকাশ করবেন (ক্যানন ৩);
- মক্কেলের সম্পত্তি পৃথক রাখবেন এবং তা প্রাপ্তির বিষয় অবিলম্বে অবহিত করবেন (ক্যানন ৬);
- ন্যায্য ফি ধার্য করবেন, কারণ এই পেশা ন্যায়বিচার প্রশাসনের একটি শাখা, অর্থ-উপার্জনকারী ব্যবসা নয় (ক্যানন ১০); এবং
- আইনের সীমার মধ্যে থেকে, সীমার বাইরে নয়, মক্কেলের স্বার্থে সম্পূর্ণ নিষ্ঠা প্রদান করবেন (ক্যানন ১২)।

সহকর্মী অ্যাডভোকেটদের প্রতি কর্তব্য (প্রথম অধ্যায়)। পেশার মর্যাদা সমুন্নত রাখবেন (ক্যানন ১); বিজ্ঞাপন দিয়ে কাজের প্রার্থনা (solicit) করবেন না (ক্যানন ২); মক্কেলদের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ যেন সহকর্মীসুলভ আচরণকে প্রভাবিত না করে (ক্যানন ৭); কনিষ্ঠরা জ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং জ্যেষ্ঠরা কনিষ্ঠদের প্রতি সহায়ক হবেন (ক্যানন ১০)।

জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য (চতুর্থ অধ্যায়)। বিদ্বেষবশত, কিংবা কাউকে হয়রানি বা কোনো বিষয়ে বিলম্ব ঘটানোর জন্য কোনো ব্রিফ গ্রহণ করবেন না (ক্যানন ১); মক্কেলের বিদ্বেষ চরিতার্থ করবেন না (ক্যানন ২); কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা বোর্ডের সামনে উপস্থিত হওয়ার সময় প্রতিনিধিত্বের বিষয় প্রকাশ করবেন (ক্যানন ৬); এবং সাধারণ নিয়ম হিসেবে, অন্য কোনো ব্যবসা বা পেশা পরিচালনা করবেন না (ক্যানন ৮)।

ট্রাইব্যুনাল, এর গঠন, কার্যাবলি ও আরোপযোগ্য দণ্ডসমূহ 2025, 2012, 2010, 2009, 2006

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> বার কাউন্সিল অর্ডার ও বিধিমালা, ১৯৭২-এর অধীন ট্রাইব্যুনালের গঠন ও কার্যাবলি আলোচনা করুন। পেশাগত অসদাচরণের জন্য ইহা কোনো অ্যাডভোকেটের উপর কী কী দণ্ড আরোপ করিতে পারে?

গঠন (৩৩ অনুচ্ছেদ)। কোনো অসদাচরণের অভিযোগ সংক্ষেপে প্রত্যাখ্যাত না হলে বার কাউন্সিল তা একটি **ট্রাইব্যুনালের** কাছে পাঠায়। প্রত্যেক ট্রাইব্যুনাল **তিন ব্যক্তি** নিয়ে গঠিত হয়: দুইজন কাউন্সিল কর্তৃক তার নিজস্ব সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত, এবং একজন কাউন্সিল কর্তৃক রোলভুক্ত অ্যাডভোকেটগণের মধ্য থেকে কো-অপ্ট করা ব্যক্তি। সদস্যদের মধ্যে **জ্যেষ্ঠতম অ্যাডভোকেট এর চেয়ারম্যান**, এবং **অ্যাটর্নি-জেনারেল যেকোনো ট্রাইব্যুনালের একজন সদস্য হবেন**।

কার্যাবলি ও পদ্ধতি (৩৪ অনুচ্ছেদ; বিধিমালা, চতুর্থ অধ্যায়)। ট্রাইব্যুনাল নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে, শুনানির জন্য একটি তারিখ ঠিক করে এবং সংশ্লিষ্ট অ্যাডভোকেট ও অ্যাটর্নি-জেনারেলকে নোটিশ দেয়, উভয়কেই সাক্ষ্য উপস্থাপন ও শুনানি পাওয়ার সুযোগ দিয়ে। ট্রাইব্যুনালের সামনে মামলাটি **অ্যাটর্নি-জেনারেল** (অথবা তাঁর পক্ষে কোনো অ্যাডভোকেট) কর্তৃক পরিচালিত হয়, যাঁর তা পরিচালনার অগ্রাধিকার আছে (৪৪ বিধি)। অনুসন্ধান শেষে ট্রাইব্যুনাল পারে:

- অভিযোগটি খারিজ করতে;
- যেক্ষেত্রে প্রেরণ বার কাউন্সিলের নিজস্ব উদ্যোগে করা হয়েছিল, সেক্ষেত্রে কার্যক্রম নথিভুক্ত করার নির্দেশ দিতে; অথবা
- ৩২(১) অনুচ্ছেদের অধীন কোনো একটি দণ্ড আরোপ করতে।

এটি আরও পারে, যেক্ষেত্রে কোনো অভিযোগ মিথ্যা ও হয়রানিমূলক বলে দেখা যায়, সেক্ষেত্রে অভিযোগকারীর ওপর অ্যাডভোকেটকে প্রদেয় **৫০০ টাকার অনধিক প্রতিরোধমূলক খরচা** আরোপ করতে (৩৪(৬) অনুচ্ছেদ)।

দণ্ডসমূহ (৩২(১) ও ৩৪ অনুচ্ছেদ)। পেশাগত বা অন্যবিধ অসদাচরণে দোষী সাব্যস্ত কোনো অ্যাডভোকেটকে,

১. **তিরস্কার** করা যেতে পারে;

২. প্র্যাকটিস থেকে **সাময়িকভাবে বরখাস্ত (সাসপেন্ড)** করা যেতে পারে (আদেশে মেয়াদ নির্দিষ্ট করে, যে মেয়াদকালে তিনি বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে প্র্যাকটিস করতে নিষিদ্ধ); অথবা

৩. প্র্যাকটিস থেকে **অপসারণ** করা যেতে পারে (তাঁর নাম রোল থেকে কেটে দেওয়া এবং তাঁর সনদ প্রত্যাহার করে)।

তিরস্কার বা সাসপেনশনের একটি রেকর্ড রোলে অ্যাডভোকেটের নামের বিপরীতে লিপিবদ্ধ করা হয় (৩৪(৯) অনুচ্ছেদ)। **আপিল (৩৬ অনুচ্ছেদ):** সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি **নব্বই দিনের** মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করতে পারেন; আপিলটির শুনানি একটি ডিভিশন বেঞ্চ করে, যার আদেশ চূড়ান্ত।

★ বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, গঠন, কার্যাবলি, এনরোলমেন্ট কমিটি, এবং বার অ্যাসোসিয়েশন থেকে এর পার্থক্য 2017, 2012, 2010, 2009, 2006

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কী? ইহার গঠন ও কার্যাবলি, এনরোলমেন্ট কমিটির ভূমিকা, এবং একটি জেলা / অ্যাডভোকেট বার অ্যাসোসিয়েশন হইতে ইহাকে কীভাবে পৃথক করা যায় তাহা আলোচনা করুন।

বাংলাদেশ বার কাউন্সিল হলো আইন পেশার বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা, যা **বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স অ্যান্ড বার কাউন্সিল অর্ডার, ১৯৭২ (পি.ও. নং ৪৬, ১৯৭২)** এর অধীন গঠিত। **৩ অনুচ্ছেদ** অনুযায়ী এটি একটি স্থায়ী উত্তরাধিকার ও একটি সাধারণ সিলবিশিষ্ট সংবিধিবদ্ধ সংস্থা (body corporate), যা সম্পত্তি ধারণ করতে, চুক্তি করতে এবং মামলা করতে বা মামলার পক্ষ হতে পারে।

গঠন (৫ অনুচ্ছেদ)। বার কাউন্সিল **পনেরো জন সদস্য** নিয়ে গঠিত:

- বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল, পদাধিকারবলে (*ex officio*) একজন সদস্য;
- রোলভুক্ত অ্যাডভোকেটগণ কর্তৃক নির্বাচিত সাত জন সদস্য (সাধারণ আসন); এবং
- সাতটি গ্রুপে বিভক্ত স্থানীয় বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যভুক্ত অ্যাডভোকেটগণ কর্তৃক নির্বাচিত সাত জন সদস্য।

অ্যাটর্নি-জেনারেল পদাধিকারবলে চেয়ারম্যান (৬ অনুচ্ছেদ), এবং সদস্যগণ তাঁদের মধ্য থেকে একজন ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচন করেন। কাউন্সিলের মেয়াদ **তিন বছর (৪ অনুচ্ছেদ)**।

কার্যাবলি (১০ অনুচ্ছেদ)। বার কাউন্সিল অন্যান্যের মধ্যে: অ্যাডভোকেটগণকে ভর্তি ও অপসারণ করে এবং ভর্তি পরীক্ষা নেয়; রোল প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করে; পেশাগত আচরণের মানদণ্ড ঠিক করে; অসদাচরণের মামলা গ্রহণ ও বিচার করে এবং শাস্তি দেয়; অ্যাডভোকেটগণের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা রক্ষা করে; কাউন্সিলের তহবিল পরিচালনা করে; নির্বাচনের ব্যবস্থা করে; এবং (বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে পরামর্শ করে) আইনশিক্ষার উন্নয়ন ঘটায়।

এনরোলমেন্ট কমিটি (১১ক ও ৩০ অনুচ্ছেদ)। অ্যাডভোকেট হিসেবে ভর্তির প্রতিটি আবেদন এনরোলমেন্ট কমিটির কাছে পাঠানো হয়, যে কমিটি তা মঞ্জুর করতে পারে, অথবা কারণ লিপিবদ্ধ করে তা বার কাউন্সিলে ফেরত দিতে পারে (৩০ অনুচ্ছেদ)। এর সভাপতিত্ব করেন প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত আপিল বিভাগের একজন বিচারক।

একটি জেলা / অ্যাডভোকেট বার অ্যাসোসিয়েশন থেকে পার্থক্য। বার কাউন্সিল হলো একটি একক, জাতীয়, বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রক, যার সমগ্র পেশার ওপর শৃঙ্খলামূলক ও রোল-সংরক্ষণের কর্তৃত্ব আছে। বার অ্যাসোসিয়েশন হলো কোনো নির্দিষ্ট আদালত-স্থানে কর্মরত অ্যাডভোকেটগণের একটি স্থানীয় সংস্থা; এটি কেবল **৩৯ অনুচ্ছেদের** অধীন বার কাউন্সিল কর্তৃক *স্বীকৃত* হয়, এর অ্যাডভোকেট ভর্তি করার বা পেশাগত অসদাচরণের জন্য শাস্তি দেওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই, এবং এটি এর স্থানীয় সদস্যদের কল্যাণ ও সমষ্টিগত স্বার্থের জন্য বিদ্যমান।

দালালি / অসঙ্গত উপায়ে মক্কেল সংগ্রহ, মক্কেল খুঁজে বের করতে নিযুক্ত কেরানি, পারিশ্রমিক ভাগাভাগিসহ 2017, 2011, 2008

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> একজন অ্যাডভোকেট রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড ও থানায় কেরানি মোতায়েন করিয়া মক্কেল খুঁজিয়া বাহির করেন এবং মামলা সংগ্রহের বিনিময়ে তাহাদের সহিত স্বীয় পারিশ্রমিক ভাগাভাগি করেন। ক্যাননসমূহের অধীন তিনি কোন্ অপরাধ করিয়াছেন এবং উহার পরিণতি কী?

barprepbd.com

এটি **পেশাগত নিয়োগ লাভের জন্য দালালি ও অসঙ্গত উপায়ে মক্কেল সংগ্রহের** ধ্রুপদি দৃষ্টান্ত, এবং এটি পেশাগত অসদাচরণ।

বিধি। ক্যাননসমূহের অধীন, **প্রথম অধ্যায়, ২ নম্বর ক্যানন** অনুযায়ী, কোনো অ্যাডভোকেট বিজ্ঞাপন বা অন্য কোনো উপায়ে পেশাগত নিয়োগ সংগ্রহ করতে পারবেন না। **প্রথম অধ্যায়, ৩ নম্বর ক্যানন** আরও এগিয়ে যায়: কোনো অ্যাডভোকেট পেশাগত নিয়োগ সংগ্রহ বা লাভের জন্য অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারবেন না, তাঁর জন্য তা সংগ্রহ বা লাভকারী কোনো ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক দিতে পারবেন না, পেশাগত নিয়োগ থেকে উদ্ভূত কোনো পারিশ্রমিক কোনো অনুমোদনহীন ব্যক্তির সঙ্গে ভাগাভাগি করতে পারবেন না, কিংবা কোনো অনুমোদনহীন ব্যক্তির কার্যকলাপের ফলে প্রস্তাবিত কোনো নিয়োগ গ্রহণ করতে পারবেন না।

প্রয়োগ। মামলা সংগ্রহের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যে রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড ও থানায় কেরানি মোতায়েন করে অ্যাডভোকেট ২ নম্বর ক্যানন লঙ্ঘন করে নিয়োগ সংগ্রহের জন্য "অন্য উপায়" অবলম্বন করছেন। মামলা সংগ্রহের বিনিময়ে **সেই কেরানিদের নিজের পারিশ্রমিকের অংশ দিয়ে** তিনি ৩ নম্বর ক্যাননের অধীন স্বতন্ত্র ও গুরুতর লঙ্ঘন ঘটান, সংগ্রহকারী প্রতিনিধিদের পারিশ্রমিক দেওয়া এবং অনুমোদনহীন ব্যক্তিদের সঙ্গে পেশাগত পারিশ্রমিক ভাগাভাগি। (তুলনীয় প্রথম অধ্যায়, ৮ নম্বর ক্যানন: পারিশ্রমিক ভাগাভাগি কেবল অপর কোনো অ্যাডভোকেটের সঙ্গে, কাজের বিভাজনের ভিত্তিতে, যথাযথ।) পেশার মর্যাদাও (প্রথম অধ্যায়, ১ নম্বর ক্যানন) ক্ষুণ্ন হয়।

পরিণতি। এই আচরণ **৩২ অনুচ্ছেদের** অধীন পেশাগত অসদাচরণের শামিল। স্পষ্ট অভিযোগসহ এবং **১,০০০ টাকা ফিসহ (৪১ক বিধি)** একটি নালিশি দরখাস্ত **বার কাউন্সিলের সচিবের** কাছে দাখিল করা যেতে পারে। অভিযোগটি সংক্ষিপ্তভাবে প্রত্যাখ্যাত না হলে মামলাটি **৩৩ অনুচ্ছেদের অধীন একটি ট্রাইব্যুনালে** পাঠানো হয়। দোষী সাব্যস্ত হলে অ্যাডভোকেট ৩২(১) অনুচ্ছেদের তিনটি দণ্ডের যেকোনো একটিতে দায়বদ্ধ হন: **তিরস্কার, সাময়িক বরখাস্ত, অথবা পেশা থেকে অপসারণ**, এবং ৩৬ অনুচ্ছেদের অধীন নব্বই দিনের মধ্যে হাইকোর্টে আপিলের সুযোগসহ।

ব্যাংকের আইন-উপদেষ্টার দৃষ্টান্ত, নিলামকৃত সম্পত্তি নিজ নামে ক্রয় 2012, 2008, 2006, 2005

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> একটি ব্যাংকের আইন-উপদেষ্টা ব্যাংকের পক্ষে একটি ডিক্রি লাভ করেন; সেই ডিক্রি জারিতে যখন সম্পত্তিটি নিলামে বিক্রীত হয়, তখন তিনি উহা নিজ নামে ক্রয় করেন। ইহা কি পেশাগত অসদাচরণ?

হ্যাঁ, এটি পেশাগত অসদাচরণ, এবং সরাসরি প্রযোজ্য বিধানটি হলো ক্যাননসমূহের **দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫ নং ক্যানন**।

বিধি (দ্বিতীয় অধ্যায়, ৫ নং ক্যানন)। কোনো অ্যাডভোকেট, নিজে অথবা *বেনামে*, কোনো প্রবেট, ফোরক্লোজার বা বিচারিক বিক্রয়ে, কিংবা যে নিলাম বা কার্যক্রমে অ্যাডভোকেট উপস্থিত থাকেন সেখানে, সম্পত্তি ক্রয় করতে পারবেন না; কিংবা যে সম্পত্তি সম্পর্কে তিনি নিযুক্ত ছিলেন, তা তাঁর পারিশ্রমিকের পরিবর্তে অথবা পুরস্কারস্বরূপ গ্রহণ করতে পারবেন না।

প্রয়োগ। অ্যাডভোকেট ছিলেন ব্যাংকের আইন-উপদেষ্টা এবং যে অর্থঋণ মোকদ্দমায় ব্যাংকের অনুকূলে ডিক্রি দেওয়া হয় তা তিনিই পরিচালনা করেছিলেন। সম্পত্তিটির নিলাম **সেই ডিক্রি জারিতেই** অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অর্থাৎ একটি বিচারিক বিক্রয়, যে কার্যক্রমে তিনি ডিক্রিদারের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। সেই সম্পত্তি নিজ নামে (এক্ষেত্রে নিবন্ধিত কবালার মাধ্যমে) ক্রয় করে তিনি ঠিক তা-ই করেছেন যা ৫ নং ক্যানন নিষেধ করে। ব্যাংক তাঁকে ক্রয় করতে অনুরোধ বা প্ররোচিত করেছিল, এই বিষয় তাঁকে রক্ষা করে না, কারণ এই নিষেধাজ্ঞা পরম এবং এটি কেবল মক্কেলের কাছে নয়, পেশার সততার কাছে প্রদেয়; তাঁর সন্তানদের নামে সম্পত্তি গ্রহণ করলেও তিনি রক্ষা পান না, যেহেতু ক্যানন সুস্পষ্টভাবে *বেনামে* ক্রয়কেও

পরিবেষ্টন করে। এই আচরণ **দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১ নং ক্যানন**-ও (মক্কেলের প্রতিকূল স্বার্থ অর্জন / মামলার বিষয়বস্তুতে স্বার্থ অর্জন) লঙ্ঘন করতে পারে।

উপসংহার। অ্যাডভোকেট **দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫ নং ক্যানন**-এর অধীন পেশাগত অসদাচরণ করেছেন। তিনি **৩২ অনুচ্ছেদের** অধীন কার্যক্রমের জন্য দায়বদ্ধ এবং কোনো ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হলে ৩২(১) অনুচ্ছেদের অধীন তিরস্কার, সাময়িক বরখাস্ত বা অপসারণের জন্য দায়ী।

স্বার্থের সংঘাত, প্রতিপক্ষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকা সত্ত্বেও, তা প্রকাশ না করে ব্রিফ গ্রহণ 2023, 2011

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> একজন অ্যাডভোকেট বাদীর নিকট হইতে ব্রিফ গ্রহণ করেন, অথচ এই বিষয়টি প্রকাশ করেন না যে বিবাদী তাঁহার স্ত্রীর ভ্রাতা (অথবা: একটি কোম্পানির রিটেইনার হিসাবে কার্য করিবার পর তিনি পরবর্তীতে প্রতিদ্বন্দ্বী পরিচালকগণের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন)। তিনি কি Canon-সমূহ লঙ্ঘন করিয়াছেন?

হ্যাঁ। অ্যাডভোকেটকে প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংযুক্তকারী কোনো সম্পর্ক বা স্বার্থ অপ্রকাশিত রাখা মক্কেলের প্রতি কর্তব্য নিয়ন্ত্রণকারী Canon-সমূহের লঙ্ঘন।

বিধি (Chapter II, Canon 3)। কোনো অ্যাডভোকেট **প্রথমে প্রতিপক্ষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, যদি থাকে, এবং নিয়োগের বিষয়বস্তুতে তাঁর স্বার্থ, যদি থাকে, প্রকাশ না করে** পেশাগত নিয়োগ গ্রহণ করবেন না। কর্তব্যটি হলো *আগে-প্রকাশের*: অ্যাডভোকেটকে অবশ্যই মক্কেলকে অবহিত করতে হবে, যাতে মক্কেল তাঁকে নিয়োগ রাখবেন কি না তা ঠিক করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ এটিকে দৃঢ় করে: **Chapter II, Canon 4** (কোনো অ্যাডভোকেট পরস্পরবিরোধী স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করবেন না) এবং **Chapter II, Canon 2** (যে বিষয়ে তিনি কোনো বর্তমান বা প্রাক্তন মক্কেলের কাছ থেকে গোপনীয় তথ্য পেয়েছেন, সেই বিষয়ে তিনি ওই মক্কেলের প্রতিকূল কোনো নিয়োগ গ্রহণ করবেন না)।

প্রয়োগ, সম্পর্কের দৃশ্যপট। বিবাদী তাঁর স্ত্রীর ভাই, এটি জেনেও অ্যাডভোকেট যখন বাদীর ব্রিফ গ্রহণ করেন, তখন তিনি প্রতিপক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক-সূত্রে সংযুক্ত। Canon 3 তাঁকে ব্রিফ গ্রহণ করার *আগেই* সেই সম্পর্ক প্রকাশ করতে বাধ্য করেছিল। তা প্রকাশ না করে তা গ্রহণ করে তিনি Chapter II, Canon 3 লঙ্ঘন করেছেন; যথাযথ পন্থা ছিল হয় সম্পর্কটি প্রকাশ করে মক্কেলকে সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়া, অথবা ব্রিফটি প্রত্যাখ্যান করা।

প্রয়োগ, প্রাক্তন-রিটেইনার দৃশ্যপট। যেক্ষেত্রে কোনো অ্যাডভোকেট একটি কোম্পানির রিটেইনার থাকা অবস্থায় কোনো পরিচালক সম্পর্কে গোপনীয় তথ্য জানার পর, পরবর্তীতে কোম্পানির স্বার্থের প্রতিকূলে প্রতিদ্বন্দ্বী পরিচালকগণের পক্ষে কাজ করেন, সেই লঙ্ঘন **Chapter II, Canon 2** (এবং Canon 4)-এর আওতায় পড়ে: যে বিষয়ে তিনি গোপনীয় তথ্য পেয়েছেন, সেই বিষয়ে তিনি কোনো প্রাক্তন মক্কেলের প্রতিকূল নিয়োগ গ্রহণ করতে পারেন না, এমনকি রিটেইনার শেষ হওয়ার পরেও নয়।

উপসংহার। প্রতিপক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক প্রকাশে ব্যর্থতা এবং স্বার্থের সংঘাত সত্ত্বেও কাজ করা Chapter II-এর Canon-সমূহের অধীন পেশাগত অসদাচরণ, যা Article 32-এর অধীন কার্যধারা আকর্ষণ করে।

barprepbd.com

অ্যাডভোকেটের ফি, বিধিবদ্ধ ফি এবং ফি নির্ধারণে Canon-এর বিবেচনা 2022

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> একজন অ্যাডভোকেটকে বার কাউন্সিলে কী কী ফি দিতে হয়? Canons of Professional Conduct and Etiquette অনুযায়ী অ্যাডভোকেটের পেশাগত সেবার ফি নির্ধারণে কোন কোন বিষয় বিবেচনায় নিতে হয়?

কাঠামো (১০ নম্বরের প্রশ্ন, ~২০ মিনিট): ১) Article 22-এর তিন ধরনের ফি + বার কাউন্সিল তহবিল (Article 13) → ২) ছয় মাস খেলাপের পরিণতি → ৩) Canon 10-এর নীতি → ৪) ছয় বিবেচনা (অন্তত চারটি মুখস্থ) → ৫) দুটি ফি-সংক্রান্ত নিষেধ। *অবশ্যই লিখুন:* "ন্যায়বিচার প্রশাসনের শাখা, ব্যবসা নয়"; টাকার অঙ্ক কেবল হালনাগাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে।

১. বার কাউন্সিলকে প্রদেয় ফি। অর্ডারের **Article 22** অনুযায়ী বার কাউন্সিল **তিন ধরনের ফি** নির্ধারণ করতে পারে, (ক) **এনরোলমেন্ট ফি**, (খ) **হাইকোর্ট বিভাগে প্র্যাকটিসের অনুমতির ফি**, এবং (গ) **বার্ষিক ফি**। এই ফি, অনুদান ও দানসহ, **বার কাউন্সিল তহবিলের** অংশ (Article 13)। পদ্ধতি বিধিমালায়: এনরোলমেন্টের আবেদন নির্ধারিত ফি জমার রসিদসহ দাখিল করতে হয়, সঙ্গে বয়স ও যোগ্যতার প্রমাণ, চারিত্রিক প্রশংসাপত্র ও হলফনামা (Rule 59; দেরিতে দাখিলে বিলম্ব ফি, Rule 59A); বার্ষিক ফি বছর শেষের আগে অগ্রিম প্রদেয়, স্বল্প ছাড়-মেয়াদ ও পরে মাসিক বিলম্ব ফি সহ (Rules 68–69)। **টাকার অঙ্কগুলো বিধিমালায় নির্ধারিত এবং বার কাউন্সিল সময়ে সময়ে তা সংশোধন করে, পরীক্ষায় নির্দিষ্ট অঙ্ক লিখুন কেবল হালনাগাদ গেজেট/বিজ্ঞপ্তি থেকে; নয়তো ফি-র তিনটি খাতের নামই যথেষ্ট।** খেলাপের পরিণতিটি বিধিবদ্ধ (**Article 22-এর শর্তাংশ**): বার্ষিক ফি **ছয় মাসের বেশি** অনাদায়ি থাকলে কারণ দর্শানোর পর **নাম রোল থেকে কাটা যায়**, জরিমানাসহ পরিশোধেই পুনর্বহাল।

২. পেশাগত সেবার ফি, Chapter II, Canon 10। Canon-সমূহ ফি নির্ধারণকে নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে দেখে। মূল নীতিগুলো:

- অ্যাডভোকেট এমন **অতিরিক্ত ফি দাবি করবেন না, যা তাঁর সেবার তুলনায় অযৌক্তিক**; আবার নিজের সেবার মূল্য **অযথা কমিয়েও দেখবেন না**;
- মক্কেলের **সঙ্গতি বেশি ফি-র যুক্তি নয়**, যদিও তাঁর দারিদ্র্য কম ফি-র, **এমনকি বিনা ফি-রও**, যুক্তি হতে পারে;
- **সতীর্থ অ্যাডভোকেটের** যুক্তিসংগত অনুরোধ সদয় বিবেচনার দাবিদার, আর **অ্যাডভোকেটের বিধবা ও এতিমদের** সব অ্যাডভোকেট **বিনা ফি-তে** সহায়তা করবেন;
- সর্বোপরি, **এই পেশা ন্যায়বিচার প্রশাসনের একটি শাখা, টাকা বানানোর ব্যবসা নয়।**

ফি-র অঙ্ক নির্ধারণের ছয়টি বিবেচনা (Canon 10):

১. প্রয়োজনীয় **সময় ও শ্রম**, প্রশ্নগুলোর **নতুনত্ব ও জটিলতা**, এবং মামলা চালাতে প্রয়োজনীয় **দক্ষতা**;

২. নিয়োগটি নিলে ওই লেনদেন-সংশ্লিষ্ট অন্য মামলায়, যেখানে তাঁর নিয়োগের যুক্তিসংগত প্রত্যাশা ছিল, **অন্যদের পক্ষে দাঁড়ানো আটকে যাবে কি না**, বা **অন্য কাজ হারাতে হবে কি না**;

৩. একই ধরনের সেবায় **বার-এর প্রচলিত ফি**;

৪. বিরোধে **জড়িত অঙ্ক** এবং সেবা থেকে মক্কেলের **লাভ**;

৫. পারিশ্রমিক পাওয়ার **অনিশ্চয়তা বা নিশ্চয়তা**; এবং

৬. **মক্কেলটি একবারের জন্য এসেছেন, নাকি নিয়মিত মক্কেল**।

কোনো একটি বিবেচনাই একা নিয়ন্ত্রক নয়; এগুলো সেবার **প্রকৃত মূল্য** নিরূপণের দিকনির্দেশনা।

৩. ফি-সংক্রান্ত নিষেধ (অসদাচরণের এলাকা):

- **ফি ভাগাভাগি** কেবল **অন্য অ্যাডভোকেটের সঙ্গেই** বৈধ, চুক্তিতে প্রকাশিত কাজের বিভাজনের ভিত্তিতে (**Ch I, Canon 8**); **লাইসেন্সবিহীন ব্যক্তির** সঙ্গে ফি ভাগ করা বা তাকে সাহায্য করা, দালাল ও ক্লার্কসহ, নিষিদ্ধ (**Ch I, Canon 3**);
- অ্যাডভোকেট যে কার্যধারায় নিযুক্ত, তার **নিলামে সম্পত্তি কিনতে পারেন না, নিজের নামে বা বেনামে, এবং সেই সম্পত্তি ফি হিসেবেও নিতে পারেন না** (**Ch II, Canon 5**);
- মক্কেলের টাকা নিজের টাকার সঙ্গে **মেশানো যাবে না**, আর তা পাওয়ামাত্র **অবিলম্বে জানাতে হবে** (**Ch II, Canon 6**), মক্কেলের জন্য আদায় করা ডিক্রির টাকা আটকে রাখা বা "ধার নেওয়া" অসদাচরণ;
- **ফি নিয়ে মক্কেলের সঙ্গে বিরোধ** যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হয়; মক্কেলের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা কেবল অবিচার বা প্রতারণা ঠেকাতে (**Ch II, Canon 11**)।

উপসংহার। অ্যাডভোকেট বার কাউন্সিলকে দেন তিন ধরনের নির্ধারিত ফি, এনরোলমেন্ট, হাইকোর্ট বিভাগের অনুমতি ও বার্ষিক (Article 22; অঙ্ক বিধিমালায় যেমন হালনাগাদ নির্ধারিত), বার্ষিক ফি ছয় মাস খেলাপে রোল থেকে নাম কাটার ঝুঁকিতে। মক্কেলের কাছ থেকে ফি নিতে Canon 10 চায় এমন ফি, যা সেবার তুলনায় বেশিও নয়, অযথা কমও নয়, ছয় বিবেচনায় নির্ধারিত: সময় ও জটিলতা, অন্য কাজের ক্ষতি, বার-এর প্রচলিত হার, জড়িত অঙ্ক ও মক্কেলের লাভ, পারিশ্রমিকের নিশ্চয়তা, মক্কেল একবারের না নিয়মিত, সবসময় মনে রেখে যে অ্যাডভোকেসি ন্যায়বিচার প্রশাসনের শাখা, ব্যবসা নয়; আর অপব্যবহারের পথগুলো Canon-ই বন্ধ করেছে: বার-এর বাইরে ফি ভাগ নয়, মোকদ্দমার সম্পত্তি ফি হিসেবে নয়, মক্কেলের টাকা মেশানো নয়।

বার কাউন্সিলের মূল্যায়ন, ভূমিকা, অর্জন ও সংস্কার 2025, 2020, 2015, 2014

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> আইনজীবীদের পেশাগত দক্ষতা ও শৃঙ্খলা সমুন্নত রাখায় বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ভূমিকা আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করিবেন? কাউন্সিল কতদূর সফল হইয়াছে, এবং আপনি কী কী সংস্কারের সুপারিশ করিবেন?

কাঠামো (১০ নম্বরের প্রশ্ন, ~২০ মিনিট): ১) Article 10-এর দায়িত্ব (অন্তত ৪টি কার্যের নাম) → ২) দুটি সুনির্দিষ্ট সাফল্য → ৩) দুটি সংযত-ভাষার উন্নতির জায়গা → ৪) দুটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ → ৫) ভারসাম্যপূর্ণ উপসংহার। *অবশ্যই লিখুন:* Article 10-এর অন্তত চারটি কার্য; সমালোচনার ভাষা "আরও দ্রুত/নিয়মিত করা প্রয়োজন" ধাঁচে, প্রমাণহীন পরিসংখ্যান নয়।

(এটি একটি মূল্যায়নধর্মী রচনা, পরীক্ষক সুবিন্যস্ত যুক্তির নম্বর দেন: আগে বিধিবদ্ধ দায়িত্ব, তারপর অর্জন, তারপর ঘাটতি, শেষে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ। বিধিবদ্ধ সূত্রগুলো নির্ভুল রাখুন; মূল্যায়নের ভাষা সংযত রাখুন, পরিসংখ্যান বা প্রমাণহীন দাবি নয়।)

barprepbd.com

দায়িত্ব, Article 10। বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স অ্যান্ড বার কাউন্সিল অর্ডার, ১৯৭২ কাউন্সিলকে যেসব দায়িত্ব দিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে: **অ্যাডভোকেট হিসেবে ব্যক্তিদের ভর্তি করা ও রোল থেকে নাম কাটা**, **ভর্তি পরীক্ষা** গ্রহণ; **রোল প্রস্তুত ও সংরক্ষণ**; **পেশাগত আচরণ ও শিষ্টাচারের মান নির্ধারণ**; অ্যাডভোকেটদের বিরুদ্ধে **অসদাচরণের মামলা গ্রহণ ও নিষ্পত্তি** এবং শাস্তির আদেশ; **অ্যাডভোকেটদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা**; **তহবিল ব্যবস্থাপনা**; **সদস্য নির্বাচন**; এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পরামর্শক্রমে **আইন শিক্ষার উন্নয়ন**। মূল্যায়ন হবে এই খাতগুলো ধরে: *প্রবেশ*, *আচরণ*, *শৃঙ্খলা*, *কল্যাণ* ও *শিক্ষা*।

যেখানে বার কাউন্সিল সফল:

- **নিয়ন্ত্রিত প্রবেশ।** বার কাউন্সিল সারা দেশে অ্যাডভোকেট এনরোলমেন্টের জন্য একটি **অভিন্ন পরীক্ষা ও যোগ্যতা যাচাই ব্যবস্থা** পরিচালনা করে (Article 27: নাগরিকত্ব, বয়স, স্বীকৃত আইন ডিগ্রি, নির্ধারিত পরীক্ষা)। ফলে বার-এ ভর্তি শুধু ডিগ্রির বিষয় নয়, প্রমাণিত যোগ্যতার বিষয়। হাইকোর্ট বিভাগে প্র্যাকটিসের আগে আলাদা পরীক্ষায় **আরেক দফা যোগ্যতা যাচাই** হয়।
- **আচরণের লিখিত মান। Canons of Professional Conduct and Etiquette**, সহকর্মী অ্যাডভোকেট, মক্কেল, আদালত ও জনসাধারণের প্রতি আচরণের চার অধ্যায়, পেশাকে একটি প্রয়োগযোগ্য, শেখানোর মতো লিখিত বিধি দিয়েছে।
- **নিজস্ব শৃঙ্খলা ব্যবস্থা।** অসদাচরণের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য বার কাউন্সিলের **নিজস্ব ট্রাইব্যুনাল** ব্যবস্থা রয়েছে (Article 32 ও পরবর্তী); গুরুতর ক্ষেত্রে অ্যাডভোকেটের **নাম রোল থেকে বাদ** দেওয়া যায়, এবং আপিলের পথও আছে, একটি কার্যকর পেশাগত শৃঙ্খলা কাঠামো।
- **প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা।** কাউন্সিল অ্যাডভোকেটদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করে, সদস্যকল্যাণে বেনেভোলেন্ট ফান্ড চালায়, এবং রাষ্ট্রের সামনে পেশার প্রতিনিধিত্ব করে।

যেখানে উন্নতি প্রয়োজন (ভাষা সংযত রাখুন, দাবি নয়, প্রয়োজন):

- **শৃঙ্খলা।** শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম **আরও দ্রুত ও দৃশ্যমান করা প্রয়োজন**; Canons ও ক্লার্ক-নিবন্ধন বিধি থাকা সত্ত্বেও দালালি, মক্কেল-ধরা প্রচার ও ফি-সংক্রান্ত অনিয়ম আদালত-প্রাঙ্গণে এখনো দৃশ্যমান, সমস্যাটি নিয়মের অভাব নয়, প্রয়োগের।
- **পরীক্ষার চক্র।** এনরোলমেন্ট পরীক্ষা সবসময় পূর্বাভাসযোগ্য নিয়মিততায় হয়নি; আইন স্নাতকদের দীর্ঘ অপেক্ষা কাউন্সিলের "দক্ষতা" রক্ষার দায়িত্বের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।
- **আইন শিক্ষা।** বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পরামর্শে আইন শিক্ষার মান নির্ধারণের Article 10-এর দায়িত্বটি এখনো সবচেয়ে কম বিকশিত: কাউন্সিল প্রবেশমুখে পরীক্ষা নেয়, কিন্তু তার আগের শিক্ষার মানে প্রভাব সীমিত।
- **ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ (CPD)।** বার কাউন্সিল অ্যাডভোকেটদের জন্য একটি **CPD (Continuing Professional Development) কার্যক্রম চালু করেছে**, একটি প্রকৃত অগ্রগতি; এর **পরিধি, নিয়মিততা এবং তা আরও পদ্ধতিগত বা বাধ্যতামূলক হবে কি না**, এখনো উন্নতির জায়গা।

সুপারিশ (নম্বর সুনির্দিষ্টতায়):

১. এনরোলমেন্ট পরীক্ষার **নির্দিষ্ট বার্ষিক ক্যালেন্ডার**, আগাম প্রকাশিত;

২. **সময়সীমাবদ্ধ শৃঙ্খলা-কার্যধারা**, একসঙ্গে আরও ট্রাইব্যুনাল, আর ফলাফল প্রকাশ;

৩. অভিযোগের অপেক্ষায় না থেকে দালালির বিরুদ্ধে **সক্রিয় প্রয়োগ** (ক্লার্ক-নিবন্ধন বিধির অধীনে নিয়মিত পরিদর্শন);

৪. **CPD কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ও নিয়মিতকরণ**, বার অ্যাসোসিয়েশনগুলোর সঙ্গে মিলে বার-জীবনের প্রথম বছরগুলোর কাঠামোবদ্ধ প্রশিক্ষণের দিকে;

৫. **আইন-শিক্ষা দায়িত্বের বাস্তবায়ন**, Article 10-এর অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে স্থায়ী পাঠ্যক্রম-সমন্বয়।

উপসংহার। Article 10-এর নিরিখে বার কাউন্সিল পেশাগত নিয়ন্ত্রণের *কাঠামোয়* সফল, অভিন্ন এনরোলমেন্ট ব্যবস্থা, লিখিত আচরণবিধি, নিজস্ব শৃঙ্খলা-ট্রাইব্যুনাল, আর পেশার প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিনিধিত্ব। ন্যায্য মূল্যায়ন: মূল কাঠামো বিদ্যমান থাকলেও **এর বাস্তবায়ন আরও দ্রুত, নিয়মিত ও কার্যকর করা প্রয়োজন**, শৃঙ্খলায় গতি ও দৃশ্যমানতা, পরীক্ষায় নিয়মিততা, আর CPD ও আইন-শিক্ষায় পদ্ধতিগত বিস্তার। উপরের সুপারিশগুলো কাঠামো বদলের নয়, বাস্তবায়নের।

C · 15 দণ্ডবিধি, ১৮৬০

📖 মূল আইন — প্রধান ধারাগুলো ১৮৬০ সালের ৪৫ নং আইন

§34 · অভিন্ন অভিপ্রায়ের অনুসরণে একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক কৃত কাজ
যখন একটি ফৌজদারি কাজ একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক, তাদের সকলের অভিন্ন অভিপ্রায়ের অনুসরণে, সম্পাদিত হয়, তখন তাদের প্রত্যেকেই সেই কাজের জন্য এমনভাবে দায়ী হবেন, যেন তা তিনি একাই সম্পাদন করেছেন।

§96 · ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষায় কৃত কাজ
ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগে কৃত কোনো কাজ কোনো অপরাধ নয়।

§99 · যেসব কাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার নেই; অধিকার প্রয়োগের সীমা
কোনো সরকারি কর্মচারী তার পদের আবরণে সরল বিশ্বাসে কার্যরত অবস্থায় কৃত বা কৃত হওয়ার চেষ্টা করা কোনো কাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার নেই, যদি সেই কাজ মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের যুক্তিসংগত আশঙ্কা সৃষ্টি না করে, তা সত্ত্বেও যে সেই কাজ আইন দ্বারা কঠোরভাবে ন্যায্যতাপ্রাপ্ত নাও হতে পারে।
কোনো সরকারি কর্মচারীর নির্দেশে, সেই সরকারি কর্মচারী তার পদের আবরণে সরল বিশ্বাসে কার্যরত অবস্থায় কৃত বা কৃত হওয়ার চেষ্টা করা কোনো কাজের বিরুদ্ধেও ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার নেই, যদি সেই কাজ মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের যুক্তিসংগত আশঙ্কা সৃষ্টি না করে, তা সত্ত্বেও যে সেই কাজ আইন দ্বারা কঠোরভাবে ন্যায্যতাপ্রাপ্ত নাও হতে পারে।
যেসব ক্ষেত্রে সরকারি কর্তৃপক্ষের সুরক্ষার আশ্রয় নেওয়ার সময় থাকে, সেসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার কোনো অধিকার নেই।
ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার কোনো ক্ষেত্রেই প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে যতটুকু ক্ষতি ঘটানো প্রয়োজন তার অতিরিক্ত ক্ষতি ঘটানো পর্যন্ত প্রসারিত হয় না।
ব্যাখ্যা ১: কোনো সরকারি কর্মচারী কর্তৃক, তার সেই পরিচয়ে কৃত বা কৃত হওয়ার চেষ্টা করা কোনো কাজের বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হন না, যদি না তিনি জানেন, অথবা বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, কাজটি সম্পাদনকারী ব্যক্তি এরূপ একজন সরকারি কর্মচারী।
ব্যাখ্যা ২: কোনো সরকারি কর্মচারীর নির্দেশে কৃত বা কৃত হওয়ার চেষ্টা করা কোনো কাজের বিরুদ্ধেও কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হন না, যদি না তিনি জানেন, অথবা বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, কাজটি সম্পাদনকারী ব্যক্তি এরূপ নির্দেশে কাজ করছেন, অথবা যদি না সেই ব্যক্তি যে কর্তৃত্বে তিনি কাজ করছেন তা জানান, অথবা তার কাছে লিখিত কর্তৃত্ব থাকলে, চাওয়া হলে সেই কর্তৃত্ব প্রদর্শন না করেন।

§100 · কখন শরীরের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার মৃত্যু ঘটানো পর্যন্ত প্রসারিত হয়
পূর্ববর্তী ধারায় উল্লিখিত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে, শরীরের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার আক্রমণকারীর স্বেচ্ছায় মৃত্যু বা অন্য যে কোনো ক্ষতি ঘটানো পর্যন্ত প্রসারিত হয়, যদি যে অপরাধের কারণে অধিকারটি প্রয়োগের প্রয়োজন হয় তা নিম্নে বর্ণিত বিবরণসমূহের যে কোনোটির অন্তর্ভুক্ত হয়, যথা,
প্রথমত, এমন কোনো আক্রমণ, যা যুক্তিসংগতভাবে এই আশঙ্কা সৃষ্টি করে যে অন্যথায় সেই আক্রমণের পরিণতিতে মৃত্যু ঘটবে;
দ্বিতীয়ত, এমন কোনো আক্রমণ, যা যুক্তিসংগতভাবে এই আশঙ্কা সৃষ্টি করে যে অন্যথায় সেই আক্রমণের পরিণতিতে গুরুতর আঘাত ঘটবে;
তৃতীয়ত, ধর্ষণ সংঘটনের অভিপ্রায়সহ আক্রমণ;
চতুর্থত, অস্বাভাবিক কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার অভিপ্রায়সহ আক্রমণ;
পঞ্চমত, অপহরণ বা হরণের অভিপ্রায়সহ আক্রমণ;
ষষ্ঠত, এমন পরিস্থিতিতে কোনো ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে অবরোধ করার অভিপ্রায়সহ আক্রমণ, যা তাকে যুক্তিসংগতভাবে এই আশঙ্কা করাতে পারে যে তিনি তার মুক্তির জন্য সরকারি কর্তৃপক্ষের সুরক্ষার আশ্রয় নিতে অক্ষম হবেন।

§107 · প্ররোচনা
কোনো ব্যক্তি কোনো কাজ করার প্ররোচনা দেন, যদি তিনি,
প্রথমত, সেই কাজ করতে কোনো ব্যক্তিকে প্ররোচিত করেন; অথবা
দ্বিতীয়ত, সেই কাজ করার লক্ষ্যে এক বা একাধিক অন্য ব্যক্তির সঙ্গে কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন, যদি সেই ষড়যন্ত্রের অনুসরণে এবং সেই কাজ করার উদ্দেশ্যে কোনো কার্য বা বেআইনি বর্জন সংঘটিত হয়; অথবা
তৃতীয়ত, কোনো কার্য বা বেআইনি বর্জনের মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে সেই কাজ সম্পাদনে সহায়তা করেন।

ব্যাখ্যা ১: যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃত ভুল উপস্থাপনার মাধ্যমে, অথবা প্রকাশ করতে বাধ্য এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য স্বেচ্ছায় গোপন রেখে, স্বেচ্ছায় কোনো কাজ সম্পাদিত হওয়ার কারণ ঘটান বা তা সম্পাদন করান, অথবা কারণ ঘটাতে বা সম্পাদন করাতে চেষ্টা করেন, তাকে সেই কাজ করার প্ররোচনাদানকারী বলে গণ্য করা হয়।

ব্যাখ্যা ২: যে কেউ কোনো কাজ সংঘটনের আগে বা তার সময়ে, সেই কাজ সম্পাদন সহজতর করার লক্ষ্যে কিছু করেন এবং তাতে সেই কাজ সম্পাদন সহজতর করেন, তাকে সেই কাজ করতে সহায়তাকারী বলে গণ্য করা হয়।

§108 · প্ররোচনাদানকারী

কোনো ব্যক্তি কোনো অপরাধের প্ররোচনা দেন, যদি তিনি কোনো অপরাধ সংঘটনের, অথবা এমন কোনো কাজ সংঘটনের প্ররোচনা দেন যা, আইনানুযায়ী অপরাধ সংঘটনে সক্ষম কোনো ব্যক্তি কর্তৃক, প্ররোচনাদানকারীর অভিপ্রায় বা জ্ঞানের অনুরূপ অভিপ্রায় বা জ্ঞান নিয়ে সংঘটিত হলে, একটি অপরাধ হতো।

ব্যাখ্যা ১: কোনো কাজের বেআইনি বর্জনের প্ররোচনা একটি অপরাধ হতে পারে, যদিও প্ররোচনাদানকারী নিজে সেই কাজ করতে বাধ্য নাও থাকতে পারেন।

ব্যাখ্যা ২: প্ররোচনার অপরাধ গঠনে এটি আবশ্যক নয় যে প্ররোচিত কাজটি সংঘটিত হতে হবে, অথবা অপরাধ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ফলাফল ঘটতে হবে।

দৃষ্টান্তসমূহ

(ক) ক, খ-কে গ-কে খুন করতে প্ররোচিত করেন। খ তা করতে অস্বীকার করেন। ক খ-কে খুন করার প্ররোচনা দেওয়ার অপরাধে দোষী।

(খ) ক, খ-কে ঘ-কে খুন করতে প্ররোচিত করেন। খ, সেই প্ররোচনা অনুসরণে ঘ-কে ছুরিকাঘাত করেন। ঘ সেই আঘাত থেকে সুস্থ হন। ক খুন সংঘটনের প্ররোচনার জন্য দোষী।

ব্যাখ্যা ৩: প্ররোচিত ব্যক্তির আইনানুযায়ী অপরাধ সংঘটনে সক্ষম হওয়া, অথবা প্ররোচনাদানকারীর অনুরূপ অপরাধমূলক অভিপ্রায় বা জ্ঞান, অথবা কোনো অপরাধমূলক অভিপ্রায় বা জ্ঞান থাকা আবশ্যক নয়।

দৃষ্টান্তসমূহ

(ক) ক, অপরাধমূলক অভিপ্রায়সহ, একটি শিশু বা উন্মাদকে এমন একটি কাজ করার প্ররোচনা দেন যা, আইনানুযায়ী অপরাধ সংঘটনে সক্ষম এবং ক-এর অনুরূপ অভিপ্রায়সম্পন্ন কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত হলে, একটি অপরাধ হতো। এখানে কাজটি সংঘটিত হোক বা না হোক, ক একটি অপরাধের প্ররোচনার জন্য দোষী।

(খ) ক, জেড-কে হত্যার অভিপ্রায়ে, সাত বছরের কম বয়সী একটি শিশু খ-কে এমন একটি কাজ করার প্ররোচনা দেন যার ফলে জেড-এর মৃত্যু ঘটে। খ, প্ররোচনার ফলে, ক-এর অনুপস্থিতিতে সেই কাজ করেন এবং তার ফলে জেড-এর মৃত্যু ঘটান। এখানে, যদিও খ আইনানুযায়ী অপরাধ সংঘটনে সক্ষম ছিলেন না, ক-কে এমনভাবে দণ্ডিত করার জন্য দায়ী থাকতে হয় যেন খ অপরাধ সংঘটনে সক্ষম ছিলেন এবং খুন সংঘটন করেছিলেন, এবং তাই তিনি মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির অধীন।

(গ) ক, খ-কে একটি বাসগৃহে অগ্নিসংযোগ করতে প্ররোচিত করেন। খ, মানসিক অস্থিরতার কারণে, কাজটির প্রকৃতি বা তা ভুল বা আইনবিরুদ্ধ তা জানতে অক্ষম হয়ে, ক-এর প্ররোচনার ফলে বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেন। খ কোনো অপরাধ সংঘটন করেননি, কিন্তু ক বাসগৃহে অগ্নিসংযোগের অপরাধের প্ররোচনার জন্য দোষী এবং সেই অপরাধের জন্য বিধিবদ্ধ শাস্তির অধীন।

(ঘ) ক, চুরি সংঘটনের অভিপ্রায়ে, খ-কে জেড-এর দখল হতে সম্পত্তি নিতে প্ররোচিত করেন। ক খ-কে বিশ্বাস করান যে সম্পত্তিটি ক-এর। খ, সরল বিশ্বাসে সেটিকে ক-এর সম্পত্তি বিশ্বাস করে, জেড-এর দখল হতে সম্পত্তিটি নেন। খ, এই ভুল ধারণার অধীনে কাজ করে, অসাধুভাবে গ্রহণ করেন না, এবং তাই চুরি সংঘটন করেন না। কিন্তু ক চুরির প্ররোচনার জন্য দোষী এবং খ চুরি সংঘটন করলে যে শাস্তি হতো সেই একই শাস্তির অধীন।

ব্যাখ্যা ৪: কোনো অপরাধের প্ররোচনা নিজেই একটি অপরাধ হওয়ায়, সেই প্ররোচনার প্ররোচনাও একটি অপরাধ।

দৃষ্টান্ত ক, খ-কে গ-কে জেড-কে খুন করতে প্ররোচিত করতে প্ররোচিত করেন। খ সেই অনুযায়ী গ-কে জেড-কে খুন করতে প্ররোচিত করেন, এবং গ খ-এর প্ররোচনার ফলে সেই অপরাধ সংঘটন করেন। খ তার অপরাধের জন্য খুনের শাস্তিতে দণ্ডিত হতে দায়ী; এবং যেহেতু ক খ-কে সেই অপরাধ সংঘটনে প্ররোচিত করেছিলেন, ক-ও সেই একই শাস্তির অধীন।

ব্যাখ্যা ৫: ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে প্ররোচনার অপরাধ সংঘটনে এটি আবশ্যক নয় যে প্ররোচনাদানকারী তা সংঘটনকারী ব্যক্তির সঙ্গে অপরাধটি চূড়ান্ত করবেন। যথেষ্ট এটুকুই যে তিনি এমন কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন যার অনুসরণে অপরাধটি সংঘটিত হয়।

দৃষ্টান্ত ক, খ-এর সঙ্গে জেড-কে বিষ প্রয়োগের একটি পরিকল্পনা স্থির করেন। সিদ্ধান্ত হয় যে ক বিষ প্রয়োগ করবেন। খ তখন গ-এর কাছে পরিকল্পনাটি ব্যাখ্যা করেন, উল্লেখ করেন যে একজন তৃতীয় ব্যক্তি বিষ প্রয়োগ করবেন, তবে ক-এর নাম উল্লেখ না করে। গ বিষ সংগ্রহ করতে সম্মত হন এবং তা ব্যাখ্যাকৃত পদ্ধতিতে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করে খ-কে সরবরাহ করেন। ক বিষ প্রয়োগ করেন; জেড-এর ফলে মৃত্যু হয়। এখানে, যদিও ক ও গ একে অপরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেননি, তবু গ সেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন যার অনুসরণে জেড-কে হত্যা করা হয়েছে। গ তাই এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ সংঘটন করেছেন এবং খুনের শাস্তির অধীন।

§109 · প্ররোচিত কাজ পরিণামে সংঘটিত হলে এবং তার শাস্তির জন্য সুস্পষ্ট বিধান না-থাকলে প্ররোচনার শাস্তি

যে কেউ কোনো অপরাধের প্ররোচনা দেবেন, যদি প্ররোচিত কাজটি সেই প্ররোচনার পরিণামে সংঘটিত হয়, এবং এই কোডে সেই প্ররোচনার শাস্তির জন্য সুস্পষ্ট কোনো বিধান না-থাকে, তবে তিনি সেই অপরাধের জন্য বিধিবদ্ধ শাস্তিতে দণ্ডিত হবেন।

ব্যাখ্যা: কোনো কাজ বা অপরাধ প্ররোচনার পরিণামে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য হয়, যখন তা প্ররোচনা গঠনকারী প্ররোচিত করার পরিণামে, অথবা ষড়যন্ত্রের অনুসরণে, অথবা প্ররোচনা গঠনকারী সহায়তা নিয়ে সংঘটিত হয়।

দৃষ্টান্তসমূহ

(ক) ক, খ নামক একজন সরকারি কর্মচারীকে, তার সরকারি কার্যক্রমের প্রয়োগে ক-কে কোনো সুবিধা প্রদর্শনের পুরস্কার হিসেবে ঘুষ প্রদান করেন। খ সেই ঘুষ গ্রহণ করেন। ক ১৬১ ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধের প্ররোচনা দিয়েছেন।

(খ) ক, খ-কে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানে প্ররোচিত করেন। খ, সেই প্ররোচনার পরিণামে সেই অপরাধ সংঘটন করেন। ক সেই অপরাধের প্ররোচনার জন্য দোষী, এবং খ-এর অনুরূপ শাস্তির অধীন।

(গ) ক ও খ জেড-কে বিষ প্রয়োগের ষড়যন্ত্র করেন। ক, সেই ষড়যন্ত্রের অনুসরণে, বিষ সংগ্রহ করে খ-কে সরবরাহ করেন যাতে তিনি তা জেড-কে সেবন করাতে পারেন। খ, সেই ষড়যন্ত্রের অনুসরণে, ক-এর অনুপস্থিতিতে জেড-কে বিষটি সেবন করান এবং এভাবে জেড-এর মৃত্যু ঘটান। এখানে খ খুনের জন্য দোষী। ক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সেই অপরাধের প্ররোচনার জন্য দোষী, এবং খুনের শাস্তির অধীন।

§141 · বেআইনি সমাবেশ
পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির কোনো সমাবেশকে "বেআইনি সমাবেশ" বলা হয়, যদি সেই সমাবেশ গঠনকারী ব্যক্তিদের সাধারণ উদ্দেশ্য হয়,

প্রথমত, সরকার বা আইনসভাকে, অথবা কোনো সরকারি কর্মচারীকে তার আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগকালে, ফৌজদারি বল প্রয়োগ বা তার প্রদর্শনের মাধ্যমে ভীত করা; অথবা

দ্বিতীয়ত, কোনো আইনের বা কোনো আইনানুগ কার্যধারার প্রয়োগ প্রতিরোধ করা; অথবা

তৃতীয়ত, কোনো ক্ষতিসাধন বা ফৌজদারি অনধিকার প্রবেশ, বা অন্য কোনো অপরাধ সংঘটন করা; অথবা

চতুর্থত, ফৌজদারি বল প্রয়োগ বা তার প্রদর্শনের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে কোনো সম্পত্তির দখল গ্রহণ করতে বা নিতে বাধ্য করা, অথবা কোনো ব্যক্তিকে তার দখলে বা ভোগে থাকা কোনো পথাধিকার, কিংবা পানি বা অন্য কোনো অশরীরী অধিকারের ব্যবহার থেকে বঞ্চিত করা, অথবা কোনো অধিকার বা কথিত অধিকার বলবৎ করা; অথবা

পঞ্চমত, ফৌজদারি বল প্রয়োগ বা তার প্রদর্শনের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে এমন কিছু করতে বাধ্য করা, যা করতে সে আইনগতভাবে বাধ্য নয়, অথবা এমন কিছু না-করতে বাধ্য করা, যা করার অধিকার তার আইনগতভাবে আছে।

ব্যাখ্যা: যে সমাবেশ গঠনকালে বেআইনি ছিল না, তা পরবর্তীতে বেআইনি সমাবেশে পরিণত হতে পারে।

§146 · দাঙ্গা
যখনই কোনো বেআইনি সমাবেশ, বা তার কোনো সদস্য, সেই সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য অনুসরণে বল বা সহিংসতা প্রয়োগ করে, তখন সেই সমাবেশের প্রত্যেক সদস্য দাঙ্গার অপরাধে দোষী হবেন।

§149 · সাধারণ উদ্দেশ্য অনুসরণে সংঘটিত অপরাধের জন্য বেআইনি সমাবেশের প্রত্যেক সদস্য দোষী
যদি কোনো বেআইনি সমাবেশের কোনো সদস্য কর্তৃক সেই সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য অনুসরণে কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়, অথবা এমন কোনো অপরাধ সংঘটিত হয় যা সেই সমাবেশের সদস্যরা জানতেন যে সেই উদ্দেশ্য অনুসরণে সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তবে সেই অপরাধ সংঘটনকালে যে ব্যক্তি সেই একই সমাবেশের সদস্য ছিলেন, তিনি সেই অপরাধে দোষী হবেন।

§191 · Giving false evidence
191. Whoever being legally bound by an oath or by an express provision of law to state the truth, or being bound by law to make a declaration upon any subject, makes any statement which is false, and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is said to give false evidence.
Explanation 1.-A statement is within the meaning of this section, whether it is made verbally or otherwise.
Explanation 2.-A false statement as to the belief of the person attesting is within the meaning of this section, and a person may be guilty of giving false evidence by stating that he believes a thing which he does not believe, as well as by stating that he knows a thing which he does not know.
Illustrations
(a) A, in support of a just claim which B has against Z for one thousand taka falsely swears on a trial that he heard Z admit the justice of B's claim, A has given false evidence.
(b) A, being bound by an oath to state the truth, states that he believes a certain signature to be the handwriting of Z, when he does not believe it to be the handwriting of Z. Here A states that which he knows to be false, and therefore gives false evidence.
(c) A, Knowing the general character of Z's handwriting, states that he believes a certain signature to be the handwriting of Z; A in good faith believing it to be so. Here A's statement is merely as to his belief, and is true as to his belief, and therefore, although the signature may not be the handwriting of Z, A has not given false evidence.
(d) A, being bound by an oath to state the truth, states that he knows that Z was at a particular place on a particular day, not knowing anything upon the subject. A gives false evidence whether Z was at that place on the day named or not.
(e) A, an interpreter or translator, gives or certifies as a true interpretation or translation of a statement of document, which he is bound by oath to interpret or translate truly, that which is not and which he does not believe to be a true interpretation or translation. A has given false evidence.

barprepbd.com

§192 · Fabricating false evidence

192. Whoever causes any circumstance to exist or makes any false entry in any book or record, or makes any document containing a false statement, intending that such circumstance, false entry or false statement may appear in evidence in a judicial proceeding, or in a proceeding taken by law before a public servant as such, or before an arbitrator, and that such circumstance, false entry or false statement, so appearing in evidence, may cause any person who in such proceeding is to form an opinion upon the evidence, to entertain an erroneous opinion touching any point material to the result of such proceeding, is said "to fabricate the evidence."

Illustrations

(a) A puts jewels into a box belonging to Z, with the intention that they may be found in that box, and that this circumstance may cause Z to be convicted of theft. A has fabricated false evidence.

(b) A makes a false entry in his Shop-book for the purpose of using it as corroborative evidence in a Court of Justice. A has fabricated false evidence.

(c) A, with the intention of causing Z to be convicted of a criminal conspiracy, writes a letter in imitation of Z's handwriting purporting to be addressed to an accomplice in such criminal conspiracy, and puts the letter in a place which he knows that the officers of the Police are likely to search. A has fabricated false evidence.

§299 · দোষণীয় নরহত্যা

যে কেউ মৃত্যু ঘটানোর অভিপ্রায়ে, অথবা মৃত্যু ঘটানোর সম্ভাবনা আছে এমন শারীরিক আঘাত সৃষ্টির অভিপ্রায়ে, অথবা এই জ্ঞান নিয়ে যে তার সেই কাজের দ্বারা মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা আছে, কোনো কাজ করে মৃত্যু ঘটান, তিনি দোষণীয় নরহত্যার অপরাধ সংঘটন করেন।

ব্যাখ্যা ১: যে ব্যক্তি এমন কোনো অন্য ব্যক্তিকে শারীরিক আঘাত করেন যিনি কোনো ব্যাধি, রোগ বা শারীরিক দুর্বলতায় ভুগছেন, এবং এর ফলে সেই অন্য ব্যক্তির মৃত্যু ত্বরান্বিত করেন, তাকে তার মৃত্যু ঘটানো বলে গণ্য করা হবে।

ব্যাখ্যা ২: যেখানে শারীরিক আঘাতের দ্বারা মৃত্যু ঘটে, সেখানে যে ব্যক্তি সেই শারীরিক আঘাত সৃষ্টি করেন তাকে সেই মৃত্যু ঘটানো বলে গণ্য করা হবে, যদিও যথাযথ প্রতিকার ও দক্ষ চিকিৎসার আশ্রয় নিলে সেই মৃত্যু প্রতিরোধ করা যেত।

ব্যাখ্যা ৩: মাতৃগর্ভস্থ কোনো সন্তানের মৃত্যু ঘটানো নরহত্যা নয়। কিন্তু কোনো জীবিত সন্তানের মৃত্যু ঘটানো দোষণীয় নরহত্যা হতে পারে, যদি সেই সন্তানের কোনো অংশ প্রসূত হয়ে থাকে, যদিও সে শ্বাস নেয়নি বা সম্পূর্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেনি।

barprepbd.com

§300 · খুন; কখন দোষণীয় নরহত্যা খুন নয়

নিম্নে ব্যতিক্রম হিসেবে বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত, দোষণীয় নরহত্যা খুন হয়, যদি যে কাজের দ্বারা মৃত্যু ঘটানো হয়েছে তা, মৃত্যু ঘটানোর অভিপ্রায়ে করা হয়ে থাকে, অথবা,

দ্বিতীয়ত, এমন শারীরিক আঘাত সৃষ্টির অভিপ্রায়ে করা হয়ে থাকে, যা আসামি জানেন যে যাকে সেই ক্ষতি করা হয়েছে তার মৃত্যু ঘটানোর সম্ভাবনা আছে, অথবা,

তৃতীয়ত, কোনো ব্যক্তিকে শারীরিক আঘাত সৃষ্টির অভিপ্রায়ে করা হয়ে থাকে এবং সৃষ্ট বলে অভিপ্রেত শারীরিক আঘাত স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যু ঘটানোর জন্য যথেষ্ট হয়, অথবা,

চতুর্থত, কাজটি সম্পাদনকারী ব্যক্তি জানেন যে তা এতই আসন্ন বিপজ্জনক যে তা সমূহ সম্ভাবনায় মৃত্যু ঘটাবেই, অথবা মৃত্যু ঘটানোর সম্ভাবনা আছে এমন শারীরিক আঘাত ঘটাবেই, এবং মৃত্যু বা পূর্বোক্তরূপ আঘাত ঘটানোর ঝুঁকি নেওয়ার কোনো অজুহাত ছাড়াই তিনি সেই কাজ করেন।

ব্যতিক্রম ১: দোষণীয় নরহত্যা খুন নয়, যদি আসামি, গুরুতর ও আকস্মিক প্ররোচনার কারণে আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারানো অবস্থায়, যে ব্যক্তি প্ররোচনা দিয়েছিলেন তার মৃত্যু ঘটান, অথবা ভুলবশত বা দুর্ঘটনাক্রমে অন্য কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটান।

উপর্যুক্ত ব্যতিক্রম নিম্নোক্ত শর্তাবলি সাপেক্ষে প্রযোজ্য,

প্রথমত, শর্ত এই যে, প্ররোচনাটি আসামি কর্তৃক কাউকে হত্যা করার বা ক্ষতি করার অজুহাত হিসেবে কাঙ্ক্ষিত বা স্বেচ্ছায় প্ররোচিত হয়নি।

দ্বিতীয়ত, শর্ত এই যে, প্ররোচনাটি আইন মান্য করে কৃত কোনো কাজের দ্বারা, বা কোনো সরকারি কর্মচারীর তার আইনানুগ ক্ষমতার আইনসংগত প্রয়োগে কৃত কোনো কাজের দ্বারা প্রদত্ত হয়নি।

তৃতীয়ত, শর্ত এই যে, প্ররোচনাটি ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকারের আইনসংগত প্রয়োগে কৃত কোনো কাজের দ্বারা প্রদত্ত হয়নি।

ব্যাখ্যা: প্ররোচনাটি এতই গুরুতর ও আকস্মিক ছিল যে তা অপরাধকে খুন হওয়া থেকে নিবৃত্ত করে কিনা, তা একটি ঘটনার প্রশ্ন।

ব্যতিক্রম ২: দোষণীয় নরহত্যা খুন নয়, যদি আসামি, সরল বিশ্বাসে ব্যক্তি বা সম্পত্তির ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগকালে, আইন কর্তৃক তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা অতিক্রম করেন এবং যার বিরুদ্ধে তিনি সেই প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করছিলেন তার মৃত্যু ঘটান, পূর্বপরিকল্পনা ছাড়া এবং সেই প্রতিরক্ষার প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো ক্ষতি করার অভিপ্রায় ছাড়া।

barprepbd.com

ব্যতিক্রম ৩: দোষণীয় নরহত্যা খুন নয়, যদি আসামি, সরকারি কর্মচারী হয়ে বা জনস্বার্থে ন্যায়বিচার অগ্রগতির জন্য কর্মরত কোনো সরকারি কর্মচারীকে সহায়তা করে, আইন কর্তৃক তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা অতিক্রম করেন এবং তিনি সরল বিশ্বাসে যে কাজকে তার সরকারি কর্মচারী হিসেবে কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের জন্য আইনসংগত ও প্রয়োজনীয় বলে বিশ্বাস করেন তা করে, যার মৃত্যু ঘটানো হয়েছে তার প্রতি কোনো বিদ্বেষ ছাড়াই মৃত্যু ঘটান।

ব্যতিক্রম ৪: দোষণীয় নরহত্যা খুন নয়, যদি তা পূর্বপরিকল্পনা ছাড়া, আকস্মিক ঝগড়ার ফলে আকস্মিক হাতাহাতিতে ক্রোধের উত্তেজনায় সংঘটিত হয় এবং আসামি অন্যায় সুবিধা গ্রহণ করেননি বা নিষ্ঠুর বা অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে আচরণ করেননি।

ব্যাখ্যা: এরূপ ক্ষেত্রে কোন পক্ষ প্ররোচনা দিয়েছেন বা প্রথম আক্রমণ করেছেন, তা অপ্রাসঙ্গিক।

ব্যতিক্রম ৫: দোষণীয় নরহত্যা খুন নয়, যখন যার মৃত্যু ঘটানো হয়েছে সেই ব্যক্তি, আঠারো বছরের ঊর্ধ্বে বয়সের হয়ে, নিজ সম্মতিতে মৃত্যুবরণ করেন বা মৃত্যুর ঝুঁকি গ্রহণ করেন।

§304 · খুন নয় এমন দোষণীয় নরহত্যার শাস্তি

যে কেউ খুন পর্যায়ে না-পড়া দোষণীয় নরহত্যা সংঘটন করবেন, তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে, অথবা দশ বছর অনতিক্রান্ত মেয়াদের যেকোনো বর্ণনার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং জরিমানার জন্যও দায়ী হবেন, যদি যে কাজের দ্বারা মৃত্যু ঘটানো হয়েছে তা মৃত্যু ঘটানোর অভিপ্রায়ে, বা মৃত্যু ঘটানোর সম্ভাবনা আছে এমন শারীরিক আঘাত সৃষ্টির অভিপ্রায়ে করা হয়ে থাকে;

অথবা দশ বছর অনতিক্রান্ত মেয়াদের যেকোনো বর্ণনার কারাদণ্ডে, বা জরিমানায়, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন, যদি কাজটি এই জ্ঞানে করা হয়ে থাকে যে তার দ্বারা মৃত্যু ঘটানোর সম্ভাবনা আছে, কিন্তু মৃত্যু ঘটানোর বা মৃত্যু ঘটানোর সম্ভাবনা আছে এমন শারীরিক আঘাত সৃষ্টির কোনো অভিপ্রায় ব্যতীত।

§378 · চুরি
যে কেউ, কোনো ব্যক্তির দখল হতে তার সম্মতি ছাড়া কোনো অস্থাবর সম্পত্তি অসাধুভাবে গ্রহণের অভিপ্রায়ে, সেই গ্রহণের উদ্দেশ্যে সেই সম্পত্তি সরায়, সে চুরি করেছে বলে গণ্য হয়।

ব্যাখ্যা ১: কোনো বস্তু যতক্ষণ ভূমির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, ততক্ষণ তা অস্থাবর সম্পত্তি না হওয়ায় চুরির বিষয়বস্তু হয় না; তবে ভূমি হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া মাত্র তা চুরির বিষয়বস্তু হওয়ার যোগ্য হয়।

ব্যাখ্যা ২: যে কাজের দ্বারা বিচ্ছিন্নকরণ সম্পন্ন হয়, সেই একই কাজের দ্বারা সংঘটিত সরানোও চুরি হতে পারে।

ব্যাখ্যা ৩: কোনো ব্যক্তি কোনো বস্তুকে সরানো হতে বাধাদানকারী প্রতিবন্ধক অপসারণ করে, অথবা তা অন্য কোনো বস্তু হতে পৃথক করে, সেই বস্তুকে সরায় বলে গণ্য হয়, ঠিক যেমন প্রকৃতপক্ষে তা সরানোর দ্বারাও গণ্য হয়।

ব্যাখ্যা ৪: যে ব্যক্তি যে কোনো উপায়ে কোনো পশুকে সরাতে বাধ্য করে, সে সেই পশুকে সরায় বলে গণ্য হয়, এবং সেই পশুর গতির ফলে যা কিছু সরানো হয় তাও সরায় বলে গণ্য হয়।

ব্যাখ্যা ৫: সংজ্ঞায় উল্লিখিত সম্মতি প্রকাশ্য বা অনুমেয় হতে পারে, এবং তা দখলে থাকা ব্যক্তি কর্তৃক, অথবা সেই উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য বা অনুমেয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত হতে পারে।

§383 · বলপূর্বক আদায়
যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে সেই ব্যক্তির প্রতি বা অন্য কোনো ব্যক্তির প্রতি কোনো ক্ষতির ভয় দেখায়, এবং এভাবে সেই ভীত ব্যক্তিকে অসাধুভাবে যে কোনো প্রকার দান বা চাঁদা প্রদানে অথবা কোনো ব্যক্তিকে যে কোনো সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানত অথবা মূল্যবান জামানতে রূপান্তরযোগ্য স্বাক্ষরিত বা সিলমোহরকৃত যে কোনো বস্তু হস্তান্তরে প্ররোচিত করে, সে "বলপূর্বক আদায়" করেছে বলে গণ্য হয়।

§390 · দস্যুতা; কখন চুরি দস্যুতা হয়; কখন বলপূর্বক আদায় দস্যুতা হয়
সকল দস্যুতায় চুরি বা বলপূর্বক আদায় বিদ্যমান থাকে।

চুরি "দস্যুতা" হয়, যদি সেই চুরি করার উদ্দেশ্যে, অথবা চুরি করার সময়ে, অথবা চুরির মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পত্তি বহন করে নেওয়ার বা নেওয়ার চেষ্টার সময়ে, অপরাধী সেই উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তির প্রতি স্বেচ্ছায় মৃত্যু বা আঘাত বা অন্যায় বাধা ঘটায় বা ঘটানোর চেষ্টা করে, অথবা তাৎক্ষণিক মৃত্যুর বা তাৎক্ষণিক আঘাতের বা তাৎক্ষণিক অন্যায় বাধার ভয় দেখায়।

বলপূর্বক আদায় "দস্যুতা" হয়, যদি অপরাধী, বলপূর্বক আদায় করার সময়ে, ভীত ব্যক্তির উপস্থিতিতে থেকে, সেই ব্যক্তিকে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক মৃত্যুর, তাৎক্ষণিক আঘাতের বা তাৎক্ষণিক অন্যায় বাধার ভয় দেখিয়ে বলপূর্বক আদায় করে, এবং এভাবে ভয় দেখিয়ে সেই ভীত ব্যক্তিকে তখনই ও সেখানেই আদায়কৃত বস্তু প্রদানে প্ররোচিত করে।

ব্যাখ্যা: অপরাধী উপস্থিত আছে বলে গণ্য হয়, যদি সে অন্য ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক মৃত্যুর, তাৎক্ষণিক আঘাতের বা তাৎক্ষণিক অন্যায় বাধার ভয় দেখানোর জন্য যথেষ্ট নিকটে থাকে।

§391 · ডাকাতি
যখন পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি যৌথভাবে দস্যুতা সংঘটন করে বা সংঘটনের চেষ্টা করে, অথবা যেখানে যৌথভাবে দস্যুতা সংঘটনকারী বা সংঘটনের চেষ্টাকারী ব্যক্তিগণের সমগ্র সংখ্যা, এবং এরূপ সংঘটন বা চেষ্টায় উপস্থিত থেকে সহায়তাকারী ব্যক্তিগণ মিলিয়ে পাঁচ বা ততোধিক হয়, তখন এভাবে সংঘটনকারী, চেষ্টাকারী বা সহায়তাকারী প্রত্যেক ব্যক্তি "ডাকাতি" করেছে বলে গণ্য হয়।

§405 · অপরাধমূলক ন্যাসভঙ্গ
যে কেউ, কোনো প্রকারে কোনো সম্পত্তি অর্পিত হয়ে, অথবা কোনো সম্পত্তির উপর কোনো কর্তৃত্ব অর্পিত হয়ে, সেই সম্পত্তি অসাধুভাবে আত্মসাৎ করে বা নিজ ব্যবহারে রূপান্তরিত করে, অথবা সেই ন্যাস যেভাবে পালন করতে হবে তা নির্ধারণকারী কোনো আইনের নির্দেশের, অথবা সেই ন্যাস পালন সম্পর্কে সে করা কোনো আইনগত চুক্তির, প্রকাশ্য বা অনুমেয়, লঙ্ঘন করে সেই সম্পত্তি অসাধুভাবে ব্যবহার করে বা নিষ্পত্তি করে, অথবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে তা করতে দেয়, সে "অপরাধমূলক ন্যাসভঙ্গ" করেছে বলে গণ্য হয়।

§415 · প্রতারণা
যে কেউ, কোনো ব্যক্তিকে প্রতারিত করে, প্রতারণাপূর্বক বা অসাধুভাবে সেই প্রতারিত ব্যক্তিকে কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো সম্পত্তি হস্তান্তরে, অথবা কোনো ব্যক্তি সেই সম্পত্তি ধরে রাখতে পারবে বলে সম্মতি দিতে প্ররোচিত করে, অথবা সেই প্রতারিত ব্যক্তিকে এমন কোনো কাজ করতে বা না-করতে ইচ্ছাকৃতভাবে প্ররোচিত করে যা সে প্রতারিত না হলে করত না বা বিরত থাকত না, এবং যে কাজ বা ব্যর্থতা সেই ব্যক্তির শরীরে, মনে, সুনামে বা সম্পত্তিতে ক্ষতি বা ক্ষয়ক্ষতি ঘটায় বা ঘটানোর সম্ভাবনা থাকে, সে "প্রতারণা" করেছে বলে গণ্য হয়।

ব্যাখ্যা: তথ্যের অসাধু গোপনও এই ধারার অর্থে প্রতারণা।

§420 · প্রতারণা ও অসাধুভাবে সম্পত্তি প্রদানে প্ররোচনা
যে কেউ প্রতারণা করে এবং এভাবে প্রতারিত ব্যক্তিকে কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো সম্পত্তি হস্তান্তরে, অথবা কোনো মূল্যবান জামানতের সম্পূর্ণ বা কোনো অংশ প্রস্তুত, পরিবর্তন বা বিনষ্ট করতে, অথবা এমন কিছু যা স্বাক্ষরিত বা সিলমোহরকৃত এবং যা মূল্যবান জামানতে রূপান্তরযোগ্য, তা প্রস্তুত, পরিবর্তন বা বিনষ্ট করতে অসাধুভাবে প্ররোচিত করে, তাকে যে কোনো বর্ণনার কারাদণ্ডে যা সাত বছর পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে দণ্ডিত করা হবে এবং জরিমানারও দায়ী থাকবে।

সহায়তা (অ্যাবেটমেন্ট) (১০৭–১১৬ ধারা) এবং বিষপ্রয়োগের ষড়যন্ত্র 2025, 2017, 2011, 2009, 2008, 2007...

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> কোনো অপরাধে সহায়তা (অ্যাবেটমেন্ট) বলিতে আপনি কী বুঝেন? ইহা কি একটি পৃথক শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং উহার শাস্তি কী? 'ক', 'খ' ও 'গ' Z-কে বিষপ্রয়োগে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। 'ক' বিষ সংগ্রহের জন্য 'খ'-কে অর্থ প্রদান করে; 'খ' উহা সংগ্রহ করিয়া 'গ'-এর নিকট পৌঁছাইয়া দেয়; 'গ', 'ক' ও 'খ'-এর অনুপস্থিতিতে উহা প্রয়োগ করে এবং Z মৃত্যুবরণ করে। 'ক', 'খ' ও 'গ'-এর দায় ব্যাখ্যা করুন।

সংজ্ঞা, ১০৭ ধারা। কোনো ব্যক্তি **তিনটি** উপায়ে কোনো বিষয়ের সহায়তা করে থাকেন:

১. **প্ররোচনা দ্বারা**, কোনো ব্যক্তিকে তা করতে প্ররোচিত করে;

২. **ষড়যন্ত্র দ্বারা**, তা সম্পাদনের জন্য কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে, *এবং সেই ষড়যন্ত্রের অনুবৃত্তিতে কোনো কার্য বা বেআইনি বিরতি ঘটলে;*

৩. **ইচ্ছাকৃত সহায়তা দ্বারা**, কোনো কার্য বা বেআইনি বিরতি দ্বারা তা সম্পাদনে ইচ্ছাকৃতভাবে সহায়তা করে।

সহায়তাকারী, ১০৮ ধারা। যিনি কোনো অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করেন। ব্যাখ্যা অনুযায়ী, **অপরাধটি প্রকৃতপক্ষে সংঘটিত হওয়া আবশ্যক নয়**, পরিণতি ঘটাও আবশ্যক নয়, প্ররোচনা প্রদানমাত্রই সহায়তা সম্পূর্ণ হয়।

এটি কি একটি পৃথক শাস্তিযোগ্য অপরাধ? হ্যাঁ। সহায়তা নিজেই একটি অপরাধ এবং স্বতন্ত্রভাবে শাস্তিযোগ্য। **১০৯ ধারার** অধীন, যদি সহায়তাকৃত কার্য তার ফলস্বরূপ সংঘটিত হয় এবং অন্যত্র কোনো সুস্পষ্ট বিধান না থাকে, তবে সহায়তাকারী **অপরাধটির জন্য নির্ধারিত শাস্তিতে** (অর্থাৎ মূল অপরাধীর সমান শাস্তিতে) দণ্ডিত হন। যে ক্ষেত্রে কার্যটি সংঘটিত *হয় না*, সে ক্ষেত্রে ১১৫–১১৬ ধারার লঘুতর মাত্রা প্রযোজ্য হয়। **১১৪ ধারার** অধীন, অপরাধ সংঘটনের সময় *উপস্থিত* সহায়তাকারী তা সংঘটন করেছেন বলে গণ্য হন।

ঘটনায় প্রয়োগ ('ক', 'খ' ও 'গ'):

তিনজনই Z-কে **বিষপ্রয়োগে হত্যার ষড়যন্ত্রে** লিপ্ত হয়েছিল, যা একটি ফৌজদারি উদ্দেশ্য। তার অনুবৃত্তিতে একটি কার্য সম্পাদিত *হয়েছিল* ('খ' বিষ সংগ্রহ করে পৌঁছিয়ে দেয়; 'গ' তা প্রয়োগ করে), সুতরাং এটি ১০৭ ধারার (২য় দফা) অধীন ষড়যন্ত্র দ্বারা সহায়তা, এবং প্রকৃতপক্ষে ১২০ক ধারার অধীন ফৌজদারি ষড়যন্ত্রও বটে।

- **'গ'** স্বহস্তে বিষ প্রয়োগ করে মৃত্যু ঘটিয়েছে। 'গ' হলো **মূল অপরাধী**, **৩০২ ধারার অধীন হত্যার** জন্য দোষী (কার্যটি মৃত্যু ঘটানোর অভিপ্রায়ে সম্পাদিত, ৩০০ ধারার ১ম দফা)।
- **'ক'** এই উদ্যোগে অর্থ জুগিয়েছে এবং **'খ'** বিষ সংগ্রহ করে সরবরাহ করেছে। উভয়েই ষড়যন্ত্র দ্বারা এবং ইচ্ছাকৃত সহায়তা দ্বারা (১০৭ ধারা) Z-এর হত্যায় সহায়তা করেছে। হত্যাটি ষড়যন্ত্রের *ফলস্বরূপ* সংঘটিত হয়েছে। **১০৯ ধারার** অধীন, বিষ প্রয়োগের সময় উপস্থিত না থাকলেও 'ক' ও 'খ'-এর প্রত্যেকে **হত্যার জন্য নির্ধারিত শাস্তিতে (৩০২/১০৯ ধারা)**, অর্থাৎ 'গ'-এর সমান শাস্তিতে, দণ্ডনীয়। তাদের অনুপস্থিতি তাদের রক্ষা করে না, কারণ ১০৯ ধারা (১১৪ ধারার বিপরীতে) উপস্থিতি দাবি করে না; অনুবৃত্তিতে কোনো কার্য অনুসৃত হলেই ষড়যন্ত্র দ্বারা সহায়তা দায় আরোপ করে।

barprepbd.com

উপসংহার। 'গ' হত্যার জন্য (৩০২ ধারা) দোষী; 'ক' ও 'খ'-এর প্রত্যেকে হত্যায় সহায়তার জন্য দোষী এবং ৩০২ ধারার সঙ্গে ১০৯ ধারা পাঠে হত্যার জন্য নির্ধারিত শাস্তিতে দণ্ডনীয়।

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বনাম মিথ্যা সাক্ষ্য সৃষ্টি করা (১৯১–১৯৬ ধারা) 2025

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর অধীন 'মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া' ও 'মিথ্যা সাক্ষ্য সৃষ্টি করা'-র মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

৩৩ মিনিটের কাঠামো: ১) ১৯১ ধারার সংজ্ঞা → ২) ১৯২ ধারার সংজ্ঞা → ৩) পার্থক্য (মূল অংশ, কর্তা / কার্য / উদ্দেশ্য / গুরুত্বপূর্ণতা / সময়) → ৪) ১৯৩ ধারার শাস্তি (বিচারিক কার্যক্রমে ৭ বছর / অন্যত্র ৩ বছর) → ৫) একটি গুরুতর রূপ (১৯৪–১৯৬)। *অবশ্যই লিখুন:* ১৯২ ধারায় শপথ লাগে **না**; ভুল ধারণাটি হতে হবে **গুরুত্বপূর্ণ** বিষয়ে।

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, ১৯১ ধারা। কোনো ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দেন (perjury) যখন, **শপথে বা আইনের সুস্পষ্ট বিধানে সত্য বলতে আইনত বাধ্য** থেকে, বা কোনো বিষয়ে ঘোষণা দিতে আইনত বাধ্য থেকে, তিনি **এমন বিবৃতি দেন যা মিথ্যা**, এবং যা তিনি **মিথ্যা বলে জানেন বা বিশ্বাস করেন, অথবা সত্য বলে বিশ্বাস করেন না**। বিবৃতিটি মৌখিক বা অন্য কোনোভাবে হতে পারে; বিবৃতিদাতা যা *জানেন* তার মতো যা *বিশ্বাস করেন*, সে বিবৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত।

মিথ্যা সাক্ষ্য সৃষ্টি করা, ১৯২ ধারা। কোনো ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য সৃষ্টি করেন যখন তিনি **কোনো অবস্থার (circumstance) অস্তিত্ব ঘটান**, বা কোনো বই বা নথিতে **মিথ্যা ভুক্তি (entry)** লেখেন, বা **মিথ্যা বিবৃতিসংবলিত কোনো দলিল** তৈরি করেন, **এই অভিপ্রায়ে** যে সেই অবস্থা, ভুক্তি বা দলিল **বিচারিক কার্যক্রমে** (বা সরকারি কর্মচারী কিংবা সালিসকারীর সামনের কার্যক্রমে) **সাক্ষ্যে উপস্থিত হবে**, এবং সেভাবে উপস্থিত হয়ে, সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যাঁকে মত গঠন করতে হবে তাঁকে কার্যক্রমের ফলাফলের পক্ষে **গুরুত্বপূর্ণ (material)** কোনো বিষয়ে **ভ্রান্ত মত** পোষণ করাবে।

পার্থক্য:

	মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া (১৯১ ধারা)	মিথ্যা সাক্ষ্য সৃষ্টি করা (১৯২ ধারা)
কর্তা	শপথে বা আইনে সত্য বলতে **আইনত বাধ্য** ব্যক্তি	**যে-কেউ**, শপথ বা আইনি বাধ্যবাধকতা লাগে না
কার্য	**মিথ্যা বিবৃতি** দেওয়া	মিথ্যা অবস্থা, ভুক্তি বা দলিল **সৃষ্টি** করা
মানসিক উপাদান	বিবৃতিটি মিথ্যা, এই জ্ঞান বা বিশ্বাসই যথেষ্ট	তিনটি বিষয়ের উদ্দেশ্য লাগবে: তৈরি বিষয়টি সাক্ষ্যে ব্যবহৃত হবে, সিদ্ধান্তগ্রহণকারীকে ভুল ধারণা দেবে, আর ভুলটি হবে মামলার **গুরুত্বপূর্ণ** বিষয়ে
কখন সংঘটিত	জবানবন্দি/ঘোষণা দেওয়ার সময়, সাধারণত চলমান কার্যক্রমে	কোনো কার্যক্রম **শুরুর আগেই**, তার প্রত্যাশায়ও হতে পারে

	মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া (১৯১ ধারা)	মিথ্যা সাক্ষ্য সৃষ্টি করা (১৯২ ধারা)
গুরুত্বপূর্ণতা	মিথ্যা বিবৃতিটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া জরুরি নয়	ভ্রান্ত মতটি ফলাফলের পক্ষে **গুরুত্বপূর্ণ** বিষয়ে হতে হবে

অভিন্ন শাস্তি, ১৯৩ ধারা। দুটি অপরাধেরই একই মাপকাঠি: **বিচারিক কার্যক্রমের কোনো পর্যায়ে** সংঘটিত হলে, **সাত বছর** পর্যন্ত **যেকোনো বর্ণনার কারাদণ্ড** ও জরিমানা; **অন্য যেকোনো ক্ষেত্রে**, **তিন বছর** পর্যন্ত কারাদণ্ড ও জরিমানা। (ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোর্ট-মার্শালের বিচার একটি বিচারিক কার্যক্রম, আর আদালতের কার্যক্রমের আগে আইননির্দেশিত তদন্তও তার একটি *পর্যায়*।)

গুরুতর রূপভেদ। যে ধরনের মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বা তৈরি করা হয়, তার গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তি বাড়ে:

- **১৯৪ ধারা**, **মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধে দণ্ডিত করানোর অভিপ্রায়ে** মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বা সৃষ্টি করা: যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা **দশ বছর** পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানা; আর এর ফলে **নিরপরাধ ব্যক্তি দণ্ডিত হয়ে কার্যকরও হলে**, অপরাধীর শাস্তি হতে পারে **মৃত্যুদণ্ড** বা উপরের দণ্ড।
- **১৯৫ ধারা**, **যাবজ্জীবন বা সাত বছর বা তদূর্ধ্ব কারাদণ্ডযোগ্য** অপরাধে দণ্ডিত করানোর একই অভিপ্রায়ে: অপরাধী **সেই অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তি যে শাস্তি পেতেন, সেই শাস্তিই** পান।
- **১৯৬ ধারা**, যিনি জেনেশুনে মিথ্যা বা সৃষ্ট সাক্ষ্য **সত্য বলে দুর্নীতিপরায়ণভাবে ব্যবহার করেন বা ব্যবহারের চেষ্টা করেন**, তিনি **নিজে সেই সাক্ষ্য দিলে বা সৃষ্টি করলে যে শাস্তি হতো, সেই শাস্তি** পান।

উপসংহার। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হলো সত্য বলতে বাধ্য ব্যক্তির *বলা মিথ্যা*; মিথ্যা সাক্ষ্য সৃষ্টি করা হলো, যে-কারও হাতে, সাক্ষ্যে উপস্থিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভ্রান্ত করার জন্য *বানানো মিথ্যা জিনিস*। দুটিরই শাস্তির মাপকাঠি ১৯৩ ধারা (বিচারিক কার্যক্রমে সাত বছর; অন্যত্র তিন বছর), আর গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত করানোর লক্ষ্য বা জ্ঞাত মিথ্যা সাক্ষ্যের ব্যবহার হলে ১৯৪–১৯৬ ধারা শাস্তি বাড়িয়ে দেয়।

★ অভিন্ন অভিপ্রায় (৩৪ ধারা) বনাম অভিন্ন উদ্দেশ্য (১৪৯ ধারা) 2023, 2020, 2017, 2014, 2011...

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> "অভিন্ন অভিপ্রায়" ও "অভিন্ন উদ্দেশ্য"-এর মধ্যে দৃষ্টান্তসহ পার্থক্য নির্ণয় করুন এবং প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহ উল্লেখ করুন। কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সরাসরি সংঘটিত হয় নাই এমন অপরাধের জন্য তাঁহাকে দায়বদ্ধ করিতে এই দুইটির প্রত্যেকটির ভূমিকা আলোচনা করুন।

৩৪ ধারা ও ১৪৯ ধারা উভয়েই **পরোক্ষ (অর্পিত) দায়ের** বিধি, এগুলো কোনো ব্যক্তিকে এমন একটি অপরাধমূলক কার্যের জন্য দায়বদ্ধ করে, যা তিনি স্বহস্তে সংঘটিত করেননি। এগুলোর কোনোটিই নিজে থেকে কোনো স্বতন্ত্র অপরাধ সৃষ্টি করে না; প্রত্যেকটিকে প্রকৃত অপরাধ-সংজ্ঞায়ক ধারার সঙ্গে একত্রে পড়তে হয় (যেমন ৩৪ ধারার সঙ্গে পঠিত ৩০২ ধারা)।

অভিন্ন অভিপ্রায়, ৩৪ ধারা। ৩৪ ধারা তখন প্রযোজ্য হয়, যখন কোনো অপরাধমূলক কার্য কয়েকজন ব্যক্তি কর্তৃক *সকলের অভিন্ন অভিপ্রায় অগ্রসর করার জন্য* সংঘটিত হয়, সে ক্ষেত্রে প্রত্যেকে এমনভাবে দায়বদ্ধ হন, যেন তিনি একাই কার্যটি করেছেন। উপাদানসমূহ:

- কয়েকজন ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত একটি অপরাধমূলক কার্য;
- একটি **পূর্ব-পরিকল্পিত অভিসন্ধি / মনের পূর্ববর্তী ঐক্য** (অভিন্ন অভিপ্রায়);
- সেই অভিন্ন অভিপ্রায় **অগ্রসর করার জন্য** সংঘটিত কার্য;
- কার্যে আসামির **অংশগ্রহণ**।

বাংলাদেশের প্রশ্নপত্রেই এই বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে (২০২০) যে, "অভিন্ন অভিপ্রায় ও অংশগ্রহণ, এই উভয়টি বিদ্যমান না থাকলে ৩৪ ধারা প্রয়োগ করা যায় না।"

দৃষ্টান্ত: 'ক' ও 'খ' 'গ'-কে হত্যা করতে সম্মত হয়। 'ক' 'গ'-কে ধরে রাখে এবং 'খ' তাঁকে ছুরিকাঘাত করে। 'ক' কোনো আঘাত না করলেও তিনি ৩০২/৩৪ ধারার অধীন হত্যার জন্য দায়বদ্ধ।

অভিন্ন উদ্দেশ্য, ১৪৯ ধারা। একটি **বেআইনি সমাবেশের** (১৪১ ধারায় সংজ্ঞায়িত, নির্দিষ্ট পাঁচটি শিরোনামের কোনো একটির অধীন অভিন্ন উদ্দেশ্যসম্পন্ন পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি) প্রত্যেক সদস্য সেই সমাবেশের কোনো সদস্য কর্তৃক *অভিন্ন উদ্দেশ্য অগ্রসর করার জন্য* সংঘটিত যেকোনো অপরাধের জন্য দোষী হন। সদস্যগণ যা সেই উদ্দেশ্য অগ্রসর করার জন্য সংঘটিত হওয়া *সম্ভাব্য* বলে জানতেন, সে জন্যও তাঁরা দোষী হন।

মূল পার্থক্যসমূহ:

	৩৪ ধারা, অভিন্ন অভিপ্রায়	১৪৯ ধারা, অভিন্ন উদ্দেশ্য
ব্যক্তির সংখ্যা	দুই বা ততোধিক	**পাঁচ বা ততোধিক** (বেআইনি সমাবেশ, ১৪১ ধারা)
মানসিক উপাদান	মনের পূর্ববর্তী ঐক্য	অভিন্ন উদ্দেশ্যের অংশীদারিত্ব
অংশগ্রহণ	সক্রিয় অংশগ্রহণ আবশ্যক	সমাবেশের নিছক **সদস্যপদই** যথেষ্ট
পরিধি	সংঘটিত কার্য	উদ্দেশ্য অগ্রসর করার জন্য সংঘটিত কার্য *অথবা যা সম্ভাব্য বলে জ্ঞাত*

দৃষ্টান্ত (১৪৯ ধারা): পাঁচজন গ্রামবাসী 'X'-কে বলপূর্বক তাঁর ভূমি থেকে দখলচ্যুত করার জন্য একটি বেআইনি সমাবেশ গঠন করে; সেই উদ্দেশ্য অগ্রসর করার সময় তাদের একজন 'X'-কে হত্যা করে। যারা কেবল লাঠি বহন করেছিল তাদেরসহ প্রত্যেক সদস্য ৩০২/১৪৯ ধারার অধীন হত্যার জন্য দোষী, কারণ হত্যাটি ছিল অভিন্ন উদ্দেশ্যের একটি সম্ভাব্য পরিণতি।

উপসংহার। ৩৪ ধারা দুইজন মাত্র ব্যক্তির মধ্যেও একটি অংশীদারিভিত্তিক *অভিপ্রায়* + অংশগ্রহণের উপর নির্ভর করে; ১৪৯ ধারা একটি অভিন্ন *উদ্দেশ্য*সম্পন্ন পাঁচ-বা-ততোধিক বেআইনি সমাবেশের *সদস্যপদের* উপর নির্ভর করে। উভয়েই একজন ব্যক্তিকে অপরের হাতে সংঘটিত কার্যের জন্য দায়ী করে।

বেআইনি সমাবেশ বনাম দাঙ্গা 2025, 2021, 2014, 2010, 2009, 2006

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> কোন অবস্থায় কোনো সমাবেশকে বেআইনি সমাবেশ বলিয়া গণ্য করা হয়? বেআইনি সমাবেশ ও দাঙ্গার মধ্যে পার্থক্য কী?

বেআইনি সমাবেশ, ১৪১ ধারা। পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির কোনো সমাবেশ তখনই বেআইনি হয়, যখন তা গঠনকারী ব্যক্তিগণের **অভিন্ন উদ্দেশ্য** নিম্নলিখিত **পাঁচটি** নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো একটি হয়:

১. আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগরত সরকার, সংসদ অথবা কোনো সরকারি কর্মচারীকে **ফৌজদারি বল প্রয়োগ দ্বারা ভীত করে বাধ্য করা**;

২. কোনো আইন বা আইনানুগ কার্যক্রমের **বাস্তবায়নে বাধা প্রদান করা**;

৩. **অনিষ্ট, ফৌজদারি অনধিকার প্রবেশ, অথবা অন্য কোনো অপরাধ** সংঘটন করা;

৪. কোনো সম্পত্তির দখল গ্রহণ বা অর্জন করা, অথবা কোনো ব্যক্তিকে কোনো অবস্তুগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, অথবা **ফৌজদারি বল প্রয়োগ দ্বারা কোনো অধিকার বা কথিত অধিকার বলবৎ করা**;

৫. **ফৌজদারি বল প্রয়োগ দ্বারা** কোনো ব্যক্তিকে যা করতে তিনি আইনত বাধ্য নন তা করতে, অথবা যা করার তিনি আইনত অধিকারী তা থেকে বিরত থাকতে **বাধ্য করা**।

দুইটি অপরিহার্য উপাদান: **(ক) পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি; (খ) পাঁচটি শিরোনামের কোনো একটির অন্তর্ভুক্ত একটি অভিন্ন উদ্দেশ্য।** ঘটনাবলি অবগত থেকে নিছক সদস্যপদই কোনো ব্যক্তিকে সদস্য করে তোলে (১৪২ ধারা), যা ১৪৩ ধারার অধীন শাস্তিযোগ্য।

দাঙ্গা, ১৪৬ ধারা। যখনই কোনো বেআইনি সমাবেশ কর্তৃক, অথবা তার কোনো সদস্য কর্তৃক, সেই সমাবেশের **অভিন্ন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে বল বা সহিংসতা প্রয়োগ** করা হয়, তখন প্রত্যেক সদস্য দাঙ্গার অপরাধে দোষী হন। **শাস্তি, ১৪৭ ধারা** (দুই বছর পর্যন্ত, অথবা জরিমানা, অথবা উভয়); মারণাস্ত্রে সজ্জিত হলে, **১৪৮ ধারা** (তিন বছর পর্যন্ত)।

পার্থক্য:

বেআইনি সমাবেশ (১৪১ ধারা)	দাঙ্গা (১৪৬ ধারা)
বেআইনি অভিন্ন উদ্দেশ্যযুক্ত ৫ বা ততোধিক ব্যক্তির নিছক **সমবেত হওয়া**	বেআইনি সমাবেশ + **বল বা সহিংসতার প্রকৃত প্রয়োগ**
কোনো বল প্রয়োগের প্রয়োজন নেই	অভিন্ন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে **বল/সহিংসতা** প্রযুক্ত
১৪৩ ধারার অধীন শাস্তিযোগ্য	১৪৭ ধারার অধীন শাস্তিযোগ্য (অথবা সশস্ত্র হলে ১৪৮ ধারা)

সংক্ষেপে, **দাঙ্গা হলো একটি গুরুতর রূপের বেআইনি সমাবেশ**, কোনো বেআইনি সমাবেশের কোনো সদস্য অভিন্ন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে বল বা সহিংসতা প্রয়োগ করামাত্র অপরাধটি বেআইনি সমাবেশ থেকে দাঙ্গায় উন্নীত হয়, এবং প্রত্যেক সদস্য দাঙ্গার অপরাধে দোষী হয়ে পড়েন।

barprepbd.com

দৃষ্টান্ত। ছয় ব্যক্তি, লাঠিতে সজ্জিত হয়ে, X-কে তাঁর ভূমি থেকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করার অভিন্ন উদ্দেশ্যে সমবেত হয়, এটি একটি বেআইনি সমাবেশ (১৪১ ধারা)। যখন তারা প্রকৃতপক্ষে X ও তাঁর লোকজনকে প্রহার করে তাড়িয়ে দেয়, তখন অভিন্ন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে বল প্রযুক্ত হয়, এবং ছয়জনই দাঙ্গার অপরাধে দোষী হন (১৪৬/১৪৮ ধারা)। সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে ঘটিত যেকোনো মৃত্যুর দায় ১৪৯ ধারা দ্বারা প্রত্যেক সদস্যের উপর আরোপিত হয়।

সাধারণ ব্যতিক্রমসমূহ; "আইনত বাধ্য" / "আইনত ন্যায্য" 2023, 2022

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> দণ্ডবিধির "সাধারণ ব্যতিক্রমসমূহ" বর্ণনা করুন। কোন্ পরিস্থিতিতে নিজেকে "আইনত বাধ্য" অথবা "আইনত ন্যায্য" মনে করিয়া সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কার্য ফৌজদারি অভিযোগের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রতিরক্ষা হইতে পারে?

চতুর্থ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় (সাধারণ ব্যতিক্রমসমূহ, ৭৬–১০৬ ধারা)। চতুর্থ অধ্যায়ে সেসব পরিস্থিতি বিধৃত হয়েছে, যেখানে অন্যথায় অপরাধ গণ্য হতো এমন কোনো কার্য **অপরাধ নয়**, অর্থাৎ সমগ্র দণ্ডবিধি জুড়ে প্রযোজ্য সাধারণ প্রতিরক্ষাসমূহ। ৬ ধারা অনুযায়ী, দণ্ডবিধির প্রতিটি সংজ্ঞা এই ব্যতিক্রমসমূহ **সাপেক্ষে** পড়তে হয়। কোনো বিষয় ব্যতিক্রমের আওতাভুক্ত করার দায়ভার আসামির উপর বর্তায়। প্রধান শিরোনামসমূহ নিম্নরূপ:

- **৭৬ ধারা**, আইনত *বাধ্য* কোনো ব্যক্তি কর্তৃক, অথবা ঘটনার ভ্রান্তি (mistake of fact) বশত নিজেকে আইনত *বাধ্য বলে বিশ্বাসকারী* কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কৃত কার্য;
- **৭৭–৭৮ ধারা**, বিচারিক কার্য এবং কোনো আদালতের রায়/আদেশ অনুসরণে কৃত কার্য;
- **৭৯ ধারা**, আইনত *ন্যায্য* কোনো ব্যক্তি কর্তৃক, অথবা ঘটনার ভ্রান্তি বশত নিজেকে আইনত *ন্যায্য বলে বিশ্বাসকারী* কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কৃত কার্য;
- **৮০ ধারা**, কোনো বৈধ কার্য সম্পাদনকালে ঘটিত দুর্ঘটনা;
- **৮১ ধারা**, প্রয়োজনাবশ্যকতা (অপর কোনো ক্ষতি প্রতিরোধার্থে কৃত কার্য);
- **৮২–৮৩ ধারা**, নয় বছরের কম বয়স্ক শিশুর কার্য (নিরঙ্কুশ) এবং নয় থেকে বারো বছরের মধ্যবর্তী অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর কার্য;
- **৮৪ ধারা**, মানসিক বৈকল্য;
- **৮৫–৮৬ ধারা**, অনিচ্ছাকৃত নেশাগ্রস্ততা;
- **৮৭–৯২ ধারা**, সম্মতিক্রমে / অপরের কল্যাণার্থে কৃত কার্য;
- **৯৪ ধারা**, তাৎক্ষণিক মৃত্যুর হুমকির অধীন কৃত কার্য (ভীতিপ্রদর্শন), *তবে* হত্যা এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ ব্যতীত;
- **৯৫ ধারা**, তুচ্ছ কার্য (de minimis);
- **৯৬–১০৬ ধারা**, ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার।

"আইনত বাধ্য", ৭৬ ধারা। এমন কোনো কার্য অপরাধ নয়, যা এমন কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কৃত হয়, যিনি তা করতে আইনত বাধ্য, অথবা **ঘটনার ভ্রান্তি (আইনের ভ্রান্তি নয়) বশত, সরল বিশ্বাসে, নিজেকে আইনত বাধ্য বলে বিশ্বাস করেন**। *দৃষ্টান্ত:* কোনো সৈনিক যিনি সরল বিশ্বাসে এবং নিজে যাঁর আদেশ পালনে বাধ্য এমন এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশে নিজেকে বাধ্য বিবেচনা করে জনতার উপর গুলি চালান, তিনি কোনো অপরাধ করেন না।

"আইনত ন্যায্য", ৭৯ ধারা। এমন কোনো কার্য অপরাধ নয়, যা এমন কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কৃত হয়, যিনি তা করতে **আইনত ন্যায্য**, অথবা **ঘটনার ভ্রান্তি (আইনের ভ্রান্তি নয়) বশত, সরল বিশ্বাসে, নিজেকে আইনত ন্যায্য বলে বিশ্বাস করেন**। *দৃষ্টান্ত:* 'ক', Z-কে আপাতদৃষ্টিতে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটন করতে দেখে, তাঁকে পুলিশের নিকট সোপর্দ করার জন্য আটক করেন; পরবর্তীতে যদি প্রকাশ পায় যে Z আত্মরক্ষার্থে কার্য করেছিলেন, তথাপি 'ক' সরল বিশ্বাসে কার্য করে থাকলে তিনি আইনত ন্যায্য।

প্রতিরক্ষার অপরিহার্য শর্ত / সীমা:

১. বিশ্বাসটি অবশ্যই **ঘটনার ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, আইনের ভ্রান্তির উপর নয়**, আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা কোনো অজুহাত নয়;

২. কার্যটি অবশ্যই **সরল বিশ্বাসে** কৃত হতে হবে, এবং ৫২ ধারা *যথাযথ সতর্কতা ও মনোযোগ* দাবি করে; যথাযথ সতর্কতা ও মনোযোগ ছাড়া কৃত কার্য সরল বিশ্বাসে কৃত বলে গণ্য নয়;

৩. ব্যক্তিকে প্রকৃতপক্ষে নিজেকে আইনত *বাধ্য* (৭৬ ধারা) অথবা *ন্যায্য* (৭৯ ধারা) বলে বিশ্বাস করতে হবে।

উপসংহার। এই শর্তসমূহ পূরণ হলে, ৭৬ / ৭৯ ধারা একটি **পূর্ণাঙ্গ প্রতিরক্ষা** প্রদান করে, কার্যটি "অপরাধ নয়"। পার্থক্যটি সূক্ষ্ম: ৭৬ ধারা সেই ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয়, যিনি বিশ্বাস করেন আইন কার্যটি **আদেশ করে**; ৭৯ ধারা সেই ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয়, যিনি বিশ্বাস করেন আইন তা **অনুমোদন বা ক্ষমতায়ন করে**। ভ্রান্তিটি আইনের ভ্রান্তি হলে, অথবা সরল বিশ্বাস (যথাযথ সতর্কতাসহ) অনুপস্থিত থাকলে, উভয়ই ব্যর্থ হয়।

শাস্তিযোগ্য নরহত্যা (২৯৯ ধারা) বনাম খুন (৩০০ ধারা) 2020, 2015, 2012, 2009, 2008...

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> "প্রত্যেক খুনই শাস্তিযোগ্য নরহত্যা, কিন্তু প্রত্যেক শাস্তিযোগ্য নরহত্যা খুন নয়" / "শাস্তিযোগ্য নরহত্যা হইল গণ (genus), খুন হইল প্রজাতি (species)।" দৃষ্টান্তসহ ২৯৯ ধারা ও ৩০০ ধারার মধ্যকার অপরিহার্য পার্থক্য আলোচনা করুন।

গণ–প্রজাতি সম্পর্ক। শাস্তিযোগ্য নরহত্যা (২৯৯ ধারা) হলো **গণ**; খুন (৩০০ ধারা) হলো তার গুরুতরতর **প্রজাতি**। প্রত্যেক খুনই একটি শাস্তিযোগ্য নরহত্যা, কিন্তু কোনো শাস্তিযোগ্য নরহত্যা কেবল তখনই খুনে পরিণত হয়, যখন ৩০০ ধারার উচ্চতর মাত্রার অভিপ্রায়/জ্ঞান বিদ্যমান থাকে এবং কোনো ব্যতিক্রম প্রযোজ্য না হয়।

শাস্তিযোগ্য নরহত্যা, ২৯৯ ধারা। নিম্নলিখিত **তিনটি মানসিক অবস্থার** যেকোনো একটি নিয়ে কৃত কোনো কার্য দ্বারা মৃত্যু ঘটানো:

১. মৃত্যু ঘটানোর **অভিপ্রায়**;

২. মৃত্যু ঘটানোর সম্ভাবনাযুক্ত এমন দৈহিক জখম ঘটানোর **অভিপ্রায়**;

৩. কার্যটি যে মৃত্যু ঘটানোর সম্ভাবনাযুক্ত তা সম্পর্কে **জ্ঞান**।

খুন, ৩০০ ধারা। শাস্তিযোগ্য নরহত্যা নিম্নলিখিত **চারটি দফার** যেকোনো একটির অন্তর্ভুক্ত হলে তা খুন:

১. কার্যটি **মৃত্যু ঘটানোর অভিপ্রায়** নিয়ে কৃত হয়;

২. এমন দৈহিক জখম ঘটানোর অভিপ্রায় নিয়ে কৃত হয়, যা **সেই নির্দিষ্ট** ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানোর সম্ভাবনাযুক্ত বলে অপরাধী **জানেন**;

৩. মৃত্যু ঘটানোর জন্য **স্বাভাবিক ধারায় পর্যাপ্ত** এমন দৈহিক জখম ঘটানোর অভিপ্রায় নিয়ে কৃত হয়;

৪. কার্যটি এমন **আসন্ন বিপজ্জনক** যে তা সমস্ত সম্ভাব্যতায় মৃত্যু (অথবা মৃত্যু ঘটানোর সম্ভাবনাযুক্ত এমন জখম) ঘটাবে, এবং উক্ত ঝুঁকি গ্রহণের কোনো অজুহাত ছাড়া কৃত হয়।

সারসংক্ষেপে পার্থক্য। ৩০০ ধারা সীমাটি উচ্চতর করে: যেখানে ২৯৯ ধারা মৃত্যু ঘটানোর *সম্ভাবনাযুক্ত* জখমের কথা বলে, সেখানে ৩০০ ধারার (৩) দফা মৃত্যু ঘটানোর জন্য *স্বাভাবিক ধারায় পর্যাপ্ত* জখম দাবি করে; যেখানে ২৯৯ ধারা *সম্ভাবনার জ্ঞানের* কথা বলে, সেখানে ৩০০ ধারার (৪) দফা এমন একটি কার্য দাবি করে, যা *এত আসন্ন বিপজ্জনক যে তা সমস্ত সম্ভাব্যতায়* মৃত্যু ঘটাবে। সম্ভাব্যতা ও নিশ্চয়তার মাত্রাই বিভাজনরেখা।

৩০০ ধারার পাঁচটি ব্যতিক্রম (যা খুনকে খুন নয় এমন শাস্তিযোগ্য নরহত্যায় হ্রাস করে):

১. গুরুতর ও আকস্মিক প্ররোচনা (অবশ্যই গুরুতর **এবং** আকস্মিক হতে হবে, স্বয়ং-উদ্রিক্ত নয়, কোনো আইনানুগ কার্য বা ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার আইনানুগ প্রয়োগ থেকে উদ্ভূত নয়);

২. সরল বিশ্বাসে ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার অতিক্রম;

৩. সরল বিশ্বাসে কোনো সরকারি কর্মচারী কর্তৃক নিজের আইনানুগ ক্ষমতা অতিক্রম;

৪. পূর্বপরিকল্পনা ছাড়া আবেগের উত্তাপে আকস্মিক মারামারি;

৫. সম্মতি, আঠারো বছরের ঊর্ধ্ব কোনো ব্যক্তির মৃত্যু, যিনি সম্মতি প্রদান করেন।

শাস্তি। খুন, **৩০২ ধারা** (মৃত্যুদণ্ড, অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, + অর্থদণ্ড)। খুন নয় এমন শাস্তিযোগ্য নরহত্যা, **৩০৪ ধারা** (অভিপ্রায়-অংশ: যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড + অর্থদণ্ড; জ্ঞান-অংশ: দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, অথবা অর্থদণ্ড, অথবা উভয়দণ্ড)।

দৃষ্টান্ত। 'ক' 'খ'-কে হত্যার অভিপ্রায়ে তার বুকে ছুরিকাঘাত করে, খুন (৩০০ ধারার ১ দফা)। 'খ'-এর অপমানে গুরুতরভাবে ও আকস্মিকভাবে প্ররোচিত হয়ে 'ক' 'খ'-কে আঘাত করে এবং 'খ' মারা যায়, কার্যটি খুন হতো, কিন্তু তা ১ নম্বর ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তা খুন নয় এমন শাস্তিযোগ্য নরহত্যা (৩০৪ ধারা)।

barprepbd.com

চুরি, বলপূর্বক গ্রহণ, দস্যুতা ও ডাকাতি 2022, 2011, 2010, 2009, 2008...

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> চুরি, বলপূর্বক গ্রহণ, দস্যুতা ও ডাকাতির সংজ্ঞা দিন। চুরি ও বলপূর্বক গ্রহণের মধ্যে এবং দস্যুতা ও ডাকাতির মধ্যে দৃষ্টান্তসহ পার্থক্য নিরূপণ করুন।

চুরি, ৩৭৮ ধারা। যিনি কোনো ব্যক্তির দখল থেকে কোনো **অস্থাবর** সম্পত্তি তাঁর **সম্মতি ছাড়া অসাধুভাবে** গ্রহণ করার অভিপ্রায়ে সেই গ্রহণের জন্য উক্ত সম্পত্তি সরিয়ে নেন, তিনি চুরি করেন। কেবল অস্থাবর সম্পত্তিই চুরি করা যায়; ভূমির সঙ্গে সংযুক্ত কোনো বস্তু বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর চুরিযোগ্য হয়ে ওঠে। দখল থেকে সম্পত্তি সরিয়ে নেওয়াই অপরাধের *বাহ্যিক উপাদান (actus reus)*; অসাধু অভিপ্রায় (২৪ ধারা) হলো *মানসিক উপাদান (mens rea)*। **শাস্তি, ৩৭৯ ধারা** (তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, অথবা অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ড)।

বলপূর্বক গ্রহণ, ৩৮৩ ধারা। যিনি কোনো ব্যক্তিকে **ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতির ভীতি প্রদর্শন** করেন এবং তার ফলে তাঁকে কোনো সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানত অর্পণে **অসাধুভাবে প্ররোচিত** করেন, তিনি বলপূর্বক গ্রহণ করেন। **শাস্তি, ৩৮৪ ধারা** (তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, অথবা অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ড)।

দস্যুতা, ৩৯০ ধারা। সকল দস্যুতায় হয় **চুরি, নয় বলপূর্বক গ্রহণ** বিদ্যমান থাকে।

- *চুরি যখন দস্যুতায় রূপান্তরিত হয়,* চুরি করতে গিয়ে অপরাধী চুরি সম্পাদন করার বা সম্পত্তি নিয়ে সরে পড়ার জন্য যখন **ইচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যু, আঘাত বা অন্যায় অবরোধ ঘটান বা ঘটানোর চেষ্টা করেন, অথবা তাৎক্ষণিক** মৃত্যু/আঘাত/অবরোধের ভীতি প্রদর্শন করেন।
- *বলপূর্বক গ্রহণ যখন দস্যুতায় রূপান্তরিত হয়,* যখন তা ভীতিগ্রস্ত ব্যক্তির **সম্মুখে** সংঘটিত হয়, তাঁকে **তাৎক্ষণিক** মৃত্যু/আঘাত/অবরোধের ভীতি প্রদর্শন করে তৎক্ষণাৎ সেখানেই অর্পণে প্ররোচিত করা হয়।

শাস্তি, ৩৯২ ধারা (দশ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড + অর্থদণ্ড)।

ডাকাতি, ৩৯১ ধারা। যখন **পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি** যৌথভাবে কোনো দস্যুতা সংঘটিত করেন বা করার চেষ্টা করেন (এই গণনায় উপস্থিত ও সহায়তাকারী ব্যক্তিগণও অন্তর্ভুক্ত)। **শাস্তি, ৩৯৫ ধারা** (যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, অথবা দশ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড, + অর্থদণ্ড)।

চুরি বনাম বলপূর্বক গ্রহণ:

চুরি (৩৭৮ ধারা)	বলপূর্বক গ্রহণ (৩৮৩ ধারা)
সম্পত্তি সম্মতি ছাড়া *গৃহীত* হয়	সম্পত্তি ভুক্তভোগী কর্তৃক *অর্পিত* হয়
ভীতির কোনো উপাদান নেই	অর্পণ আদায় হয় **ক্ষতির ভীতি** দ্বারা
কেবল **অস্থাবর** সম্পত্তি	সম্পত্তি *অথবা* মূল্যবান জামানত (অধিকতর ব্যাপক)

barprepbd.com

দস্যুতা বনাম ডাকাতি: অপরাধের মূল সারবস্তু অভিন্ন; **পার্থক্যকারী উপাদান হলো সংখ্যা**। **পাঁচজনের কম** ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত হলে তা দস্যুতা (৩৯০/৩৯২ ধারা); যখন **পাঁচ বা ততোধিক** ব্যক্তি যৌথভাবে তা সংঘটিত করেন বা করার চেষ্টা করেন, তখন সেই একই কার্যই **ডাকাতি** (৩৯১/৩৯৫ ধারা) হয়ে ওঠে এবং অধিকতর কঠোরভাবে দণ্ডনীয়।

দৃষ্টান্ত: 'ক' 'খ'-এর ব্যাগ ছিনিয়ে নেন এবং 'খ' বাধা দিলে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে ব্যাগ নিয়ে পলায়ন করেন, তাৎক্ষণিক আঘাত দ্বারা চুরি দস্যুতায় রূপান্তরিত হলো (৩৯০ ধারা)। পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি যৌথভাবে তা করলে তা ডাকাতি (৩৯১ ধারা)।

প্রতারণা বনাম অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ (এবং অপরাধমূলক আত্মসাৎ) 2020, 2015, 2012, 2010, 2007

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহ উদ্ধৃত করিয়া এবং পৃথক পৃথক দৃষ্টান্ত দিয়া প্রতারণা ও অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করুন। অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ হইতে অপরাধমূলক আত্মসাৎ-এর পার্থক্য নির্ণয় করুন।

প্রতারণা, ৪১৫ ধারা। যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে **প্রতারিত করে**, সেই প্রতারিত ব্যক্তিকে **প্রবঞ্চনামূলকভাবে বা অসাধুভাবে প্ররোচিত করে** (ক) সম্পত্তি অর্পণ করতে, অথবা (খ) এমন কিছু করতে বা করা থেকে বিরত থাকতে যা সে অন্যথায় করত না, এবং তাতে ক্ষতি বা অনিষ্ট ঘটায় বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। উপাদানসমূহ: প্রতারণা + প্রবঞ্চনামূলক/অসাধু প্ররোচনা + সম্পত্তি অর্পণ অথবা কোনো কার্য/বিরতি + পরিণতিস্বরূপ (বা সম্ভাব্য) ক্ষতি। ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ঘটনা অসাধুভাবে গোপন করাও স্বতন্ত্রভাবে একটি প্রতারণা। **শাস্তি, ৪১৭ ধারা** (এক বছর পর্যন্ত, অথবা জরিমানা, অথবা উভয়); গুরুতর রূপ, **প্রতারণা ও অসাধুভাবে সম্পত্তি অর্পণে প্ররোচিত করা, ৪২০ ধারা** (সাত বছর পর্যন্ত + জরিমানা)।

অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ, ৪০৫ ধারা। যে ব্যক্তির নিকট সম্পত্তি অথবা সম্পত্তির উপর কর্তৃত্ব **ন্যস্ত** করা হয়েছে, তিনি সেই ন্যাসের নিয়ন্ত্রণকারী কোনো আইন বা চুক্তি লঙ্ঘন করে তা **অসাধুভাবে আত্মসাৎ, রূপান্তর, ব্যবহার বা বিলিবণ্টন** করেন। উপাদানসমূহ: ন্যস্তকরণ + শর্ত লঙ্ঘন করে অসাধু আত্মসাৎ/রূপান্তর/ব্যবহার/বিলিবণ্টন। **শাস্তি, ৪০৬ ধারা** (তিন বছর পর্যন্ত, অথবা জরিমানা, অথবা উভয়); বাহকের জন্য (৪০৭ ধারা), কেরানি/কর্মচারীর জন্য (৪০৮ ধারা), এবং সরকারি কর্মচারী/ব্যাংকার/প্রতিনিধির জন্য (৪০৯ ধারা, যাবজ্জীবন পর্যন্ত) গুরুতর রূপসমূহ রয়েছে।

অপরাধমূলক আত্মসাৎ, ৪০৩ ধারা। কোনো অস্থাবর সম্পত্তি অসাধুভাবে আত্মসাৎ করা বা নিজ ব্যবহারে রূপান্তর করা। **শাস্তি, ৪০৩ ধারা** (দুই বছর পর্যন্ত, অথবা জরিমানা, অথবা উভয়)।

মুখ্য পার্থক্যকারী উপাদান:

- **প্রতারণা**, অসাধু/প্রবঞ্চনামূলক অভিপ্রায় **সূচনাতেই** বিদ্যমান থাকে, সম্পত্তি হস্তান্তরের *আগে*; ভুক্তভোগী সম্পত্তি ত্যাগ করেন **কারণ তিনি প্রতারিত হন**।
- **অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ**, সম্পত্তি **আইনসম্মতভাবে ন্যস্ত** হয় এবং দখল সাধুভাবে হস্তান্তরিত হয়; অসাধুতা উদ্ভূত হয় **পরবর্তীকালে**, যখন ন্যাসগ্রহীতা তা আত্মসাৎ করেন। সূচনায় কোনো প্রতারণা থাকে না।
- **অপরাধমূলক আত্মসাৎ (৪০৩ ধারা)**, এখানে **কোনো ন্যস্তকরণ ও কোনো প্রতারণা নেই**; অপরাধী সম্পত্তিটি নিরীহভাবে বা আকস্মিকভাবে লাভ করেন (যেমন তা কুড়িয়ে পান) এবং *পরবর্তীকালে* তা অসাধুভাবে নিজের কাছে রাখেন বা রূপান্তর করেন।

সুতরাং ৪০৫ ও ৪০৩ ধারার মধ্যবর্তী সীমারেখা হলো **ন্যস্তকরণ**: বিশ্বাসভঙ্গ একটি ন্যাস-সম্পর্কের পূর্বানুমান করে; আত্মসাৎ তা করে না।

পৃথক দৃষ্টান্ত:

- *প্রতারণা (৪১৫/৪২০ ধারা):* 'ক', শুরু থেকেই কখনো পরিশোধ না করার অভিপ্রায়ে, মিথ্যাভাবে নিজেকে দেউলিয়া-বহির্ভূত বলে উপস্থাপন করে 'খ'-কে বাকিতে পণ্য অর্পণে প্ররোচিত করে। 'ক' 'খ'-কে প্রতারিত করেছে।
- *অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ (৪০৫/৪০৬ ধারা):* 'খ' ব্যাংকে জমা দেওয়ার জন্য তার প্রতিনিধি 'ক'-এর হাতে অর্থ অর্পণ করে; 'ক' পরিবর্তে তা নিজের জন্য ব্যয় করে। ন্যস্তকরণটি সাধু ছিল; পরবর্তী অসাধু ব্যবহারই বিশ্বাসভঙ্গ।
- *অপরাধমূলক আত্মসাৎ (৪০৩ ধারা):* 'ক' রাস্তায় পড়ে থাকা একটি থলি কুড়িয়ে পায় এবং মালিক শনাক্তযোগ্য জেনেও তা অসাধুভাবে নিজের কাছে রেখে দেয়।

ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার (৯৬–১০৬ ধারা) 2021, 2012, 2010, 2008, 2006

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার কী? শরীর ও সম্পত্তির ক্ষেত্রে ইহা কতদূর বিস্তৃত, এবং কখন ইহা মৃত্যু ঘটাইবার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়? দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করুন।

অধিকার, ৯৬ ধারা। ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগে কৃত কোনো কার্য অপরাধ নয়। এটি **আত্মরক্ষার** একটি অধিকার, যা সেই অবস্থায় স্বীকৃত, যেখানে রাষ্ট্রের সুরক্ষা তাৎক্ষণিকভাবে লভ্য নয়।

পরিধি, ৯৭ ধারা। ৯৯ ধারার সাপেক্ষে, প্রত্যেক ব্যক্তির রক্ষা করার অধিকার রয়েছে:

- মানবদেহকে প্রভাবিত করে এমন যেকোনো অপরাধের বিরুদ্ধে তাঁর নিজের **শরীর** এবং অপর যেকোনো ব্যক্তির শরীর;
- চুরি, ডাকাতি, অনিষ্টসাধন বা অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের (অথবা এগুলোর চেষ্টার) বিরুদ্ধে তাঁর নিজের বা অপরের **সম্পত্তি** (অস্থাবর বা স্থাবর)।

সীমা, ৯৯ ধারা। এই অধিকার নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয় **না**:

- পদাধিকারবলে **সরল বিশ্বাসে কার্যরত কোনো সরকারি কর্মচারীর** কার্য (যদি না মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা থাকে);
- যে ক্ষেত্রে **সরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট আশ্রয় নেওয়ার সময়** রয়েছে;
- এবং **কোনো অবস্থাতেই** প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে যা প্রয়োজন তার চেয়ে **অধিক ক্ষতি** সাধন করা যাবে না।

আরম্ভ ও স্থায়িত্ব। শরীরের প্রতিরক্ষা **বিপদের যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কার** উপর আরম্ভ হয় এবং সেই আশঙ্কা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ অব্যাহত থাকে (**১০২ ধারা**)। সম্পত্তির প্রতিরক্ষা অপরাধভেদে বিভিন্ন মেয়াদ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে (**১০৫ ধারা**), যেমন, চুরির বিরুদ্ধে সম্পত্তি পুনরুদ্ধার বা চোর প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত; ডাকাতির বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ক্ষতির আশঙ্কা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ; রাত্রিকালীন গৃহভেদের বিরুদ্ধে যতক্ষণ গৃহ-অনধিকার প্রবেশ অব্যাহত থাকে ততক্ষণ।

barprepbd.com

যখন ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা মৃত্যু ঘটানোর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়:

শরীরের ক্ষেত্রে, ১০০ ধারা (ছয়টি অবস্থা):

১. **মৃত্যুর** যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা সৃষ্টিকারী আক্রমণ;

২. **গুরুতর আঘাতের** যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা সৃষ্টিকারী আক্রমণ;

৩. **ধর্ষণের** অভিপ্রায়ে আক্রমণ;

৪. **প্রকৃতিবিরুদ্ধ লালসা** চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে আক্রমণ;

৫. **অপহরণ বা ব্যপহরণের** অভিপ্রায়ে আক্রমণ;

৬. কোনো ব্যক্তিকে এমন অবস্থায় **অন্যায়ভাবে আটক** করার অভিপ্রায়ে আক্রমণ, যেখানে তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট আশ্রয় নিতে পারেন না।

সম্পত্তির ক্ষেত্রে, ১০৩ ধারা (চারটি অবস্থা): **ডাকাতি; রাত্রিকালীন গৃহভেদ; বাসগৃহ/হেফাজত-ভবন/তাঁবু/জলযানের উপর অগ্নি দ্বারা অনিষ্টসাধন**; এমন পরিস্থিতিতে **চুরি, অনিষ্টসাধন বা গৃহ-অনধিকার প্রবেশ**, যা মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা সৃষ্টি করে।

এই গণনাকৃত অবস্থাসমূহের বাইরে অধিকারটি কেবল **মৃত্যু ব্যতীত ক্ষতি** সাধন পর্যন্ত বিস্তৃত হয় (শরীরের ক্ষেত্রে ১০১ ধারা, সম্পত্তির ক্ষেত্রে ১০৪ ধারা)।

দৃষ্টান্ত: রাত্রিকালে X একটি ধারালো অস্ত্র (চাপাতি) দ্বারা Y কর্তৃক আক্রান্ত হন, যাতে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। X আত্মরক্ষার্থে গুলিবর্ষণ করতে পারেন, এটি ১০০ ধারার অন্তর্ভুক্ত এবং কোনো অপরাধ নয়। কিন্তু Y একবার নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে এবং বিপদের আশঙ্কা নিবৃত্ত হলে, একটি **পরবর্তী** গুলি যা মৃত্যু ঘটায় তা ৯৯ ধারা যা অনুমোদন করে (প্রয়োজনের অধিক ক্ষতি) তা অতিক্রম করে এবং ৯৬ ধারার সুরক্ষা হারায় (তুলনা করুন ২০২১ সালের ঘটনা-প্রসঙ্গ)। বিপদ থামলে প্রতিরক্ষাকারীকেও থামতে হবে।

সংক্ষিপ্ত টীকা, চোরাই মাল; অনিষ্ট; মিথ্যা দলিল প্রণয়ন; রাষ্ট্রদ্রোহ 2025

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন: (ক) চোরাই মাল; (খ) অনিষ্ট; (গ) মিথ্যা দলিল প্রণয়ন; (ঘ) রাষ্ট্রদ্রোহ।

৩৩ মিনিটের কাঠামো: প্রতিটি টীকায়, ধারাসহ সংজ্ঞা → অপরিহার্য উপাদান → শাস্তি → এক লাইনের দৃষ্টান্ত/পার্থক্য। *অবশ্যই লিখুন:* চোরাই মালের **পাঁচটি** উৎস-অপরাধ (প্রতারণা নয়); ৪৬৪ ধারার তিন দফা; ১২৪ক-র ব্যাখ্যায় বৈধ সমালোচনার সুরক্ষা।

(পরীক্ষা-কৌশল: প্রতিটি টীকায়, ধারাসহ সংজ্ঞা, অপরিহার্য উপাদান, শাস্তি, আর একটি দৃষ্টান্ত বা পার্থক্য। অপরাধে সহায়তা (abetment) ও প্রতারণা যথাক্রমে ২ ও ৪ নম্বর টপিকে পূর্ণাঙ্গভাবে আছে।)

(ক) চোরাই মাল, ৪১০ ধারা। যে সম্পত্তির দখল **চুরি, বলপূর্বক গ্রহণ (extortion) বা দস্যুতার** মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে, অথবা যা **অপরাধমূলকভাবে আত্মসাৎ** করা হয়েছে, বা যে সম্পত্তির বিষয়ে **অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ** সংঘটিত হয়েছে, তা-ই "চোরাই মাল"; হস্তান্তর বা আত্মসাৎ বাংলাদেশের ভেতরে হোক বা বাইরে। কিন্তু এমন সম্পত্তি পরে **আইনত অধিকারী ব্যক্তির দখলে এলে** তা আর চোরাই মাল **থাকে না**। এই সংজ্ঞার ভিত্তিতেই ৪১১ ধারা প্রযোজ্য হয়: চোরাই মাল জেনে বা বিশ্বাসের যুক্তিসংগত কারণ থাকা সত্ত্বেও তা **অসাধুভাবে গ্রহণ বা ধারণ (retain)** করলে শাস্তি, **তিন বছর** পর্যন্ত কারাদণ্ড, বা জরিমানা, বা উভয়। কোন পাঁচভাবে সম্পত্তি 'চোরাই মাল' হতে পারে তা মনে রাখুন, চুরি, বলপূর্বক গ্রহণ, দস্যুতা, অপরাধমূলক আত্মসাৎ, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ, *প্রতারণায়* পাওয়া সম্পত্তি এ তালিকায় নেই।

(খ) অনিষ্ট, ৪২৫ ধারা। যিনি জনসাধারণের বা কোনো ব্যক্তির **অন্যায় ক্ষতি বা অনিষ্ট ঘটানোর অভিপ্রায়ে, বা তা ঘটার সম্ভাবনা জেনে**, কোনো **সম্পত্তির ধ্বংসসাধন** করেন, বা সম্পত্তিতে (বা তার অবস্থানে) **এমন পরিবর্তন** ঘটান যা তার **মূল্য বা উপযোগিতা নষ্ট বা হ্রাস করে** বা তাকে ক্ষতিকরভাবে প্রভাবিত করে, তিনি অনিষ্ট করেন। উপাদান: (১) অন্যায় ক্ষতি বা অনিষ্টের অভিপ্রায়/সম্ভাবনার জ্ঞান; (২) ধ্বংস বা ক্ষতিকর পরিবর্তন; (৩) সম্পত্তি (ক্ষতির অভিপ্রায় *মালিকের* প্রতি হওয়া জরুরি নয়, *যে-কারও* ক্ষতিই যথেষ্ট)। শাস্তি: **তিন মাস** পর্যন্ত কারাদণ্ড, বা জরিমানা, বা উভয় (**৪২৬ ধারা**); ধ্বংস করা সম্পত্তির মূল্য ও প্রকারভেদে গুরুতর রূপগুলোর শাস্তি ক্রমে বাড়ে।

(গ) মিথ্যা দলিল প্রণয়ন, ৪৬৪ ধারা। কোনো ব্যক্তি মিথ্যা দলিল প্রণয়ন করেন, যিনি,

১. **অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে** কোনো দলিল তৈরি, স্বাক্ষর, সিলমোহর বা সম্পাদন করেন (বা তার সম্পাদন চিহ্নিত করেন), এই বিশ্বাস জন্মানোর অভিপ্রায়ে যে দলিলটি এমন ব্যক্তি বা তাঁর ক্ষমতায় প্রণীত, **যিনি বা যাঁর ক্ষমতায় তা প্রণীত হয়নি বলে তিনি জানেন**, কিংবা এমন **সময়ে** প্রণীত যা তিনি জানেন সঠিক নয়;

২. আইনসংগত ক্ষমতা ছাড়া, অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে, সম্পাদিত দলিলের **কোনো গুরুত্বপূর্ণ (material) অংশ পরিবর্তন** করেন; অথবা

৩. অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে এমন ব্যক্তিকে দিয়ে দলিল স্বাক্ষর, সিলমোহর, সম্পাদন বা পরিবর্তন করান, যিনি, **মানসিক অসুস্থতা বা মত্ততার কারণে, কিংবা প্রতারিত হওয়ায়**, দলিলের বিষয়বস্তু বা পরিবর্তনের প্রকৃতি জানতে পারেন না।

মিথ্যা দলিল প্রণয়নই **জালিয়াতির (৪৬৩ ধারা)** কেন্দ্রীয় কার্য, ক্ষতি বা আঘাত ঘটানো, কোনো দাবি বা স্বত্ব সমর্থন, কাউকে সম্পত্তি ছাড়তে বাধ্য করা, বা প্রতারণার অভিপ্রায়ে মিথ্যা দলিল প্রণয়ন, যার শাস্তি **৪৬৫ ধারায় দুই বছর** পর্যন্ত কারাদণ্ড, বা জরিমানা, বা উভয়।

(ঘ) রাষ্ট্রদ্রোহ, ১২৪ক ধারা। যিনি **কথায়** (মৌখিক বা লিখিত), **সংকেতে**, **দৃশ্যমান প্রতিরূপে** বা অন্য কোনোভাবে **আইনানুগভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞা আনেন বা আনার চেষ্টা করেন, কিংবা অসন্তোষ (disaffection) জাগান বা জাগানোর চেষ্টা করেন**, তিনি রাষ্ট্রদ্রোহ করেন। শাস্তি: **যাবজ্জীবন কারাদণ্ড** (সঙ্গে জরিমানা যোগ করা যায়), বা **তিন বছর** পর্যন্ত কারাদণ্ড (সঙ্গে জরিমানা), বা জরিমানা। "অসন্তোষ"-এর মধ্যে অবিশ্বস্ততা ও শত্রুতার যাবতীয় অনুভূতি অন্তর্ভুক্ত। ধারার ব্যাখ্যাগুলো বৈধ সমালোচনা ও রাষ্ট্রদ্রোহের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করে: **ঘৃণা, অবজ্ঞা বা অসন্তোষ না জাগিয়ে**, আইনসংগত উপায়ে পরিবর্তনের লক্ষ্যে **সরকারের পদক্ষেপের** প্রতি, কিংবা সরকারের **প্রশাসনিক বা অন্য কার্যক্রমের** প্রতি অসম্মতিসূচক মন্তব্য এ ধারার অপরাধ নয়।

barprepbd.com

D · 15 সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২

📖 মূল আইন — প্রধান ধারাগুলো ১৮৭২ সালের ১ নং আইন

§17 · স্বীকৃতির সংজ্ঞা
স্বীকৃতি হলো মৌখিক বা দালিলিক [বা ডিজিটাল রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত] এমন কোনো বিবৃতি, যা কোনো বিচার্য বিষয় বা প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে কোনো অনুসিদ্ধান্তের ইঙ্গিত দেয়, এবং যা পরবর্তীতে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের যে কোনো একজন কর্তৃক এবং সেখানে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে প্রদত্ত হয়।

§24 · প্ররোচনা, ভীতিপ্রদর্শন বা প্রতিশ্রুতির কারণে সৃষ্ট দোষস্বীকার ফৌজদারি কার্যধারায় অপ্রাসঙ্গিক
আসামি কর্তৃক প্রদত্ত দোষস্বীকার ফৌজদারি কার্যধারায় অপ্রাসঙ্গিক, যদি আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, তা আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কিত কোনো প্ররোচনা, ভীতিপ্রদর্শন বা প্রতিশ্রুতির কারণে সৃষ্ট হয়েছে, যা কর্তৃপক্ষীয় কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে উদ্ভূত এবং আদালতের মতে এতটাই যথেষ্ট যে, তা আসামির মনে এই যুক্তিসংগত ধারণা সৃষ্টি করতে পারে যে, দোষস্বীকার করলে তিনি তার বিরুদ্ধে কার্যধারা সম্পর্কে জাগতিক প্রকৃতির কোনো সুবিধা লাভ করবেন বা কোনো অনিষ্ট এড়াতে পারবেন।

§25 · পুলিশ কর্মকর্তার নিকট দোষস্বীকার প্রমাণযোগ্য নয়
কোনো অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুলিশ কর্মকর্তার নিকট প্রদত্ত কোনো দোষস্বীকার প্রমাণ করা যাবে না।

§26 · পুলিশ হেফাজতে থাকাকালে আসামি কর্তৃক দোষস্বীকার তার বিরুদ্ধে প্রমাণযোগ্য নয়
পুলিশ কর্মকর্তার হেফাজতে থাকাকালে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত কোনো দোষস্বীকার, যদি তা কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে প্রদত্ত না-হয়, তবে তা সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণ করা যাবে না।
ব্যাখ্যা: এই ধারায় "ম্যাজিস্ট্রেট" শব্দে কোনো গ্রামপ্রধান, যিনি ম্যাজিস্ট্রেটীয় কার্য সম্পাদন করেন, তিনি অন্তর্ভুক্ত নন, যদি না তিনি ফৌজদারি কার্যবিধি, [১৮৯৮]-এর অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগকারী কোনো ম্যাজিস্ট্রেট হন।

§27 · আসামি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের কতটুকু প্রমাণযোগ্য
তবে শর্ত থাকে যে, পুলিশ কর্মকর্তার হেফাজতে থাকা কোনো অপরাধের অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ফলস্বরূপ কোনো বিষয় আবিষ্কৃত হয়েছে বলে সাক্ষ্য দেওয়া হলে, সেই তথ্যের যে অংশ আবিষ্কৃত বিষয়টির সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে সম্পর্কিত, তা দোষস্বীকার হোক বা না-হোক, সেই অংশটুকু প্রমাণ করা যেতে পারে।

§30 · একই অপরাধে যৌথভাবে বিচারাধীন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রমাণিত দোষস্বীকারের বিবেচনা
যখন একাধিক ব্যক্তি একই অপরাধের জন্য যৌথভাবে বিচারাধীন থাকেন, এবং তাদের একজন কর্তৃক প্রদত্ত এমন দোষস্বীকার প্রমাণিত হয় যা তাকে এবং তাদের অন্য কাউকে প্রভাবিত করে, তখন আদালত সেই দোষস্বীকার তা প্রদানকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে যেমন, তেমনি সেই অন্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও বিবেচনায় নিতে পারেন।
ব্যাখ্যা: এই ধারায় ব্যবহৃত "অপরাধ" শব্দে অপরাধ সংঘটনের প্ররোচনা বা প্রচেষ্টাও অন্তর্ভুক্ত।

§32 · মৃত বা অপ্রাপ্য ব্যক্তির প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কিত বিবৃতি যেসব ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক

এমন ব্যক্তি, যিনি মৃত, বা যাকে পাওয়া যাচ্ছে না, বা যিনি সাক্ষ্য প্রদানে অক্ষম হয়ে পড়েছেন, বা যার উপস্থিতি এমন বিলম্ব বা ব্যয় ব্যতীত সংগ্রহ করা যায় না যা মামলার পরিস্থিতিতে আদালতের নিকট অযৌক্তিক প্রতীয়মান হয়, তার কর্তৃক প্রদত্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়ের লিখিত বা মৌখিক বিবৃতিসমূহ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে স্বয়ং প্রাসঙ্গিক বিষয়,

(১) যখন সেই বিবৃতি ব্যক্তিটি কর্তৃক তার নিজের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে, বা যে লেনদেনের ফলে তার মৃত্যু ঘটেছে তার কোনো পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রদত্ত হয়, এমন ক্ষেত্রে যেখানে সেই ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ প্রশ্নের বিষয় হয়ে ওঠে।

এরূপ বিবৃতি প্রাসঙ্গিক, তা প্রদানকারী ব্যক্তি প্রদানের সময় মৃত্যুর প্রত্যাশায় থাকুন বা না-থাকুন, এবং যে কার্যধারায় তার মৃত্যুর কারণ প্রশ্নের বিষয় হয়ে ওঠে তার প্রকৃতি যাই হোক না কেন।

(২) যখন সেই বিবৃতি ব্যবসার স্বাভাবিক গতিধারায় সেই ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত হয়, এবং বিশেষত যখন তা ব্যবসার স্বাভাবিক গতিধারায় বা পেশাগত দায়িত্ব পালনে তার কর্তৃক রক্ষিত বহিতে কোনো এন্ট্রি বা স্মারক নিয়ে গঠিত; অথবা অর্থ, পণ্য, জামানত বা যে কোনো ধরনের সম্পত্তি প্রাপ্তির তার কর্তৃক লিখিত বা স্বাক্ষরিত প্রাপ্তিস্বীকার নিয়ে গঠিত; অথবা তার কর্তৃক লিখিত বা স্বাক্ষরিত বাণিজ্যে ব্যবহৃত কোনো দলিল নিয়ে গঠিত; অথবা সাধারণত তারিখযুক্ত, তার কর্তৃক লিখিত বা স্বাক্ষরিত কোনো পত্র বা অন্য দলিলের তারিখ নিয়ে গঠিত।

(৩) যখন সেই বিবৃতি তা প্রদানকারী ব্যক্তির আর্থিক বা স্বত্বগত স্বার্থের পরিপন্থী, অথবা যখন, সত্য হলে, তা তাকে ফৌজদারি মামলা বা ক্ষতিপূরণের মামলার সম্মুখীন করত বা করতে পারত।

(৪) যখন সেই বিবৃতি এমন কোনো ব্যক্তির অভিমত প্রকাশ করে কোনো সাধারণ অধিকার বা প্রথা বা সাধারণ বা জনস্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে, যিনি তা বিদ্যমান থাকলে তা সম্পর্কে সচেতন থাকতেন, এবং যখন সেই বিবৃতি সেই অধিকার, প্রথা বা বিষয় সম্পর্কে কোনো বিতর্ক উত্থাপিত হওয়ার পূর্বে প্রদত্ত হয়েছিল।

(৫) যখন সেই বিবৃতি রক্ত, বিবাহ বা দত্তকসূত্রে সম্পর্ক সম্পর্কিত এমন ব্যক্তিদের মধ্যে, যাদের রক্ত, বিবাহ বা দত্তকসূত্রে সম্পর্ক সম্পর্কে বিবৃতিদাতার বিশেষ জ্ঞানের উপায় ছিল, এবং যখন সেই বিবৃতি বিতর্কিত প্রশ্নটি উত্থাপিত হওয়ার পূর্বে প্রদত্ত হয়েছিল।

(৬) যখন সেই বিবৃতি মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে রক্ত, বিবাহ বা দত্তকসূত্রে সম্পর্কের অস্তিত্ব সম্পর্কিত, এবং তা এমন কোনো মৃত ব্যক্তি যে পরিবারের সদস্য ছিলেন সেই পরিবারের বিষয়াদি সম্পর্কিত কোনো উইল বা দলিলে, অথবা কোনো পারিবারিক বংশলতিকা বা কোনো সমাধিফলক, পারিবারিক প্রতিকৃতি বা এরূপ বিবৃতি সাধারণত যাতে প্রদত্ত হয় এমন অন্য কোনো বস্তুতে প্রদত্ত হয়, এবং যখন সেই বিবৃতি বিতর্কিত প্রশ্নটি উত্থাপিত হওয়ার পূর্বে প্রদত্ত হয়েছিল।

(৭) যখন সেই বিবৃতি ১৩ ধারার (ক) দফায় উল্লিখিত এমন কোনো লেনদেন সম্পর্কিত কোনো দলিল, উইল বা অন্য দলিলে অন্তর্ভুক্ত।

(৮) যখন সেই বিবৃতি একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত হয়, এবং প্রশ্নবিদ্ধ বিষয় সম্পর্কে তাদের অনুভূতি বা ধারণা প্রকাশ করে।

§60 · মৌখিক সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ হতে হবে

মৌখিক সাক্ষ্য সকল ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ হতে হবে; অর্থাৎ,

যদি তা কোনো দেখা-যায় এমন বিষয় সম্পর্কিত হয়, তবে তা এমন সাক্ষীর সাক্ষ্য হতে হবে যিনি বলেন যে তিনি তা দেখেছেন;

যদি তা কোনো শোনা-যায় এমন বিষয় সম্পর্কিত হয়, তবে তা এমন সাক্ষীর সাক্ষ্য হতে হবে যিনি বলেন যে তিনি তা শুনেছেন;

যদি তা অন্য কোনো ইন্দ্রিয় দ্বারা বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে উপলব্ধিযোগ্য কোনো বিষয় সম্পর্কিত হয়, তবে তা এমন সাক্ষীর সাক্ষ্য হতে হবে যিনি বলেন যে তিনি তা সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা বা সেই পদ্ধতিতে উপলব্ধি করেছেন;

যদি তা কোনো অভিমত বা সেই অভিমত যেসব যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, তবে তা এমন ব্যক্তির সাক্ষ্য হতে হবে যিনি সেই যুক্তির ভিত্তিতে সেই অভিমত পোষণ করেন।

তবে শর্ত থাকে যে, সাধারণত বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাবিত কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত বিশেষজ্ঞদের অভিমত এবং সেই অভিমত যেসব যুক্তির ভিত্তিতে পোষিত তা, লেখক মৃত হলে বা তাকে পাওয়া না-গেলে বা তিনি সাক্ষ্য প্রদানে অক্ষম হলে, বা এমন বিলম্ব বা ব্যয় ব্যতীত তাকে সাক্ষী হিসেবে ডাকা না-গেলে যা আদালতের মতে অযৌক্তিক, সেই গ্রন্থ দাখিলের মাধ্যমে প্রমাণ করা যেতে পারে।

আরও শর্ত থাকে যে, যদি মৌখিক সাক্ষ্য কোনো দলিল ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুগত বিষয়ের অস্তিত্ব বা অবস্থা সম্পর্কিত হয়, তবে আদালত উপযুক্ত মনে করলে তার পরিদর্শনের জন্য সেই বস্তুগত বিষয় দাখিল করার নির্দেশ দিতে পারেন।

§91 · চুক্তি, মঞ্জুরি ও সম্পত্তির অন্যান্য বিলি-ব্যবস্থার শর্তাদি দলিলাকারে লিপিবদ্ধ হলে তার প্রমাণ

কোনো চুক্তির, কিংবা মঞ্জুরির, কিংবা সম্পত্তির অন্য কোনো বিলি-ব্যবস্থার শর্তাদি দলিলের আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকলে, এবং এমন সকল ক্ষেত্রে যেখানে আইন দ্বারা কোনো বিষয় দলিলের আকারে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক, সেই দলিল ব্যতীত, অথবা এমন ক্ষেত্রে যেখানে পূর্বোক্ত বিধানাবলির অধীনে গৌণ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য সেখানে তার বিষয়বস্তুর গৌণ সাক্ষ্য ব্যতীত, সেই চুক্তি, মঞ্জুরি বা সম্পত্তির অন্য বিলি-ব্যবস্থা কিংবা সেই বিষয়ের শর্তাদি প্রমাণকল্পে অন্য কোনো সাক্ষ্য দেওয়া যাবে না।

ব্যতিক্রম ১: কোনো সরকারি কর্মকর্তাকে আইন দ্বারা লিখিতভাবে নিয়োগ করা আবশ্যক হলে, এবং কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি সেই কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেছেন বলে প্রদর্শিত হলে, তাকে যে লেখার দ্বারা নিয়োগ করা হয়েছিল তা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই।

ব্যতিক্রম ২: বাংলাদেশে প্রবেট মঞ্জুরকৃত উইলসমূহ প্রবেটের মাধ্যমে প্রমাণ করা যেতে পারে।

ব্যাখ্যা ১: এই ধারা এমন ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য যেখানে উক্ত চুক্তি, মঞ্জুরি বা সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা একটিমাত্র দলিলে অন্তর্ভুক্ত, এবং এমন ক্ষেত্রেও যেখানে তা একাধিক দলিলে অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাখ্যা ২: একাধিক মূল দলিল থাকলে, কেবল একটি মূল দলিল প্রমাণ করলেই চলবে।

ব্যাখ্যা ৩: এই ধারায় উল্লিখিত বিষয় ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ের বিবৃতি কোনো দলিলে থাকলেও, তা সেই একই বিষয়ে মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণে বাধা দেবে না।

§92 · মৌখিক চুক্তির সাক্ষ্য বর্জন
পূর্ববর্তী ধারা অনুযায়ী যখন এমন কোনো চুক্তির, মঞ্জুরির বা সম্পত্তির অন্য বিলি-ব্যবস্থার শর্তাদি, অথবা আইন দ্বারা দলিলাকারে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক এমন কোনো বিষয় প্রমাণিত হয়ে গেছে, তখন সেই দলিলের পক্ষগণের বা তাদের স্বার্থাধিকারী প্রতিনিধিগণের মধ্যে, তার শর্তাদিতে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে, পরিবর্তন করে, সংযোজন করে বা বিয়োজন করে, এমন কোনো মৌখিক চুক্তি বা বিবৃতির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।
শর্ত (১): এমন যে কোনো বিষয় প্রমাণ করা যেতে পারে যা দলিলটি অকার্যকর করে দেয়, বা যার ফলে কোনো ব্যক্তি সেই দলিল সম্পর্কে কোনো ডিক্রি বা আদেশ পাওয়ার অধিকারী হন; যেমন প্রতারণা, ভীতি প্রদর্শন, অবৈধতা, যথাযথ সম্পাদনের অভাব, কোনো চুক্তিকারী পক্ষের ক্ষমতার অভাব, প্রতিদান না-থাকা বা প্রতিদানের ব্যর্থতা, অথবা তথ্য বা আইনগত ভ্রান্তি।
শর্ত (২): দলিলে যে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি এবং যা দলিলের শর্তাবলির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সেই বিষয়ে কোনো পৃথক মৌখিক চুক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করা যেতে পারে। এই শর্ত প্রযোজ্য কি না তা বিবেচনার সময় আদালত দলিলটির আনুষ্ঠানিকতার মাত্রার প্রতি দৃষ্টি দেবেন।
শর্ত (৩): এরূপ কোনো চুক্তি, মঞ্জুরি বা সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থার অধীনে কোনো বাধ্যবাধকতা সংযুক্ত হওয়ার পূর্বশর্তস্বরূপ কোনো পৃথক মৌখিক চুক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করা যেতে পারে।
শর্ত (৪): এরূপ কোনো চুক্তি, মঞ্জুরি বা সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা রদ বা পরিবর্তনের জন্য কোনো স্বতন্ত্র পরবর্তী মৌখিক চুক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করা যেতে পারে, তবে যেখানে এরূপ চুক্তি, মঞ্জুরি বা বিলি-ব্যবস্থা আইন দ্বারা লিখিত হওয়া আবশ্যক, অথবা দলিল রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত তদানীন্তন বলবৎ আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত হয়েছে, সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।
শর্ত (৫): এমন কোনো রীতি বা প্রথা প্রমাণ করা যেতে পারে যার দ্বারা সেই ধরনের চুক্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত নয় এমন প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি সাধারণত যুক্ত হয়ে থাকে, তবে শর্ত থাকে যে, এরূপ যুক্তকরণ চুক্তির স্পষ্ট শর্তাবলির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা পরিপন্থী হবে না।
শর্ত (৬): কোনো দলিলের ভাষা বিদ্যমান বিষয়াদির সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত তা প্রদর্শনকারী যে কোনো বিষয় প্রমাণ করা যেতে পারে।

§101 · প্রমাণের দায়
কোনো ব্যক্তি যখন এমন কোনো আইনগত অধিকার বা দায় সম্পর্কে আদালতের রায় কামনা করেন, যা তার দাবিকৃত কোনো বিষয়াদির অস্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল, তখন তাকে সেই বিষয়াদির অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হবে।
কোনো ব্যক্তি যখন কোনো বিষয়ের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে বাধ্য থাকেন, তখন বলা হয় যে প্রমাণের দায় সেই ব্যক্তির ওপর বর্তায়।

§102 · প্রমাণের দায় কার ওপর বর্তায়
কোনো মামলা বা কার্যধারায় প্রমাণের দায় সেই ব্যক্তির ওপর বর্তায়, যিনি উভয় পক্ষের কোনো সাক্ষ্যই না-দিলে পরাজিত হতেন।

§103 · নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রমাণের দায়
কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রমাণের দায় সেই ব্যক্তির ওপর বর্তায় যিনি আদালতকে তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করাতে চান, যদি না কোনো আইন দ্বারা বিধান করা হয় যে সেই বিষয়ের প্রমাণের দায় কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর বর্তাবে।

§104 · সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য করার জন্য প্রমাণযোগ্য বিষয় প্রমাণের দায়
অন্য কোনো বিষয়ের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কোনো ব্যক্তিকে সক্ষম করতে যে বিষয় প্রমাণ করা আবশ্যক, তা প্রমাণের দায় সেই ব্যক্তির ওপর বর্তায় যিনি সেই সাক্ষ্য দিতে চান।

barprepbd.com

§105 · আসামির ক্ষেত্র ব্যতিক্রমের আওতাভুক্ত, তা প্রমাণের দায়
যখন কোনো ব্যক্তি কোনো অপরাধের অভিযুক্ত হন, তখন দণ্ডবিধির সাধারণ ব্যতিক্রমসমূহের মধ্যে, অথবা একই বিধির অন্য কোনো অংশে বা অপরাধ সংজ্ঞায়িতকারী অন্য কোনো আইনে অন্তর্ভুক্ত কোনো বিশেষ ব্যতিক্রম বা শর্তের মধ্যে তার ক্ষেত্রকে নিয়ে আসার পরিস্থিতি প্রমাণের দায় তার ওপর বর্তায়, এবং আদালত এরূপ পরিস্থিতির অনুপস্থিতি অনুমান করবেন।

§106 · বিশেষভাবে জ্ঞাত বিষয় প্রমাণের দায়
কোনো বিষয় যখন কোনো ব্যক্তির বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকে, তখন সেই বিষয় প্রমাণের দায় তার ওপর বর্তায়।

§115 · এস্টপেল
কোনো ব্যক্তি তার ঘোষণা, কাজ বা কার্যলোপের মাধ্যমে অন্য কোনো ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো বিষয় সত্য বলে বিশ্বাস করতে ও সেই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে কাজ করতে প্ররোচিত করলে বা করার অনুমতি দিলে, তিনি বা তার প্রতিনিধি নিজের ও সেই ব্যক্তি বা তার প্রতিনিধির মধ্যকার কোনো মামলা বা কার্যধারায় সেই বিষয়ের সত্যতা অস্বীকার করতে পারবেন না।

§116 · ভাড়াটের এস্টপেল; দখলদারের অনুমতিপ্রাপ্তের এস্টপেল
কোনো স্থাবর সম্পত্তির কোনো ভাড়াটে, বা এরূপ ভাড়াটের মাধ্যমে দাবিদার কোনো ব্যক্তি, ভাড়া চলাকালে এই মর্মে অস্বীকার করার অনুমতি পাবেন না যে সেই ভাড়াটের গৃহস্বামী ভাড়া শুরুর সময়ে সেই স্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্বের অধিকারী ছিলেন না; এবং কোনো ব্যক্তি দখলে থাকা কোনো ব্যক্তির অনুমতিক্রমে কোনো স্থাবর সম্পত্তিতে প্রবেশ করলে, তিনি এই মর্মে অস্বীকার করার অনুমতি পাবেন না যে সেই অনুমতি প্রদানের সময়ে সেই ব্যক্তি ঐ দখলে থাকার স্বত্বের অধিকারী ছিলেন না।

§118 · কারা সাক্ষ্য দিতে সক্ষম
সকল ব্যক্তি সাক্ষ্য দিতে উপযুক্ত হবেন, যদি না আদালত মনে করেন যে তাদের অল্প বয়স, অতি বার্ধক্য, শারীরিক বা মানসিক ব্যাধি, অথবা এরূপ প্রকৃতির অন্য কোনো কারণে তারা তাদের নিকট উত্থাপিত প্রশ্ন বোঝা থেকে, অথবা সেই প্রশ্নের যুক্তিসংগত উত্তর দেওয়া থেকে বিরত রয়েছেন।
ব্যাখ্যা: কোনো উন্মাদ ব্যক্তি সাক্ষ্য দিতে অযোগ্য নন, যদি না তার উন্মাদনা তাকে তার নিকট উত্থাপিত প্রশ্ন বোঝা ও তার যুক্তিসংগত উত্তর দেওয়া থেকে বিরত রাখে।

§154 · পক্ষ কর্তৃক নিজের সাক্ষীকে প্রশ্ন
আদালত তার বিবেচনায়, যিনি কোনো সাক্ষীকে ডাকেন তাকে বিপক্ষ কর্তৃক জেরায় জিজ্ঞাস্য যে কোনো প্রশ্ন সেই সাক্ষীকে করার অনুমতি দিতে পারেন।

§155 · সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতা খর্ব করা
বিপক্ষ কর্তৃক, অথবা আদালতের সম্মতিক্রমে যিনি সাক্ষীকে ডেকেছেন সেই পক্ষ কর্তৃক, নিম্নোক্ত উপায়ে কোনো সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতা খর্ব করা যেতে পারে,
(১) এমন ব্যক্তিদের সাক্ষ্য দ্বারা যারা সাক্ষী সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের ভিত্তিতে সাক্ষ্য দেন যে তারা তাকে বিশ্বাসের অযোগ্য মনে করেন;
(২) এই প্রমাণ দ্বারা যে সাক্ষীকে ঘুষ দেওয়া হয়েছে, অথবা তিনি ঘুষের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, অথবা তার সাক্ষ্য প্রদানের জন্য অন্য কোনো দুর্নীতিমূলক প্ররোচনা গ্রহণ করেছেন;
(৩) তার সাক্ষ্যের কোনো অংশের সঙ্গে অসংগত এমন পূর্ববর্তী বিবৃতির প্রমাণ দ্বারা, যা খণ্ডনযোগ্য।
ব্যাখ্যা: অন্য কোনো সাক্ষীকে বিশ্বাসের অযোগ্য ঘোষণাকারী সাক্ষী তার জবানবন্দিতে তার বিশ্বাসের কারণ প্রদান করতে পারবেন না, তবে জেরায় তাকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, এবং তিনি যে উত্তর দেন তা খণ্ডন করা যাবে না, যদিও তা মিথ্যা হলে পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের অভিযোগ আনা যেতে পারে।

এস্টপেল নীতি: সংজ্ঞা, উপাদান, আইনের বিরুদ্ধে এস্টপেল এবং অনুপস্থিত সহ-মালিকের কল্পিত দৃষ্টান্ত 2025, 2017, 2015, 2012, 2011, 2010…

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> এস্টপেল নীতি ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্ত সহকারে আলোচনা করুন। আইনের বিরুদ্ধে কি এস্টপেল হইতে পারে? একটি অবিভক্ত বসতবাড়ির একজন সহ-মালিক বহু বৎসর বিদেশে বসবাস করিয়া তাঁহার ভাইবোনদিগকে তাঁহার অংশ ভোগ করিতে দেন; প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কি তাঁহার অংশ দাবি করিতে এস্টপেল দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন?

সংজ্ঞা (১১৫ ধারা)। যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি তাঁর ঘোষণা, কাজ বা বিরতি দ্বারা *ইচ্ছাকৃতভাবে* অন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো বিষয় সত্য বলে বিশ্বাস করাতে এবং সেই বিশ্বাসের ওপর কাজ করাতে প্ররোচিত করেছেন বা অনুমতি দিয়েছেন, সেক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যকার কোনো মোকদ্দমায় তিনি বা তাঁর প্রতিনিধি সেই বিষয়ের সত্যতা অস্বীকার করতে পারবেন না।

উপাদানসমূহ।

- কোনো বিদ্যমান ঘটনা সম্পর্কে একটি ইচ্ছাকৃত উপস্থাপন (ঘোষণা, কাজ বা বিরতি দিয়ে);
- যা অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে করা হয়েছে;
- সেই ব্যক্তি তা বিশ্বাস করেছেন এবং তাতে কাজ করতে প্ররোচিত হয়েছেন (তার ওপর নির্ভর করেছেন);
- মোকদ্দমা/কার্যধারাটি সেই পক্ষগণের (অথবা তাদের প্রতিনিধিদের) মধ্যকার।

এস্টপেল হলো একটি **সাক্ষ্যের নিয়ম, একটি ঢাল, তরবারি নয়**: এটি কোনো ব্যক্তিকে তিনি অন্যকে যা বিশ্বাস করাতে প্ররোচিত করেছেন তা অস্বীকার করতে বাধা দেয়; এটি নিজে থেকে কোনো নালিশের কারণ তৈরি করে না।

দৃষ্টান্ত (বিধিবদ্ধ): ‘ক’ ইচ্ছাকৃতভাবে ও মিথ্যাভাবে ‘খ’-কে বিশ্বাস করায় যে কোনো জমি ‘ক’-এর এবং তাঁকে তা কিনতে প্ররোচিত করে; পরে জমিটি ‘ক’-এর হয়ে যায়; ‘ক’ তাঁর আগের স্বত্বহীনতার অজুহাত তুলে বিক্রয়টি রদ করতে পারবেন না।

আইনের বিরুদ্ধে কোনো এস্টপেল নেই। আইনের বিরুদ্ধে কোনো এস্টপেল হতে পারে না। কোনো ব্যক্তি উপস্থাপন বা আচরণ দিয়ে এমন কোনো এখতিয়ার, বৈধতা বা অধিকার দিতে পারেন না যা আইন অস্বীকার করে, কিংবা আইন যে অধিকার দেয় বা যা আইন প্রয়োজনীয় করে এমন কোনো অধিকার দাবি করতে বা কোনো বেআইনিতা তুলতে বাধাপ্রাপ্ত হতে পারেন না। এস্টপেল কোনো সুস্পষ্ট বিধিবদ্ধ বিধানকে হারাতে পারে না, কিংবা আইন যা বাতিল করে তাকে বৈধ করতে পারে না।

প্রয়োগ, অনুপস্থিত সহ-মালিক। অবিভক্ত পৈতৃক সম্পত্তিতে কোনো সহ-মালিকের তাঁর অংশের ওপর স্বত্ব একটি আইনগত অধিকার; ভাইবোনদের তাঁর অংশ ভোগ করতে দিয়ে কেবল দশ/পনেরো/ষোলো বছর বিদেশে অনুপস্থিত থাকা, ১১৫ ধারা যে *ইচ্ছাকৃত উপস্থাপন, যার ওপর নির্ভর করে ভাইবোনরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন,* তা দাবি করে, সেরকম কিছু তৈরি করে না। সহ-অংশীদারদের দেওয়া অনুমতিমূলক ভোগ বিরূপ নয় এবং কোনো এস্টপেল তৈরি করে না। **উপসংহার:** ফেরার পর তাঁর অংশ দাবি করতে তিনি এস্টপেল দিয়ে **বাধাপ্রাপ্ত নন**; অন্য সহ-মালিকদের দখল তাঁর পক্ষেই ছিল, এবং তাঁর বণ্টনের অধিকার বহাল থাকে। (এস্টপেল কেবল তখনই দেখা দিতে পারত যদি তিনি, উদাহরণস্বরূপ, সুস্পষ্টভাবে বলতেন যে তিনি তাঁর অংশ ছেড়ে দিয়েছেন এবং ভাইবোনরা সেই বিশ্বাসে তাদের অবস্থান পাল্টাতেন, যা এখানে নেই।)

প্রমাণের দায়: দেওয়ানি মোকদ্দমা বনাম ফৌজদারি মামলা; বাদী বিবাদীর দুর্বলতার ওপর নির্ভর করতে পারেন না 2025, 2022, 2021

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> দেওয়ানি মোকদ্দমায় প্রমাণের দায় কি ফৌজদারি মামলার প্রমাণের দায় হইতে ভিন্ন? ব্যাখ্যা করুন। "বাদীকে নিজের মামলা প্রমাণ করিতে হইবে এবং তিনি বিবাদীর দুর্বলতার উপর নির্ভর করিতে পারেন না।"

বিধি (১০১–১০৩ ধারা)।

- **১০১ ধারা:** যে ব্যক্তি তাঁর দাবিকৃত তথ্যের ওপর নির্ভরশীল কোনো অধিকার বা দায় সম্পর্কে আদালতের কাছ থেকে রায় চান, তাঁকে সেই তথ্যগুলো প্রমাণ করতে হবে।
- **১০২ ধারা:** দুই পক্ষের কেউই কোনো সাক্ষ্য না দিলে যে ব্যক্তি হেরে যেতেন, তাঁর ওপরই প্রমাণের দায় বর্তায়।
- **১০৩ ধারা:** কোনো নির্দিষ্ট তথ্য সম্পর্কে প্রমাণের দায় সেই ব্যক্তির ওপর বর্তায় যিনি এর অস্তিত্ব আদালতকে বিশ্বাস করাতে চান।

মানদণ্ড, দেওয়ানি বনাম ফৌজদারি। এই আইন *কে* প্রমাণ করবেন তা ঠিক করে; কিন্তু প্রমাণের **মানদণ্ড** মামলার প্রকৃতিভেদে ভিন্ন হয়:

- **দেওয়ানি মোকদ্দমায়** প্রমাণ হয় **সম্ভাব্যতার প্রাধান্য / সম্ভাব্যতার ভারসাম্যের** ভিত্তিতে, যে পক্ষের বক্তব্য বেশি সম্ভাব্য, তিনিই জেতেন। "প্রমাণিত" শব্দটিও (৩ ধারা) *বিচক্ষণ ব্যক্তির সম্ভাব্যতা* পরীক্ষা দিয়ে সংজ্ঞায়িত, গাণিতিক নিশ্চয়তা দিয়ে নয়।
- **ফৌজদারি মামলায়** প্রসিকিউশনকে অপরাধ **যুক্তিসঙ্গত সন্দেহাতীতভাবে** প্রমাণ করতে হয়; প্রতিটি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের সুবিধা আসামি পান, যিনি নির্দোষ বলে ধরে নেওয়া হয়। লক্ষণীয় সেই ব্যতিক্রমগুলো যা *নির্দিষ্ট* তথ্যের প্রমাণের দায় আসামির ওপর সরিয়ে দেয়: ১০৫ ধারা

(কোনো সাধারণ/বিশেষ ব্যতিক্রম প্রমাণ, যেমন আত্মরক্ষা বা উন্মত্ততা, আদালত এর অনুপস্থিতি ধরে নেন) এবং ১০৬ ধারা (যে তথ্য বিশেষভাবে তাঁর জানা)। এগুলো *কেবল সেই তথ্যের* প্রমাণের দায় সরিয়ে দেয়, কখনোই অপরাধ প্রমাণের সামগ্রিক দায় নয়।

"বাদীকে নিজের মামলা প্রমাণ করিতে হইবে।" ১০১–১০২ ধারা থেকে এসে, যে বাদী ডিক্রি চান তাঁর দাবিকৃত অধিকার যে তথ্যগুলোর ওপর নির্ভরশীল, সেগুলো প্রতিষ্ঠার দায় তিনিই বহন করেন। তাঁকে **নিজের মামলার শক্তির ওপর দাঁড়াতে হবে, বিবাদীর দুর্বলতার ওপর নয়।** সমগ্র সাক্ষ্য বিবেচনায় তিনি যদি তাঁর স্বত্ব বা নালিশের কারণ প্রমাণে ব্যর্থ হন, তবে মোকদ্দমা ব্যর্থ হয়, যদিও বিবাদীর সাক্ষ্যও দুর্বল, কারণ তাঁর বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষ্য না দিলে বিবাদীই জিততেন (১০২ ধারা)।

দৃষ্টান্ত: স্বত্ব ঘোষণার মোকদ্দমায় বাদীকে জমির ওপর নিজের স্বত্ব প্রমাণ করতে হবে; বিবাদীর দলিলপত্রের ত্রুটি বা ফাঁকফোকর দেখিয়েই তিনি ডিক্রি পেতে পারেন না।

উপসংহার: প্রমাণের দায় ও মানদণ্ড পরস্পর-জড়িত হলেও স্বতন্ত্র, ১০১–১০৩ ধারা দুই ধরনের মামলায়ই দায় ভাগ করে, অন্যদিকে কার্যকর মানদণ্ড দেওয়ানি কার্যক্রমে সম্ভাব্যতার প্রাধান্য এবং ফৌজদারি কার্যক্রমে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহাতীত; এবং বাদী সবসময় সবার আগে নিজের দায় বহন করেন।

সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ করা, পন্থাসমূহ; এবং সাক্ষী আহ্বানকারী পক্ষ কর্তৃক বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ণকরণ 2022, 2020

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতা কীভাবে ক্ষুণ্ণ করা যায়? যে পক্ষ কোনো সাক্ষীকে আহ্বান করিয়াছেন, তিনি কি সেই সাক্ষীরও বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ করিতে পারেন?

পন্থাসমূহ (১৫৫ ধারা)। কোনো সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিপক্ষ কর্তৃক (অথবা আদালতের সম্মতিক্রমে যে পক্ষ তাঁকে ডেকেছেন তাঁর কর্তৃক) তিন প্রকারে ক্ষুণ্ণ করা যায়:

১. **এমন ব্যক্তিদের সাক্ষ্য দিয়ে** যাঁরা তাঁদের জানা বিষয় থেকে এই মর্মে সাক্ষ্য দেন যে সাক্ষী **বিশ্বাসের অযোগ্য**;

২. **এই প্রমাণ দিয়ে** যে সাক্ষীকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য **ঘুষ দেওয়া হয়েছে, অথবা তিনি কোনো দুর্নীতিমূলক প্ররোচনা নিয়েছেন**;

৩. **তাঁর সাক্ষ্যের কোনো অংশের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ আগের বিবৃতির প্রমাণ দিয়ে**, যা খণ্ডনযোগ্য।

সংশ্লিষ্ট জেরা-সংক্রান্ত উপায়সমূহ।

- **১৪৬ ধারা:** জেরার সময় সাক্ষীর সত্যবাদিতা যাচাই করতে, তাঁর পরিচয়/অবস্থান জানতে, অথবা তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা টলাতে তাঁকে প্রশ্ন করা যেতে পারে (২০২২ সালের শর্তাংশ সাপেক্ষে, যা আদালতের অনুমতি ছাড়া ধর্ষণের শিকার ব্যক্তির চরিত্র/যৌন ইতিহাস সুরক্ষিত করে)।
- **১৪৫ ধারা:** কোনো সাক্ষীকে আগের লিখিত বিবৃতির ওপর জেরা করা যেতে পারে; কোনো লিখিত দলিল দিয়ে তাঁকে খণ্ডন করতে হলে আগে সংশ্লিষ্ট অংশের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।
- **১৫৩ ধারা:** কেবল বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক বিষয়ে দেওয়া উত্তর সাধারণত **চূড়ান্ত**, তা খণ্ডন করার জন্য কোনো সাক্ষ্য দেওয়া যায় না, *তবে ব্যতিক্রম* (ব্যতিক্রম ১) অস্বীকৃত কোনো আগের দণ্ডাজ্ঞা প্রমাণ করা যেতে পারে, এবং (ব্যতিক্রম ২) নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণকারী (পক্ষপাত) কোনো অস্বীকৃতি খণ্ডন করা যেতে পারে।

সাক্ষী আহ্বানকারী পক্ষ কর্তৃক বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ণকরণ, বৈরী সাক্ষী।

- **১৫৪ ধারা:** আদালত নিজের বিবেচনায় যে পক্ষ সাক্ষীকে **ডেকেছেন** তাঁকে **তাঁর নিজের সাক্ষীর প্রতি জেরা-ধরনের প্রশ্ন** তুলতে দিতে পারে, এটিই "বৈরী সাক্ষী" সংক্রান্ত বিধান।
- এটি **১৫৫ ধারার** সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যা **আহ্বানকারীকে আদালতের সম্মতিক্রমে** তাঁর নিজের সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ করার সুস্পষ্ট অনুমতি দেয়, যার মধ্যে আছে আগের অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিবৃতির প্রমাণ (১৫৫(৩) ধারা)।

গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা। নিজের সাক্ষীকে বৈরী হিসেবে গণ্য করে তাঁকে জেরা করার অনুমতি নিজে থেকেই তাঁর পুরো সাক্ষ্যকে মূল্যহীন করে দেয় **না**; আদালত এর যে অংশ নির্ভরযোগ্য বলে মনে করে তা গ্রহণ করতে পারে।

উপসংহার: তাই প্রবচনটি ঠিক, *কেবল প্রতিপক্ষই নয়, সাক্ষী আহ্বানকারী পক্ষও তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ করতে পারেন*, ১৫৫ ধারার পন্থাগুলো দিয়ে, এবং আহ্বানকারী আদালতের অনুমতিক্রমে ১৫৪/১৫৫ ধারার মাধ্যমে তা করতে পারেন।

মৌখিক বনাম দালিলিক সাক্ষ্য: কখন মৌখিক সাক্ষ্য বর্জিত হয়, এবং ব্যতিক্রমসমূহ 2025, 2022, 2021

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> কখন দালিলিক সাক্ষ্য দ্বারা মৌখিক সাক্ষ্য বর্জিত হয়, এবং কোন কোন পরিস্থিতিতে কোনো দলিলের লিখিত শর্তের বিরুদ্ধে মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য?

বর্জনমূলক বিধি (৯১–৯২ ধারা)।

- **৯১ ধারা:** যেক্ষেত্রে কোনো চুক্তি, অনুদান বা অন্য হস্তান্তরের শর্ত দলিলাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে (অথবা আইন অনুযায়ী লিখিত হওয়া প্রয়োজন), সেক্ষেত্রে **শর্তগুলো অবশ্যই দলিলটি দিয়েই প্রমাণ করতে হবে** (অথবা গ্রহণযোগ্য মাধ্যমিক সাক্ষ্য দিয়ে), শর্তগুলোর অন্য কোনো সাক্ষ্য গ্রাহ্য নয়। (ব্যতিক্রম: কোনো সরকারি কর্মকর্তার নিয়োগ অন্যভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে; কোনো উইল প্রবেট দিয়ে প্রমাণ করা যেতে পারে।)
- **৯২ ধারা:** ৯১ ধারার অধীন দলিলটি প্রমাণিত হলে, *দলিলের পক্ষগণের মধ্যে*, এর শর্তগুলোকে **খণ্ডন, পরিবর্তন, সংযোজন বা হ্রাস** করার জন্য **কোনো মৌখিক চুক্তি বা বিবৃতি** গ্রাহ্য করা যাবে না।

সম্মিলিত ফলাফল: লিখিত দলিলই এর শর্তগুলোর একমাত্র সাক্ষ্য এবং একে মৌখিক সাক্ষ্য (parol evidence) দিয়ে পাল্টানো যায় না।

ব্যতিক্রমসমূহ, কখন লিখিত শর্তের বিরুদ্ধে মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য (৯২ ধারার শর্তাংশসমূহ)। ৯২ ধারা সত্ত্বেও, নিচের বিষয় প্রমাণ করার জন্য মৌখিক সাক্ষ্য দেওয়া যেতে পারে:

1. **অকার্যকরকারী ঘটনা**, প্রতারণা, ভীতিপ্রদর্শন, বেআইনিতা, যথাযথ সম্পাদনের অভাব, প্রতিদানের অভাব, ঘটনাগত/আইনগত ভুল, অথবা কোনো পক্ষের অক্ষমতা;

2. দলিলটি যে বিষয়ে **নীরব** এবং যা এর শর্তগুলোর সঙ্গে **অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়**, এমন কোনো বিষয়ে একটি **আলাদা মৌখিক চুক্তি**;

3. দলিলের অধীন কোনো বাধ্যবাধকতা কার্যকর হওয়ার পূর্বশর্ত (condition precedent) গঠনকারী একটি **আলাদা মৌখিক চুক্তি**;

4. চুক্তিটি **রদ বা পরিবর্তন** করার জন্য একটি **স্বতন্ত্র পরবর্তী মৌখিক চুক্তি** (তবে যেক্ষেত্রে চুক্তিটি আইন অনুযায়ী লিখিত হওয়া প্রয়োজন অথবা নিবন্ধিত হয়েছে, সেক্ষেত্র বাদে);

5. যে **প্রথা বা রীতি** অনুযায়ী উল্লেখ না-করা আনুষঙ্গিক বিষয় সাধারণত সেই ধরনের চুক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়, এমন যেকোনো প্রথা বা রীতি;

6. দলিলের **ভাষা** কীভাবে **বিদ্যমান ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত** তা দেখানো ঘটনা (ব্যাখ্যায় সহায়ক)।

সংশ্লিষ্ট বিষয়: প্রচ্ছন্ন (latent) দ্ব্যর্থকতা সাক্ষ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে (৯৫–৯৭ ধারা), এবং অপাঠ্য/পারিভাষিক/স্থানীয় অভিব্যক্তির অর্থ দেখানো যেতে পারে (৯৮ ধারা); কিন্তু দলিলের স্পষ্ট (patent) কোনো দ্ব্যর্থকতা সাক্ষ্য দিয়ে দূর করা যায় না (৯৩ ধারা), এবং বিদ্যমান ঘটনার সঙ্গে যথাযথভাবে খাটে এমন সুস্পষ্ট ভাষা আসলে প্রযোজ্য হওয়ার কথা ছিল না, এটা দেখাতেও সাক্ষ্য দেওয়া যায় না (৯৪ ধারা)।

প্রয়োগ (২০২২ সালের চা-বাগান কাল্পনিক সমস্যা)। একটি চা-বাগান এমন একটি দলিল দিয়ে হস্তান্তরিত হয় যাতে সংযুক্ত মানচিত্রে ভুলবশত পাশের রাস্তাটি বাদ পড়েছে। রাস্তাটি সবসময় বাগানের অংশ ছিল তা **মৌখিক সাক্ষ্য** দিয়ে প্রমাণ করা যাবে কি না, তা ৯২ ধারার ওপর নির্ভর করে: দলিলের শর্তগুলোকে *খণ্ডন বা সংযোজন* করার জন্য মৌখিক সাক্ষ্য নিষিদ্ধ, কিন্তু **ভুল**-সংক্রান্ত শর্তাংশ (শর্তাংশ (১)) এবং ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত শর্তাংশ (শর্তাংশ (৬) / দলিল কীভাবে বিদ্যমান ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত সে বিষয়ে ৯৫–৯৭ ধারা) সাক্ষ্য নেওয়ার সুযোগ দিতে পারে, সবচেয়ে সরাসরি, শর্তাংশ (১) মানচিত্রের **ভুল**-সম্পর্কিত মৌখিক সাক্ষ্যের অনুমতি দেয়। **উপসংহার:** বাদ পড়াটা যেহেতু একটা ভুল, তাই রাস্তাটি সবসময় বাগানের অংশ হিসেবে গণ্য হয়েছে, এই মর্মে মৌখিক সাক্ষ্য সেই পরিমাণে গ্রহণযোগ্য।

★ স্বীকারোক্তি: অর্থ, পুলিশ সংক্রান্ত বাধাসমূহ, উদ্ধার-সংক্রান্ত ব্যতিক্রম, ১৬৪ ধারায় লিপিবদ্ধকরণ, প্রত্যাহৃত স্বীকারোক্তি এবং সহ-আসামির অনুকল্প 2022, 2012, 2010, 2008, 2007...

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> স্বীকারোক্তি বলিতে কী বুঝায়? কোনো স্বীকারোক্তি, বিচারিক হউক বা বিচার-বহির্ভূত, প্রত্যাহৃত হউক বা না হউক, স্বীকারোক্তিকারী আসামির দোষী সাব্যস্তকরণের একমাত্র ভিত্তি হইতে পারে কি? তিন আসামি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীন স্বীকারোক্তি প্রদান করিয়া একজন সহ-আসামিকে (আবদুল আজিজ/আউয়াল) জড়াইয়া ফেলেন; এই স্বীকারোক্তিসমূহ ব্যতীত তাঁহার বিরুদ্ধে আর কোনো সাক্ষ্য নাই। আদালত কি কেবল সহ-আসামিদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই উক্ত সহ-আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করিতে পারে?

অর্থ। সাক্ষ্য আইন "স্বীকারোক্তি"-কে আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত করেনি; এটি স্বীকৃতির (১৭ ধারা) একটি প্রকার, যা কোনো ফৌজদারি কার্যক্রমে কোনো আসামি কর্তৃক দেওয়া এবং যাতে তিনি সরাসরি দোষ অথবা অপরাধ গঠনকারী ঘটনার মূল বিষয় স্বীকার করেন। তাই এই প্রবচন: *সব স্বীকারোক্তিই স্বীকৃতি, কিন্তু সব স্বীকৃতি স্বীকারোক্তি নয়।*

barprepbd.com

পুলিশের কাছে / পুলিশ হেফাজতে স্বীকারোক্তি, অগ্রাহ্য।

- **২৫ ধারা:** কোনো পুলিশ কর্মকর্তার কাছে দেওয়া কোনো স্বীকারোক্তি আসামির বিরুদ্ধে প্রমাণ করা যাবে না। এটি একটি পরম বাধা; আসামি হেফাজতে না থাকলেও এটি প্রযোজ্য।
- **২৬ ধারা:** পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন দেওয়া কোনো স্বীকারোক্তি আসামির বিরুদ্ধে প্রমাণযোগ্য নয়, যদি না তা কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের সরাসরি উপস্থিতিতে দেওয়া হয়।

উদ্ধার-সংক্রান্ত ব্যতিক্রম, ২৭ ধারা। যেক্ষেত্রে পুলিশ হেফাজতে থাকা কোনো আসামি কর্তৃক দেওয়া তথ্যের ফলে কোনো ঘটনা আবিষ্কৃত হয়, সেক্ষেত্রে সেই তথ্যের যতটুকু অংশ আবিষ্কৃত ঘটনার সঙ্গে *সুস্পষ্টভাবে* সম্পর্কিত ততটুকু প্রমাণ করা যেতে পারে, তা স্বীকারোক্তির পর্যায়ভুক্ত হোক বা না হোক। কেবল উদ্ধার-সহায়ক অংশটুকুই গ্রহণযোগ্য, সম্পূর্ণ স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি নয়।

দৃষ্টান্ত: গ্রেপ্তারকৃত একজন ডাকাত পুলিশকে জানায় চোরাই মালামাল কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে এবং তার দেখিয়ে দেওয়া অনুসারে তা উদ্ধার করা হয়, এই অংশটি ২৭ ধারার অধীন গ্রহণযোগ্য, যদিও স্বীকারোক্তি নিজে ২৫–২৬ ধারার অধীন বারিত।

১৬৪ ধারার অধীন লিপিবদ্ধকরণ। একটি বিচারিক স্বীকারোক্তি একজন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক লিপিবদ্ধ করা হয়, যিনি অবশ্যই আসামিকে এই মর্মে সতর্ক করবেন যে তিনি স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য নন এবং তা তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে, এটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কি না তা নিশ্চিত করবেন এবং নির্ধারিত পন্থায় তা লিপিবদ্ধ করবেন (ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারা)। সাক্ষ্য আইনের ৮০ ধারা আদালতকে এই অনুমান করার ক্ষমতা দেয় যে, কোনো ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক লিপিবদ্ধ ও স্বাক্ষরিত বলে দেখা যাওয়া কোনো স্বীকারোক্তি প্রকৃত এবং যথাযথভাবে নেওয়া হয়েছে।

একমাত্র ভিত্তি হিসেবে প্রত্যাহৃত স্বীকারোক্তি। কোনো স্বীকারোক্তি (বিচারিক হোক বা বিচার-বহির্ভূত), পরে প্রত্যাহৃত হলেও, প্রস্তুতকারীর দোষী সাব্যস্তকরণের আইনগত ভিত্তি হতে পারে যদি আদালত এটি সত্য ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বলে সন্তুষ্ট হন; তবে বিচক্ষণতা দাবি করে যে, কোনো প্রত্যাহৃত স্বীকারোক্তির ওপর কাজ করার আগে তার সমর্থনমূলক সাক্ষ্য থাকা দরকার।

সহ-আসামির অনুকল্প (৩০ ধারা)। ৩০ ধারার অধীন, যেক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তিকে *একই অপরাধে যৌথভাবে* বিচার করা হচ্ছে এবং তাঁদের একজন স্বীকারোক্তি দিয়ে নিজেকে ও অন্য কাউকে জড়িয়ে ফেলেন, সেক্ষেত্রে আদালত সেই স্বীকারোক্তি অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধেও *"বিবেচনায় নিতে পারেন"*। সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থান হলো, সহ-আসামির স্বীকারোক্তি কেবল একটি দুর্বল, সহায়ক বিবেচনা মাত্র, এটি **মূল সাক্ষ্য নয়** যা একাই যথেষ্ট। এক্ষেত্রে, আবদুল আজিজ/আউয়ালের বিরুদ্ধে একমাত্র উপাদান হলো বাকি তিনজনের স্বীকারোক্তি। **উপসংহার:** আদালত কেবল সহ-আসামিদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে না; ৩০ ধারা স্বীকারোক্তিটিকে *বিবেচনায় নেওয়ার* অনুমতি দেয়, কিন্তু তাঁকে ডাকাতির সঙ্গে যুক্তকারী স্বতন্ত্র সাক্ষ্য দিয়ে এটি সমর্থিত হতে হবে, যার কোনোটিই এক্ষেত্রে নেই। তিনি খালাস পাওয়ার অধিকারী।

মৃত্যুকালীন ঘোষণা: গ্রহণযোগ্যতা, ঘোষণাকারী বেঁচে থাকলে এর মূল্য, এবং দোষী সাব্যস্তকরণের একমাত্র ভিত্তি হিসেবে

2023, 2009

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> মৃত্যুকালীন ঘোষণা কী? ঘোষণাকারী বাঁচিয়া থাকিলে উহার সাক্ষ্যগত মূল্য কী? উহা সত্য ও স্বেচ্ছাপ্রসূত বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, ইহা কি দোষী সাব্যস্তকরণের একমাত্র ভিত্তি হইতে পারে?

গ্রহণযোগ্যতা (৩২(১) ধারা)। মৃত্যুকালীন ঘোষণা হলো কোনো *পরলোকগত* ব্যক্তির লিখিত বা মৌখিক বিবৃতি, যা তাঁর মৃত্যুর কারণ অথবা যে ঘটনার পরিণতিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে সেই ঘটনার পরিস্থিতি সংক্রান্ত। শ্রুতিসাক্ষ্যের (hearsay) বিরুদ্ধে নিয়মটির ব্যতিক্রম হিসেবে ৩২(১) ধারা এটিকে প্রাসঙ্গিক করে, এর যুক্তি এই যে, মৃত্যুর মুখোমুখি কোনো ব্যক্তির মিথ্যা বলার সম্ভাবনা কম, এবং সবচেয়ে ভালো সাক্ষী (ভুক্তভোগী নিজেই) আর জীবিত নেই। বাংলাদেশে ঘোষণাকারী মৃত্যুর প্রত্যাশায় ছিলেন কি না এবং কার্যক্রমের প্রকৃতি যা-ই হোক না কেন, বিবৃতিটি প্রাসঙ্গিক। এটি প্রমাণ করার আগে ঘোষণাকারীর মৃত্যুর বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে (এই মৌলিক ঘটনাটি প্রমাণের ভার যিনি এটি উপস্থাপন করেন তাঁর ওপর বর্তায়, ১০৪ ধারা)।

ঘোষণাকারী বেঁচে থাকলে। ৩২ ধারা কেবল কোনো *পরলোকগত* (অথবা অন্যথায় অনুপলব্ধ) ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ঘোষণাকারী **বেঁচে থাকলে** বিবৃতিটি ৩২ ধারার অধীন **মৃত্যুকালীন ঘোষণা নয়**। এটি পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায় না, জীবিত ব্যক্তিকে একজন সাধারণ সাক্ষী হিসেবে ডাকা যেতে পারে, এবং তখন তাঁর আগের বিবৃতি তাঁর সাক্ষ্যকে **সমর্থন (corroborate)** করার জন্য (১৫৭ ধারা) অথবা তাঁকে **খণ্ডন/অভিশংসন (contradict/impeach)** করার জন্য (১৪৫ ধারা, ১৫৫(৩) ধারা) ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু মৃত্যুকালীন ঘোষণা হিসেবে তার কোনো স্বতন্ত্র বস্তুগত মূল্য নেই।

দোষী সাব্যস্তকরণের একমাত্র ভিত্তি। যেক্ষেত্রে মৃত্যুকালীন ঘোষণা **সত্য, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও নির্ভরযোগ্য** বলে দেখা যায়, এবং আদালত এই বিষয়ে সন্তুষ্ট হন যে ঘোষণাকারী তা দেওয়ার উপযুক্ত অবস্থায় ছিলেন, তখন এটি দোষী সাব্যস্তকরণের একমাত্র ভিত্তি **হতে পারে**; সমর্থন (corroboration) আইনের বিধি নয়, বিচক্ষণতার বিধি মাত্র। ঘোষণাটি সন্দেহজনক, অসম্পূর্ণ, অথবা শিখিয়ে দেওয়ার ফল হলে আদালত তার ওপর কাজ করার আগে সমর্থন দাবি করবেন।

প্রয়োগ (পুনরাবৃত্ত ২০২৩ সালের কাল্পনিক ঘটনা)। যেক্ষেত্রে কোনো অগ্নিদগ্ধ ভুক্তভোগী আক্রমণকারীদের নাম উল্লেখ করে দুটি বিবৃতি দেন (একটি কোনো চিকিৎসকের কাছে, একটি পুলিশের কাছে) এবং এরপর মারা যান, সেক্ষেত্রে ৩২(১) ধারার অধীন দুটোই গ্রহণযোগ্য; তাদের মধ্যকার সামান্য অসংগতি (যেমন "দাহ্য পদার্থ" বনাম "কেরোসিন"; কোনো অতিরিক্ত নাম দেখা যায় কি না) মূল্যায়নের বিষয়, এবং কোনটিকে, যদি আদৌ কোনোটিকে, সত্য ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বলে গ্রহণ করবেন তা আদালতকেই ঠিক করতে হবে। সত্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হলে মৃত্যুকালীন ঘোষণার ওপর দোষী সাব্যস্তকরণ নির্ভর করতে পারে; ২৫–২৬ ধারার পুলিশি লিপিবদ্ধকরণের বাধাগুলো এখানে প্রযোজ্য **নয়**, কারণ কোনো ভুক্তভোগীর মৃত্যুকালীন ঘোষণা কোনো আসামির স্বীকারোক্তি নয়।

স্বীকৃতি বনাম স্বীকারোক্তি বনাম মৃত্যুকালীন ঘোষণা, সংজ্ঞা ও পার্থক্য 2023, 2017, 2014, 2008, 2007…

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> স্বীকৃতি (admission), স্বীকারোক্তি (confession) ও মৃত্যুকালীন ঘোষণা (dying declaration)-এর সংজ্ঞা দিন এবং প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহ উল্লেখপূর্বক ইহাদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন।

স্বীকৃতি (১৭ ধারা)। স্বীকৃতি হলো এমন একটি বিবৃতি, মৌখিক, দলিলগত বা কোনো ডিজিটাল রেকর্ডে লিপিবদ্ধ, যা কোনো বিচার্য বিষয় বা প্রাসঙ্গিক ঘটনা সম্পর্কে কোনো অনুমানের ইঙ্গিত দেয় এবং যা ১৮–২০ ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক ও পরিস্থিতিতে দেওয়া। নিয়মানুযায়ী স্বীকৃতি প্রণেতার **বিরুদ্ধে** প্রমাণ করা হয়, তাঁর পক্ষে নয় (২১ ধারা), এবং এটি চূড়ান্ত নয়, তবে এস্টপেল হিসেবে কার্যকর হতে পারে (৩১ ধারা)। স্বীকৃতি **দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয়** মামলায় ঘটে থাকে।

স্বীকারোক্তি। স্বীকারোক্তি স্বীকৃতিরই একটি প্রকারভেদ, যা কেবল কোনো **ফৌজদারি** কার্যক্রমে কোনো **আসামি** কর্তৃক দোষ স্বীকারপূর্বক দেওয়া হয়। এটি ২৪–৩০ ধারা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত, কর্তৃত্বসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির প্ররোচনা/হুমকি/প্রতিশ্রুতি দিয়ে তৈরি হলে এটি অপ্রাসঙ্গিক (২৪ ধারা), পুলিশের কাছে দেওয়া হলে (২৫ ধারা) অথবা পুলিশ হেফাজতে দেওয়া হলে (২৬ ধারা, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ছাড়া) এটি নিষিদ্ধ, এবং এর সঙ্গে ২৭ ধারার আবিষ্কার সংক্রান্ত ব্যতিক্রম আছে।

মৃত্যুকালীন ঘোষণা (৩২(১) ধারা)। মৃত্যুকালীন ঘোষণা হলো *ইতিমধ্যে মৃত* কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তাঁর মৃত্যুর কারণ অথবা যে ঘটনার পরিণতিতে মৃত্যু হয়েছে সেই ঘটনার পরিস্থিতি সম্পর্কে দেওয়া লিখিত বা মৌখিক বিবৃতি। এটি শ্রুতিগত সাক্ষ্যের (hearsay) নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবে ৩২ ধারার অধীন গ্রহণযোগ্য। বাংলাদেশে ঘোষণাকারী মৃত্যুর প্রত্যাশায় ছিলেন কি না তা নির্বিশেষে এবং কার্যক্রমের প্রকৃতি যা-ই হোক না কেন, এটি প্রাসঙ্গিক।

পার্থক্যসমূহ।

	স্বীকৃতি (১৭ ধারা)	স্বীকারোক্তি (২৪–৩০ ধারা)	মৃত্যুকালীন ঘোষণা (৩২(১) ধারা)
প্রণেতা	যেকোনো পক্ষ (১৮–২০ ধারা)	আসামি	ইতিমধ্যে মৃত কোনো ব্যক্তি
কার্যক্রম	দেওয়ানি বা ফৌজদারি	কেবল ফৌজদারি	সাধারণত ফৌজদারি (মৃত্যুর কারণ)
প্রণেতার অবস্থা	সচরাচর জীবিত, সাক্ষ্য দিতে পারেন	আসামি	মৃত (অপরিহার্য শর্ত)
প্রয়োগ	প্রণেতার বিরুদ্ধে (২১ ধারা)	স্বীকারোক্তিকারীর বিরুদ্ধে (এবং ৩০ ধারার সীমিত প্রয়োগ)	মৃত্যুর কারণের মৌলিক সাক্ষ্য
জেরা	প্রণেতাকে পরীক্ষা করা যায়	আসামি (বাধাসমূহ সাপেক্ষে)	সম্ভব নয় (এ কারণেই সতর্কতা)

সংক্ষেপে: প্রত্যেক স্বীকারোক্তিই একটি স্বীকৃতি, কিন্তু কেবল ফৌজদারি মামলায় কোনো আসামির দোষ-স্বীকৃতিই স্বীকারোক্তি; মৃত্যুকালীন ঘোষণা একটি স্বতন্ত্র শ্রুতিগত-সাক্ষ্য ব্যতিক্রম, যার ভিত্তি ঘোষণাকারীর মৃত্যু।

বিচার্য বিষয় ও প্রাসঙ্গিক বিষয়; এবং প্ররোচক প্রশ্ন 2025, 2017, 2015

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> 'বিচার্য বিষয়' (facts in issue) ও 'প্রাসঙ্গিক বিষয়' (relevant facts) ব্যাখ্যা করুন। প্ররোচক প্রশ্ন (leading question) কী? একটি উদাহরণ দিন। জবানবন্দি (examination-in-chief) ও জেরায় (cross-examination) কি প্ররোচক প্রশ্ন করা যাইতে পারে?

বিচার্য বিষয় (৩ ধারা)। "বিচার্য বিষয়" হলো এমন যেকোনো বিষয় যা থেকে, একাই অথবা অন্য বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে, কোনো মোকদ্দমা বা কার্যক্রমে দাবিকৃত বা অস্বীকৃত কোনো **অধিকার, দায় বা অযোগ্যতার** অস্তিত্ব, প্রকৃতি বা পরিমাণ **অবশ্যই বেরিয়ে আসে**। অন্য কথায়, এটি বিরোধাধীন সেই বিষয় যা অবশ্যই নিষ্পত্তি করতে হয়, যা (দেওয়ানি মামলায়) আরজি-জবাব দিয়ে অথবা (ফৌজদারি মামলায়) অভিযোগ দিয়ে ঠিক হয়।

দৃষ্টান্ত: হত্যার অভিযোগে, আসামি যে নিহত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়েছেন এবং তিনি যে প্রয়োজনীয় অভিপ্রায়সহ তা করেছেন, এই বিষয়গুলো বিচার্য বিষয়।

প্রাসঙ্গিক বিষয় (৩ ধারা + ৫–৫৫ ধারা)। আইনের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কিত বিধানে (৫–৫৫ ধারা) উল্লিখিত যেকোনো পন্থায় একটি বিষয় অন্য একটি বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকলে তাকে সেই বিষয়ের সঙ্গে "প্রাসঙ্গিক" বলা হয়। **৫ ধারা** অনুযায়ী, বিচার্য বিষয় এবং প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া যেতে পারে, **এবং অন্য কিছু সম্পর্কে নয়**। প্রাসঙ্গিক বিষয় নিজে বিরোধাধীন বিষয় নয়, কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত, যেমন উদ্দেশ্য, প্রস্তুতি ও আচরণ (৮ ধারা), একই ঘটনার অংশবিশিষ্ট বিষয় / রেস জেস্টি (৬ ধারা), অথবা উপলক্ষ, কারণ ও ফলাফল (৭ ধারা)।

পার্থক্য: বিচার্য বিষয় হলো এমন বিষয় যা দাবি বা অভিযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্যই প্রমাণ করতে হয়; প্রাসঙ্গিক বিষয় হলো এমন একটি বিষয় যা কোনো বিচার্য বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে তা প্রমাণ বা অপ্রমাণ করতে সাহায্য করে। (লক্ষণীয়: সব গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্যই প্রাসঙ্গিক, কিন্তু প্রাসঙ্গিক সব বিষয়ই অগত্যা গ্রহণযোগ্য নয়, যেমন প্রাসঙ্গিক বিষয়ও কোনো বিশেষাধিকার (privilege) অথবা দলিল-সাক্ষ্য সম্পর্কিত বিধান দিয়ে বাদ পড়তে পারে।)

প্ররোচক প্রশ্ন (১৪১ ধারা)। প্ররোচক প্রশ্ন হলো এমন একটি প্রশ্ন যা **প্রশ্নকর্তা যে উত্তর চান বা আশা করেন তা-ই ইঙ্গিত করে দেয়।**

উদাহরণ: "আপনি রাত ৯টায় আসামিকে ছুরি দিয়ে নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করতে দেখেছিলেন, তাই না?", এটি কাঙ্ক্ষিত উত্তরটি সাক্ষীর মুখে বসিয়ে দেয়।

কখন প্ররোচক প্রশ্ন করা যেতে পারে।

- **জবানবন্দি ও পুনঃজবানবন্দি (১৪২ ধারা):** আপত্তি তোলা হলে, আদালতের অনুমতি ছাড়া প্ররোচক প্রশ্ন **করা যাবে না**। **পরিচিতিমূলক, অবিতর্কিত, অথবা ইতিমধ্যে প্রমাণিত** বিষয়ে আদালত এর অনুমতি দেন।
- **জেরা (১৪৩ ধারা):** প্ররোচক প্রশ্ন **করা যেতে পারে**।

উপসংহার: জেরায় (১৪৩ ধারা) অবাধে প্ররোচক প্রশ্ন করা যেতে পারে, কিন্তু আপত্তি তোলা হলে **জবানবন্দিতে** (অথবা পুনঃজবানবন্দিতে) তা করা যাবে **না**, কেবল আদালতের অনুমতিক্রমে এবং পরিচিতিমূলক/অবিতর্কিত/ইতিমধ্যে-প্রমাণিত বিষয় বাদে (১৪২ ধারা)।

দলিল প্রমাণ; দলিল-বিষয়ক অনুমান ও ত্রিশ বছরের নিয়ম 2020

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> দলিলের বিষয়বস্তু কীভাবে প্রমাণ করা হয়? দলিল সম্পর্কে আদালত যেসব অনুমান করেন, ত্রিশ বছরের পুরোনো দলিলের অনুমানসহ, আলোচনা করুন।

৩৩ মিনিটের কাঠামো: ১) প্রাথমিক সাক্ষ্যের নিয়ম (৬১–৬৪ ধারা) → ২) মাধ্যমিক সাক্ষ্য কী (৬৩ ধারা) → ৩) কখন গ্রাহ্য (৬৫ ধারা, নোটিশ ৬৬; স্বাক্ষর ৬৭) → ৪) সরকারি বনাম বেসরকারি দলিল (৭৪–৭৭) → ৫) অবশ্যই-অনুমান বনাম করতে-পারেন → ৬) ৯০ ধারার ত্রিশ বছরের নিয়ম। *অবশ্যই লিখুন:* ৯০ ধারা বিবেচনামূলক ("পারেন"), অনুমানটি **সম্পাদনের**, বিষয়বস্তুর সত্যতার নয়।

বিষয়বস্তু প্রমাণ, প্রাথমিক বা মাধ্যমিক সাক্ষ্যে (৬১ ধারা)। দলিলের বিষয়বস্তু **প্রাথমিক** অথবা **মাধ্যমিক** সাক্ষ্য দিয়ে প্রমাণ করা যায়।

প্রাথমিক সাক্ষ্য (৬২ ধারা)। আদালতের পরিদর্শনের জন্য উপস্থাপিত **দলিলটি নিজেই**। এটিই দালিলিক আকারে শ্রেষ্ঠ-সাক্ষ্যের নিয়ম: **৬৫ ধারায় উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলো ছাড়া দলিল প্রাথমিক সাক্ষ্য দিয়েই প্রমাণ করতে হবে** (৬৪ ধারা)।

মাধ্যমিক সাক্ষ্য (৬৩ ধারা), এর অর্থ ও অন্তর্ভুক্তি: (১) **সত্যায়িত অনুলিপি (certified copy)**; (২) নির্ভুলতা নিশ্চিতকারী **যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়** মূল থেকে করা কপি, ও সেসব কপির সঙ্গে তুলনাকৃত কপি; (৩) মূল থেকে **প্রণীত বা মূলের সঙ্গে তুলনাকৃত** কপি; (৪) যাঁরা দলিল সম্পাদন করেননি তাঁদের বিরুদ্ধে দলিলের **প্রতিলিপি (counterpart)**; এবং (৫) দলিলটি নিজে দেখেছেন এমন ব্যক্তির দেওয়া বিষয়বস্তুর **মৌখিক বিবরণ**।

মাধ্যমিক সাক্ষ্য কখন গ্রাহ্য (৬৫ ধারা), যেসব ক্ষেত্রে মাধ্যমিক সাক্ষ্য দেওয়া যায়: (ক) মূল দলিল **প্রতিপক্ষের** (বা নাগালের বাইরের / উপস্থাপনে আইনত বাধ্য নন এমন ব্যক্তির) দখলে এবং নোটিশের পরও তা **উপস্থাপিত হয়নি** (নোটিশের শর্ত ও তার ছয়টি অব্যাহতি **৬৬ ধারায়**); (খ) বিষয়বস্তু প্রতিপক্ষ **লিখিতভাবে স্বীকার** করেছেন; (গ) মূল দলিল **হারিয়ে বা ধ্বংস হয়ে** গেছে, বা উপস্থাপনকারীর নিজের ত্রুটি বা অবহেলা ছাড়া যুক্তিসংগত সময়ে তা আনা সম্ভব নয়; (ঘ) মূলটি **সহজে স্থানান্তরযোগ্য নয়**; (ঙ) মূলটি ৭৪ ধারার **সরকারি (public) দলিল**; (চ) মূলটি এমন দলিল, যার **সত্যায়িত অনুলিপি** সাক্ষ্যে দেওয়া আইনে অনুমোদিত; (ছ) মূল দলিলগুলো **বহুসংখ্যক হিসাব** বা নথি, যেগুলো সুবিধাজনকভাবে পরীক্ষা করা যায় না এবং প্রমাণ করতে হবে কেবল তাদের সামগ্রিক ফল। কোনো দলিল কোনো ব্যক্তির স্বাক্ষরিত বা হস্তলিখিত বলে দাবি করা হলে, **স্বাক্ষর বা হস্তাক্ষরটি তাঁরই, তা প্রমাণ করতে হবে** (**৬৭ ধারা**)।

সরকারি বনাম বেসরকারি দলিল (৭৪–৭৭ ধারা)। সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ, সরকারি সংস্থা ও ট্রাইব্যুনাল এবং সরকারি কর্মকর্তাদের **কার্যের বা কার্যের নথির** অংশ যেসব দলিল, আর বাংলাদেশে রক্ষিত **বেসরকারি দলিলের সরকারি নথি**, এগুলো সরকারি দলিল (৭৪ ধারা); **অন্য সব দলিল**

barprepbd.com

বেসরকারি (৭৫ ধারা)। সরকারি দলিলের হেফাজতকারী কর্মকর্তা চাহিদা ও ফি পরিশোধে তার **সত্যায়িত অনুলিপি** দিতে বাধ্য (৭৬ ধারা), এবং সেই অনুলিপি দিয়েই মূল সরকারি দলিলের **বিষয়বস্তু প্রমাণ করা যায়** (৭৭ ধারা)।

দলিল-বিষয়ক অনুমানসমূহ। দলিল সম্পর্কে আদালতের অনুমান প্রধানত দুই ধরনের:

- ***অবশ্যই* অনুমান করবেন (বিপরীত প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত বাধ্যতামূলক):** সরকারি কর্মকর্তার যথাযথ সত্যায়নযুক্ত **সত্যায়িত অনুলিপির** সত্যতা (**৭৯ ধারা**); বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষরিত বলে প্রতীয়মান **সাক্ষ্য, বিবৃতি বা স্বীকারোক্তির নথি** সত্য ও যথাযথভাবে গৃহীত (**৮০ ধারা**); নোটারি পাবলিক, আদালত, বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট বা কনস্যুলার কর্মকর্তার সামনে সম্পাদিত ও সত্যায়িত **আমমোক্তারনামা** (**৮৫ ধারা**); সরকার-প্রকাশিত **আইন-সংকলন ও রায়ের প্রতিবেদন** (**৮৪ ধারা**); এবং নোটিশের পরও **তলবকৃত যে দলিল উপস্থাপিত হয়নি**, তা আইনানুযায়ী প্রত্যয়িত, স্ট্যাম্পযুক্ত ও সম্পাদিত ছিল (**৮৯ ধারা**)।
- ***করতে পারেন* (বিবেচনামূলক): বিদেশি বিচারিক নথির** সত্যায়িত অনুলিপি (**৮৬ ধারা**); প্রকাশিত **বই, মানচিত্র ও চার্ট** (**৮৭ ধারা**); **টেলিগ্রাফবার্তা**, প্রেরণের জন্য অর্পিত বার্তার সঙ্গে প্রেরিত বার্তার মিল, তবে **কে অর্পণ করেছিলেন সে বিষয়ে কখনো নয়** (**৮৮ ধারা**); এবং নিচের ত্রিশ বছরের নিয়ম (**৯০ ধারা**)।

ত্রিশ বছরের নিয়ম, ৯০ ধারা। ত্রিশ বছরের পুরোনো বলে প্রতীয়মান বা প্রমাণিত কোনো দলিল **যথাযথ হেফাজত (proper custody)**, অর্থাৎ এমন স্থান বা ব্যক্তির হেফাজত, যেখানে দলিলটি স্বাভাবিকভাবে থাকার কথা, থেকে উপস্থাপিত হলে, আদালত **অনুমান করতে পারেন** যে দলিলের **স্বাক্ষর ও কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির হস্তাক্ষরে লেখা প্রতিটি অংশ** প্রকৃতই তাঁর, এবং **সম্পাদিত বা প্রত্যয়িত** দলিল যাঁদের দ্বারা সম্পাদিত-প্রত্যয়িত বলে প্রতীয়মান, তাঁদের দ্বারাই **যথাযথভাবে সম্পাদিত ও প্রত্যয়িত**। যুক্তিটি প্রয়োজনের: ত্রিশ বছর পর সাক্ষী-লেখকদের পাওয়া যাবে না ধরে নেওয়া হয়। দুটি সীমা মনে রাখা জরুরি: অনুমানটি **বিবেচনামূলক** ("করতে পারেন", "করবেন" নয়), এবং তা **সম্পাদনের** ওপর, **বিষয়বস্তুর সত্যতার** ওপর নয়: যথাযথ হেফাজত থেকে আসা প্রাচীন দলিল যথাযথভাবে সম্পাদিত বলে অনুমিত হয়, কিন্তু তাতে যা লেখা আছে তা অন্য সব সাক্ষ্যের মতোই ওজন করতে হয়।

উপসংহার। নিয়ম হলো, বিষয়বস্তু প্রমাণ মূল দলিলে (প্রাথমিক সাক্ষ্য), আর মাধ্যমিক সাক্ষ্য কেবল ৬৫ ধারার দরজা দিয়ে, প্রয়োজনমতো ৬৬ ধারার নোটিশসহ; সম্পাদন প্রমাণ ৬৭ ধারায়। এরপর আইন অনুমান দিয়ে প্রমাণ সহজ করে, সত্যায়িত অনুলিপি, বিচারিক নথি, সত্যায়িত আমমোক্তারনামা ও উপস্থাপনে ব্যর্থ দলিলের বেলায় বাধ্যতামূলক (৭৯, ৮০, ৮৫, ৮৯ ধারা), আর বিদেশি নথি, প্রকাশনা, টেলিগ্রাম এবং, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, **যথাযথ হেফাজত থেকে আসা ত্রিশ বছরের পুরোনো দলিলের** বেলায় বিবেচনামূলক (৯০ ধারা): আদালত সেগুলোর সত্যতা ও যথাযথ সম্পাদন অনুমান করতে পারেন, বিষয়বস্তুর সত্যতা নয়।

B · 15 ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮

📖 মূল আইন — প্রধান ধারাগুলো ১৮৯৮ সালের ৫ নং আইন

barprepbd.com

§154 · আমলযোগ্য মামলায় তথ্য

আমলযোগ্য অপরাধ সংঘটন সম্পর্কিত প্রতিটি তথ্য, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট মৌখিকভাবে প্রদত্ত হলে, তার দ্বারা বা তার নির্দেশে লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং তথ্যদাতাকে পড়ে শোনাতে হবে; এবং এরূপ প্রতিটি তথ্য, লিখিতভাবে প্রদত্ত হোক বা উপরোক্তরূপে লিপিবদ্ধ হোক, তথ্যদানকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবে, এবং তার সারবস্তু সরকার এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফর্মে এরূপ কর্মকর্তা কর্তৃক রক্ষিত একটি বহিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

§156 · আমলযোগ্য মামলার তদন্তে পুলিশ-কর্মকর্তার ক্ষমতা

(১) থানার যে কোনো ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়াই, এমন কোনো আমলযোগ্য মামলার তদন্ত করতে পারবেন, যা অনুসন্ধান বা বিচারের স্থান সম্পর্কিত পঞ্চদশ অধ্যায়ের বিধানাবলি অনুসারে সেই থানার সীমার মধ্যে স্থানীয় এলাকার ওপর এখতিয়ারসম্পন্ন কোনো আদালতের অনুসন্ধান বা বিচার করার ক্ষমতা থাকত।
(২) এরূপ কোনো মামলায় পুলিশ-কর্মকর্তার কোনো কার্যধারা কোনো পর্যায়ে এই কারণে প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না যে, মামলাটি এমন ছিল যা তদন্ত করতে এই ধারার অধীনে সেই কর্মকর্তা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন না।
(৩) ১৯০ ধারার অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট উপরে উল্লিখিতরূপ তদন্তের নির্দেশ দিতে পারবেন।

§161 · সাক্ষীদের পরীক্ষা

(১) কোনো পুলিশ-কর্মকর্তা এই অধ্যায়ের অধীনে তদন্ত পরিচালনাকারী, বা সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশে এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত পদমর্যাদার নিচে নন এমন কোনো পুলিশ-কর্মকর্তা যিনি এরূপ কর্মকর্তার অনুরোধে কাজ করছেন, মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত বলে ধারণা করা হয় এমন যে কোনো ব্যক্তিকে মৌখিকভাবে পরীক্ষা করতে পারবেন।
(২) এরূপ ব্যক্তি মামলা সম্পর্কিত এরূপ কর্মকর্তা কর্তৃক তাকে জিজ্ঞাসিত সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য থাকবেন, তবে যে প্রশ্নের উত্তর তাকে কোনো ফৌজদারি অভিযোগ বা কোনো জরিমানা বা বাজেয়াপ্তির শিকার করার প্রবণতা রাখে সেই প্রশ্ন ব্যতীত।
(৩) পুলিশ-কর্মকর্তা এই ধারার অধীনে পরীক্ষাকালে তার নিকট প্রদত্ত যে কোনো জবানবন্দি লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারবেন, এবং তা করলে যার জবানবন্দি তিনি লিপিবদ্ধ করছেন প্রতিটি ব্যক্তির জন্য পৃথক নথি প্রস্তুত করবেন।

§164 · জবানবন্দি ও দোষস্বীকার লিপিবদ্ধ করার ক্ষমতা

(১) কোনো মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট, কোনো প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট এবং সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো দ্বিতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট, যদি তিনি পুলিশ-কর্মকর্তা না-হন, তবে এই অধ্যায়ের অধীনে তদন্তকালে বা তার পরবর্তী যে কোনো সময়ে অনুসন্ধান বা বিচার শুরুর পূর্বে তার নিকট প্রদত্ত কোনো জবানবন্দি বা দোষস্বীকার লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।

(২) এরূপ জবানবন্দি সাক্ষ্য লিপিবদ্ধকরণের জন্য পরবর্তীতে নির্ধারিত পদ্ধতির মধ্যে যে পদ্ধতি, তার মতে, মামলার পরিস্থিতির জন্য সর্বাধিক উপযোগী, সেই পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এরূপ দোষস্বীকার ৩৬৪ ধারায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ ও স্বাক্ষরিত হবে, এবং এরূপ জবানবন্দি বা দোষস্বীকার তখন যে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মামলাটি অনুসন্ধান বা বিচার করা হবে তার নিকট প্রেরণ করতে হবে।

(৩) কোনো ম্যাজিস্ট্রেট এরূপ কোনো দোষস্বীকার লিপিবদ্ধ করার পূর্বে, দোষস্বীকারকারীকে ব্যাখ্যা করবেন যে, তিনি দোষস্বীকার করতে বাধ্য নন এবং তিনি তা করলে তা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে; এবং কোনো ম্যাজিস্ট্রেট দোষস্বীকারকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই বিশ্বাস করার কারণ না-পাওয়া পর্যন্ত যে তা স্বেচ্ছায় প্রদত্ত হয়েছে, এরূপ কোনো দোষস্বীকার লিপিবদ্ধ করবেন না; এবং যখন তিনি কোনো দোষস্বীকার লিপিবদ্ধ করেন, তখন তিনি লিপিবদ্ধ দলিলের নিচে নিম্নরূপ মর্মে একটি স্মারকলিপি সংযোজন করবেন:

"আমি (নাম)-কে ব্যাখ্যা করেছি যে, তিনি দোষস্বীকার করতে বাধ্য নন এবং তিনি তা করলে, তিনি যে কোনো দোষস্বীকার করেন তা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, এবং আমি বিশ্বাস করি যে এই দোষস্বীকার স্বেচ্ছায় করা হয়েছে। তা আমার উপস্থিতি ও শ্রবণে গৃহীত হয়েছিল, এবং দোষস্বীকারকারীকে পড়ে শোনানো হয়েছিল এবং তিনি তা সঠিক বলে স্বীকার করেছেন, এবং তাতে তার প্রদত্ত জবানবন্দির সম্পূর্ণ ও সত্য বিবরণ রয়েছে।

(স্বাক্ষরিত) ক. খ.

ম্যাজিস্ট্রেট।"

ব্যাখ্যা: কোনো জবানবন্দি বা দোষস্বীকার গ্রহণ ও লিপিবদ্ধকারী ম্যাজিস্ট্রেটের সেই মামলায় এখতিয়ারসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক নয়।

§167 · পুলিশি তদন্ত সম্পন্ন হতে না-পারলে অনুসরণীয় পদ্ধতি

(১) যখনই কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে হেফাজতে আটক রাখা হয়, এবং প্রতীয়মান হয় যে, ৬১ ধারা দ্বারা নির্ধারিত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করা যাবে না, এবং অভিযোগ বা তথ্য সুপ্রতিষ্ঠিত বলে বিশ্বাস করার কারণ থাকে, তবে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তদন্তকারী পুলিশ-কর্মকর্তা, যদি তিনি সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিচে না-হন, তবে অবিলম্বে মামলা সংক্রান্ত নিম্নে বর্ণিত ডায়েরির নথিসমূহের একটি অনুলিপি নিকটতম বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করবেন, এবং একই সময়ে আসামিকে সেই ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করবেন।

(২) যে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কোনো আসামিকে এই ধারার অধীনে প্রেরণ করা হয়, তিনি, মামলা বিচারের এখতিয়ার থাকুক বা না-থাকুক, সময়ে সময়ে ম্যাজিস্ট্রেট উপযুক্ত মনে করেন এমন হেফাজতে আসামির আটক অনুমোদন করতে পারবেন, সর্বমোট পনেরো দিনের অধিক নয় এমন মেয়াদের জন্য। যদি তার মামলা বিচার করার বা বিচারের জন্য প্রেরণের এখতিয়ার না-থাকে, এবং তিনি অধিকতর আটক অপ্রয়োজনীয় মনে করেন, তবে তিনি আসামিকে এরূপ এখতিয়ারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণের আদেশ দিতে পারবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, তৃতীয় শ্রেণির কোনো ম্যাজিস্ট্রেট, এবং সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নন এমন দ্বিতীয় শ্রেণির কোনো ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ হেফাজতে আটক অনুমোদন করবেন না।

(৩) কোনো ম্যাজিস্ট্রেট এই ধারার অধীনে পুলিশ হেফাজতে আটক অনুমোদনকালে তার কারণ লিপিবদ্ধ করবেন।

(৪) এরূপ আদেশ চিফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ব্যতীত অন্য কোনো ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত হলে, তিনি তার আদেশের একটি অনুলিপি, তার কারণসহ, চিফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করবেন যার অধীনস্থ তিনি।

(৪ক) এরূপ আদেশ চিফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত হলে, তিনি তার আদেশের একটি অনুলিপি, তার কারণসহ, চিফ মেট্রোপলিটান সেশন জজ বা সেশন জজের নিকট প্রেরণ করবেন যার অধীনস্থ তিনি।

(৫) অপরাধ সংঘটন সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তির তারিখ থেকে বা তদন্তের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের তারিখ থেকে একশত বিশ দিনের মধ্যে তদন্ত সমাপ্ত না-হলে,

(ক) যে অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত তা মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা দশ বছরের অধিক কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় না-হলে, সেই অপরাধের আমলে গ্রহণে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট বা তদন্তের আদেশদানকারী ম্যাজিস্ট্রেট, উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আসামিকে জামিনে মুক্তি দিতে পারবেন; এবং

(খ) যে অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত তা মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা দশ বছরের অধিক কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হলে, কোর্ট অব সেশন, সেই আদালতের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আসামিকে জামিনে মুক্তি দিতে পারবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার অধীনে কোনো আসামিকে জামিনে মুক্তি দেওয়া না-হলে, ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমতে, কোর্ট অব সেশন তার কারণ লিপিবদ্ধ করবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, যেসব ক্ষেত্রে আসামির বিচারের জন্য প্রাসঙ্গিক আইনের বিধান অনুসারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তি আবশ্যক, সেসব ক্ষেত্রে এরূপ অনুমোদন প্রাপ্তিতে ব্যয়িত সময় এই উপ-ধারায় নির্ধারিত মেয়াদ থেকে বাদ দেওয়া হবে।

ব্যাখ্যা: অনুমোদন প্রাপ্তিতে ব্যয়িত সময় গণনা শুরু হবে যেদিন সকল প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ মামলাটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য দাখিল করা হয়, এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদন আদেশ প্রাপ্তির দিনে তা সমাপ্ত বলে গণ্য হবে।

(৬)-(৭ক) [বাদ দেওয়া হয়েছে, দ্য ক্রিমিনাল প্রসিডিউর (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৪২নং আইন)-এর ২ ধারা দ্বারা]।

(৮) উপ-ধারা (৫)-এর বিধান পেনাল কোড, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫নং আইন)-এর ৪০০ বা ৪০১ ধারার অধীন কোনো অপরাধের তদন্তে প্রযোজ্য হবে না।

§173 · তদন্তের প্রতিবেদন

(১) এই অধ্যায়ের অধীনে প্রতিটি তদন্ত অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব ছাড়া সম্পন্ন করতে হবে, এবং তা সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
(ক) পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে অপরাধের আমলে গ্রহণে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফর্মে, পক্ষগণের নাম, তথ্যের প্রকৃতি এবং মামলার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত বলে প্রতীয়মান ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করে একটি রিপোর্ট প্রেরণ করবেন, এবং আসামি (গ্রেফতারকৃত হলে) হেফাজতে প্রেরিত হয়েছেন নাকি তার বন্ডে মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং তা হলে জামানতসহ না জামানত ছাড়া, তা উল্লেখ করবেন, এবং
(খ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অপরাধ সংঘটন সম্পর্কিত তথ্য যিনি প্রথম প্রদান করেছিলেন তাকে, যদি থাকেন, তার গৃহীত ব্যবস্থা অবহিত করবেন।
(২) ১৫৮ ধারার অধীনে কোনো ঊর্ধ্বতন পুলিশ-কর্মকর্তা নিযুক্ত হলে, সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশে যেসব ক্ষেত্রে নির্দেশ দেন সেসব ক্ষেত্রে রিপোর্ট সেই কর্মকর্তার মাধ্যমে দাখিল করতে হবে, এবং তিনি, ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ মুলতুবি থাকাকালে, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে আরও তদন্ত করার নির্দেশ দিতে পারবেন।
(৩) এই ধারার অধীনে প্রেরিত কোনো রিপোর্ট থেকে যখনই প্রতীয়মান হয় যে, আসামিকে তার বন্ডে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, তখন ম্যাজিস্ট্রেট এরূপ বন্ড অবমুক্তকরণের বা অন্যথায় যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ আদেশ প্রদান করবেন।
(৩ক) এরূপ রিপোর্ট ১৭০ ধারা প্রযোজ্য এমন কোনো মামলা সংক্রান্ত হলে, পুলিশ-কর্মকর্তা রিপোর্টের সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করবেন,
(ক) প্রসিকিউশন যেসব দলিল বা তার প্রাসঙ্গিক অংশের ওপর নির্ভর করার প্রস্তাব করে, তদন্তকালে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ইতঃপূর্বে প্রেরিত দলিলাদি ব্যতীত, সেসব সকল দলিল;
(খ) প্রসিকিউশন যাদের নিজের সাক্ষী হিসেবে পরীক্ষা করার প্রস্তাব করে সেই সকল ব্যক্তির ১৬১ ধারার উপ-ধারা (৩)-এর অধীনে লিপিবদ্ধ জবানবন্দি।
(৩খ) উপ-ধারা (১)-এর অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কোনো রিপোর্ট প্রেরিত হওয়ার পর কোনো অপরাধ সম্পর্কে আরও তদন্ত করায় এই ধারার কোনো কিছু প্রতিবন্ধক বলে গণ্য হবে না, এবং সেরূপ তদন্তে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মৌখিক বা দালিলিক অতিরিক্ত সাক্ষ্য প্রাপ্ত হলে, তিনি সেরূপ সাক্ষ্য সম্পর্কে নির্ধারিত ফর্মে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট একটি অতিরিক্ত রিপোর্ট বা রিপোর্টসমূহ প্রেরণ করবেন; এবং উপ-ধারা (১) থেকে (৩ক)-এর বিধানাবলি, যতদূর সম্ভব, উপ-ধারা (১)-এর অধীনে প্রেরিত রিপোর্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তেমনিভাবে এরূপ রিপোর্ট বা রিপোর্টসমূহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।
(৪) এই ধারার অধীনে প্রেরিত যে কোনো রিপোর্টের একটি অনুলিপি, আবেদনক্রমে, অনুসন্ধান বা বিচার শুরুর পূর্বে আসামিকে সরবরাহ করতে হবে:
তবে শর্ত থাকে যে, ম্যাজিস্ট্রেট কোনো বিশেষ কারণে তা বিনামূল্যে সরবরাহ করা উপযুক্ত মনে না-করলে, তার জন্য মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

§190 · ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অপরাধের আমলে গ্রহণ

(১) এতদপরবর্তী বিধান সাপেক্ষে, যে কোনো চিফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট, মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট, এবং উপ-ধারা (২) বা (৩)-এর অধীনে এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো ম্যাজিস্ট্রেট, নিম্নোক্তভাবে যে কোনো অপরাধের আমলে গ্রহণ করতে পারবেন,
(ক) এরূপ অপরাধ গঠনকারী তথ্যের নালিশ প্রাপ্তিতে;
(খ) কোনো পুলিশ-কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিতভাবে প্রদত্ত এরূপ তথ্যের রিপোর্ট প্রাপ্তিতে;
(গ) পুলিশ-কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যে, বা তার নিজস্ব জ্ঞান বা সন্দেহে, যে এরূপ অপরাধ সংঘটিত হয়েছে।
(২) সরকার পারবে, এবং হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে জারিকৃত কোনো সাধারণ বা বিশেষ আদেশ সাপেক্ষে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পারবেন, উপ-ধারা (১)-এর দফা (ক) বা দফা (খ)-এর অধীনে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণির যে কোনো ম্যাজিস্ট্রেটকে এমন অপরাধের আমলে গ্রহণে ক্ষমতাপ্রদান করতে, যা তিনি বিচার করতে বা বিচারের জন্য প্রেরণ করতে পারেন।
(৩) সরকার দ্বিতীয় শ্রেণির যে কোনো ম্যাজিস্ট্রেটকে উপ-ধারা (১)-এর দফা (গ)-এর অধীনে এমন অপরাধের আমলে গ্রহণে ক্ষমতাপ্রদান করতে পারবে, যা তিনি বিচার করতে বা বিচারের জন্য প্রেরণ করতে পারেন।
(৪) এই ধারায় বা এই কোডের অন্যত্র বিপরীত যা কিছু থাকুক না কেন, সরকার, তাতে উল্লিখিত কারণ ও মেয়াদ নির্দিষ্টকারী আদেশ দ্বারা, কোনো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে উপ-ধারা (১)-এর দফা (ক), (খ) বা (গ)-এর অধীনে অপরাধসমূহের আমলে গ্রহণে ক্ষমতাপ্রদান করতে পারবে, এবং সেই নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তা সক্ষম এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে বিচারের জন্য প্রেরণ করবেন।

§200 · নালিশকারীর পরীক্ষা

কোনো নালিশে অপরাধের আমলে গ্রহণকারী ম্যাজিস্ট্রেট অবিলম্বে শপথের ওপর নালিশকারী এবং উপস্থিত সাক্ষীদের মধ্যে তিনি যাদের প্রয়োজনীয় মনে করেন তাদের পরীক্ষা করবেন, এবং পরীক্ষার সারবস্তু লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং তা এরূপ পরীক্ষিত নালিশকারী বা সাক্ষী দ্বারা, এবং ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারাও স্বাক্ষরিত হবে:
নিম্নোক্ত শর্তসমূহ সাপেক্ষে:
(ক) যখন নালিশ লিখিতভাবে করা হয়, তখন এতে থাকা কোনো কিছুই ১৯২ ধারার অধীনে মামলা স্থানান্তরের পূর্বে এরূপ পরীক্ষা আবশ্যক করে বলে গণ্য হবে না;
(কক) যখন নালিশ লিখিতভাবে করা হয় এবং নালিশটি কোনো আদালত কর্তৃক বা তার সরকারি কর্তব্য পালনকালে বা পালন করছেন মর্মে কর্মরত কোনো পাবলিক সার্ভেন্ট কর্তৃক করা হয়েছে, তখন এতে থাকা কোনো কিছুই এরূপ পরীক্ষা আবশ্যক করে বলে গণ্য হবে না;
(গ) যখন মামলাটি ১৯২ ধারার অধীনে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং যে ম্যাজিস্ট্রেট তা স্থানান্তর করেছেন তিনি ইতঃমধ্যে নালিশকারী ও সাক্ষী, যদি থাকেন, পরীক্ষা করে থাকেন, তবে যার নিকট তা এভাবে স্থানান্তরিত হয়েছে সেই ম্যাজিস্ট্রেট তাদের পুনঃপরীক্ষা করতে বাধ্য থাকবেন না।

§241A · কখন আসামিকে অব্যাহতি দেওয়া হবে

আসামি ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হলে বা আনীত হলে, এবং ম্যাজিস্ট্রেট যদি মামলার নথি ও তার সঙ্গে দাখিলকৃত দলিলাদি বিবেচনা করে এবং প্রয়োজন মনে করলে আসামির এরূপ পরীক্ষা করে এবং প্রসিকিউশন ও আসামিকে শুনানির সুযোগ দেওয়ার পর অভিযোগটি ভিত্তিহীন মনে করেন, তবে তিনি আসামিকে অব্যাহতি দেবেন এবং তার কারণ লিপিবদ্ধ করবেন।

§435 · রেকর্ড তলবের ক্ষমতা

(১) হাইকোর্ট বিভাগ বা কোনো দায়রা জজ, নিজ নিজ এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত কোনো অধস্তন ফৌজদারি আদালতের সম্মুখে যে কোনো কার্যধারার নথি তলব করে পরীক্ষা করতে পারবেন, তাতে প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্ত, দণ্ডাদেশ বা আদেশের সঠিকতা, বৈধতা বা যথার্থতা এবং ঐ অধস্তন আদালতের কার্যধারার নিয়মিততা সম্পর্কে নিজেকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে, এবং এরূপ নথি তলবকালে যে কোনো দণ্ডাদেশের কার্যকরণ স্থগিত রাখতে এবং আসামি আটক থাকলে নথি পরীক্ষা চলাকালীন তাকে জামিনে বা তার নিজ বন্ডে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারবেন।
ব্যাখ্যা: এই উপ-ধারার উদ্দেশ্যে সকল ম্যাজিস্ট্রেট, নির্বাহী হোক বা বিচার বিভাগীয়, দায়রা জজের অধস্তন বলে গণ্য হবেন।

§439 · হাইকোর্ট বিভাগের রিভিশন ক্ষমতা

(১) যে কোনো কার্যধারার ক্ষেত্রে যার নথি হাইকোর্ট বিভাগ স্বয়ং তলব করেছে, বা যা আদেশের জন্য প্রতিবেদিত হয়েছে, বা যা অন্যভাবে তার গোচরে এসেছে, হাইকোর্ট বিভাগ তার বিবেচনায় ৪২৩, ৪২৬, ৪২৭ ও ৪২৮ ধারা দ্বারা আপিল আদালতে অর্পিত ক্ষমতা, অথবা ৩৩৮ ধারা দ্বারা কোনো আদালতে অর্পিত ক্ষমতার যে কোনোটি প্রয়োগ করতে পারবেন, এবং দণ্ড বৃদ্ধি করতে পারবেন; এবং রিভিশন আদালত গঠনকারী বিচারকগণের মধ্যে সমান সংখ্যায় মতভেদ হলে, ৪২৯ ধারায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে মামলাটি নিষ্পত্তি করতে হবে।
(২) এই ধারার অধীনে আসামির প্রতিকূলে কোনো আদেশ প্রদান করা যাবে না, যদি না তাকে স্বয়ং বা কৌঁসুলির মাধ্যমে তার নিজ আত্মপক্ষ সমর্থনে শুনানির সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে।
(৩) এই ধারার অধীনে বিবেচিত দণ্ডাদেশ কোনো ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত হয়ে থাকলে, আদালত এমন কোনো বৃহত্তর দণ্ড আরোপ করবে না, যা ঐ আদালতের মতে আসামি যে অপরাধ সংঘটন করেছেন সেই অপরাধের জন্য একজন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আরোপযোগ্য হতে পারত তার চেয়ে বেশি।
(৪) এই ধারার কোনো কিছুই হাইকোর্ট বিভাগকে খালাসের সিদ্ধান্তকে দণ্ডাদেশে রূপান্তরিত করার, অথবা ৪৩৯ক ধারার অধীনে দায়রা জজ কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ সম্পর্কে রিভিশন কার্যধারা গ্রহণ করার ক্ষমতা প্রদান করে বলে গণ্য হবে না।
(৫) এই কার্যবিধির অধীনে আপিল চলে অথচ কোনো আপিল আনীত না হলে, যে পক্ষ আপিল করতে পারতেন তার উদ্যোগে কোনো রিভিশন কার্যধারা গ্রহণ করা যাবে না।
(৬) এই ধারায় বর্ণিত অন্য যা কিছুই থাকুক না কেন, যে কোনো দণ্ডিত ব্যক্তিকে উপ-ধারা (২)-এর অধীনে তার দণ্ড বৃদ্ধি না করার কারণ দর্শানোর সুযোগ দেওয়া হলে, তিনি কারণ দর্শানোর সময় তার দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধেও কারণ দর্শানোর অধিকারী হবেন।

§496 · কোন ক্ষেত্রে জামিন নিতে হবে

কোনো অ-জামিনযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত নন এমন কোনো ব্যক্তি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক পরোয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তার বা আটক হলে, বা আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হলে বা আনা হলে, এবং তিনি সেই কর্মকর্তার হেফাজতে থাকাকালে যে কোনো সময়ে বা সেই আদালতের সম্মুখে কার্যধারার যে কোনো পর্যায়ে জামিন দিতে প্রস্তুত থাকলে, সেই ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দিতে হবে:
তবে শর্ত থাকে যে, উপযুক্ত মনে করলে, সেই কর্মকর্তা বা আদালত সেই ব্যক্তির নিকট থেকে জামিন গ্রহণের পরিবর্তে, পরবর্তীতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে জামিনদার ছাড়া তার হাজিরার বন্ড সম্পাদনক্রমে তাকে মুক্তি দিতে পারবে:
আরও শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছুই ১০৭ ধারার উপ-ধারা (৪) বা ১১৭ ধারার উপ-ধারা (৩)-এর বিধানকে প্রভাবিত করে বলে গণ্য হবে না।

barprepbd.com

§497 · জামিন

(১) কোনো ব্যক্তি কোনো অ-জামিনযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে পরোয়ানা ছাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক গ্রেপ্তার বা আটক হলে, বা আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হলে বা আনা হলে, তাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে, তবে তিনি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী বলে বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ দেখা গেলে তাকে এভাবে মুক্তি দেওয়া যাবে না:
তবে শর্ত থাকে যে, আদালত এরূপ অপরাধে অভিযুক্ত ষোল বছরের কম বয়সী কোনো ব্যক্তি, বা কোনো নারী, বা কোনো অসুস্থ বা দুর্বল ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারবেন।
(২) তদন্ত, অনুসন্ধান বা বিচারের যে কোনো পর্যায়ে যদি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা আদালতের কাছে এই মর্মে মনে হয় যে, আসামি কোনো অ-জামিনযোগ্য অপরাধ সংঘটন করেছেন বলে বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ নেই, কিন্তু তার দোষ সম্পর্কে অধিকতর অনুসন্ধানের জন্য পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে, তবে এরূপ অনুসন্ধান চলাকালীন আসামিকে জামিনে, অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা আদালতের বিবেচনায় জামিনদার ছাড়া তার হাজিরার জন্য বন্ড সম্পাদনক্রমে মুক্তি দিতে হবে, যেভাবে এরপর বিধান করা হয়েছে।
(৩) উপ-ধারা (১) বা উপ-ধারা (২)-এর অধীনে কোনো ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দানকারী কর্মকর্তা বা আদালত এভাবে করার কারণ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করবেন।
(৪) কোনো অ-জামিনযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার সমাপ্তির পর এবং রায় প্রদানের আগে যে কোনো সময়ে, আদালতের যদি এই মর্মে অভিমত হয় যে আসামি এরূপ কোনো অপরাধে দোষী নন বলে বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে, তবে তিনি হেফাজতে থাকলে রায় শ্রবণের জন্য হাজিরার বন্ড সম্পাদনক্রমে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে।
(৫) হাইকোর্ট বিভাগ বা দায়রা আদালত এবং, স্বয়ং কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে অন্য যে কোনো আদালত, এই ধারার অধীনে মুক্তিপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করাতে পারবেন এবং তাকে হেফাজতে সমর্পণ করতে পারবেন।

§498 · জামিনে গ্রহণ বা জামিন হ্রাসের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা

এই অধ্যায়ের অধীনে সম্পাদিত প্রতিটি বন্ডের পরিমাণ মামলার পরিস্থিতির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে নির্ধারণ করতে হবে এবং তা অত্যধিক হবে না; এবং হাইকোর্ট বিভাগ বা দায়রা আদালত, দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল থাকুক বা না থাকুক, যে কোনো মামলায় নির্দেশ দিতে পারবেন যে কোনো ব্যক্তিকে জামিনে গ্রহণ করা হোক, অথবা কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নির্ধারিত জামিন হ্রাস করা হোক।

★ তদন্ত ও পুলিশের ক্ষমতা; ১৭৩ ধারার প্রতিবেদন 2025, 2021, 2011, 2010, 2009, 2008...

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> "তদন্ত" বলিতে কী বুঝায়? তদন্তে পুলিশের ক্ষমতা আলোচনা করুন। ১৭৩ ধারার অধীন পুলিশ প্রতিবেদন দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেট কি আবদ্ধ? প্রতিবেদন গৃহীত হওয়ার পর পুলিশ কি সম্পূরক অভিযোগপত্র দাখিল বা অধিকতর তদন্ত করিতে পারে?

সংজ্ঞা। ৪ ধারা অনুযায়ী, "তদন্ত" বলতে সাক্ষ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কোনো পুলিশ কর্মকর্তা (অথবা ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি) কর্তৃক এই কার্যবিধির অধীন পরিচালিত সব কার্যক্রম বোঝায়। এটি পুলিশের কাজ, আদালতের কাজ "অনুসন্ধান" ও "বিচার" থেকে আলাদা।

পুলিশের ক্ষমতা। আমলযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে পুলিশি ব্যবস্থা চতুর্দশ অধ্যায়ে বিধৃত:

- ১৫৪ ধারা, এজাহার (FIR) লিপিবদ্ধ করা।
- ১৫৬ ধারা, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ম্যাজিস্ট্রেটের কোনো আদেশ ছাড়াই তাঁর এখতিয়ারভুক্ত আমলযোগ্য মামলা তদন্ত করতে পারেন; ১৯০ ধারার ম্যাজিস্ট্রেটও তদন্তের আদেশ দিতে পারেন।
- ১৫৭ ধারা, আমলযোগ্য অপরাধ সন্দেহ হলে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রতিবেদন পাঠিয়ে তদন্তে এগোনো।
- ১৬০ ধারা, সাক্ষীর উপস্থিতি দাবি করা; ১৬১ ধারা, সাক্ষী জিজ্ঞাসাবাদ (যিনি আত্ম-অপরাধজনক প্রশ্ন ছাড়া সত্য উত্তর দিতে বাধ্য); ১৬২ ধারা, এমন জবানবন্দি স্বাক্ষরবিহীন এবং কেবল প্রসিকিউশন সাক্ষীকে খণ্ডন করার জন্য ব্যবহারযোগ্য।
- ১৬৫ ধারা, তল্লাশি; ১৬৭ ধারা, ২৪ ঘণ্টায় তদন্ত শেষ না হলে আসামিকে হেফাজতের জন্য পাঠানো।

তাই আমলযোগ্য অপরাধ তদন্তে পুলিশের ক্ষমতা ব্যাপক এবং সাক্ষ্য সংগ্রহের পর্যায়ে অনেকাংশে বিচারিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত, তবু এটি **অসীম নয়**: ১৬২ ধারা (স্বাক্ষরিত জবানবন্দি নিষিদ্ধ), ১৬৩ ধারা (প্ররোচনা নিষিদ্ধ) এবং ১৬৭ ধারা / ২৪-ঘণ্টা হেফাজত রক্ষাকবচ দ্বারা এটি সীমাবদ্ধ।

১৭৩ ধারার প্রতিবেদন। তদন্ত শেষ হলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন (**অভিযোগপত্র**, অথবা সাক্ষ্য অপর্যাপ্ত হলে চূড়ান্ত/অব্যাহতি প্রতিবেদন) দাখিল করেন।

ম্যাজিস্ট্রেট কি এতে আবদ্ধ? না। প্রতিবেদনটি পুলিশের অভিমত মাত্র; অপরাধ আমলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ১৯০ ধারার অধীন ম্যাজিস্ট্রেটের। পুলিশ প্রতিবেদন অব্যাহতির সুপারিশ করলেও ম্যাজিস্ট্রেট তা গ্রহণে **বাধ্য নন**, তিনি (১) তা গ্রহণ করে অব্যাহতি দিতে পারেন; (২) দ্বিমত পোষণ করে ১৯০(১)(খ)/(গ) ধারার অধীন অপরাধ আমলে নিয়ে এগোতে পারেন; অথবা (৩) কোনো নারাজি (প্রতিবাদলিপি) আমলে নিয়ে অধিকতর অনুসন্ধানের নির্দেশ দিতে পারেন।

সম্পূরক অভিযোগপত্র / অধিকতর তদন্ত। হ্যাঁ। প্রতিবেদন দাখিল ও গৃহীত হওয়ার পরও ১৭৩ ধারা **অধিকতর তদন্তের** ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে সংরক্ষণ করে; পুলিশ অতিরিক্ত সাক্ষ্য সংগ্রহ করে একই অপরাধে **সম্পূরক প্রতিবেদন (অভিযোগপত্র)** দাখিল করতে পারে।

উপসংহার। তদন্ত হলো পুলিশের সাক্ষ্য-সংগ্রহ কাজ; তাদের ক্ষমতা ব্যাপক কিন্তু আইনগতভাবে সীমাবদ্ধ; অপরাধ আমলে নেওয়ার কর্তা ম্যাজিস্ট্রেট এবং তিনি ১৭৩ ধারার প্রতিবেদনে আবদ্ধ নন; এবং অধিকতর তদন্তে সম্পূরক অভিযোগপত্র দাখিল আইনসম্মত।

এফআইআর, জিডি এন্ট্রি ও ইউডি মামলা, পার্থক্য ও রূপান্তর 2025

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> এফআইআর, জিডি এন্ট্রি ও ইউডি মামলার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন। ইউডি মামলা কখন এফআইআর-এ রূপান্তরিত হয়?

৩৩ মিনিটের কাঠামো: ১) এফআইআর (১৫৪ ধারা; ফল ১৫৬ ধারা) → ২) জিডি (পুলিশ আইনের ৪৪ ধারা; অ-আমলযোগ্যে ১৫৫ ধারা) → ৩) ইউডি মামলা (১৭৪–১৭৬ ধারার সুরতহাল) → ৪) তিনটির পার্থক্য → ৫) ইউডি কখন এফআইআর হয়। *অবশ্যই লিখুন:* ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়া অ-আমলযোগ্য মামলার তদন্ত নয়; রূপান্তরের সুস্পষ্ট বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়া নেই, ১৫৪ ধারায় এফআইআর নথিভুক্ত হয় মাত্র।

এফআইআর, ১৫৪ ধারা। আমলযোগ্য (cognizable) অপরাধ সংঘটন-সংক্রান্ত যে সংবাদ প্রথম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে দেওয়া হয়, তা-ই **এজাহার বা এফআইআর**। মৌখিকভাবে দেওয়া হলে তা **লিখিত রূপ** দেওয়া হয়, সংবাদদাতাকে **পড়ে শোনানো** হয়, তাঁর **স্বাক্ষর** নেওয়া হয়, এবং নির্ধারিত ফরমের একটি বইয়ে এর সারমর্ম **লিপিবদ্ধ** হয়। এফআইআর নথিভুক্ত হলে পুলিশ **ম্যাজিস্ট্রেটের কোনো আদেশ ছাড়াই** নিয়মিত তদন্ত শুরু করতে পারে (১৫৬ ধারা)।

জিডি এন্ট্রি। সাধারণ ডায়েরি (থানা-ডায়েরি) শুধু ফৌজদারি কার্যবিধির সৃষ্টি নয়, **পুলিশ আইন, ১৮৬১-এর ৪৪ ধারা** অনুযায়ী প্রতিটি থানায় এটি রাখা বাধ্যতামূলক (বিস্তারিত: পুলিশ রেগুলেশন্স, বেঙ্গল, রেগুলেশন ৩৭৭), আর এতে লেখা হয় থানার নজরে আসা **সব ঘটনা, অভিযোগ ও সংবাদ**, **আমলযোগ্য হোক বা অ-আমলযোগ্য**, সঙ্গে আগমন-প্রস্থান ও চলাচল। কার্যবিধি এর মধ্যে নির্দিষ্ট তথ্য পাঠায়: **১৫৫ ধারা** অনুযায়ী **অ-আমলযোগ্য অপরাধের** সংবাদের সারমর্ম থানার বইয়ে লিখে কর্মকর্তা **সংবাদদাতাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠিয়ে দেন**, কারণ **প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়া কোনো পুলিশ-কর্মকর্তা অ-আমলযোগ্য মামলার তদন্ত করতে পারেন না**। প্রাথমিক বা অসম্পূর্ণ তথ্যও (যেমন কেউ নিখোঁজ, গোলযোগের আশঙ্কা) জিডিতে লেখা হয়, যা তখনো কোনো অপরাধ প্রকাশ করে না।

ইউডি মামলা, ১৭৪ ধারা। অস্বাভাবিক মৃত্যুর (Unnatural Death) মামলা নথিভুক্ত হয় যখন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংবাদ পান যে কেউ **আত্মহত্যা করেছেন**, বা **অন্য কারও হাতে, পশুর আঘাতে, যন্ত্রপাতিতে বা দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন**, বা **এমন পরিস্থিতিতে মারা গেছেন যাতে অন্য কারও অপরাধ সংঘটনের যুক্তিসংগত সন্দেহ জাগে**। কর্মকর্তা **সুরতহাল করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিকটতম নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে খবর দেন**, ঘটনাস্থলে যান, এলাকার গণ্যমান্য বাসিন্দাদের উপস্থিতিতে **মৃত্যুর আপাত কারণের** তদন্ত করেন, এবং জখম ও চিহ্নের বর্ণনা আর সেগুলো কীভাবে হয়েছে বলে মনে হয় তা লিখে **সুরতহাল প্রতিবেদন** প্রস্তুত করেন। ঘটনা জানেন এমন ব্যক্তিদের তিনি তলব করতে পারেন (**১৭৫ ধারা**), আর **পুলিশ হেফাজতে** মৃত্যু হলে সুরতহালের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে **অবশ্যই** অনুসন্ধান করতে হয় (**১৭৬ ধারা**)। অর্থাৎ ইউডি মামলা একটি *মৃত্যু-বিষয়ক অনুসন্ধান*, (এখনো) কোনো অপরাধের অভিযোগ-বিচার নয়।

তিনটির পার্থক্য:

	এফআইআর (১৫৪ ধারা)	জিডি এন্ট্রি (১৫৫ ধারা / থানা-ডায়েরি)	ইউডি মামলা (১৭৪ ধারা)
বিষয়	আমলযোগ্য অপরাধ	সব ঘটনা/অভিযোগ (পুলিশ আইনের ৪৪ ধারা); অ-আমলযোগ্য সংবাদ বিশেষত ১৫৫ ধারায়	আত্মহত্যা / অস্বাভাবিক / সন্দেহজনক মৃত্যু
এরপর কী হয়	ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়াই পুলিশের তদন্ত (১৫৬ ধারা)	ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়া তদন্ত নয় (১৫৫ ধারা)	মৃত্যুর আপাত কারণে সুরতহাল
চরিত্র	তদন্ত সচলকারী অভিযোগ	নথি / ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রেরণ	মৃত্যু-অনুসন্ধান, কোনো আসামি নেই

barprepbd.com

ইউডি মামলার এফআইআর-এ রূপান্তর। 'রূপান্তর' কথাটি পরীক্ষার সুবিধার্থে, কার্যবিধিতে এর **কোনো সুস্পষ্ট বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়া নেই**। বাস্তবে যা ঘটে: ইউডি মামলা এফআইআর-এ গড়ায় যখন সুরতহাল বা মৃত্যুর আপাত কারণের তদন্তে **কোনো আমলযোগ্য অপরাধের সংঘটন প্রকাশ পায়**, যেমন ময়নাতদন্তে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থায় দেখা যায় মৃত্যুটি নরহত্যাজনিত, কিংবা আপাত আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনা অনুসন্ধানে অন্য কারও কারসাজি বা প্ররোচনায় ঘটেছে বলে প্রমাণ মেলে। তখন সংবাদটি একটি আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ করছে; তা **১৫৪ ধারায় এফআইআর** হিসেবে নথিভুক্ত হয় (জ্ঞাত বা অজ্ঞাতনামা আসামির বিরুদ্ধে), এবং চতুর্দশ অধ্যায়ের নিয়মিত তদন্ত চলে, যার পরিণতি ১৭৩ ধারার প্রতিবেদন। সংক্ষেপে: **মৃত্যু যতক্ষণ কেবল অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক, ততক্ষণ তা ইউডি মামলা; উপাদানে আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ পাওয়া মাত্র ১৫৪ ধারায় এফআইআর নথিভুক্ত করে নিয়মিত ফৌজদারি তদন্ত শুরু হয়।**

উপসংহার। এফআইআর আমলযোগ্য অপরাধের তদন্তের সূচনা করে; জিডি এন্ট্রি অ-আমলযোগ্য বা প্রাথমিক তথ্যের নথি, যাতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়া পুলিশ তদন্ত করতে পারে না; আর ইউডি মামলা আত্মহত্যা বা অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক মৃত্যুর সুরতহাল-নির্ভর অনুসন্ধান। অনুসন্ধানে মৃত্যুর পেছনে আমলযোগ্য অপরাধ ধরা পড়লেই ইউডি মামলা এফআইআর-এ রূপ নেয়।

গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির অধিকার 2023, 2021

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> সংবিধান ও ফৌজদারি কার্যবিধির অধীন গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির অধিকারসমূহ আলোচনা করুন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হাজির করা এবং ২৪ ঘণ্টায় তদন্ত সমাপ্ত না হইলে অনুসরণীয় পদ্ধতিসহ।

সাংবিধানিক অধিকার (অনুচ্ছেদ ৩৩)। গ্রেপ্তারকৃত কোনো ব্যক্তি,

- যত দ্রুত সম্ভব গ্রেপ্তারের **কারণ জানার** অধিকারী;
- নিজের পছন্দমতো কোনো আইনজীবীর সঙ্গে **পরামর্শ ও তাঁর দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের** অধিকারী;
- গ্রেপ্তারের সময় থেকে **চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির** করতে হবে (যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সময় বাদে); এবং
- ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তৃত্ব ছাড়া ওই সময়ের বেশি **আটক রাখা যাবে না**।

(এই সাংবিধানিক রক্ষাকবচগুলো কোনো নিবর্তনমূলক আটক আইনের অধীন আটক ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, অনুচ্ছেদ ৩৩।)

ফৌজদারি কার্যবিধির অধিকার। কার্যবিধি এই নিশ্চয়তাগুলো পদ্ধতিগত আইনে নিয়েছে:

- **৬১ ধারা, ২৪-ঘণ্টা বিধি।** বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তারকৃত কোনো ব্যক্তিকে যুক্তিসঙ্গত সময়ের বেশি এবং ১৬৭ ধারার অধীন ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়া **২৪ ঘণ্টার বেশি** আটক রাখা যাবে না (যাত্রার সময় বাদে)।
- **৬০ ধারা / ৮১ ধারা**, গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে **অনাবশ্যক বিলম্ব ছাড়া ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আনতে হবে**।
- **৫০ ধারা**, পালানো ঠেকাতে প্রয়োজনের বেশি **বল প্রয়োগ** করা যাবে না।
- **৫১ ধারা / ৫২ ধারা**, গ্রেপ্তারকালে তল্লাশি নিয়ন্ত্রিত; কোনো **নারীর তল্লাশি কেবল নারী কর্তৃক** শালীনতার প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রেখে করতে হবে।
- **৫৪–৫৭ ধারা**, বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার নির্দিষ্ট শ্রেণিতে সীমাবদ্ধ; কোনো অ-আমলযোগ্য বিষয়ে নাম দিতে অস্বীকার করলে কেবল পরিচয় নিশ্চিতকরণের জন্য আটক রাখা যায়, ২৪-ঘণ্টার সর্বোচ্চ সীমাসহ (৫৭ ধারা)।
- **৩৪০ ধারা**, আসামি **কোনো কৌঁসুলির দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকারী**।
- **১৬৪ ধারা (স্বীকারোক্তি রক্ষাকবচ)।** ১৬৪ ধারার স্বীকারোক্তি অবশ্যই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হতে হবে এবং ৩৬৪ ধারার সতর্কীকরণসহ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

২৪ ঘণ্টায় তদন্ত সমাপ্ত না হলে অনুসরণীয় পদ্ধতি (১৬৭ ধারা)। যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তদন্ত শেষ করা না যায় এবং অভিযোগ সুপ্রতিষ্ঠিত বলে বিশ্বাস করার কারণ থাকে, তবে কর্মকর্তা মামলার কেস ডায়েরিসহ আসামিকে **নিকটতম জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের** কাছে পাঠান, যিনি আসামিকে (পুলিশ অথবা জুডিশিয়াল হেফাজতে) সর্বমোট **পনেরো (১৫) দিনের** বেশি নয় এমন মেয়াদে **আটক** রাখার অনুমতি দিতে পারেন। মামলা বিচার করার এখতিয়ারবিহীন কোনো ম্যাজিস্ট্রেট কারণ লিপিবদ্ধ করে তা আরও এগিয়ে পাঠানোর আদেশ দিতে পারেন।

বিলম্বের ক্ষেত্রে জামিন রক্ষাকবচ। যেক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে তদন্ত শেষ হয় না, সেক্ষেত্রে আসামি জামিনের অধিকারী হন, ১০ বছরের কম কারাদণ্ডযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে বিষয়টি বিবেচনাকারী ম্যাজিস্ট্রেট, এবং মৃত্যু / যাবজ্জীবন / ১০ বছরের বেশি দণ্ডযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে দায়রা আদালত।

দৃষ্টান্ত। D-কে সন্ধ্যা ৬টায় বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে গ্রেপ্তারের কারণ জানাতে হবে, কৌঁসুলির সুযোগ দিতে হবে এবং পরদিন সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে (অতিরিক্ত যাত্রার সময়সহ) নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করতে হবে। পুলিশের বেশি সময় দরকার হলে তাদের ১৬৭ ধারার রিমান্ড চাইতে হবে; ওই আদেশ ছাড়া ২৪ ঘণ্টার বেশি আটক রাখা বেআইনি।

উপসংহার। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি পরস্পর-জড়িত সাংবিধানিক (অনুচ্ছেদ ৩৩) ও বিধিবদ্ধ (৫০–৬১, ১৬৭, ৩৪০, ৩৬৪ ধারা) সুরক্ষা পান, গ্রেপ্তারের কারণ, কৌঁসুলি, অতিরিক্ত বল প্রয়োগ না করা, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হাজিরকরণ এবং তদন্ত ছাড়িয়ে গেলে সর্বমোট ১৫ দিনে সীমাবদ্ধ ম্যাজিস্ট্রেট-নিয়ন্ত্রিত ১৬৭ ধারার রিমান্ড।

অব্যাহতি বনাম খালাস; ২৪১ক ধারা; দ্বৈত বিপদ (double jeopardy) 2025, 2023, 2015, 2012, 2010, 2007

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> অব্যাহতি ও খালাসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন। ২৪১ক ধারার অধীন অব্যাহতি দিবার ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট কোন কোন বিবেচনা সম্মুখে রাখেন? খালাসপ্রাপ্ত আসামিকে কি একই অপরাধে পুনরায় বিচার করা যাইতে পারে?

পার্থক্য। অব্যাহতি হলো মামলার বিচার সম্পন্ন হওয়ার **আগেই** আসামিকে এই ভিত্তিতে অব্যাহতি দেওয়া যে অভিযোগ **ভিত্তিহীন**, আসামি মুক্তি পান বটে, কিন্তু তাঁকে নির্দোষ ঘোষণা করা হয় না, এবং বিষয়টি গুণাগুণের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি হয়নি। **খালাস** হলো বিচার শেষ হওয়ার **পর দেওয়া চূড়ান্ত রায়** যাতে আসামিকে **নির্দোষ** সাব্যস্ত করা হয়, এবং তা গুণাগুণের ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ। ব্যবহারিক ফলাফল ভিন্ন: যথাযথ ক্ষেত্রে অব্যাহতি আবার খোলা যেতে পারে (যেমন ৪৩৬ ধারার অধীন অধিকতর অনুসন্ধানে), অন্যদিকে খালাস নতুন বিচারের অন্তরায় হয়।

অব্যাহতি দেওয়ার বিবেচনা (২৪১ক ধারা)। ম্যাজিস্ট্রেট-বিচারে, **নথি বিবেচনা** করে এবং **আসামি ও প্রসিকিউশনকে শুনে** যদি ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগটিকে **ভিত্তিহীন** মনে করেন, তবে তিনি আসামিকে **অব্যাহতি** দেন এবং **তাঁর কারণ লিপিবদ্ধ করেন**। একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হলো, উপাত্তকে সর্বোচ্চ মূল্যে ধরে নিলেও আসামি কোনো অপরাধ করেছেন বলে অনুমান করার কোনো ভিত্তি আছে কি না; যদি না থাকে, তবে অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং অব্যাহতি আসে (তুলনীয় ২৪২ ধারা, যেখানে ভিত্তি থাকে এবং অভিযোগ গঠিত হয়)।

খালাসের পর পুনর্বিচার, দ্বৈত বিপদ (৪০৩ ধারা)। না। ৪০৩ ধারার অধীন (*autrefois acquit / autrefois convict* নীতি অনুযায়ী), **কোনো ব্যক্তি একবার কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক বিচারিত হয়ে দণ্ডিত বা খালাসপ্রাপ্ত হলে, সেই সিদ্ধান্ত বহাল থাকা অবস্থায় তাঁকে একই অপরাধে পুনরায় বিচারের জন্য দায়বদ্ধ করা যায় না**। এটি দ্বৈত বিপদের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক সুরক্ষারই প্রতিফলন।

তবে ৪০৩ ধারার সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়:

- **অব্যাহতি** (অথবা নালিশ খারিজ, কিংবা ২৪৯ ধারার অধীন কার্যক্রম স্থগিত) **খালাস নয়**, তাই এটি পরবর্তী কোনো কার্যক্রমের অন্তরায় হয় **না**।
- **স্বতন্ত্র অপরাধ**, যার জন্য আলাদা অভিযোগ গঠিত হতে পারত (২৩৫(১) ধারা), নিষিদ্ধ নয়।
- যেক্ষেত্রে একই কাজের কোনো **নতুন পরিণতি** পরে দেখা দিয়ে (৪০৩(৩) ধারা) ভিন্ন অপরাধ গঠন করে, সেই অপরাধের বিচার নিষিদ্ধ নয়।

উদাহরণ। 'ক'-কে একটি চুরির অভিযোগে ২৪১ক ধারার অধীন **অব্যাহতি** দেওয়া হলো; পরে নতুন সাক্ষ্য এলো, তাঁর বিরুদ্ধে আবার কার্যক্রম নেওয়া যেতে পারে, কারণ অব্যাহতি খালাস নয়। কিন্তু 'ক' যদি সেই চুরির অভিযোগে **বিচারিত হয়ে খালাসপ্রাপ্ত** হতেন, তবে ৪০৩ ধারা একই চুরির জন্য দ্বিতীয় বিচার নিষিদ্ধ করত।

উপসংহার। অব্যাহতি হলো ভিত্তিহীন অভিযোগে বিচার-পূর্ব মুক্তি (২৪১ক ধারা, কারণ লিপিবদ্ধ); খালাস হলো গুণাগুণের ভিত্তিতে নির্দোষ সাব্যস্তকরণের রায়; ৪০৩ ধারার পুনর্বিচার-নিষেধ কেবল খালাসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যা ৪০৩ ধারার ব্যতিক্রমগুলো সাপেক্ষে।

দায়রা জজ ও হাইকোর্ট বিভাগের রিভিশনাল ক্ষমতা 2014, 2006, 2005

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> দায়রা জজ ও হাইকোর্ট বিভাগের রিভিশনাল ক্ষমতা আলোচনা করুন। একটি রিভিশনাল আদালত কি খালাসকে দোষী সাব্যস্তকরণে রূপান্তর করিতে পারে?

নথি তলবের ক্ষমতা (৪৩৫ ধারা)। হাইকোর্ট বিভাগ **অথবা যেকোনো দায়রা জজ** তাঁর এখতিয়ারভুক্ত কোনো অধস্তন ফৌজদারি আদালতের নথি **তলব করে পরীক্ষা করতে** পারেন, যাতে কোনো সিদ্ধান্ত, দণ্ড বা আদেশের **শুদ্ধতা, আইনানুগতা বা যথার্থতা** এবং কার্যক্রমের নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে সব ম্যাজিস্ট্রেট দায়রা জজের অধস্তন।

অনুসন্ধানের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা (৪৩৬ ধারা)। নথি পরীক্ষা করে হাইকোর্ট বিভাগ বা দায়রা জজ সিজেএম/সিএমএম-কে ২০৩ ধারার (অথবা ২০৪(৩) ধারার) অধীন খারিজকৃত কোনো নালিশে অথবা কোনো অব্যাহতিপ্রাপ্ত আসামির বিষয়ে **অধিকতর অনুসন্ধান** করার নির্দেশ দিতে পারেন, তবে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিতে হবে।

barprepbd.com

হাইকোর্ট বিভাগের রিভিশনাল ক্ষমতা (৪৩৯ ধারা)। যেকোনো কার্যক্রমে, যার নথি তলব করা হয়েছে বা যা রিপোর্ট করা হয়েছে, হাইকোর্ট বিভাগ একটি **আপিল আদালতের** ক্ষমতা (৪২৩, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৮ ধারা) প্রয়োগ করতে পারে এবং উপরন্তু আসামিকে শুনানির সুযোগ দেওয়ার পর **দণ্ড বাড়াতে** পারে। সীমা: রিভিশনে হাইকোর্ট বিভাগ সাধারণত খালাসকে দোষী সাব্যস্তকরণে রূপান্তর করতে **পারে না** (৪৩৯(৪) ধারা); এবং যেখানে আপিল চলে কিন্তু দাখিল করা হয়নি, সেখানে পক্ষের আবেদনক্রমে কোনো রিভিশন চলে না (৪৩৯(৫) ধারা)।

দায়রা জজের রিভিশনাল ক্ষমতা (৪৩৯ক ধারা)। একজন দায়রা জজ তাঁর তলবকৃত নথির ওপর **একই ৪৩৯ ধারার ক্ষমতা** প্রয়োগ করতে পারেন; কোনো ব্যক্তির বিষয়ে তাঁর রিভিশনাল **সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত**, তাই হাইকোর্ট বিভাগ ৪৩৯ক ধারার আদেশের বিরুদ্ধে আর কোনো রিভিশন নেবে না। (একজন অতিরিক্ত দায়রা জজ তাঁর কাছে স্থানান্তরিত মামলায় এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন।)

একটি রিভিশনাল আদালত কি খালাসকে দোষী সাব্যস্তকরণে রূপান্তর করতে পারে? না। ৪৩৯(৪) ধারা রিভিশনাল আদালতকে **খালাসের সিদ্ধান্তকে দোষী সাব্যস্তকরণের সিদ্ধান্তে** রূপান্তর করতে বাধা দেয়। খালাসের বিরুদ্ধে যথাযথ পথ হলো **৪১৭ ধারার অধীন আপিল** (পাবলিক প্রসিকিউটরের মাধ্যমে রাষ্ট্র কর্তৃক, অথবা আইনগত ত্রুটির ভিত্তিতে অনুমতিক্রমে ৬০ দিনের মধ্যে কোনো নালিশকারী কর্তৃক)। রিভিশনাল আদালত বড়জোর একটি অযথাযথ খালাস রদ করে **পুনর্বিচার / অধিকতর অনুসন্ধানের নির্দেশ** দিতে পারে, তবে নিজে দোষী সাব্যস্তকরণ লিপিবদ্ধ করতে পারে না।

আপিল ও রিভিশনের পার্থক্য (প্রায়ই একসঙ্গে জিজ্ঞাসিত)। আপিল একটি **আইনগত অধিকার** (যেখানে দেওয়া আছে) এবং এটি তথ্য ও আইন উভয় বিষয়ে পুনঃশুনানি; রিভিশন **স্বেচ্ছাধীন**, পক্ষের **শুনানি পাওয়ার অধিকার নেই** (৪৪০ ধারা), এটি তত্ত্বাবধানমূলক (শুদ্ধতা/আইনানুগতা/যথার্থতা), এবং, গুরুত্বপূর্ণভাবে, এটি **খালাসকে দোষী সাব্যস্তকরণে পরিণত করতে পারে না**।

উপসংহার। হাইকোর্ট বিভাগ (৪৩৫, ৪৩৯ ধারা) এবং দায়রা জজ (৪৩৫, ৪৩৯ক ধারা) উভয়েরই অধস্তন আদালতের ওপর রিভিশনাল এখতিয়ার আছে; কিন্তু কোনো রিভিশনাল আদালত খালাসকে দোষী সাব্যস্তকরণে রূপান্তর করতে পারে না, তার জন্য ৪১৭ ধারার অধীন আপিল প্রয়োজন।

আপিল, কোন কোন ক্ষেত্রে আপিল চলে না 2025

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর অধীন কোন কোন দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল চলে না? বর্ণনা করুন।

৩৩ মিনিটের কাঠামো: ১) ৪০৪ ধারার নীতি (আইনের বিধান ছাড়া আপিল নয়) → ২) ৪১২: দোষ স্বীকার (কেবল দণ্ড নিয়ে আপিল) → ৩) ৪১৩: লঘু দণ্ড (দায়রার ১ মাস / জরিমানা ≤ ৫,০০০ টাকা) → ৪) ৪১৪: সংক্ষিপ্ত বিচারে জরিমানা ≤ ৫,০০০ টাকা → ৫) ৪১৫ শর্তাংশ + ৪১৫ক → ৬) বিকল্প: রিভিশন। *অবশ্যই লিখুন:* ৫,০০০ টাকার সীমা ২০২৬ সংশোধনীর; ৪১২-তে দণ্ডাদেশ চূড়ান্ত হলেও দণ্ড আপিলযোগ্য।

মূল নীতি, ৪০৪ ধারা। আপিল করার অধিকার কেবল আইন থেকেই আসে: **৪০৪ ধারা** অনুযায়ী, *এই কার্যবিধি বা প্রচলিত অন্য কোনো আইনের বিধান ব্যতীত ফৌজদারি আদালতের কোনো রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল চলে না।* অর্থাৎ আইন যেখানে আপিলের অনুমতি দেয়নি,

সেখানে আপিল করা যায় না, আপিলের জন্য আইনে নির্দিষ্ট বিধান থাকতে হবে (যেমন ৪০৮ ধারা, যুগ্ম দায়রা জজ, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের দণ্ড → দায়রা জজ; ৪১০ ধারা, দায়রা জজ বা অতিরিক্ত দায়রা জজের দণ্ড → হাইকোর্ট বিভাগ)।

যেসব দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল চলে না:

১. **দোষ স্বীকারের ভিত্তিতে দণ্ড, ৪১২ ধারা।** আসামি **দোষ স্বীকার করলে** এবং দায়রা আদালত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট **সেই স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে** তাঁকে দণ্ডিত করলে, **দণ্ডাদেশের (conviction) বিরুদ্ধে কোনো আপিল চলে না**; দণ্ডিত ব্যক্তি কেবল **দণ্ডের (sentence) পরিমাণ বা বৈধতা** নিয়ে আপিল করতে পারেন। স্বেচ্ছায় দেওয়া ও গৃহীত স্বীকারোক্তি গুণাগুণের দরজা বন্ধ করে দেয়।

২. **লঘু দণ্ড, ৪১৩ ধারা।** আপিল চলে না যেখানে,

- **দায়রা আদালত** কেবল **অনধিক এক মাসের কারাদণ্ড** দেন; অথবা

- **দায়রা আদালত, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট** কেবল **অনধিক পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা** করেন। *(ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধন) আইন, ২০২৬, ২০২৬ সালের ১১ নং আইন, পঞ্চাশ টাকা থেকে বাড়িয়েছে; বর্তমান সীমা ৫,০০০ টাকা।)*

তুচ্ছ বিষয়ে আপিল-আদালতকে ভারাক্রান্ত না করাই এর উদ্দেশ্য।

৩. **লঘু সংক্ষিপ্ত দণ্ড, ৪১৪ ধারা। ২৬০ ধারায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত** ম্যাজিস্ট্রেট মামলা **সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে** বিচার করে কেবল **অনধিক পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা** করলে তার বিরুদ্ধে আপিল চলে না। *(একই ২০২৬ সংশোধনী আইনে দুইশত টাকা থেকে বৃদ্ধি।)*

শর্তাংশ, ৪১৫ ধারা। ৪১৩ ও ৪১৪ ধারা আপিল আটকায় কেবল লঘু দণ্ডটি **একা** দাঁড়িয়ে থাকলে: দণ্ডটি **অন্য কোনো দণ্ডের সঙ্গে যুক্ত** হলে (যেমন জরিমানার সঙ্গে কারাদণ্ড) আপিল **চলে**। তবে দণ্ডিত ব্যক্তিকে **শান্তিরক্ষার মুচলেকা** দিতে বলা হয়েছে, শুধু এ কারণে, কিংবা (লঘু জরিমানার ক্ষেত্রে) জরিমানা **অনাদায়ে কারাদণ্ডের** নির্দেশ আছে, শুধু এ কারণে দণ্ড আপিলযোগ্য হয়ে যায় না।

৪. **বিশেষ রক্ষাকবচ, ৪১৫ক ধারা। এক বিচারে** একাধিক ব্যক্তি দণ্ডিত হলে এবং তাঁদের কারও ক্ষেত্রে **আপিলযোগ্য** রায় বা আদেশ হলে, ওই বিচারে দণ্ডিত **সব** ব্যক্তিরই আপিলের অধিকার জন্মে, সহ-আসামির আপিলযোগ্য দণ্ডের পাশে অন্যথায়-অনাপিলযোগ্য লঘু দণ্ডও আপিলযোগ্য হয়ে ওঠে।

বিকল্প প্রতিকার, রিভিশন। আপিল বারিত হলেও দণ্ডিত ব্যক্তি সম্পূর্ণ প্রতিকারহীন নন: **রিভিশনের** এখতিয়ার থেকে যায়। হাইকোর্ট বিভাগ (বা দায়রা জজ) যেকোনো অধস্তন ফৌজদারি আদালতের নথি তলব করে যেকোনো রায়, দণ্ড বা আদেশের **শুদ্ধতা, বৈধতা বা যথার্থতা** পরীক্ষা করতে পারেন (**৪৩৫ ধারা**) এবং রিভিশনের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন (**৪৩৯/৪৩৯ক ধারা**)। রিভিশন বিবেচনামূলক, এটি আপিলের বিকল্প অধিকার নয়, তবে অনাপিলযোগ্য দণ্ডেরও বৈধতা এটি পাহারা দেয়।

উপসংহার। কার্যবিধির অধীন আপিল চলে না, (১) আসামির নিজের **দোষ স্বীকারের** ভিত্তিতে দণ্ডের বিরুদ্ধে, দণ্ডের পরিমাণ বা বৈধতা ছাড়া (৪১২ ধারা); (২) **লঘু দণ্ডের** বিরুদ্ধে, দায়রা আদালতের অনধিক ১ মাসের কারাদণ্ড, বা দায়রা/সিজেএম/মেট্রো/প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের অনধিক **৫,০০০ টাকা** জরিমানা (৪১৩ ধারা); এবং (৩) **সংক্ষিপ্ত বিচারে** অনধিক **৫,০০০ টাকা** জরিমানার বিরুদ্ধে (৪১৪ ধারা), জরিমানার দুটি সীমাই ২০২৬ সংশোধনী আইনে বর্ধিত, যুক্ত দণ্ডের ৪১৫ ধারার শর্তাংশ ও এক-বিচারে-বহু-আসামির ৪১৫ক ধারার নিয়ম সাপেক্ষে, এবং সর্বদা ৪৩৫/৪৩৯ ধারার রিভিশন-এখতিয়ারের অধীনে।

barprepbd.com

জামিন, জামিনযোগ্য বনাম জামিন-অযোগ্য; মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধে জামিন 2021, 2017, 2012, 2011, 2010...

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> জামিনযোগ্য ও জামিন-অযোগ্য অপরাধের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন। মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কোন্ পরিস্থিতিতে জামিন মঞ্জুর করা যাইতে পারে?

পার্থক্য (৪ ধারা)। দ্বিতীয় তফসিলে (অথবা অন্য কোনো আইনে) যে অপরাধকে **জামিনযোগ্য** দেখানো হয়েছে তা-ই **জামিনযোগ্য অপরাধ**; এ ছাড়া অন্য যেকোনো অপরাধই **জামিন-অযোগ্য অপরাধ**। জামিনের অধিকার নিয়ন্ত্রিত হয় এই শ্রেণিবিভাগ দিয়ে, বিমূর্তভাবে অপরাধের গুরুত্ব দিয়ে নয়।

জামিনযোগ্য অপরাধে জামিন, অধিকারের বিষয় (৪৯৬ ধারা)। জামিনযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তি গ্রেপ্তার হলে অথবা উপস্থিত হয়ে জামিন দিতে প্রস্তুত থাকলে তাঁকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হবে (অথবা জামিনদার ছাড়া ব্যক্তিগত মুচলেকায় অব্যাহতি দেওয়া হবে)। কর্মকর্তা বা আদালত কারও জামিন প্রত্যাখ্যানের কোনো বিবেচনাধীন ক্ষমতা নেই। তাই এই প্রবচন: এ ক্ষেত্রে জামিন মঞ্জুর করা আসামির অধিকার, অনুগ্রহ নয়।

জামিন-অযোগ্য অপরাধে জামিন, বিবেচনাধীন (৪৯৭ ধারা)। জামিন-অযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়া **যেতে পারে**; কিন্তু **মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে** দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে তিনি দোষী বলে বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা গেলে জামিন মঞ্জুর করা **যাবে না**।

শর্তাংশ, মৃত্যুদণ্ড/যাবজ্জীবন অপরাধেও যখন জামিন মঞ্জুর করা যেতে পারে। এমন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকলেও, আসামি নিচের যেকোনো একটি হলে আদালত নিজের বিবেচনায় জামিন মঞ্জুর করার ক্ষমতা রাখে:

- ১৬ বছরের কম বয়সী, অথবা
- একজন নারী, অথবা
- একজন অসুস্থ বা অক্ষম ব্যক্তি।

উচ্চতর আদালত (৪৯৮ ধারা)। স্বতন্ত্রভাবে, হাইকোর্ট বিভাগ বা দায়রা আদালত **যেকোনো** ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দিতে পারে এবং পুলিশ কর্মকর্তা বা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নির্ধারিত জামিনের পরিমাণ কমাতে পারে; পরিমাণ যুক্তিসঙ্গত হতে হবে, অতিরিক্ত নয়।

দৃষ্টান্ত। 'ক' দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার (একটি জামিন-অযোগ্য, মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ) অধীন অভিযুক্ত। বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট সাধারণত ৪৯৭ ধারার অধীন তাঁকে জামিন দিতে পারেন না। কিন্তু 'ক' যদি একজন অসুস্থ ও অক্ষম বৃদ্ধ হন, তবে আদালত নিজের বিবেচনায় ৪৯৭ ধারার শর্তাংশের অধীন তাঁকে জামিনে মুক্ত করতে পারে; তা না হলে তিনি ৪৯৮ ধারার অধীন দায়রা আদালত / হাইকোর্ট বিভাগে আবেদন করতে পারেন।

উপসংহার। জামিন জামিনযোগ্য অপরাধে অধিকার (৪৯৬ ধারা) এবং জামিন-অযোগ্য অপরাধে বিবেচনাধীন (৪৯৭ ধারা); মৃত্যুদণ্ড/যাবজ্জীবন অপরাধে এই বাধা কেবল ১৬ বছরের কম বয়সী নাবালক, নারী, অথবা অসুস্থ/অক্ষম আসামির জন্য তুলে নেওয়া হয়, এবং উচ্চতর আদালতের রক্ষাকবচ হিসেবে ৪৯৮ ধারা থাকে।

এজাহার বনাম নালিশি দরখাস্ত; নারাজি (প্রতিবাদলিপি) 2023, 2007, 2006, 2005

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> এজাহার ও নালিশি দরখাস্তের মধ্যে পার্থক্য করুন। নারাজি দরখাস্ত কী? নারাজির উপর ম্যাজিস্ট্রেটের কী কী বিকল্প রহিয়াছে এবং উহার খারিজের বিরুদ্ধে কী প্রতিকার রহিয়াছে?

এজাহার (১৫৪ ধারা)। কোনো **আমলযোগ্য অপরাধ** সম্পর্কে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে দেওয়া তথ্য, যা লিখিতরূপে লিপিবদ্ধ, পড়ে শোনানো, **সংবাদদাতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত** এবং নির্ধারিত বইতে অন্তর্ভুক্ত হয়। এটি পুলিশি তদন্ত শুরু করে এবং একটি **জি.আর. (পুলিশ) মামলার** ভিত্তি। ৪ ধারা অনুযায়ী "নালিশ" সুস্পষ্টভাবে **পুলিশ প্রতিবেদনকে বাদ দেয়**, তাই এজাহার নালিশ নয়।

নালিশি দরখাস্ত (৪ ধারা, ষোড়শ অধ্যায়)। নালিশ হলো ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্দেশ্যে **কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে** এই মর্মে তোলা অভিযোগ যে কোনো ব্যক্তি অপরাধ করেছে; এটি পুলিশের কোনো প্রতিবেদন **নয়**। এটি একটি **সি.আর. (নালিশি) মামলার** ভিত্তি, এবং ম্যাজিস্ট্রেট ২০০ ধারা (নালিশকারীকে শপথপূর্বক পরীক্ষা), ২০২ ধারা (প্রক্রিয়া স্থগিত / অনুসন্ধানের নির্দেশ), ২০৩ ধারা (পর্যাপ্ত কারণ না থাকলে খারিজ) অথবা ২০৪ ধারার (প্রক্রিয়া জারি) অধীন এগোন।

মূল পার্থক্যগুলো: এজাহার দেওয়া হয় **পুলিশের** কাছে / নালিশ দেওয়া হয় **ম্যাজিস্ট্রেটের** কাছে; এজাহার হয় **আমলযোগ্য** অপরাধের জন্য / নালিশ যেকোনো অপরাধ সম্পর্কিত হতে পারে; এজাহার **পুলিশি তদন্ত** শুরু করে / নালিশ **২০০ ধারার ম্যাজিস্ট্রেটীয়** প্রক্রিয়া শুরু করে; এজাহার ১৫৪ ধারার অধীন **সংবাদদাতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত** / নালিশকারী ২০০ ধারার অধীন শপথপূর্বক পরীক্ষিত হন।

নারাজি (প্রতিবাদলিপি)। নারাজি হলো সংবাদদাতা/নালিশকারী কর্তৃক দাখিলকৃত একটি **প্রতিবাদলিপি**, যখন তিনি ১৭৩ ধারার অধীন **পুলিশের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে অসন্তুষ্ট** হন (যেমন অব্যাহতির সুপারিশকারী কোনো চূড়ান্ত প্রতিবেদন, অথবা তাঁর মতে অপর্যাপ্ত কোনো অভিযোগপত্র)। এটি ম্যাজিস্ট্রেটকে পুলিশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করার জন্য অনুরোধ করে।

নারাজির উপর ম্যাজিস্ট্রেটের বিকল্পগুলো। যেহেতু ম্যাজিস্ট্রেট ১৭৩ ধারার প্রতিবেদনে **আবদ্ধ নন** (আমলে নেওয়ার কর্তৃত্ব ১৯০ ধারার অধীন তাঁর), নারাজি পেলে তিনি মূলত পারেন:

১. পুলিশের চূড়ান্ত প্রতিবেদন **গ্রহণ** করে নারাজি প্রত্যাখ্যান করতে;

২. প্রতিবেদনের সঙ্গে **দ্বিমত** পোষণ করে ১৯০(১)(খ)/(গ) ধারার অধীন **অপরাধ আমলে নিয়ে** বিচারে এগোতে;

৩. নারাজিকে **নালিশি দরখাস্ত** হিসেবে গণ্য করে ২০০ ধারা (নালিশকারীকে শপথপূর্বক পরীক্ষা) ও ২০২ ধারার (অধিকতর অনুসন্ধান/তদন্তের নির্দেশ) অধীন এগোতে; অথবা

৪. পুলিশ কর্তৃক **অধিকতর তদন্তের** আদেশ দিতে।

barprepbd.com

কার্যবিধিতে আক্ষরিকভাবে "নারাজি" নামে কোনো ধারা নেই; নারাজি প্রক্রিয়া ১৭৩, ১৯০, ২০০, ২০২ ও ২০৩ ধারা একসঙ্গে পড়ে গড়ে উঠেছে।

নারাজি খারিজের বিরুদ্ধে প্রতিকার। যেক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট নারাজি **খারিজ** করেন (অর্থাৎ পুলিশ প্রতিবেদন গ্রহণ করেন / ২০৩ ধারার অধীন নালিশ খারিজ করেন), সেক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ পক্ষ পারেন:

- নথি তলব করে **অধিকতর অনুসন্ধানের** নির্দেশ (৪৩৬ ধারা) পাওয়ার জন্য ৪৩৫ / ৪৩৯ক / ৪৩৯ ধারার অধীন **দায়রা জজ অথবা হাইকোর্ট বিভাগের কাছে রিভিশন** আবেদন করতে; এবং/অথবা
- ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য ৫৬১ক ধারার অধীন **হাইকোর্ট বিভাগের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা** আহ্বান করতে।

উপসংহার। এজাহার (পুলিশ, আমলযোগ্য, ১৫৪ ধারা) ও নালিশ (ম্যাজিস্ট্রেট, ২০০ ধারা) ভিন্নভাবে মামলা শুরু করে; নারাজি হলো ১৭৩ ধারার প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ; ম্যাজিস্ট্রেট তা গ্রহণ করতে, অপরাধ আমলে নিতে, নালিশ হিসেবে গণ্য করতে, অথবা অধিকতর তদন্তের আদেশ দিতে পারেন; এবং খারিজের আদেশ রিভিশনে (৪৩৫/৪৩৯ ধারা) অথবা ৫৬১ক ধারার অধীন চ্যালেঞ্জযোগ্য।

১৪৪ ধারা, জরুরি অস্থায়ী আদেশ; ১৪৫ ধারা থেকে পার্থক্য 2020, 2012, 2008

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> ১৪৪ ধারার অধীন কে আদেশ দিতে পারেন এবং কোন পরিস্থিতিতে? উহা কতকাল বলবৎ থাকে? ১৪৫ ধারার কার্যধারা হইতে ইহার পার্থক্য নির্দেশ করুন।

কে আদেশ দিতে পারেন (১৪৪(১) ধারা)। একজন **জেলা ম্যাজিস্ট্রেট**, অথবা এই ধারার অধীন কাজ করার জন্য সরকার বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক **বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট**।

কখন (পরিস্থিতি)। যেক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের মতে কার্যক্রম নেওয়ার **পর্যাপ্ত কারণ** আছে এবং **তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ বা দ্রুত প্রতিকার দরকার**, অর্থাৎ আইনসঙ্গতভাবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তির প্রতি বাধা, বিরক্তি বা ক্ষতি, মানবজীবন, স্বাস্থ্য বা নিরাপত্তার বিপদ, কিংবা জনশান্তির বিঘ্ন, দাঙ্গা বা মারামারি ঠেকানোর জন্য। মূল ঘটনা উল্লেখপূর্বক লিখিত আদেশ দিয়ে তিনি কোনো ব্যক্তিকে **কোনো নির্দিষ্ট কাজ থেকে বিরত থাকার** অথবা তাঁর দখলে বা ব্যবস্থাপনায় থাকা সম্পত্তি সম্পর্কে **নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়ার** নির্দেশ দিতে পারেন।

একতরফা (১৪৪(২) ধারা)। জরুরি অবস্থায়, অথবা যেক্ষেত্রে নোটিশ জারির সময় নেই, আদেশটি **একতরফাভাবে** দেওয়া যেতে পারে।

কার্যকাল (১৪৪(৬) ধারা)। ১৪৪ ধারার আদেশ এটি দেওয়ার তারিখ থেকে **দুই মাসের বেশি** বলবৎ থাকে না, যদি না, জীবন/স্বাস্থ্য/নিরাপত্তার বিপদ অথবা দাঙ্গা বা মারামারির সম্ভাবনার ক্ষেত্রে, সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দিয়ে অন্য নির্দেশ দেয়।

মেট্রোপলিটন এলাকায় প্রযোজ্য নয় (১৪৪(৭) ধারা)।

১৪৫ ধারা থেকে পার্থক্য।

বিষয়	১৪৪ ধারা	১৪৫ ধারা
উদ্দেশ্য	উপদ্রব/বিপদ/বিঘ্নের জরুরি প্রতিরোধ	শান্তিভঙ্গ ঠেকাতে ভূমি/জলের **দখল** নিষ্পত্তি
উদ্রেককারী কারণ	জরুরি অবস্থা; তাৎক্ষণিক প্রতিকার দরকার	শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনাযুক্ত দখল-**বিরোধ**
আদেশের প্রকৃতি	কোনো কাজ করার বা তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ	**প্রকৃত দখল** সম্পর্কে অনুসন্ধান ও ঘোষণা
অনুসন্ধান	একতরফা হতে পারে; সংক্ষিপ্ত	পক্ষগণ বিবৃতি দাখিল করেন; সাক্ষ্য নেওয়া হয় (১৪৫(৪) ধারা)
কার্যকাল	সর্বোচ্চ **২ মাস** (১৪৪(৬) ধারা)	আইনানুগ পন্থায় উচ্ছেদ / দেওয়ানি আদালতের সিদ্ধান্ত পর্যন্ত

দৃষ্টান্ত (২০২০ সালের ফাঁদ)। একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১৪৪ ধারার অধীন Y-কে বিরোধপূর্ণ ভূমি থেকে দূরে থাকতে এবং "পরবর্তী তিন মাসের জন্য" শান্তি বজায় রাখতে নির্দেশ দেন। আদেশটি কার্যকালের দিক থেকে **ত্রুটিপূর্ণ**: ১৪৪(৬) ধারা এটিকে **দুই মাসে** সীমিত করে, এবং গেজেট দিয়ে সম্প্রসারণ ছাড়া তিন মাসের নির্দেশটি বেআইনি এবং রদ/বাতিলযোগ্য (১৪৪(৪)–(৫) ধারা)।

উপসংহার। ১৪৪ ধারা হলো জেলা/ক্ষমতাপ্রাপ্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দেওয়া জরুরি, স্বল্পমেয়াদি প্রতিরোধমূলক আদেশ (সর্বোচ্চ দুই মাস); ১৪৫ ধারা হলো ধীরগতির দখল-অনুসন্ধান প্রক্রিয়া, এই দুটিকে গুলিয়ে ফেলা যাবে না।

১৪৫ ধারার অধীন কার্যক্রম, শান্তিভঙ্গের আশঙ্কাযুক্ত দখল-বিরোধ 2009, 2008, 2007, 2005

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> ১৪৫ ধারার অধীন কার্যক্রম রুজু করিবার অপরিহার্য উপাদানসমূহ কী কী? দখল কাহার তাহা ম্যাজিস্ট্রেট নির্ধারণ করিতে না পারিলে তিনি কী করেন? কার্যক্রমের পূর্ববর্তী দুই মাসের মধ্যবর্তী দখল সম্পর্কিত বিধিটি ব্যাখ্যা করুন।

উপাদানসমূহ (১৪৫(১) ধারা)। নিচের ক্ষেত্রে কার্যক্রম শুরু হয়:

1. এখতিয়ারসম্পন্ন একজন **জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট** থাকেন;
2. তিনি **পুলিশ প্রতিবেদন বা অন্য তথ্য থেকে সন্তুষ্ট** হন;
3. এমন **শান্তিভঙ্গ ঘটানোর আশঙ্কাযুক্ত একটি বিরোধ** আছে;
4. যা তাঁর স্থানীয় সীমার মধ্যে থাকা **ভূমি বা জলরাশি** (যা ১৪৫(২) ধারা অনুযায়ী অট্টালিকা, হাটবাজার, মৎস্যক্ষেত্র, ফসল, ভাড়া ও মুনাফা অন্তর্ভুক্ত করে) অথবা তার সীমানা নিয়ে।

এভাবে সন্তুষ্ট হলে তিনি **কারণ উল্লেখপূর্বক একটি লিখিত আদেশ** দেন এবং পক্ষগণকে হাজির হয়ে তাদের প্রকৃত দখল সম্পর্কে **লিখিত বিবৃতি** দাখিল করতে নির্দেশ দেন।

barprepbd.com

দখল-অনুসন্ধান (১৪৫(৪) ধারা)। ম্যাজিস্ট্রেট আদেশের তারিখে **কেবল প্রকৃত দখলের বিষয়টিই** ঠিক করেন, **স্বত্ব বা দখলের অধিকার নয়**। তিনি বিবৃতিগুলো পর্যালোচনা করেন, পক্ষগণের বক্তব্য শোনেন, তাদের সাক্ষ্য নেন ও মূল্যায়ন করেন, প্রয়োজনে অধিকতর সাক্ষ্য নেন এবং কোন পক্ষ দখলে ছিল তা ঠিক করেন। দখলে থেকেছেন বলে সাব্যস্ত পক্ষকে **যথাযথ আইনানুগ পন্থায়** উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত বহাল রাখা হয়।

দুই-মাসের বিধি (১৪৫(৪) ধারার প্রথম শর্তাংশ)। যদি দেখা যায় যে কোনো পক্ষ **আদেশের তারিখের আগের দুই মাসের মধ্যে বলপূর্বক ও বেআইনিভাবে দখলচ্যুত** হয়েছেন, তবে ম্যাজিস্ট্রেট সেই পক্ষকে আদেশের তারিখে দখলে ছিলেন বলে গণ্য করতে পারেন। তাই ৬০ দিনের সীমার মধ্যে উচ্ছেদ হওয়া কোনো পক্ষ আদেশ দেওয়ার সময় বাস্তবিকভাবে দখলের বাইরে থাকলেও তাঁর দখল পুনর্বহাল করা হয়।

দখল ঠিক করা না গেলে (১৪৬ ধারা)। সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেট যদি কোন পক্ষ দখলে ছিল তা **ঠিক করতে না পারেন** (অথবা কোনো পক্ষই দখলে ছিল না বলে সিদ্ধান্ত দেন), তবে যথাযথ এখতিয়ারসম্পন্ন একটি **দেওয়ানি আদালত** পক্ষগণের অধিকার ঠিক না করা পর্যন্ত তিনি **বিরোধীয় বিষয়টি ক্রোক** করেন; তিনি দেওয়ানি কার্যবিধির অধীন একজন রিসিভারের ক্ষমতাসম্পন্ন একজন **রিসিভার** নিয়োগ করতে পারেন।

দৃষ্টান্ত। P ও Q একটি মৎস্যক্ষেত্র নিয়ে বিরোধে জড়িত। আদেশের ৪০ দিন আগে Q যদি P-কে বলপূর্বক উচ্ছেদ করে থাকে, তবে ম্যাজিস্ট্রেট P-কে দখলে ছিলেন বলে গণ্য করতে পারেন (দুই-মাসের বিধি)। সাক্ষ্য সমভাবে ভারসাম্যপূর্ণ হলে এবং দখল বাস্তবে ঠিক করা না গেলে ম্যাজিস্ট্রেট ১৪৬ ধারার অধীন মৎস্যক্ষেত্রটি ক্রোক করেন এবং পক্ষগণকে দেওয়ানি আদালতে পাঠান।

উপসংহার। ১৪৫ ধারা শান্তিভঙ্গ ঠেকাতে প্রকৃত দখল রক্ষা করে, স্বত্ব উপেক্ষা করে, দুই মাসের মধ্যে দখলচ্যুত কোনো পক্ষকে পুনর্বহাল করে এবং, যেখানে দখল ঠিক করা যায় না, সেখানে দেওয়ানি সিদ্ধান্ত অপেক্ষমাণ রেখে ১৪৬ ধারার ক্রোকের কাছে যায়।

ফৌজদারি মামলা স্থানান্তর, হাইকোর্ট বিভাগ ও দায়রা জজ 2009, 2008, 2005

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> কোন কোন কারণে এবং কোন ধারার অধীন হাইকোর্ট বিভাগ ও দায়রা জজ ফৌজদারি মামলা স্থানান্তর করিতে পারেন?

হাইকোর্ট বিভাগ (৫২৬ ধারা)। নিচের অবস্থা দেখা দিলে হাইকোর্ট বিভাগ এক ফৌজদারি আদালত থেকে অন্য আদালতে কোনো মামলা বা আপিল **স্থানান্তরের** আদেশ দিতে পারেন, অথবা নিজে হাইকোর্ট বিভাগেই এর বিচার হবে মর্মে আদেশ দিতে পারেন, যথা:

- বিচারিক আদালতে **সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচার** সম্ভব নয়; অথবা
- কোনো **জটিল আইনি প্রশ্ন** ওঠার সম্ভাবনা আছে; অথবা
- পক্ষগণ বা সাক্ষীগণের **সাধারণ সুবিধার** জন্য এটি প্রয়োজন; অথবা
- এটি **ন্যায়বিচারের স্বার্থে সংগত**, অথবা এই কার্যবিধির কোনো বিধান দিয়ে এটি প্রয়োজন।

গুরুত্বপূর্ণ সীমা (৫২৬(৩) ধারার শর্তাংশ)। একই দায়রা বিভাগের অন্তর্গত **দুটি ফৌজদারি আদালতের মধ্যে** মামলা স্থানান্তরের জন্য হাইকোর্ট বিভাগে দরখাস্ত **কেবল তখনই** চলবে যখন **দায়রা জজ এমন দরখাস্ত প্রত্যাখ্যান করেছেন**, অর্থাৎ আগে দায়রা জজের কাছে আবেদন করতে হবে।

দায়রা জজ (৫২৬খ ধারা)। ন্যায়বিচারের স্বার্থে সংগত হলে দায়রা জজ ৫২৬(৪)–(১০) ধারার পদ্ধতি প্রয়োগ করে **নিজের দায়রা বিভাগের ভেতরে এক ফৌজদারি আদালত থেকে অন্য আদালতে মামলা স্থানান্তর** করতে পারেন।

প্রত্যাহার/পুনঃগ্রহণ ক্ষমতা (৫২৮ ধারা)। স্থানান্তর থেকে আলাদা, দায়রা জজ কোনো **যুগ্ম বা অতিরিক্ত দায়রা জজের** কাছে অর্পিত যেকোনো মামলা **প্রত্যাহার বা পুনঃগ্রহণ** করে নিজেই তার বিচার করতে পারেন অথবা অন্য কোনো উপযুক্ত আদালতে অর্পণ করতে পারেন; ৫২৮(২) ধারা অনুযায়ী একজন সিএমএম/সিজেএম/জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও একইভাবে কোনো অধস্তন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে মামলা প্রত্যাহার করতে পারেন। কারণ লিপিবদ্ধ করতে হবে (৫২৮(৫) ধারা)।

আপিল বিভাগ (৫২৫ক ধারা)। পূর্ণতার জন্য, **আপিল বিভাগ** হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চগুলোর মধ্যে, অথবা ভিন্ন ভিন্ন বেঞ্চের অধীন ফৌজদারি আদালতগুলোর মধ্যে কোনো মামলা বা আপিল স্থানান্তর করতে পারেন।

দৃষ্টান্ত। কোনো নালিশকারী যদি আশঙ্কা করেন যে কোনো নির্দিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তিনি নিরপেক্ষ বিচার পাবেন না, তবে তিনি প্রথমে ৫২৬খ ধারার অধীন **দায়রা জজের** কাছে আবেদন করবেন; প্রত্যাখ্যাত হলে তিনি এরপর ৫২৬ ধারার অধীন **হাইকোর্ট বিভাগে** আবেদন করতে পারেন। যে দায়রা জজ কোনো মামলা যুগ্ম দায়রা জজের কাছে অর্পণ করেছেন, তিনি ৫২৮ ধারার অধীন তা পুনঃগ্রহণ করতে পারেন।

উপসংহার। হাইকোর্ট বিভাগের স্থানান্তর ক্ষমতাই অধিকতর ব্যাপক (৫২৬ ধারা, নিজের আদালতে স্থানান্তরসহ), যা সুষ্ঠু-বিচার / জটিল-আইন / সুবিধা / ন্যায়বিচারের স্বার্থ, এসব কারণে প্রয়োগযোগ্য; দায়রা জজ ৫২৬খ ধারার অধীন নিজের বিভাগের ভেতরে স্থানান্তর করেন এবং ৫২৮ ধারার অধীন প্রত্যাহার/পুনঃগ্রহণ করেন, তবে ভেতরের স্থানান্তরের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের আগে দায়রা জজের কাছে আবেদন করতে হবে।

কেস ডায়েরি (পুলিশ ডায়েরি), ১৭২ ধারা 2017, 2014

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> পুলিশ ডায়েরি (কেস ডায়েরি) কী? ইহাতে কী কী লিখিত হয়, ফৌজদারি আদালত ইহা কীভাবে ব্যবহার করিতে পারেন, এবং আসামি কি ইহা তলব করিতে পারেন?

৩৩ মিনিটের কাঠামো: ১) ১৭২(১) ধারার কর্তব্য (প্রতিদিন) → ২) চারটি বিষয়বস্তু → ৩) আদালতের ব্যবহার, সহায়ক, কখনো সাক্ষ্য নয় (১৭২(২)) → ৪) আসামির নিষেধ → ৫) সাক্ষ্য আইনের দুই ব্যতিক্রম (১৬১ স্মৃতি-ঝালাই / ১৪৫ খণ্ডন)। *অবশ্যই লিখুন:* "মামলার সাক্ষ্য হিসেবে নয়, সহায়ক হিসেবে"।

বিধানটি। ১৭২(১) ধারা অনুযায়ী, চতুর্দশ অধ্যায়ের অধীন তদন্তকারী প্রত্যেক পুলিশ-কর্মকর্তা তদন্তে তাঁর কার্যক্রম **প্রতিদিন** একটি **ডায়েরিতে** লিপিবদ্ধ করবেন, এটিই *কেস ডায়েরি* (প্রচলিত নামে পুলিশ ডায়েরি), তদন্ত চলাকালেই প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে লেখা নথি, থানার সাধারণ ডায়েরি (জিডি) থেকে আলাদা।

কী কী লেখা হয়। প্রতিদিনের জন্য ডায়েরিতে থাকবে:

- **কোন সময়ে** সংবাদটি কর্মকর্তার কাছে পৌঁছাল;
- কোন সময়ে তিনি সেদিনের তদন্ত **শুরু ও শেষ** করলেন;
- তিনি **কোন কোন স্থানে গেলেন**; এবং
- তদন্তে **নিরূপিত পরিস্থিতির বিবরণ**।

barprepbd.com

আদালতের ব্যবহার, ১৭২(২) ধারা। কোনো ফৌজদারি আদালত তাঁর সামনে অনুসন্ধানাধীন বা বিচারাধীন মামলার **পুলিশ ডায়েরি তলব করতে পারেন**, এবং তা ব্যবহার করতে পারেন, **মামলার সাক্ষ্য হিসেবে নয়**, বরং সেই অনুসন্ধান বা বিচারে **আদালতের সহায়ক হিসেবে**। ডায়েরি আদালতের হাতে যাচাই ও দিকনির্ণয়ের উপকরণ: তদন্ত কীভাবে এগোল দেখা, তদন্তকারী কর্মকর্তার বক্তব্য যাচাই করা, লিপিবদ্ধকরণে বিলম্ব বা কারসাজি ধরা, ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা অনুসরণ করা, কিন্তু ডায়েরি দিয়ে কোনো তথ্য *প্রমাণ* করা যায় না; দণ্ড বা খালাস দাঁড়াতে হবে নথিতে যথাযথভাবে আসা সাক্ষ্যের ওপরই।

আসামির (ও কর্মকর্তার) অবস্থান। আসামি বা তাঁর প্রতিনিধিরা **ডায়েরি তলব করার অধিকারী নন**; আদালত ডায়েরি দেখেছেন, শুধু এ কারণে তা দেখারও অধিকারী নন। দুটি বিধিবদ্ধ ব্যতিক্রম ১৭২(২) ধারাতেই লেখা:

১. **ডায়েরি-প্রণেতা পুলিশ-কর্মকর্তা যদি স্মৃতি ঝালাই করতে তা ব্যবহার করেন**, তবে **সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-এর ১৬১ ধারার** বিধান (স্মৃতি ঝালাইয়ে ব্যবহৃত লেখা বিষয়ে প্রতিপক্ষের অধিকার, তা উপস্থাপন করানো, পরিদর্শন করা ও তার ওপর জেরা করা) প্রযোজ্য হয়; এবং

২. **আদালত যদি ওই কর্মকর্তাকে খণ্ডন (contradict) করার উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করেন**, তবে **সাক্ষ্য আইনের ১৪৫ ধারার** বিধান (লিখিত পূর্ববর্তী বক্তব্য বিষয়ে জেরা) প্রযোজ্য হয়।

শুধু এই দুই ক্ষেত্রেই আসামিপক্ষ ডায়েরির সংশ্লিষ্ট অংশ দেখার সুযোগ পায়, এর বাইরে নয়।

বাস্তবে কেন গুরুত্বপূর্ণ। কেস ডায়েরি তদন্তের ধারাবাহিকতা ও সঠিকতা যাচাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ নথি: **প্রতিদিন**, সময় ও স্থানসহ লিখতে হয় বলে তা তদন্তকারী কর্মকর্তাকে একটি সমসাময়িক বিবরণে বেঁধে ফেলে। জামিনের দরখাস্ত, অব্যাহতির প্রশ্ন বা তদন্তের বিশ্বাসযোগ্যতা পরখের সময় আদালত হামেশাই ১৭২(২) ধারায় এটি তলব করেন; আবার আসামিপক্ষের বিরুদ্ধে এর ঢাল (সাক্ষ্য আইনের দুই দরজা সাপেক্ষে) তথ্যদাতার পরিচয় ও চলমান অনুসন্ধানের গোপনীয়তা রক্ষা করে।

উপসংহার। ১৭২ ধারার কেস ডায়েরি তদন্তের বাধ্যতামূলক দৈনিক নথি (সংবাদপ্রাপ্তির সময়, তদন্তের সময়, পরিদর্শিত স্থান, নিরূপিত পরিস্থিতি)। আদালত তা তলব করে **সহায়ক হিসেবে, কখনো সাক্ষ্য হিসেবে নয়**, ব্যবহার করতে পারেন; আসামি তা দাবি করতে পারেন না, কেবল তদন্তকারী কর্মকর্তা তা থেকে স্মৃতি ঝালাই করলে বা আদালত তা দিয়ে তাঁকে খণ্ডন করলে, সাক্ষ্য আইনের ১৬১ বা ১৪৫ ধারা (ক্ষেত্রমতো) যতটুকু খোলে, ততটুকুই।

ফৌজদারি আদালতের এখতিয়ার; সাক্ষীর উপস্থিতিতে তল্লাশি (১০৩ ধারা) 2022

পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর অধীন অনুসন্ধান ও বিচারে ফৌজদারি আদালতসমূহের এখতিয়ার আলোচনা করুন। একটা জাল দলিল, যা অপরাধ গঠন করে, খুলনার সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে নিবন্ধিত হয়েছিল, কোন জেলা আদালত এই মামলা বিচারের এখতিয়ার রাখে? সাক্ষীর উপস্থিতিতে তল্লাশির সাধারণ বিধানগুলোও আলোচনা করুন।

৩৩ মিনিটের কাঠামো: ১) ১৭৭ ধারার সাধারণ নিয়ম → ২) ১৭৯ ধারা, কাজ ও পরিণতির এখতিয়ার → ৩) ১৮০ ধারা, অন্য অপরাধের সম্পর্কে অপরাধ → ৪) ১৮১ ধারা, বিশেষ অপরাধের এখতিয়ার → ৫) ১৮২ ধারা, অনিশ্চিত/চলমান এখতিয়ার → ৬) জাল দলিলের হাইপোতে প্রয়োগ → ৭) ১০৩ ধারার তল্লাশি পদ্ধতি। *অবশ্যই লিখুন:* ১৭৭ ধারাই মূল নিয়ম, বাকি সবই এই নিয়মের ওপর ভিন্নতা মাত্র; জাল দলিলের হাইপো ১৭৭/১৭৯ ধারায় (অপরাধ সংঘটনের স্থান) মীমাংসিত হয়, কোনো বিশেষ-অপরাধ বিধানে নয়।

সাধারণ নিয়ম, ১৭৭ ধারা। যেকোনো অপরাধ সাধারণত **যে এলাকায় তা সংঘটিত হয়েছে সেই স্থানীয় সীমার আদালতে** অনুসন্ধান ও বিচার হয়। এটাই মূল নিয়ম; পরের ধারাগুলো নির্দিষ্ট পরিস্থিতির জন্য ভিন্নতা মাত্র, কারণ ছাড়া এই নিয়মকে বাতিল করে দেয় এমন ব্যতিক্রম নয়।

কাজ ও পরিণতির এখতিয়ার, ১৭৯ ধারা। কোনো অপরাধ যদি একটা কাজ আর তার থেকে উদ্ভূত একটা পরিণতি নিয়ে গঠিত হয়, তবে তা **কাজটা যেখানে হয়েছে বা পরিণতিটা যেখানে ঘটেছে, দুই জায়গাতেই** বিচার হতে পারে (দৃষ্টান্ত, এক জেলায় আহত ব্যক্তি অন্য জেলায় মারা গেলে, দুই জেলার আদালতেই বিচার চলতে পারে)।

অন্য অপরাধের সম্পর্কে অপরাধ, ১৮০ ধারা। কোনো কাজ যদি অন্য একটা কাজের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে অপরাধ হয় (যেমন সহায়তা, চোরাই সম্পত্তি গ্রহণ), তবে অভিযোগটা **প্রথম কাজ যেখানে হয়েছে বা সংশ্লিষ্ট অপরাধ যেখানে সংঘটিত হয়েছে, দুই জায়গাতেই** বিচার হতে পারে।

বিশেষ অপরাধের এখতিয়ার, ১৮১ ধারা। কিছু অপরাধের নিজস্ব এখতিয়ার-নিয়ম আছে, ঠগ/দস্যুতা/হেফাজত থেকে পলায়ন যেখানে আসামি **আছেন** সেখানে বিচার হয়; অপরাধমূলক আত্মসাৎ ও বিশ্বাসভঙ্গ যেখানে সম্পত্তির কোনো অংশ আসামি **গ্রহণ বা ধরে রেখেছেন**, বা যেখানে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সেখানে বিচার হয়; চুরি (আর চোরাই সম্পত্তি জড়িত অপরাধ) যেখানে চুরি হয়েছে বা যেখানে চোরাই সম্পত্তি **দখলে** ছিল সেখানে; অপহরণ যেখানে ব্যক্তিকে অপহরণ, বহন, লুকিয়ে বা আটকে রাখা হয়েছে সেখানে।

অনিশ্চিত বা চলমান এখতিয়ার, ১৮২ ধারা। কোনো অপরাধ কোন এলাকায় সংঘটিত হয়েছে তা অনিশ্চিত হলে, বা এক এলাকায় আংশিক ও অন্য এলাকায় আংশিক সংঘটিত হলে, বা এটা একটা চলমান অপরাধ হয়ে একাধিক এলাকা জুড়ে চলতে থাকলে, বা একাধিক এলাকায় একাধিক কাজ নিয়ে গঠিত হলে, তা **যেকোনো** একটা এলাকার এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে বিচার হতে পারে।

জাল দলিলের হাইপোতে প্রয়োগ। অপরাধ গঠনকারী জাল দলিলটা **খুলনার সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে নিবন্ধিত** হয়েছিল। ১৮০/১৮১ ধারার কোনো বিশেষ এখতিয়ার-নিয়ম এখানে প্রযোজ্য না, এটা সহায়তা, আত্মসাৎ, চুরি বা অপহরণ কোনোটাই না। প্রযোজ্য নিয়মটা সাধারণ নিয়ম, **১৭৭ ধারা**, দলিলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপরাধ (জাল দলিল হিসেবে তা সম্পাদন/নিবন্ধন) নিবন্ধনের স্থানেই সংঘটিত হয়েছে। **খুলনা জেলা আদালতের** এখতিয়ার আছে মামলাটা বিচারের, কারণ অপরাধ গঠনকারী কাজটা সেখানেই ঘটেছে।

সাক্ষীর উপস্থিতিতে তল্লাশি, ১০৩ ধারা। তল্লাশি করার আগে, তল্লাশিকারী কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে এলাকার **দুই বা তার বেশি সম্মানিত বাসিন্দাকে** উপস্থিত থেকে তল্লাশি প্রত্যক্ষ করতে ডাকতে হবে (আর তাদের লিখিতভাবে নির্দেশ দিতে পারেন)। তল্লাশি তাদের **উপস্থিতিতেই** করতে হয়; যা কিছু জব্দ হয়েছে আর প্রতিটা জিনিস কোথায় পাওয়া গেছে তার একটা তালিকা তৈরি হয় ও সেই সাক্ষীরা **স্বাক্ষর** করেন। এভাবে ডাকা সাক্ষীকে বিশেষভাবে তলব করা না হলে আদালতে হাজির হতে হয় না। **তল্লাশি করা স্থানের দখলদার** (বা তার পক্ষে কেউ) পুরো সময় উপস্থিত থাকার সুযোগ পাবেন, আর অনুরোধে জব্দ-তালিকার একটা কপি পাওয়ার অধিকারী। কোনো ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া লিখিতভাবে ডাকার পরও তল্লাশি প্রত্যক্ষ করতে হাজির না হলে বা অস্বীকার করলে দণ্ডবিধির ১৮৭ ধারায় অপরাধ করেন।

উপসংহার। কার্যবিধির অধীন এখতিয়ার নিয়ন্ত্রিত হয় ১৭৭ ধারার সাধারণ নিয়মে (সংঘটনের স্থান), যা ১৭৯ ধারা (কাজ/পরিণতি), ১৮০ ধারা (অন্য অপরাধের সম্পর্ক), ১৮১ ধারা (নির্দিষ্ট অপরাধের বিশেষ এখতিয়ার) আর ১৮২ ধারায় (অনিশ্চিত/চলমান এখতিয়ার) পরিমার্জিত হয়, জাল দলিলের হাইপো, কোনো বিশেষ বিধান স্পর্শ না করায়, ১৭৭ ধারায় পড়ে আর খুলনায় বিচারযোগ্য, যেখানে দলিলটা নিবন্ধিত হয়েছিল। আলাদাভাবে, ১০৩ ধারায় চতুর্দশ অধ্যায়ের অধীন যেকোনো তল্লাশি দুই বা তার বেশি স্বাধীন স্থানীয় সাক্ষীর সামনে করতে হয়, যারা জব্দ-তালিকায় স্বাক্ষর করেন, আর দখলদার উপস্থিত থাকার ও সেই তালিকার একটা কপি পাওয়ার অধিকারী।

হাইকোর্ট বিভাগের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা (৫৬১ক ধারা) 2015

পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার ওপর আলোকপাত করুন, প্রাসঙ্গিক বিধান ও একটা দৃষ্টান্তসহ।

৩৩ মিনিটের কাঠামো: ১) বিধান, ৫৬১ক ধারা → ২) তিনটা অঙ্গ → ৩) কেন এটা আছে, অবশিষ্ট, নতুন এখতিয়ার না → ৪) সীমা (কেবল হাইকোর্ট বিভাগ; আপিল/রিভিশনের বিকল্প না; সংযতভাবে প্রয়োগ) → ৫) একটা দৃষ্টান্ত। *অবশ্যই লিখুন:* ৫৬১ক ধারা কেবল **হাইকোর্ট বিভাগের**, অধস্তন ফৌজদারি আদালত বা এমনকি দায়রা জজেরও না (তুলনীয় দেওয়ানি কার্যবিধির ১৫১ ধারা আর ৫৬১ক ধারা নিজেই, দুটোই "সংরক্ষণ" ধারা, নতুন ক্ষমতা দেয় না)।

বিধান, ৫৬১ক ধারা। কার্যবিধির কোনো কিছুই **হাইকোর্ট বিভাগের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে সীমিত বা ক্ষুণ্ন করে গণ্য হবে না**, যা প্রয়োজনীয় আদেশ দিতে, (ক) কার্যবিধির অধীন কোনো আদেশ **কার্যকর করতে**, (খ) কোনো আদালতের কার্যপ্রক্রিয়ার **অপব্যবহার ঠেকাতে**, অথবা (গ) **অন্যভাবে ন্যায়বিচারের স্বার্থ নিশ্চিত করতে**।

প্রকৃতি, সংরক্ষণ, প্রদান না। দেওয়ানি কার্যবিধির ১৫১ ধারার মতো, ৫৬১ক ধারা হাইকোর্ট বিভাগকে নতুন কোনো ক্ষমতা **দেয় না**; এটা একটা ক্ষমতা **সংরক্ষণ করে**, যা হাইকোর্ট বিভাগের উচ্চতর ফৌজদারি আদালত হিসেবে আগে থেকেই আছে, যাতে কার্যবিধির অন্য কোথাও কিছু এটাকে খর্ব করে বলে পড়া না হয়। এটা **অবশিষ্ট**, কেবল তখনই প্রয়োগ হয় যখন কার্যবিধির নির্দিষ্ট ব্যবস্থা (আপিল, রিভিশন, রিভিউ) অভিযোগকৃত অন্যায়টা যথাযথভাবে ধরতে পারে না।

তিনটা অঙ্গ। (ক) কার্যবিধির অধীন কোনো আদেশ কার্যকর করা, ইতিমধ্যে দেওয়া কোনো আদেশ জারিতে ব্যর্থ না হয় তা নিশ্চিত করা। (খ) কার্যপ্রক্রিয়ার অপব্যবহার ঠেকানো, সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ হওয়া অঙ্গ, কোনো ফৌজদারি কার্যক্রম (এজাহার, অভিযোগ, বা পুরো প্রসিকিউশন) **বাতিল (quash)** করতে ব্যবহৃত হয় যখন তার চলমান থাকাটাই একটা অপব্যবহার হবে, যেমন অভিযোগগুলো, সর্বোচ্চ মূল্যেও ধরলে, কোনো অপরাধ প্রকাশ করে না, বা প্রসিকিউশন স্পষ্টভাবে অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বা হয়রানিমূলক। (গ) সাধারণভাবে ন্যায়বিচারের স্বার্থ নিশ্চিত করা, প্রথম দুইটা সরাসরি না ধরা পরিস্থিতির জন্য অবশিষ্ট অঙ্গ।

ক্ষমতার সীমা। এটা কেবল **হাইকোর্ট বিভাগের**, কোনো ম্যাজিস্ট্রেট, দায়রা জজ বা দায়রা আদালতের না, তাদের কার্যবিধির সাধারণ প্রতিকারের মধ্যেই কাজ করতে হয়। এটা **সংযতভাবে ও সতর্কতার সঙ্গে** প্রয়োগ হয়, কোনো পক্ষ কেবল আপিল বা রিভিশন করেননি বলে তার একটা রুটিন বিকল্প হিসেবে না, আর হাইকোর্ট বিভাগ যেন একটা বিচারিক আদালত সেভাবে সাক্ষ্য পুনর্মূল্যায়নের জন্যও না। কার্যবিধির কোনো নির্দিষ্ট বিধান অভিযোগটা ইতিমধ্যে ধরে থাকলে, অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রথম আশ্রয় না।

দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ। একটা নালিশে ঋণ নিয়ে খাঁটি দেওয়ানি বিরোধকে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ বলে দাবি করা হয়, অথচ দণ্ডবিধি যে মানসিক উপাদান দাবি করে তা প্রতিষ্ঠার মতো কোনো অভিযোগই নেই। কোনো ম্যাজিস্ট্রেট তবু আমলে নিয়ে প্রক্রিয়া জারি করলে, আসামি ৫৬১ক ধারায় হাইকোর্ট বিভাগে গিয়ে কার্যক্রমটা **বাতিলের** আবেদন করতে পারেন, নথি নিজেই যা টিকিয়ে রাখতে পারে না এমন একটা প্রসিকিউশন চালিয়ে যাওয়াটাই আদালতের কার্যপ্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে।

উপসংহার। ৫৬১ক ধারা হাইকোর্ট বিভাগের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা **সংরক্ষণ করে, সৃষ্টি করে না**, কার্যবিধির আদেশ কার্যকর করা, কার্যপ্রক্রিয়ার অপব্যবহার ঠেকানো (মূলত ভিত্তিহীন বা হয়রানিমূলক কার্যক্রম বাতিল করে) আর অন্যভাবে ন্যায়বিচারের স্বার্থ নিশ্চিত করা, একটা অবশিষ্ট ক্ষমতা যা কেবল হাইকোর্ট বিভাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সংযতভাবে প্রয়োগ হয়, আর কখনো কার্যবিধির সাধারণ আপিল বা রিভিশন প্রতিকারের বিকল্প না।

একই ঘটনায় দ্বিতীয় এজাহার, নতুন এফআইআর, নাকি ১৬১ ধারার জবানবন্দি? 2025

পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে

নিহতের আত্মীয়রা এজাহার করেন যে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা তাকে হত্যা করেছে। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে আত্মীয়রা নিজেরাই খুন করেছেন, আর তারা আরেকটা এজাহার লিপিবদ্ধ করে। দ্বিতীয় এজাহারটা কি নতুন এফআইআর হিসেবে গণ্য হবে, নাকি কার্যবিধির ১৬১ ধারার একটা জবানবন্দি হিসেবে, প্রাসঙ্গিক আইন উল্লেখপূর্বক উত্তর দিন।

৩৩ মিনিটের কাঠামো: ১) চতুর্দশ অধ্যায় কীভাবে এক ঘটনা → এক তদন্ত কাঠামোয় গড়া → ২) প্রথম সংবাদে ১৫৪/১৫৬ ধারা কী করে → ৩) তদন্তে আবিষ্কৃত তথ্যে ১৬১/১৬২/১৭৩ ধারা কী করে → ৪) উত্তরে পৌঁছানোর যুক্তি → ৫) বাস্তব প্রভাব। *অবশ্যই লিখুন:* কার্যবিধিতে একই ঘটনায় দ্বিতীয় এজাহার অনুমতি দেওয়া বা নিষেধ করা, কোনোটার জন্যই **সুস্পষ্ট কোনো বিধান নেই**, এটা চতুর্দশ অধ্যায়ের কাঠামো থেকে যুক্তিসঙ্গতভাবে বের করা, কোনো নির্দিষ্ট ধারা থেকে সরাসরি না, তাই কোনো উদ্ধৃতি বানিয়ে না বলে সততার সঙ্গে এটা বলুন।

অধ্যায়টা কীভাবে গঠিত। চতুর্দশ অধ্যায় গড়ে উঠেছে **একটা ঘটনা একটা তদন্ত সৃষ্টি করে** এই কাঠামোয়, ১৫৪ ধারার এজাহার একটা একক তদন্ত শুরু করে (১৫৬ ধারা); এরপর তদন্তকারী কর্মকর্তা যা কিছু জানতে পারেন, যেকোনো উৎস থেকেই হোক, সাক্ষীদের পরবর্তী জিজ্ঞাসাবাদসহ, তা যেমন আসে তেমনই **কেস ডায়েরিতে** (১৭২ ধারা) আর **সাক্ষীর জবানবন্দিতে** (১৬১ ধারা) লিপিবদ্ধ হয়; আর তদন্ত শেষ হয় **একটা প্রতিবেদনে** ১৭৩ ধারার অধীন, যা নিজেই প্রথম প্রতিবেদন দাখিলের পর নতুন কিছু জানা গেলে **অধিকতর তদন্ত** আর **সম্পূরক প্রতিবেদনের** ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে সংরক্ষণ করে। এই কাঠামো একই ফৌজদারি ঘটনার দ্বিতীয়, স্বতন্ত্র তদন্ত প্রথমটার সমান্তরালে চলার কোনো ব্যবস্থা রাখে না।

এখানে কী বদলেছে, কী বদলায়নি। ঘটনাটা নিজেই, P-এর মৃত্যু, বদলায়নি; যা বদলেছে তা হলো **কে এটা ঘটিয়েছে** সেই বিষয়ে পুলিশের বোঝাপড়া। এটা ঠিক সেই ধরনের তথ্য যা চলমান তদন্তে সাক্ষী জিজ্ঞাসাবাদের ১৬১ ধারা ধরার জন্যই তৈরি, আর ঠিক সেই জিনিস যা প্রকৃত সাক্ষ্যের প্রকৃত অবস্থা জানার পর ১৭৩ ধারার **সম্পূরক প্রতিবেদন** লিপিবদ্ধ করার জন্য আছে। একই ঘটনায় একটা দ্বিতীয়, স্বতন্ত্র এজাহার নথিভুক্ত করার মানে হবে **একটা অপরাধে দুটো এজাহার আর, আকারে, দুটো তদন্ত**, যা চতুর্দশ অধ্যায়ের কাঠামোয় কোথাও নেই, আর এটা ঠিক সেই ব্যবস্থাকে (১৭৩ ধারার প্রতিবেদন ও সম্পূরক প্রতিবেদনে ফিড হওয়া ১৬১ ধারার জবানবন্দি) এড়িয়ে যায় যা ঠিক এই পরিস্থিতি সামলানোর জন্যই তৈরি।

যুক্তিসঙ্গত উত্তর। এই কাঠামোয়, "দ্বিতীয় এজাহার" ঠিক অর্থে কোনো নতুন এফআইআর না, বরং এটাকে বেশি সঠিকভাবে দেখা হয় প্রথম এজাহারে ইতিমধ্যে শুরু হওয়া তদন্তে **সংগৃহীত অধিকতর তথ্য** হিসেবে, যা **১৬১ ধারায়** একটা জবানবন্দি হিসেবে লিপিবদ্ধ করে একই তদন্তে যুক্ত করা হয়, যা তারপর আত্মীয়দের আসামি হিসেবে নাম দিয়ে **১৭৩ ধারার সম্পূরক প্রতিবেদনে** এগোয়। প্রথম এজাহার বাতিল হয় না; মামলা নম্বর ও তদন্ত চলতেই থাকে, এখন নতুন-শনাক্ত আসামির দিকে পরিচালিত হয়ে। *[যাচাই, এই সিদ্ধান্তটা চতুর্দশ অধ্যায়ের কাঠামো (১৫৪, ১৫৬, ১৬১, ১৬২, ১৭৩ ধারা) থেকে যুক্তিসঙ্গতভাবে বের করা, নাম ধরে "দ্বিতীয় এজাহার" সম্বোধনকারী কোনো ধারা থেকে টেনে আনা না; কার্যবিধি এই বিষয়ে সরাসরি নীরব। পরীক্ষা বা প্রকাশনার জন্য এটাকে প্রতিষ্ঠিত মতবাদ হিসেবে ব্যবহারের আগে বর্তমান বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে নিশ্চিত করুন।]*

বাস্তব প্রভাব। দ্বিতীয় নথিভুক্তিটা একটা স্বতন্ত্র এজাহারের বদলে একই তদন্তের ভেতরে ১৬১ ধারার উপাদান হিসেবে গণ্য হওয়ায়, এটা নতুন কোনো ২৪-ঘণ্টা/১৬৭ ধারার রিমান্ডের সময় শুরু করে না, দ্বিতীয় কোনো মামলা নম্বর খোলে না, আর তদন্তে সংগৃহীত অন্য যেকোনো সাক্ষীর জবানবন্দির মতোই লিপিবদ্ধ ও ব্যবহৃত হয়, স্বাক্ষরবিহীন, আর সাক্ষ্য আইনের অধীন কেবল প্রণেতাকে খণ্ডন করার জন্যই ব্যবহারযোগ্য, নিজে থেকে কোনো সরাসরি সাক্ষ্য না।

উপসংহার। একই ঘটনায় দ্বিতীয় একটা প্রতিবেদন, তদন্তে ভিন্ন অপরাধী শনাক্ত হওয়ার পর করা হলে, সবচেয়ে ভালোভাবে **১৬১ ধারার** অধিকতর তথ্য হিসেবে গণ্য হয়, একই চলমান তদন্তে **১৭৩ ধারার সম্পূরক প্রতিবেদনে** ফিড হয়ে, একটা স্বতন্ত্র নতুন এফআইআরের বদলে; কার্যবিধি এই পরিস্থিতির নাম নিয়ে কোনো সুস্পষ্ট ধারায় এটা বলে না, আর এটা চতুর্দশ অধ্যায়ের কাঠামোর একটা যুক্তিসঙ্গত প্রয়োগ, এটাকে চূড়ান্ত হিসেবে নির্ভর করার আগে বর্তমান কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে নিশ্চিত করার জন্য উপরে চিহ্নিত করা হয়েছে।

📖 **মূল আইন — প্রধান ধারাগুলো** ১৯০৮ সালের ৫ নং আইন

§10 · মামলা মুলতবি রাখা

কোনো বিষয়বস্তু যদি একই পক্ষগণের মধ্যে, অথবা যাদের অধীনে তারা বা তাদের যে কোনো একজন একই স্বত্বে দাবিদার, এমন পক্ষগণের মধ্যে পূর্বে দায়েরকৃত কোনো মামলায় প্রত্যক্ষ ও সারবত্তাগতভাবে বিচারাধীন থাকে, এবং সেই মামলাটি যদি বাংলাদেশে প্রার্থিত প্রতিকার মঞ্জুরের এখতিয়ারসম্পন্ন কোনো আদালতে, বাংলাদেশের বাইরে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বা অব্যাহত রাখা অনুরূপ এখতিয়ারসম্পন্ন কোনো আদালতে, অথবা সুপ্রিম কোর্টের সমক্ষে বিচারাধীন থাকে, তবে সেই একই বিষয়বস্তু নিয়ে কোনো আদালত পরবর্তী কোনো মামলার বিচার অগ্রসর করবে না।
ব্যাখ্যা: বিদেশি কোনো আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকলেও তা একই নালিশের কারণে প্রতিষ্ঠিত মামলা বাংলাদেশের আদালত কর্তৃক বিচার করা থেকে বাধা দেয় না।

§11 · পূর্বনির্ণীত বিষয়

যে বিষয়টি বর্তমান মামলায় প্রত্যক্ষ ও সারবত্তাগতভাবে বিচার্য, সেই বিষয়টি যদি একই পক্ষগণের মধ্যে, অথবা যাদের অধীনে তারা বা তাদের যে কোনো একজন একই স্বত্বে দাবিদার, এমন পক্ষগণের মধ্যে দায়েরকৃত পূর্ববর্তী মামলায়ও প্রত্যক্ষ ও সারবত্তাগতভাবে বিচার্য ছিল, এবং সেই বিষয়টি এমন কোনো আদালত কর্তৃক শুনানি করে চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে, যে আদালত উক্ত পরবর্তী মামলা বা যে মামলায় বিষয়টি পরবর্তীতে উত্থাপিত হয়েছে, তা বিচার করার ক্ষমতাসম্পন্ন, তবে কোনো আদালত সেই মামলা বা বিষয় পুনরায় বিচার করবে না।
ব্যাখ্যা ১: "পূর্ববর্তী মামলা" বলতে এমন মামলা বোঝায় যা প্রশ্নবিদ্ধ মামলার পূর্বে নিষ্পত্তি হয়েছে, তা তার পূর্বে দায়ের হোক বা না-হোক।
ব্যাখ্যা ২: এই ধারার উদ্দেশ্যে, কোনো আদালতের সক্ষমতা সেই আদালতের সিদ্ধান্ত থেকে আপিলের কোনো অধিকার সংক্রান্ত বিধান নির্বিশেষে নির্ধারিত হবে।
ব্যাখ্যা ৩: উপরে উল্লিখিত বিষয়টি পূর্ববর্তী মামলায় অবশ্যই এক পক্ষ কর্তৃক উত্থাপিত এবং অপর পক্ষ কর্তৃক প্রকাশ্যে বা অনুমিতভাবে অস্বীকৃত বা স্বীকৃত হয়ে থাকতে হবে।
ব্যাখ্যা ৪: যে কোনো বিষয় যা এরূপ পূর্ববর্তী মামলায় প্রতিরক্ষা বা আক্রমণের ভিত্তি হতে পারত এবং হওয়া উচিত ছিল, তা সেই মামলায় প্রত্যক্ষ ও সারবত্তাগতভাবে বিচার্য বিষয় বলে গণ্য হবে।
ব্যাখ্যা ৫: আরজিতে দাবিকৃত যে কোনো প্রতিকার, যা ডিক্রি দ্বারা সুস্পষ্টভাবে মঞ্জুর করা হয়নি, তা এই ধারার উদ্দেশ্যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে বলে গণ্য হবে।
ব্যাখ্যা ৬: যেখানে ব্যক্তিগণ কোনো সাধারণ অধিকার সম্পর্কে, অথবা নিজেদের ও অন্যদের জন্য যৌথভাবে দাবিকৃত কোনো ব্যক্তিগত অধিকার সম্পর্কে সরল বিশ্বাসে মামলা করে, সেখানে সেই অধিকারে স্বার্থবান সকল ব্যক্তি এই ধারার উদ্দেশ্যে সেভাবে মামলাকারী ব্যক্তিগণের অধীনে দাবিদার বলে গণ্য হবে।

§35A · মিথ্যা বা কষ্টদায়ক দাবি বা প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত ক্ষতিপূরণমূলক খরচ

(১) কোনো মামলা বা অন্য কার্যধারায়, জারি কার্যধারাসহ কিন্তু আপিল ব্যতীত, কোনো পক্ষ যদি এই কারণে দাবি বা প্রতিরক্ষার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন যে সেই দাবি বা প্রতিরক্ষা, বা তার কোনো অংশ, মিথ্যা বা কষ্টদায়ক, এবং তৎপরবর্তীতে সেই দাবি বা প্রতিরক্ষা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নামঞ্জুর হয়, সেক্ষেত্রে আদালত, এরূপ দাবি বা প্রতিরক্ষাকে মিথ্যা বা কষ্টদায়ক বলে গণ্য করার কারণ লিপিবদ্ধ করার পর, আপত্তিকারীকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ খরচ প্রদানের আদেশ দেবেন। এই খরচ আদালতের আর্থিক এখতিয়ারের সীমা অতিক্রম না-করে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারবে।
(২) এই ধারার অধীনে যার বিরুদ্ধে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি সেই কারণে তার কৃত কোনো দাবি বা প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত কোনো ফৌজদারি দায় থেকে অব্যাহতি পাবেন না।
(৩) মিথ্যা বা কষ্টদায়ক দাবি বা প্রতিরক্ষা সম্পর্কে এই ধারার অধীনে প্রদত্ত কোনো খরচের পরিমাণ, সেই দাবি বা প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত ক্ষতিপূরণ বা ক্ষতির জন্য পরবর্তী কোনো মামলায় বিবেচনায় নেওয়া হবে।

barprepbd.com

§89A · মধ্যস্থতা

(১) অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর অধীন মামলা ব্যতীত, লিখিত জবাব দাখিলের পর, বিবাদ-সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ স্বয়ং বা তাদের নিযুক্ত আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতে উপস্থিত থাকলে, আদালত শুনানি মুলতবি রেখে মামলার বিরোধ বা বিরোধসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিজে মধ্যস্থতা করবেন, অথবা মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির প্রয়াসের জন্য তা প্রেরণ করবেন। এরূপ প্রেরণ পক্ষগণের নিযুক্ত আইনজীবীগণের নিকট, অথবা কোনো আইনজীবী নিযুক্ত না-থাকলে পক্ষ বা পক্ষগণের নিকট, অথবা উপ-ধারা (১০)-এর অধীনে জেলা জজ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত তালিকা থেকে কোনো মধ্যস্থতাকারীর নিকট করা যেতে পারে।

(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীনে আইনজীবীগণের মাধ্যমে প্রেরণ করা হলে, আইনজীবীগণ তাদের নিজ নিজ মক্কেলের সঙ্গে পরামর্শক্রমে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে, মামলায় নিযুক্ত নয় এমন অন্য কোনো আইনজীবী, অথবা কোনো অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, অথবা উপ-ধারা (১০)-এর অধীনে জেলা জজ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত তালিকা থেকে কোনো মধ্যস্থতাকারী, অথবা তাদের নিকট উপযুক্ত মনে হয় এমন অন্য যে কোনো ব্যক্তিকে নিষ্পত্তির জন্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিয়োগ করবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার কোনো কিছুই একাধিক ব্যক্তিকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিয়োগ নিষিদ্ধ করে বলে গণ্য হবে না।

আরও শর্ত থাকে যে, প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তি মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিয়োগের যোগ্য হবেন না।

(৩) উপ-ধারা (১)-এর অধীনে মামলার বিরোধ বা বিরোধসমূহ মধ্যস্থতার জন্য প্রেরণকালে, আইনজীবীগণ, তাদের নিজ নিজ মক্কেল এবং মধ্যস্থতাকারী পারস্পরিক সম্মতিক্রমে মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে ফি ও অনুসরণীয় পদ্ধতি নির্ধারণ করবেন। আদালত নিজে মধ্যস্থতা করলে, আদালত অনুসরণীয় পদ্ধতি নির্ধারণ করবেন এবং মধ্যস্থতার জন্য কোনো ফি ধার্য করবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, আইনজীবীগণ, তাদের নিজ নিজ মক্কেল এবং মধ্যস্থতাকারী ফি নির্ধারণে ব্যর্থ হলে, আদালত ফি নির্ধারণ করবেন এবং এভাবে নির্ধারিত ফি পক্ষগণের ওপর বাধ্যকর হবে।

(৪) উপ-ধারা (১)-এর অধীনে প্রেরণের তারিখ থেকে দশ দিনের মধ্যে, পক্ষগণ লিখিতভাবে আদালতকে অবহিত করবেন যে তারা কাকে মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করেছেন। পক্ষগণ এই সময়ের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগে ব্যর্থ হলে, আদালত সাত দিনের মধ্যে উপ-ধারা (১০)-এ উল্লিখিত তালিকা থেকে একজন মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করবেন। এই ধারার অধীনে মধ্যস্থতা, আদালতকে অবহিত করার দিন অথবা ক্ষেত্রমতে আদালত কর্তৃক মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের দিন থেকে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে, তবে আদালত নিজ উদ্যোগে বা পক্ষগণের যৌথ প্রার্থনায়, অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের অতিরিক্ত সময়ের জন্য মেয়াদ বর্ধিত করতে পারবেন।

(৫) মধ্যস্থতাকারী, মধ্যস্থতা কার্যধারার পক্ষগণের গোপনীয়তা লঙ্ঘন না-করে, মধ্যস্থতা কার্যধারার ফলাফলের একটি প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করবেন। ফলাফল যদি মামলার বিরোধ বা বিরোধসমূহের আপসনিষ্পত্তি হয়, তবে এরূপ আপসের শর্তাবলি নির্বাহকারী পক্ষগণের স্বাক্ষর বা বাম বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ এবং, যদি থাকে, আইনজীবীগণের স্বাক্ষর ও সাক্ষী হিসেবে মধ্যস্থতাকারীর স্বাক্ষরসহ একটি চুক্তির আকারে লিখিতভাবে প্রস্তুত করতে হবে। আদালত, উক্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে, কোডের ২৩ নং আদেশের প্রাসঙ্গিক বিধান অনুযায়ী একটি আদেশ বা ডিক্রি প্রদান করবেন।

(৬) আদালত নিজে মধ্যস্থতা করলে, উপ-ধারা (৫)-এ বর্ণিত পদ্ধতিতে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন এবং আদেশ প্রদান করবেন।

(৭) মধ্যস্থতা কোনো আপসনিষ্পত্তি সৃষ্টিতে ব্যর্থ হলে, আদালত, উপ-ধারা (৯)-এর বিধান সাপেক্ষে, উপ-ধারা (১)-এর অধীনে মধ্যস্থতার সিদ্ধান্ত বা মধ্যস্থতার জন্য প্রেরণের পূর্বে মামলা যে পর্যায়ে ছিল সেই পর্যায় থেকে, এবং যেন মধ্যস্থতা বা মধ্যস্থতার জন্য প্রেরণের কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না এমনভাবে, কোডের বিধান অনুযায়ী মামলার শুনানি অগ্রসর করবেন।

(৮) এই ধারার অধীনে মধ্যস্থতা কার্যধারা গোপনীয় হবে এবং পক্ষগণ, তাদের আইনজীবী, প্রতিনিধি ও মধ্যস্থতাকারীর মধ্যে সম্পাদিত যে কোনো যোগাযোগ, উত্থাপিত সাক্ষ্য, স্বীকারোক্তি, বিবৃতি বা মন্তব্য এবং কথোপকথন সুবিধাপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে এবং একই মামলার পরবর্তী শুনানিতে বা অন্য কোনো কার্যধারায় তা উল্লেখযোগ্য বা সাক্ষ্যযোগ্য হবে না।

(৯) আদালত নিজে পরিচালিত মধ্যস্থতা উদ্যোগ মামলার বিরোধ বা বিরোধসমূহ নিষ্পত্তিতে ব্যর্থ হলে, এবং আদালত মধ্যস্থতা উদ্যোগ পরিচালনাকারী একই বিচারক দ্বারা পরিচালিত থাকলে, সেই আদালত মামলাটি শুনানি করবে না। সেক্ষেত্রে, মামলাটি সক্ষম এখতিয়ারসম্পন্ন অন্য কোনো আদালত কর্তৃক শুনানি করা হবে।

(১০) এই ধারার উদ্দেশ্যে, জেলা জজ, জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে, আইনজীবী, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, বিরোধ নিষ্পত্তির কলায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বলে পরিচিত ব্যক্তি, এবং প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি ব্যতীত এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত বলে বিবেচিত অন্য যে কোনো ব্যক্তি সমন্বয়ে (সময়ে সময়ে হালনাগাদযোগ্য) মধ্যস্থতাকারীদের একটি তালিকা প্রস্তুত করবেন। জেলা জজ তার প্রশাসনিক এখতিয়ারাধীন সকল দেওয়ানি আদালতকে সেই তালিকা সম্পর্কে অবহিত করবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার অধীন কোনো মধ্যস্থতাকারী, পক্ষগণের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করবেন না, যদি তিনি কোনো আদালতে কোনো মামলায় কোনো এক পক্ষের আইনজীবী হিসেবে কখনো নিযুক্ত হয়ে থাকেন।

(১১) কোর্ট-ফিস আইন, ১৮৭০-এ যা কিছুই থাকুক না কেন, যেখানে কোনো মামলার বিরোধ বা বিরোধসমূহ এই ধারার অধীনে আপসে নিষ্পত্তি হয়, সেখানে আদালত আরজি বা লিখিত জবাব সম্পর্কে পক্ষগণ কর্তৃক প্রদত্ত কোর্ট-ফি ফেরতের নির্দেশ প্রদানকারী একটি সনদ প্রদান করবেন; এবং পক্ষগণ সনদ প্রদানের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে এরূপ ফেরত পাওয়ার অধিকারী হবেন।

(১২) এই ধারার অধীনে পক্ষগণের মধ্যে আপসনিষ্পত্তির অনুসরণে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ বা ডিক্রির বিরুদ্ধে কোনো আপিল বা রিভিশন চলবে না।

(১৩) এই ধারার কোনো কিছুই কোডের ২৩ নং আদেশের অধীনে মামলা প্রত্যাহার, সমন্বয় ও আপসনিষ্পত্তি সম্পর্কিত পক্ষগণের বিকল্প অন্যথায় সীমিত করে বলে গণ্য হবে না।

ব্যাখ্যা (১): এই ধারায় "মধ্যস্থতা" বলতে এমন নমনীয়, অনানুষ্ঠানিক, অবাধ্যতামূলক নয় এমন, গোপনীয়, অবিরোধমূলক নয় এমন এবং সম্মতিভিত্তিক বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া বোঝায়, যেখানে মধ্যস্থতাকারী পক্ষগণের মধ্যে আপসের শর্তাবলি পরিচালনা বা নির্দেশ না-দিয়ে মামলার বিরোধসমূহের আপসনিষ্পত্তি সহজতর করবেন।

(২) এই ধারায় "আপসনিষ্পত্তি" বলতে মামলার বিরোধসমূহের আংশিক আপসনিষ্পত্তিও অন্তর্ভুক্ত।

§151 · আদালতের স্বকীয় ক্ষমতার সংরক্ষণ

এই কোডের কোনো কিছুই ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় বা আদালতের কার্যধারার অপব্যবহার রোধে প্রয়োজনীয় এমন আদেশ প্রদানের আদালতের স্বকীয় ক্ষমতা সীমিত বা অন্যথায় প্রভাবিত করে বলে গণ্য হবে না।

Order 1, Rule 10 · ভুল পক্ষের প্রতিস্থাপন এবং পক্ষ সংযোজন বা কর্তন

(১) কোনো মামলা ভুল ব্যক্তির নামে বাদী হিসেবে দায়ের করা হয়ে থাকলে অথবা তা সঠিক বাদীর নামে দায়ের করা হয়েছে কিনা এই বিষয়ে সন্দেহ থাকলে, আদালত মামলার যে কোনো পর্যায়ে, মামলাটি সরল বিশ্বাসে ভ্রান্তিবশত দায়ের করা হয়েছে এবং প্রকৃত বিবাদমান বিষয় নির্ধারণের জন্য তা প্রয়োজনীয়, এই বিষয়ে সন্তুষ্ট হলে, আদালত ন্যায্য মনে করা শর্তাবলিতে অন্য কোনো ব্যক্তিকে বাদী হিসেবে প্রতিস্থাপন বা সংযোজনের আদেশ দিতে পারবেন।

(২) আদালত কার্যধারার যে কোনো পর্যায়ে, কোনো পক্ষের আবেদনক্রমে বা আবেদন ছাড়াই, এবং আদালতের নিকট ন্যায্য মনে হওয়া শর্তাবলিতে, নির্দেশ দিতে পারবেন যে অনুচিতভাবে যুক্ত করা কোনো পক্ষের নাম, বাদী বা বিবাদী যাই হোক না কেন, কর্তন করা হবে। আদালত এই নির্দেশও দিতে পারবেন যে, যে ব্যক্তিকে যুক্ত করা উচিত ছিল, বাদী বা বিবাদী যাই হোক না কেন, অথবা যার উপস্থিতি আদালতের জন্য মামলায় জড়িত সকল প্রশ্ন কার্যকরভাবে ও সম্পূর্ণরূপে বিচার ও নিষ্পত্তি করতে প্রয়োজনীয় হতে পারে, তার নাম যুক্ত করা হবে।

(৩) পরবর্তী বন্ধু ছাড়া মামলাকারী কোনো বাদী হিসেবে অথবা কোনো অক্ষমতাগ্রস্ত বাদীর পরবর্তী বন্ধু হিসেবে তার সম্মতি ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে যুক্ত করা যাবে না।

(৪) কোনো বিবাদী যুক্ত করা হলে, আদালত অন্যথা নির্দেশ না-দিলে, আরজি প্রয়োজনীয় পদ্ধতিতে সংশোধন করতে হবে, এবং নতুন বিবাদীর ওপর সমন ও আরজির সংশোধিত অনুলিপি জারি করতে হবে, এবং আদালত উপযুক্ত মনে করলে মূল বিবাদীর ওপরও।

(৫) তামাদি আইন, ১৯০৮-এর ২২ ধারার বিধান সাপেক্ষে, বিবাদী হিসেবে যুক্ত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যধারা কেবল সমন জারির তারিখ থেকে শুরু হয়েছে বলে গণ্য হবে।

Order 6, Rule 2 · আরজি-জবাবে কেবল সারবত্তাপূর্ণ তথ্য, সাক্ষ্য নয়

প্রতিটি আরজি-জবাবে বাদী বা বিবাদী তার দাবি বা প্রতিরক্ষার জন্য যেসব সারবত্তাপূর্ণ তথ্যের ওপর নির্ভরশীল, কেবল সেসব তথ্য সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করতে হবে, তা প্রমাণের সাক্ষ্য নয়, এবং প্রয়োজন হলে আরজি-জবাব অনুচ্ছেদে বিভক্ত করে ক্রমানুসারে সংখ্যায়িত করতে হবে। তারিখ, অর্থের পরিমাণ ও সংখ্যা অঙ্কে প্রকাশ করতে হবে।

Order 6, Rule 17 · আরজি-জবাব সংশোধন

আদালত কার্যধারার যে কোনো পর্যায়ে যে কোনো পক্ষকে তার আরজি-জবাব ন্যায্য মনে করা পদ্ধতি ও শর্তে পরিবর্তন বা সংশোধন করার অনুমতি দিতে পারবেন, এবং পক্ষগণের মধ্যে প্রকৃত বিবাদমান প্রশ্নসমূহ নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সংশোধন করতে হবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিচার শুরু হওয়ার পর সংশোধনের কোনো আবেদন অনুমোদিত হবে না, যদি না আদালতের অভিমত হয় যে যথাযথ যত্ন সত্ত্বেও পক্ষটি বিচার শুরুর পূর্বে বিষয়টি উত্থাপন করতে পারতেন না:

barprepbd.com

আরও শর্ত থাকে যে, বিচার শুরু হওয়ার পর সংশোধনের কোনো আবেদন করা হলে এবং আদালতের অভিমত হয় যে আবেদনটি কার্যধারা বিলম্বিত করার জন্য করা হয়েছে, তবে আদালত আপত্তিকারীকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ আদালতের উপযুক্ত মনে হওয়া খরচ প্রদানের আদেশ দেবেন।

Order 7, Rule 11 · আরজি প্রত্যাখ্যানের কারণসমূহ

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে আরজি প্রত্যাখ্যাত হবে,
(ক) যেখানে তা কোনো নালিশের কারণ প্রকাশ করে না;
(খ) যেখানে দাবিকৃত প্রতিকারের মূল্য কম নির্ধারণ করা হয়েছে, এবং আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূল্য সংশোধনের জন্য নির্দেশিত হয়েও বাদী তা সংশোধন করতে ব্যর্থ হন;
(গ) যেখানে দাবিকৃত প্রতিকারের মূল্য যথাযথভাবে নির্ধারিত, কিন্তু আরজি অপর্যাপ্ত স্ট্যাম্পযুক্ত কাগজে লেখা, এবং আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প-কাগজ সরবরাহের জন্য নির্দেশিত হয়েও বাদী তা সরবরাহ করতে ব্যর্থ হন;
(ঘ) যেখানে আরজির বিবৃতি থেকে দেখা যায় যে মামলাটি কোনো আইন দ্বারা বারিত:

তবে শর্ত থাকে যে, মূল্য সংশোধন বা প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প-কাগজ সরবরাহের জন্য আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময় একুশ দিনের বেশি হবে না।

Order 9, Rule 9 · মামলা খারিজের ফলে নতুন মামলার প্রতিবন্ধকতা ও খারিজাদেশ রদের আবেদন

(১) ৮ নং বিধির অধীনে কোনো মামলা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে খারিজ হলে, বাদী একই নালিশের কারণে নতুন মামলা দায়ের করা থেকে বাধাপ্রাপ্ত হবেন। কিন্তু তিনি খারিজাদেশ রদ করার জন্য আবেদন করতে পারবেন, এবং মামলাটি শুনানির জন্য আহ্বান করার সময় তার অনুপস্থিতির জন্য পর্যাপ্ত কারণ ছিল এই বিষয়ে আদালতকে সন্তুষ্ট করলে, আদালত খরচ বা অন্যথায় উপযুক্ত মনে করা শর্তে খারিজাদেশ রদ করার আদেশ দেবেন এবং মামলাটি অগ্রসর করার জন্য একটি দিন নির্ধারণ করবেন।

(২) বিপক্ষ পক্ষের ওপর আবেদনের নোটিশ জারি না-হলে এই বিধির অধীনে কোনো আদেশ প্রদান করা যাবে না।

Order 9, Rule 13 · একতরফা ডিক্রি রদ
(১) কোনো মামলায় বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রি প্রদত্ত হলে, তিনি যে আদালত ডিক্রি প্রদান করেছে সেই আদালতে তা রদ করার আদেশের জন্য আবেদন করতে পারবেন; এবং সমন যথাযথভাবে জারি হয়নি, অথবা মামলাটি শুনানির জন্য আহ্বান করার সময় তিনি কোনো পর্যাপ্ত কারণে হাজির হতে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এই বিষয়ে আদালতকে সন্তুষ্ট করলে, আদালত খরচ, আদালতে জমাদান বা অন্যথায় উপযুক্ত মনে করা শর্তে তার বিরুদ্ধে ডিক্রি রদ করার আদেশ দেবেন এবং মামলাটি অগ্রসর করার জন্য একটি দিন নির্ধারণ করবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ডিক্রিটি এমন প্রকৃতির হলে যে তা কেবল সেই বিবাদীর বিরুদ্ধেই রদ করা যায় না, তবে তা অন্যান্য সকল বা যে কোনো বিবাদীর বিরুদ্ধেও রদ করা যেতে পারে।

(২) লিমিটেশন আইন, ১৯০৮-এর ৫ ধারার বিধানাবলি এই আদেশের ১৩(১) নং বিধির অধীনে আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

Order 17, Rule 1 · মুলতবি ও তৎসংক্রান্ত খরচ
(১) পর্যাপ্ত কারণ প্রদর্শিত হলে, আদালত মামলার যে কোনো পর্যায়ে পক্ষগণকে বা তাদের যে কোনো একজনকে সময় মঞ্জুর করতে পারবেন, এবং সময়ে সময়ে মামলার শুনানি মুলতবি করতে পারবেন।

(২) এরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রে আদালত মামলার পরবর্তী শুনানির জন্য একটি দিন নির্ধারণ করবেন, এবং মুলতবির কারণে সৃষ্ট খরচ সম্পর্কে উপযুক্ত মনে করা আদেশ দিতে পারবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সাক্ষ্য শুনানি একবার শুরু হলে, উপস্থিত সকল সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ না-হওয়া পর্যন্ত মামলার শুনানি প্রতিদিন অব্যাহত রাখতে হবে, যদি না আদালত লিপিবদ্ধযোগ্য কারণে পরবর্তী দিনের অতিরিক্ত মুলতবি প্রয়োজনীয় মনে করেন।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২)-এ যা কিছুই থাকুক না কেন, আদালত কোনো মামলায় পক্ষগণের যে কোনো একজনের অনুরোধে চূড়ান্ত শুনানির পূর্বে চারটির বেশি মুলতবি মঞ্জুর করবেন না। উক্ত সীমার অতিরিক্ত কোনো পক্ষকে মুলতবি মঞ্জুর করা হলে, আদালত সেই পক্ষকে আদালত কর্তৃক নির্ধারিতব্য সময়ের মধ্যে অপর পক্ষকে দুইশত টাকার কম নয় এবং এক হাজার টাকার অধিক নয় এমন খরচ প্রদানের নির্দেশ দেবেন। এরূপ খরচ পরিপালনে ব্যর্থতা বাদীর ক্ষেত্রে মামলাটি খারিজযোগ্য এবং বিবাদীর ক্ষেত্রে মামলাটি একতরফাভাবে নিষ্পত্তিযোগ্য করবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আদালত এই বিধির অধীনে খরচসহ হলেও কোনো পক্ষকে তিনটির বেশি মুলতবি মঞ্জুর করবেন না।

(৪) কোডে যা কিছুই থাকুক না কেন, আদালত মামলায় পক্ষগণের যে কোনো একজনের অনুরোধে চূড়ান্ত শুনানির পর্যায়ে ও তৎপরবর্তীতে কোনো মুলতবি মঞ্জুর করবেন না:

barprepbd.com

তবে শর্ত থাকে যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে কোনো পক্ষকে এই উপ-বিধির অধীনে কোনো মুলতবি মঞ্জুর করা হলে, আদালত সেই পক্ষকে আদালত কর্তৃক নির্ধারিতব্য সময়ের মধ্যে অপর পক্ষকে দুইশত টাকার কম নয় এবং এক হাজার টাকার অধিক নয় এমন খরচ প্রদানের নির্দেশ দেবেন। এরূপ খরচ পরিপালনে ব্যর্থতা বাদীর ক্ষেত্রে মামলাটি খারিজযোগ্য এবং বিবাদীর ক্ষেত্রে মামলাটি একতরফাভাবে নিষ্পত্তিযোগ্য করবে:

আরও শর্ত থাকে যে, আদালত উক্ত শর্তাংশের অধীনে কোনো পক্ষকে তিনটির বেশি মুলতবি মঞ্জুর করবেন না।

(৫) উপ-বিধি (৩) বা (৪)-এর অধীনে উভয় পক্ষ কর্তৃক মুলতবির আবেদন করা হলে এবং আবেদনসমূহ খরচসহ মঞ্জুর হলে, আদালত প্রতিটি পক্ষকে রাষ্ট্রের রাজস্ব হিসেবে তদনুরূপ খরচ প্রদানের নির্দেশ দেবেন।

(৬) আদালত এই বিধির অধীনে কারণ লিপিবদ্ধ না-করে নিজ উদ্যোগে কোনো মুলতবি মঞ্জুর করবেন না।

(৭) উপ-বিধি (৩) বা (৪)-এর অধীনে খারিজ বা একতরফাভাবে নিষ্পত্তিকৃত কোনো মামলা, যে পক্ষের অপরিপালনের কারণে মামলাটি খারিজ বা একতরফাভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে তিনি এরূপ খারিজ বা একতরফা নিষ্পত্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে পুনরুজ্জীবনের জন্য দুই হাজার টাকা খরচসহ আদালতে আবেদন না-করলে, শুনানির জন্য পুনরুজ্জীবিত করা হবে না। এরূপ আবেদন করা হলে, মামলাটি আর কোনো অতিরিক্ত কার্যধারা ছাড়া শুনানির জন্য পুনরুজ্জীবিত হবে, এবং আদালতে জমাকৃত খরচ অপর পক্ষকে প্রদান করা হবে।

Order 38, Rule 5 · কারণ প্রদর্শিত না-হলে বা জামানত প্রদান না-করলে ক্রোক
(১) মামলার যে কোনো পর্যায়ে, আদালত যদি হলফনামা দ্বারা বা অন্যবিধভাবে সন্তুষ্ট হন যে, বিবাদী তার বিরুদ্ধে প্রদত্ত হতে পারে এমন কোনো ডিক্রির জারি বাধাগ্রস্ত বা বিলম্বিত করার অভিপ্রায়ে,
(ক) তার সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা কোনো অংশ হস্তান্তর করতে উদ্যত, অথবা
(খ) তার সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা কোনো অংশ আদালতের এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার বাইরে অপসারণ করতে উদ্যত,
তবে আদালত বিবাদীকে, তার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, হয় আদেশে উল্লিখিত পরিমাণ জামানত প্রদান করে চাহিবামাত্র উক্ত সম্পত্তি বা তার মূল্য, অথবা ডিক্রির দাবি মেটাতে পর্যাপ্ত তার এমন অংশ, আদালতের নিষ্পত্তির জন্য উপস্থাপন ও প্রদানের নির্দেশ দিতে পারবেন, অথবা তিনি কেন জামানত প্রদান করবেন না তার কারণ দর্শাতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিতে পারবেন।
(২) আদালত অন্যরূপ নির্দেশ না-দিলে, বাদী ক্রোকযোগ্য সম্পত্তি এবং তার আনুমানিক মূল্য নির্দিষ্ট করবেন।
(৩) আদালত আদেশে এভাবে নির্দিষ্ট সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা কোনো অংশের শর্তসাপেক্ষ ক্রোকেরও নির্দেশ দিতে পারবেন।

Order 39, Rule 1 · অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুরের ক্ষেত্রসমূহ
যে কোনো মামলায় হলফনামা দ্বারা বা অন্যবিধভাবে প্রমাণিত হলে যে,
(ক) মামলার বিরোধপূর্ণ কোনো সম্পত্তি মামলার কোনো পক্ষ কর্তৃক অপচয়, ক্ষতিসাধন বা হস্তান্তরের আশঙ্কায় রয়েছে, অথবা কোনো ডিক্রি জারিতে অন্যায়ভাবে বিক্রি হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছে, অথবা
(খ) বিবাদী তার পাওনাদারদের প্রতারিত করার লক্ষ্যে তার সম্পত্তি অপসারণ বা হস্তান্তরের হুমকি দিচ্ছেন বা অভিপ্রায় পোষণ করছেন,
তবে আদালত আদেশ দ্বারা এরূপ কাজ রোধে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করতে পারবেন, অথবা সম্পত্তির অপচয়, ক্ষতিসাধন, হস্তান্তর, বিক্রয়, অপসারণ বা প্রদানের প্রতিরোধ ও নিবারণের উদ্দেশ্যে আদালত উপযুক্ত মনে করেন এমন অন্য আদেশ প্রদান করতে পারবেন, যা মামলার নিষ্পত্তি পর্যন্ত বা পরবর্তী আদেশ না-হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

Order 39, Rule 2 · চুক্তিভঙ্গ বা অন্য ক্ষতি রোধে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা
(১) বিবাদীকে চুক্তিভঙ্গ বা যে কোনো প্রকারের ক্ষতি সাধন থেকে বিরত রাখার জন্য দায়েরকৃত যে কোনো মামলায়, মামলায় ক্ষতিপূরণ দাবি করা হোক বা না-হোক, বাদী মামলা শুরুর পর যে কোনো সময়ে, রায়ের পূর্বে বা পরে, বিবাদীকে অভিযোগকৃত চুক্তিভঙ্গ বা ক্ষতি সাধন থেকে, অথবা একই চুক্তি থেকে উদ্‌ভূত বা একই সম্পত্তি বা অধিকার সংশ্লিষ্ট অনুরূপ প্রকৃতির যে কোনো চুক্তিভঙ্গ বা ক্ষতি সাধন থেকে বিরত রাখতে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য আদালতে দরখাস্ত করতে পারবেন।
(২) আদালত আদেশ দ্বারা এরূপ নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করতে পারবেন, নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ, হিসাব সংরক্ষণ, জামানত প্রদান বা অন্যবিধ বিষয়ে আদালত উপযুক্ত মনে করেন এমন শর্তে।
(৩) এরূপ কোনো শর্ত অমান্য করা হলে বা তার লঙ্ঘন ঘটলে, নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুরকারী আদালত এরূপ অবাধ্যতা বা লঙ্ঘনে দোষী ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ দিতে পারবেন, এবং সেই ব্যক্তিকে ছয় মাসের অনধিক মেয়াদের জন্য দেওয়ানি কারাগারে আটক রাখার আদেশও দিতে পারবেন, যদি না ইতিমধ্যে আদালত তার মুক্তির নির্দেশ দেন।
(৪) এই বিধির অধীনে কোনো ক্রোক এক বছরের বেশি সময় বলবৎ থাকবে না, যার শেষে, অবাধ্যতা বা লঙ্ঘন অব্যাহত থাকলে, ক্রোককৃত সম্পত্তি বিক্রয় করা যেতে পারে, এবং তার আয় থেকে আদালত উপযুক্ত মনে করেন এমন ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে পারবেন, এবং অবশিষ্টাংশ, যদি থাকে, তার প্রাপ্য পক্ষকে প্রদান করবেন।

অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা (৩৯ আদেশ) 2022, 2020, 2011, 2012

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যানে আদালতের এখতিয়ার এবং অনুসরণীয় নীতিসমূহ আলোচনা করুন। একতরফা অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা কখন ও কীভাবে প্রদান করা যাইতে পারে?

বিধিবদ্ধ ভিত্তি। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার ক্ষমতা আসে **৯৪(গ) ধারা** থেকে (সম্পূরক কার্যধারা, ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য যেন ব্যর্থ না হয়, সেজন্য আদালত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করতে পারেন), আর এটি নিয়ন্ত্রিত হয় **৩৯ আদেশ** দিয়ে।

কখন মঞ্জুর হয় (৩৯ আদেশের ১–২ বিধি)। ৩৯ আদেশের ১ বিধির অধীন, হলফনামায় প্রমাণিত হলে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা যায় যে, (ক) বিরোধীয় সম্পত্তি **অপচয়, ক্ষতি, হস্তান্তর বা ডিক্রি জারিতে অন্যায়ভাবে বিক্রয়** হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছে, অথবা (খ) বিবাদী পাওনাদারদের প্রতারিত করার অভিপ্রায়ে তাঁর সম্পত্তি **সরানো বা হস্তান্তরের হুমকি দিচ্ছেন। ৩৯ আদেশের ২ বিধির** অধীন, কোনো **চুক্তিভঙ্গ বা অন্য অনিষ্ট** ঠেকানোর মোকদ্দমায় বাদী (রায়ের আগে বা পরে) অভিযুক্ত ভঙ্গ ঠেকানোর নিষেধাজ্ঞা চাইতে পারেন।

তিনটি নিয়ন্ত্রক নীতি। ৩৯ আদেশ *উপলক্ষগুলো* বললেও, অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুরের আগে আদালত যে সুপ্রতিষ্ঠিত বিচারিক নীতিতে সন্তুষ্ট হবেন তা তিনটি, এবং **তিনটিই** থাকতে হবে:

১. **প্রাথমিকভাবে মামলা (prima facie case)**, দরখাস্তকারীকে বিচারযোগ্য একটি গুরুতর প্রশ্ন এবং গুণাগুণের ভিত্তিতে একটি যুক্তিসঙ্গত মামলা দেখাতে হবে (সাফল্যের নিশ্চয়তা লাগবে না);

২. **সুবিধা-অসুবিধার ভারসাম্য**, নিষেধাজ্ঞা না দিলে দরখাস্তকারীর যে ক্ষতি বা অসুবিধা, তা দিলে বিপক্ষের ক্ষতি বা অসুবিধার চেয়ে বেশি হতে হবে; এবং

৩. **অপূরণীয় ক্ষতি**, দরখাস্তকারী এমন ক্ষতির মুখে পড়বেন যা টাকায় / চূড়ান্ত ডিক্রিতে পর্যাপ্তভাবে পূরণযোগ্য নয়।

এ তিনটির একটিও না থাকলে দরখাস্ত প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

নোটিশ এবং একতরফা অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা। মূল নিয়ম: আগে নোটিশ। ৩৯ আদেশের ৩ বিধির অধীন, নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুরের আগে আদালত বিপক্ষকে দরখাস্তের নোটিশ দেওয়ার নির্দেশ দেবেন, তবে যেখানে দেখা যায় যে দেরিতে নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্যই **ব্যর্থ** হয়ে যাবে, সেখানে আদালত কারণ লিপিবদ্ধ করে একতরফাভাবে এগোতে পারেন। এটিকে আরও দৃঢ় করে **৩৯ আদেশের ৫ক বিধি** বলে, আদালত **বিপক্ষকে শুনানি না করে অন্তর্বর্তীকালীন বা অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেবেন না**; যেখানে একতরফা আদেশ দেওয়া হয় (দেরিতে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে), সেখানে বিপক্ষ হাজির হওয়ার **সাত দিনের মধ্যে গুণাগুণের ভিত্তিতে** তা নিষ্পত্তি করতে হবে, আর অযৌক্তিক একতরফা নিষেধাজ্ঞায় ক্ষতিপূরণমূলক খরচ আরোপ হতে পারে (মোকদ্দমা ব্যর্থ হলে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত)। সরকার বা কোনো বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে, কোনো উন্নয়ন কর্মসূচির ক্ষতির আশঙ্কাযুক্ত একতরফা নিষেধাজ্ঞা সরকারি কৌঁসুলিকে শুনানি না করে দেওয়া যাবে না।

প্রয়োগ (২০২০(খ), ১০ ধারা / এখতিয়ার-সংশ্লেষ)। যেখানে *একতরফা* স্থিতাবস্থা/নিষেধাজ্ঞার আদেশদাতা আদালতের প্রতিকারের একাংশের ওপর বিষয়বস্তুগত এখতিয়ার নেই (যেমন তাঁর এখতিয়ার-বহির্ভূত কোনো সমবায় সমিতির বিষয়), সেখানে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ: ৩৯ আদেশের ৪ বিধির অধীন আদেশটি রদবদল/বাতিলের দরখাস্ত এবং আদালতের এখতিয়ারের চ্যালেঞ্জ, ৩৯ আদেশের ৫ক বিধি (বিপক্ষকে শুনানি না করে আদেশটি একতরফাভাবে দেওয়া উচিত হয়নি) আর এখতিয়ারের অভাব দেখিয়ে।

উপসংহার। ৯৪ ধারার সঙ্গে ৩৯ আদেশ পড়লে আদালতের এখতিয়ার আছে, কিন্তু তাঁকে তিন-স্তরের পরীক্ষা (প্রাথমিকভাবে মামলা, সুবিধার ভারসাম্য, অপূরণীয় ক্ষতি) প্রয়োগ করতে হবে এবং সাধারণত নোটিশ দিতে হবে; একতরফা অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা একটি ব্যতিক্রম, কেবল তখনই, যখন দেরিতে উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে, এবং তা-ও ৩৯ আদেশের ৫ক বিধির সাত-দিনের নিষ্পত্তি-রক্ষাকবচ সাপেক্ষে।

আরজি প্রত্যাখ্যান বনাম আরজি ফেরত 2021, 2015, 2011, 2009

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> আরজি প্রত্যাখ্যানের কারণসমূহ উল্লেখ করুন। আরজি প্রত্যাখ্যানকে আরজি ফেরত হইতে পৃথক করুন। প্রত্যাখ্যানের আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিকার কোথায় নিহিত?

আরজি প্রত্যাখ্যান, ৭ আদেশের ১১ বিধি। নিচের কারণগুলোতে আরজি *অবশ্যই* প্রত্যাখ্যাত হবে:

- **(ক)** যেখানে তা কোনো নালিশের কারণ প্রকাশ করে না;
- **(খ)** যেখানে দাবিকৃত প্রতিকার **অবমূল্যায়িত** এবং বাদী, নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূল্যায়ন সংশোধনে ব্যর্থ হন;
- **(গ)** যেখানে আরজি **অপর্যাপ্ত স্ট্যাম্পে** লেখা এবং বাদী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প-কাগজ দিতে ব্যর্থ হন; এবং
- **(ঘ)** যেখানে আরজির বিবৃতি থেকেই দেখা যায় যে মোকদ্দমাটি **কোনো আইনে বারিত**।

(মূল্যায়ন সংশোধন বা স্ট্যাম্প দেওয়ার জন্য নির্ধারিত সময় বাংলাদেশে একুশ দিনের বেশি হবে না।) "কোনো আইনে বারিত" বলতে এমন মোকদ্দমাও পড়ে, যা আরজির বিবৃতি থেকেই তামাদিতে বারিত বলে দেখা যায়।

দুটি গুরুত্বপূর্ণ কথা: (এক) **আইন ও তথ্যের মিশ্র প্রশ্নে** প্রত্যাখ্যান চলে না, বাধাটি আরজির বিবৃতি থেকেই দেখা যেতে হবে (তাই ২০২১ সালের বিবৃতি "আইন ও তথ্যের মিশ্র প্রশ্নে আরজি প্রত্যাখ্যান করা যায় না" সঠিক); এবং (দুই) **৭ আদেশের ১৩ বিধির** অধীন, প্রত্যাখ্যান নিজে থেকেই বাদীকে একই নালিশের কারণে **নতুন আরজি** দাখিলে বাধা দেয় না।

আরজি ফেরত, ৭ আদেশের ১০ বিধি। যে আদালতে আরজি দাখিল হয়েছে, সে আদালতের তা বিচারের **এখতিয়ার** (স্থানীয়, আর্থিক বা বিষয়বস্তুগত) না থাকলে, উপযুক্ত আদালতে দাখিলের জন্য আরজিটি, যেকোনো পর্যায়ে, *ফেরত* দেওয়া হয়। বিচারক দাখিল ও ফেরতের তারিখ, দাখিলকারী পক্ষের নাম এবং ফেরতের কারণগুলো পৃষ্ঠাঙ্কিত করেন।

পার্থক্য:

	প্রত্যাখ্যান (৭ আদেশের ১১ বিধি)	ফেরত (৭ আদেশের ১০ বিধি)
কারণ	আরজি ত্রুটিপূর্ণ / বারিত / অবমূল্যায়িত / নালিশের কারণ অনুপস্থিত	ভুল আদালত (এখতিয়ার নেই)
প্রকৃতি	একটি **গণ্য ডিক্রি** (২ ধারায় সংজ্ঞায়িত)	ডিক্রি নয়, কেবল একটি আদেশ
ফলাফল	সেই আদালতে মোকদ্দমা শেষ; নতুন আরজি অনুমোদিত (১৩ বিধি)	*একই* আরজি উপযুক্ত আদালতে পুনঃদাখিল

প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে প্রতিকার। ৭ আদেশের ১১ বিধির অধীন আরজি প্রত্যাখ্যানের আদেশ যেহেতু একটি **ডিক্রি** (২ ধারা), তাই প্রতিকার, অন্য যেকোনো ডিক্রির মতো, আপিল আদালতে **৯৬ ধারার** অধীন **আপিল**। (অথবা, প্রত্যাখ্যান যেহেতু নতুন মোকদ্দমায় বাধা দেয় না, তাই ত্রুটি সংশোধনযোগ্য হলে বাদী ৭ আদেশের ১৩ বিধির অধীন একই নালিশের কারণে স্রেফ একটি নতুন আরজি দাখিল করতে পারেন।) অন্যদিকে, ৭ আদেশের ১০ বিধির অধীন আরজি *ফেরতের* আদেশটি ১০৪ ধারার সঙ্গে পঠিত **৪৩ আদেশের ১(ক) বিধির** অধীন একটি আপিলযোগ্য **আদেশ**।

প্রয়োগ (২০১১(খ))। 'ক'-এর আরজি প্রত্যাখ্যাত হলো, কারণ তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবমূল্যায়ন সংশোধনে ব্যর্থ হয়েছিলেন, সরাসরি ৭ আদেশের ১১(খ) বিধি। তাঁর প্রতিকার: প্রত্যাখ্যানের আদেশের বিরুদ্ধে ৯৬ ধারার অধীন আপিল (এটি একটি গণ্য ডিক্রি বলে); অথবা, তামাদি সাপেক্ষে, ৭ আদেশের ১৩ বিধির অধীন একই নালিশের কারণে একটি নতুন, যথাযথভাবে মূল্যায়িত আরজি দাখিল।

আরজি-জবাব ও তার বিষয়বস্তু (ষষ্ঠ আদেশ) 2023, 2020, 2012

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> "আরজি-জবাবে কেবল বস্তুগত তথ্য থাকিবে, আইন বা সাক্ষ্য নহে।" ষষ্ঠ আদেশের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করুন। একটি আদর্শ আরজি-জবাবের, একটি আরজির এবং একটি জবাবের অপরিহার্য উপাদানসমূহ কী কী?

অর্থ। ষষ্ঠ আদেশের ১ বিধি অনুযায়ী, "আরজি-জবাব" (pleading) বলতে বোঝায় একটি **আরজি** বা একটি **জবাব**, আরজি বাদীর দাবির বিবরণ, আর জবাব বিবাদীর উত্তর।

মূল বিধি, বস্তুগত তথ্য, আইন বা সাক্ষ্য নয় (৬ আদেশের ২ বিধি)। কোনো আরজি-জবাবে পক্ষ নিজের দাবি বা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যে *বস্তুগত তথ্যগুলোর ওপর নির্ভর করে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ* থাকবে, এবং কেবল সেটুকুই; যে **সাক্ষ্য** দিয়ে সেই তথ্য প্রমাণ করা হবে তা নয়, কোনো আইনগত প্রতিপাদ্যও নয়। আরজি-জবাব সংখ্যাযুক্ত অনুচ্ছেদে ভাগ করতে হবে, আর তারিখ, টাকার অঙ্ক ও সংখ্যা লিখতে হবে অঙ্কে। অর্থাৎ এই বিধির বিষয় **facta probanda** (যে বস্তুগত তথ্য সাব্যস্ত করতে হবে), **facta probantia** (যে সাক্ষ্যে তা সাব্যস্ত হবে) নয়; আইন প্রয়োগ করা আদালতের কাজ, তা আরজি-জবাবে তোলা পক্ষগণের কাজ নয়।

আদর্শ আরজি-জবাবের বৈশিষ্ট্য:

- কেবল **বস্তুগত তথ্য** বলে, সংক্ষিপ্ত, বাড়তি কথা ছাড়া;
- **আইন** (আইনগত অনুমান আদালতের জন্য) ও **সাক্ষ্য** বাদ দেয়;
- **সংখ্যাযুক্ত অনুচ্ছেদে** বিভক্ত; তারিখ/টাকার অঙ্ক/সংখ্যা অঙ্কে (৬ আদেশের ২ বিধি);
- মামলা প্রতারণা, ভুল উপস্থাপন, বিশ্বাসভঙ্গ, ইচ্ছাকৃত খেলাপ বা অযথা প্রভাবের ওপর দাঁড়ালে **বিশদ বিবরণ** দেয় (**৬ আদেশের ৪ বিধি**);
- পক্ষ ও কৌঁসুলির **স্বাক্ষরযুক্ত** (**৬ আদেশের ১৪ বিধি**) এবং শেষে **সত্যপাঠকৃত** (verified), কোন অংশ নিজের জানা তথ্যের ভিত্তিতে আর কোন অংশ তথ্য ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে, তা আলাদা করে; স্বাক্ষর, তারিখ ও স্থানসহ (**৬ আদেশের ১৫ বিধি**); এবং
- অপ্রয়োজনীয়, কুৎসামূলক বা বিব্রতকর বিষয় বাদ দেয়, যা আদালত **৬ আদেশের ১৬ বিধির** অধীন কেটে দিতে পারেন।

আরজির অপরিহার্য উপাদান (সপ্তম আদেশের ১ বিধি), আরজিতে থাকতে হবে:

- (ক) আদালতের নাম; (খ) বাদীর নাম, পরিচয় ও বাসস্থান; (গ) বিবাদীর অনুরূপ বিবরণ; (ঘ) কেউ নাবালক বা অপ্রকৃতিস্থ হলে সে মর্মে একটি বিবৃতি;
- (ঙ) **নালিশের কারণ গঠনকারী তথ্যগুলো** এবং **তা কখন উদ্ভূত হয়েছে**;
- (চ) আদালতের **এখতিয়ার** প্রতিপাদনকারী তথ্য;
- (ছ) দাবিকৃত **প্রতিকার**;
- (জ) বাদী কোনো সমন্বয় (set-off) মঞ্জুর করে থাকলে বা নিজের দাবির অংশ ছেড়ে দিয়ে থাকলে, সেই মঞ্জুরীকৃত বা পরিত্যক্ত পরিমাণ; এবং
- (ঝ) এখতিয়ার ও কোর্ট-ফির জন্য বিষয়বস্তুর **মূল্যের** একটি বিবৃতি।

আরজির সঙ্গে যেসব দলিলের ওপর নির্ভর করা হয় সেগুলোও সংযুক্ত করতে হবে (৭ আদেশের ১৪ বিধি), আর মূল্যায়ন/প্রতিকার সংক্রান্ত বিধিগুলোও মানতে হবে (৭ আদেশের ২–৭ বিধি)।

জবাবের অপরিহার্য উপাদান (অষ্টম আদেশ), বিবাদীর আত্মপক্ষ সমর্থন, যা সমন জারির **ত্রিশ কার্যদিবসের** মধ্যে দাখিল করতে হবে (কারণ দেখিয়ে **ষাট কার্যদিবস** পর্যন্ত বাড়ানো যায়; ব্যর্থ হলে আদালত একতরফাভাবে এগোতে পারেন) (**৮ আদেশের ১ বিধি**)। এতে:

- মোকদ্দমাটি চলে না বা লেনদেন বাতিল/বাতিলযোগ্য, তা দেখানোর সব বিষয় **বিশেষভাবে** তুলতে হবে; যেমন প্রতারণা, তামাদি, অব্যাহতি, পরিশোধ, বেআইনিতা (**৮ আদেশের ২ বিধি**);
- অস্বীকৃত প্রতিটি তথ্যগত অভিযোগ **সুনির্দিষ্টভাবে অস্বীকার** করতে হবে, সাধারণ বা কৌশলী অস্বীকার যথেষ্ট নয় (**৮ আদেশের ৩–৪ বিধি**), কারণ **৮ আদেশের ৫ বিধি** অনুযায়ী সুনির্দিষ্টভাবে অস্বীকার করা হয়নি এমন প্রতিটি অভিযোগ স্বীকৃত বলে গণ্য হয়;
- **৮ আদেশের ৬ বিধির** অধীন কোনো নির্ধারিত অঙ্কের **সমন্বয় (set-off)** তুলতে হবে; এবং
- অন্য যেকোনো আরজি-জবাবের মতো স্বাক্ষর ও সত্যপাঠ থাকতে হবে।

একতরফা ডিক্রির বিরুদ্ধে প্রতিকারসমূহ 2025

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> স্বত্ব ঘোষণার একটি মোকদ্দমা উভয় বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রিতে নিষ্পত্তি হইয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ বিবাদীদের জন্য কী কী প্রতিকার আছে?

৩৩ মিনিটের কাঠামো: ১) একতরফা ডিক্রি কীভাবে হয় → ২) ৯ আদেশের ১৩ বিধি (কারণ + ৩০ দিন + ৫ ধারা + ২০২৬-এর একবারই-শর্তাংশ) → ৩) ১৩ক বিধি (খরচ দিয়ে সরাসরি রদ) → ৪) ৯৬ ধারার আপিল → ৫) রিভিউ (১১৪ ধারা / ৪৭ আদেশ) → ৬) কোন প্রতিকার কখন। *অবশ্যই লিখুন:* একতরফা ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল **চলে**; ১৩ বিধির সুযোগ প্রতি বিবাদীর একবারই।

একতরফা ডিক্রি কীভাবে হয়। সমন যথাযথভাবে জারি হওয়া সত্ত্বেও শুনানির জন্য মোকদ্দমা ডাকা হলে বিবাদী হাজির না হলে, আদালত **একতরফা** কার্যক্রম চালাতে পারেন (৯ আদেশ) এবং কেবল বাদীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ডিক্রি দিতে পারেন। এমন ডিক্রি রদ না হওয়া পর্যন্ত বৈধ ডিক্রি, কিন্তু একতরফা ডিক্রির বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ বিবাদীর একাধিক প্রতিকার রয়েছে।

(১) রদের দরখাস্ত, ৯ আদেশের ১৩ বিধি। প্রধান প্রতিকার। যে আদালত ডিক্রি দিয়েছেন, সেই আদালতে বিবাদী দুটি কারণের যেকোনোটিতে ডিক্রি রদের দরখাস্ত করতে পারেন: (ক) **সমন যথাযথভাবে জারি হয়নি**, অথবা (খ) মোকদ্দমা ডাকার সময় হাজির হতে তিনি **পর্যাপ্ত কারণে বাধাগ্রস্ত** হয়েছিলেন। যেকোনো একটি প্রমাণিত হলে আদালত **খরচ বা অন্য যেরূপ শর্ত ন্যায্য মনে করেন সেরূপ শর্তে** ডিক্রি রদ করে মোকদ্দমা এগিয়ে নেওয়ার দিন ধার্য করেন; ডিক্রি অবিভাজ্য হয়ে সব বিবাদীর বিরুদ্ধে হলে সবার বিরুদ্ধেই তা রদ করা যায়। **২০২৫–২৬ সংস্কারে যুক্ত শর্তাংশ** (দেওয়ানি কার্যবিধি (সংশোধন) আইন, ২০২৬, ২০২৬ সালের ৩৬ নং আইন): **একই বিবাদীর দরখাস্তে এই বিধির অধীনে একটি ডিক্রি একবারের বেশি রদ করা যাবে না**, ১৩ বিধির সুযোগ প্রতি বিবাদীর জন্য একবারই।

- **তামাদি:** ডিক্রির তারিখ থেকে **ত্রিশ দিন**; সমন যথাযথভাবে জারি না হয়ে থাকলে ডিক্রি সম্পর্কে দরখাস্তকারীর **জ্ঞাত হওয়ার** দিন থেকে (**তামাদি আইন, ১৯০৮, প্রথম তফসিল, ১৬৪ অনুচ্ছেদ**)। এই দরখাস্তে **তামাদি আইনের ৫ ধারা প্রযোজ্য**, কাজেই বিলম্বটুকুও পর্যাপ্ত কারণে মার্জনীয়।

(২) খরচ দিয়ে সরাসরি রদ, ৯ আদেশের ১৩ক বিধি। বাংলাদেশের নিজস্ব সংক্ষিপ্ত পথ: আদালত **পর্যাপ্ত কারণের কোনো সাক্ষ্য না নিয়েই** অনধিক **তিন হাজার টাকা** খরচ পরিশোধের শর্তে একতরফা ডিক্রি **সরাসরি** রদ করতে পারেন, যদি দরখাস্তটি (হলফনামাসহ) **ত্রিশ দিনের মধ্যে** করা হয়, দরখাস্তকারী এমন বিবাদী হন যিনি একতরফা ডিক্রির আগে **হাজির হয়ে লিখিত জবাব দাখিল করেছিলেন**, এবং একই বিবাদীর পক্ষে এই সুযোগ **একবারের বেশি নয়**।

(৩) আপিল, ৯৬ ধারা। একতরফা ডিক্রির বিরুদ্ধে ৯৬ ধারায় **আপিল চলে** (উপধারাটি তা স্পষ্টই সংরক্ষণ করেছে), কারণ এটিও অন্য যেকোনো ডিক্রির মতোই ডিক্রি। আপিলে বিবাদী গুণাগুণের ভিত্তিতে ডিক্রি আক্রমণ করতে পারেন, বাদীর নিজের সাক্ষ্যেই ডিক্রিটি টেকে না, এ যুক্তিতে। (বিপরীতে, **সম্মতি-ডিক্রির বিরুদ্ধে কোনো আপিল চলে না**।)

(৪) রিভিউ, ১১৪ ধারা ও ৪৭ আদেশের ১ বিধি। মামলাটি রিভিউর কারণের মধ্যে পড়লে, যথাযথ চেষ্টা সত্ত্বেও আগে জানা ছিল না এমন **নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা সাক্ষ্যের সন্ধান**; **নথির মুখেই স্পষ্ট ভুল**; বা **অন্য কোনো পর্যাপ্ত কারণ**, বিবাদী যে আদালত ডিক্রি দিয়েছেন সেখানেই **রিভিউর** দরখাস্ত করতে পারেন (বিশেষত যেখানে আপিল চলে কিন্তু আপিল করা হয়নি)।

(৫) সম্পূরক প্রতিকার (কেস-ল, কার্যবিধির বাইরে), প্রতারণার কারণে পৃথক মোকদ্দমা। ডিক্রিটি **প্রতারণার** মাধ্যমে, যেমন সমন গোপন করে ও ইচ্ছাকৃত মিথ্যা জারি দেখিয়ে, অর্জিত হয়ে থাকলে, বিবাদী তা রদের জন্য **পৃথক মোকদ্দমা** করতে পারেন; আদালতের ওপর প্রতারণা করে পাওয়া ডিক্রি কাউকে বাঁধে না। এটি উপরের চারটি কার্যবিধিগত প্রতিকারের **বাইরে একটি সম্পূরক, কেস-ল-ভিত্তিক প্রতিকার**; ৯ আদেশের ১৩ বিধির দরখাস্ত খারিজ হলেও এটি ক্ষুণ্ণ হয় না।

কোন প্রতিকার কখন। প্রতিকারগুলো আলাদা আলাদা কারণে ব্যবহার করা হয়। ৯ আদেশের ১৩ বিধিতে মূল প্রশ্ন **সমন জারি ও হাজির হতে না পারার যথেষ্ট কারণ**; আপিলে ডিক্রির **আইনগত ও বাস্তব ভিত্তি** চ্যালেঞ্জ করা যায়; রিভিউতে দেখা হয় **নতুন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, স্পষ্ট ভুল বা অন্য যথেষ্ট কারণ** আছে কি না; আর পৃথক মোকদ্দমায় প্রশ্ন, **প্রতারণার মাধ্যমে ডিক্রি নেওয়া হয়েছে কি না**। বিবাদী আপিল ও রদের দরখাস্ত

দুটিই চালাতে পারেন; তবে ৯ আদেশের ১৩ বিধিতে ডিক্রি রদ হয়ে গেলে আপিলটি নিষ্ফল হয়ে যায়, আর রদের দরখাস্ত খারিজ হলেও আপিল আটকায় না।

উপসংহার। সংক্ষুব্ধ বিবাদীরা পারেন: **৯ আদেশের ১৩ বিধিতে** দরখাস্ত করতে (জারি না-হওয়া / পর্যাপ্ত কারণ; ত্রিশ দিন; ৫ ধারার মার্জনা প্রযোজ্য; ২০২৬ শর্তাংশে একই বিবাদীর জন্য একবারই); **৯ আদেশের ১৩ক বিধিতে** অনধিক ৩,০০০ টাকা খরচে সরাসরি রদ চাইতে (হাজির হয়ে লিখিত জবাব দাখিল করে থাকলে); **৯৬ ধারায় আপিল** করতে; **১১৪ ধারা / ৪৭ আদেশের ১ বিধিতে রিভিউ** চাইতে;, এবং সম্পূরক কেস-ল প্রতিকার হিসেবে, ডিক্রিটি প্রতারণায় অর্জিত হলে তা রদে **পৃথক মোকদ্দমা** করতে।

মোকদ্দমার পক্ষগণ, সংযোজন, অপসংযোজন এবং নাম কর্তন/পক্ষ সংযোজন (১ আদেশ) 2025

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> মোকদ্দমার যেকোনো পর্যায়ে আদালত কর্তৃক পক্ষের নাম কর্তন ও পক্ষ সংযোজন সম্পর্কে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর ১ আদেশের ১০ বিধিতে যে বিধান বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করুন।

৩৩ মিনিটের কাঠামো: ১) কারা পক্ষ হতে পারেন (১ আদেশের ১ ও ৩ বিধি) → ২) অপরিহার্য বনাম যথাযথ পক্ষ → ৩) ৯ বিধি (মোকদ্দমা ব্যর্থ হয় না) + ১৩ বিধির আপত্তি → ৪) ১০(১): ভুল বাদী → ৫) ১০(২): নাম কর্তন/সংযোজন (মূল অংশ) → ৬) শর্ত: সম্মতি, সমন, তামাদি (তামাদি আইনের ২২ ধারা)। *অবশ্যই লিখুন:* "যেকোনো পর্যায়ে", "নিজ উদ্যোগে (suo motu)", আর সংযোজিত বিবাদীর তামাদি চলে পক্ষভুক্তি থেকে।

কারা পক্ষ হতে পারেন। মোকদ্দমার পক্ষগণের বিষয়টি ১ আদেশ নিয়ন্ত্রণ করে। **১ আদেশের ১ বিধি** অনুযায়ী, একই কার্য বা লেনদেন (বা লেনদেন-পরম্পরা) থেকে উদ্ভূত প্রতিকারের অধিকার, যৌথভাবে, পৃথকভাবে বা বিকল্পভাবে, যাঁদের রয়েছে বলে দাবি করা হয়, তাঁরা সবাই **বাদী** হিসেবে যুক্ত হতে পারেন, যদি তাঁরা আলাদা মোকদ্দমা করলে **আইনের বা তথ্যের কোনো অভিন্ন প্রশ্ন** উঠত। বিবাদী সংযোজনের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য, **১ আদেশের ৩ বিধি**। কয়েকজনের মধ্যে কে দায়ী তা নিয়ে সংশয়ে থাকা বাদী তাঁদের সবাইকে যুক্ত করতে পারেন, যাতে দায়ের প্রশ্নটি এক মোকদ্দমাতেই মীমাংসা হয় (**১ আদেশের ৭ বিধি**); আর **একই স্বার্থসম্পন্ন** বহু ব্যক্তির পক্ষে তাঁদের একজন বা কয়েকজন আদালতের অনুমতি নিয়ে মোকদ্দমা করতে বা আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারেন (**১ আদেশের ৮ বিধি**, প্রতিনিধিত্বমূলক মোকদ্দমা)।

অপরিহার্য পক্ষ ও যথাযথ পক্ষ। অপরিহার্য পক্ষ (necessary party) তিনি, যাঁকে ছাড়া আদৌ কোনো কার্যকর ডিক্রি দেওয়া যায় না; আর **যথাযথ পক্ষ (proper party)** তিনি, যাঁর উপস্থিতি বিরোধের পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর নিষ্পত্তিতে সাহায্য করে, যদিও তাঁকে ছাড়াও ডিক্রি দেওয়া সম্ভব। ১০ বিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ: মোকদ্দমার **সব** প্রশ্নের পূর্ণাঙ্গ নিষ্পত্তির জন্য যাঁর উপস্থিতি *প্রয়োজনীয়*, আদালত তাঁকেই পক্ষ হিসেবে যুক্ত করেন।

ভুল পক্ষ যুক্ত হলে বা পক্ষ বাদ পড়লে (১ আদেশের ৯ বিধি)। ভুলভাবে কোনো পক্ষকে যুক্ত করা বা কোনো পক্ষ বাদ পড়ার কারণে সাধারণত মোকদ্দমা **ব্যর্থ হবে না**, একে যথাক্রমে অপসংযোজন (misjoinder) ও অসংযোজন (non-joinder) বলা হয়; আদালতের সামনে প্রকৃতপক্ষে যে পক্ষগণ আছেন, তাঁদের অধিকার ও স্বার্থ পর্যন্ত বিরোধীয় বিষয়টির নিষ্পত্তি করা হয়। তবে প্রতিষ্ঠিত ব্যতিক্রম হলো, এই রক্ষাকবচ **অপরিহার্য পক্ষের** অসংযোজন পর্যন্ত প্রসারিত নয়: এমন পক্ষ ছাড়া আদৌ কার্যকর ডিক্রি দেওয়া যায় না। অপসংযোজন বা অসংযোজন বিষয়ে আপত্তি **যত আগে সম্ভব**, ইস্যু গঠনের সময় বা তার আগে, তুলতে হয়; নইলে আপত্তি **পরিত্যক্ত** বলে গণ্য হয় (**১ আদেশের ১৩ বিধি**)।

নাম কর্তন ও পক্ষ সংযোজন, ১ আদেশের ১০ বিধি। বিধিটির দুটি অঙ্গ:

১. **ভুল বাদীর স্থলে প্রতিস্থাপন (১০(১) বিধি)।** ভুল ব্যক্তির নামে মোকদ্দমা দায়ের হলে, বা সঠিক বাদীর নামেই দায়ের হয়েছে কি না সংশয় থাকলে, আদালত **যেকোনো পর্যায়ে**, মোকদ্দমাটি **সৎ ও প্রকৃত (সরল বিশ্বাসের) ভুলে** দায়ের হয়েছে এবং বিরোধের প্রকৃত বিষয় নির্ধারণে প্রতিস্থাপন প্রয়োজন বলে সন্তুষ্ট হলে, অন্য যেকোনো ব্যক্তিকে বাদী হিসেবে প্রতিস্থাপন বা সংযোজনের আদেশ দিতে পারেন।

২. **যেকোনো পক্ষের নাম কর্তন / সংযোজন (১০(২) বিধি)।** আদালত **কার্যক্রমের যেকোনো পর্যায়ে**, যেকোনো পক্ষের আবেদনে **কিংবা নিজ উদ্যোগে (suo motu)**, এবং যেরূপ শর্ত ন্যায্য মনে করেন সেরূপ শর্তে, আদেশ দিতে পারেন: (ক) বাদী বা বিবাদী যে পক্ষই **অযথাযথভাবে যুক্ত** হয়ে থাকুন, তাঁর নাম **কর্তনের**; এবং (খ) যাঁকে যুক্ত করা উচিত ছিল, কিংবা মোকদ্দমার সব প্রশ্নের কার্যকর ও পূর্ণাঙ্গ নিষ্পত্তির জন্য **যাঁর উপস্থিতি আদালতের কাছে প্রয়োজনীয়**, তাঁকে **সংযোজনের**।

বিধির সঙ্গে যুক্ত শর্ত ও সুরক্ষা:

- কারও নিজের **সম্মতি** ছাড়া তাঁকে **বাদী** হিসেবে যুক্ত করা যায় না (কাউকে জোর করে বাদী বানানো যায় না);
- **বিবাদী** সংযোজিত হলে আরজি সংশোধন করা হয় এবং সংশোধিত আরজি ও সমনের কপি নতুন বিবাদীর ওপর জারি করা হয়; এবং
- **তামাদির** প্রশ্নে দুটি বিধান আলাদাভাবে লিখুন: **১০ বিধি** অনুযায়ী সংযোজিত বিবাদীর বিরুদ্ধে কার্যক্রম **তাঁর ওপর সমন জারির দিন থেকে শুরু হয়েছে** বলে গণ্য হয়; আর **তামাদি আইন, ১৯০৮-এর ২২(১) ধারা** অনুযায়ী নতুন বাদী বা বিবাদী প্রতিস্থাপিত বা সংযোজিত হলে মোকদ্দমা তাঁর ক্ষেত্রে **পক্ষভুক্তির দিনই দায়ের হয়েছে** ধরা হয়। ফল একটিই: সংযোজিত বিবাদীর বিরুদ্ধে তামাদি গণনা হয় তাঁর পক্ষভুক্তি থেকে, যে দাবি তাঁর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে তামাদিতে বারিত, সংযোজন তাকে বাঁচায় না।

উপসংহার। ১ আদেশের ১০ বিধি আদালতকে *যেকোনো পর্যায়ে* প্রয়োগযোগ্য একটি বিস্তৃত সংশোধনী ক্ষমতা দেয়: সরল বিশ্বাসের ভুলে আসা বাদীর প্রতিস্থাপন, অযথাযথভাবে যুক্ত পক্ষের নাম কর্তন, এবং পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় যেকোনো ব্যক্তির সংযোজন, বাদী-সংযোজনে সম্মতির নিয়ম, সংযোজিত বিবাদীর ওপর নতুন করে সমন জারি, আর তামাদির ফলাফল (সংযোজনের দিন থেকেই মোকদ্দমা চলে), এই তিন শর্ত সাপেক্ষে।

★ রেস জুডিকাটা বনাম রেস সাব-জুডিস 2017, 2014

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> দৃষ্টান্ত ও প্রাসঙ্গিক বিধানের উল্লেখসহ *রেস সাব-জুডিস* ও *রেস জুডিকাটা*-র মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন।

দুটি নীতিই মামলার পুনরাবৃত্তি ও অপ্রয়োজনীয় মামলা ঠেকায়, তবে দুটি কার্যকর হয় ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে, আর ভিত্তিও ভিন্ন ভিন্ন বিধান।

রেস সাব-জুডিস (১০ ধারা, মোকদ্দমা স্থগিত)। ১০ ধারা অনুযায়ী, কোনো আদালত এমন কোনো মোকদ্দমার বিচারে এগোবেন না, যার বিচার্য বিষয়টি একই পক্ষগণের (বা তাদের প্রতিনিধিদের) মধ্যে একই স্বত্বাধীনে পরিচালিত কোনো *পূর্বে দায়েরকৃত মোকদ্দমায়ও সরাসরি মূল বিচার্য বিষয়*

(directly and substantially in issue), এবং সেই আগের মোকদ্দমাটি কোনো এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে অপেক্ষমাণ। এর উদ্দেশ্য, একই বিষয় একই সময়ে দুটি আদালতে বিচার হওয়া এবং পরস্পরবিরোধী ডিক্রির ঝুঁকি ঠেকানো। এটি *বিচারে* বাধা দেয় (অর্থাৎ পরের মোকদ্দমাটি স্থগিত করে), দ্বিতীয় মোকদ্দমা দায়ের করতে বাধা দেয় **না**।

১০ ধারার শর্তগুলো:

- পরের মোকদ্দমার মূল বিচার্য বিষয়টি আগের মোকদ্দমায়ও সরাসরি বিচার্য;
- দুটি মোকদ্দমাই একই পক্ষগণের / তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে, একই স্বত্বাধীনে;
- আগের মোকদ্দমাটি প্রতিকার মঞ্জুর করার এখতিয়ারসম্পন্ন কোনো আদালতে **অপেক্ষমাণ**; এবং
- যে মোকদ্দমা স্থগিত করতে চাওয়া হচ্ছে, তার **আগে** এটি দায়ের হয়েছিল।

রেস জুডিকাটা (১১ ধারা, বিচারে বাধা)। ১১ ধারা অনুযায়ী, কোনো আদালত এমন কোনো মোকদ্দমা বা বিচার্য বিষয়ের *বিচার* করবেন না, যা একই পক্ষগণের (বা তাদের অধীনে দাবিদারদের) মধ্যে একই স্বত্বাধীনে পরিচালিত কোনো *পূর্ববর্তী মোকদ্দমায়* সরাসরি মূল বিচার্য বিষয় ছিল এবং যা কোনো এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত কর্তৃক *শুনানি ও চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি* হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আগের মোকদ্দমাটির সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি হয়ে গেছে; যা ইতিমধ্যে মীমাংসিত, তা আবার তোলা, এই নীতি সেটাই ঠেকায়। ১১ ধারায় ছয়টি ব্যাখ্যা (Explanation) রয়েছে, যার অন্যতম ব্যাখ্যা IV (**গঠনমূলক রেস জুডিকাটা**, আক্রমণ বা প্রতিরক্ষার যে ভিত্তি তোলা *যেত এবং তোলা উচিত ছিল*, তা বিচার্য বিষয় ছিল বলে গণ্য হয়)।

১১ ধারার শর্তগুলো:

- আগের ও বর্তমান, দুই মোকদ্দমাতেই মূল বিচার্য বিষয় একই;
- একই পক্ষগণ / স্বার্থসংশ্লিষ্টরা, একই স্বত্বাধীন;
- আগের আদালত বর্তমান মোকদ্দমা বিচারের এখতিয়ারসম্পন্ন; এবং
- বিষয়টির শুনানি ও **চূড়ান্ত নিষ্পত্তি** হয়েছে।

মূল পার্থক্যগুলো:

	রেস সাব-জুডিস (১০ ধারা)	রেস জুডিকাটা (১১ ধারা)
আগের মোকদ্দমা	অপেক্ষমাণ	শুনানি ও চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি
ফলাফল	পরের মোকদ্দমার বিচার স্থগিত করে	সম্পূর্ণভাবে বিচারে বাধা দেয়
দায়ের করতে বাধা দেয় কি?	না	হ্যাঁ (নতুন মোকদ্দমা চলবে না)

দৃষ্টান্ত। A একটি ভূমিখণ্ডের স্বত্ব নিয়ে আদালত ১-এ B-এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করেন। সেই মোকদ্দমা অপেক্ষমাণ থাকা অবস্থায় A একই স্বত্বের ভিত্তিতে B-এর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় একটি মোকদ্দমা দাখিল করেন, ১০ ধারা দ্বিতীয় মোকদ্দমাটি স্থগিত করে (সাব-জুডিস)। প্রথম মোকদ্দমাটি যদি B-এর অনুকূলে চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হয় এবং পরে A একই স্বত্বের ভিত্তিতে আবার মোকদ্দমা করেন, তবে ১১ ধারা নতুন মোকদ্দমাটিতে বাধা দেয় (রেস জুডিকাটা)।

barprepbd.com

আরজি-জবাবের সংশোধন 2015, 2010, 2008, 2007, 2006

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> আরজি-জবাবের সংশোধন বলিতে কী বুঝায়? সংশোধন মঞ্জুর করিবার ক্ষেত্রে কোন কোন শর্ত প্রযোজ্য? বিচারিক আদালত কর্তৃক রায় প্রদানের পর আরজি-জবাব সংশোধন করা যাইতে পারে কি?

অর্থ। আরজি-জবাবের সংশোধন বলতে বোঝায়, দাখিলের পর কোনো আরজি বা লিখিত জবাব পরিবর্তন, তাতে সংযোজন বা তার সংশোধন। নিয়ন্ত্রক বিধান **৬ আদেশের ১৭ বিধি**, যা আদালতকে ক্ষমতা দেয়, যেখানে পক্ষগণের মধ্যে *বিরোধীয় প্রকৃত প্রশ্নগুলো নির্ধারণের জন্য সংশোধন প্রয়োজনীয়*, সেখানে যেকোনো পর্যায়ে ন্যায়সঙ্গত পন্থায় ও শর্তে যেকোনো পক্ষকে তার আরজি-জবাব পরিবর্তন বা সংশোধনের অনুমতি দিতে।

উদ্দেশ্য। প্রকৃত বিরোধটি যেন নিষ্পত্তি হয় এবং অপ্রয়োজনীয় মামলা এড়ানো যায়, এই উদ্দেশ্যে এই ক্ষমতা উদারভাবে প্রয়োগ করা হয়। পরিচালক নীতি: প্রকৃত বিরোধ নির্ধারণের জন্য যেসব সংশোধন প্রয়োজনীয়, সবই অনুমোদনযোগ্য, যদি না তা অপর পক্ষের এমন ক্ষতি করে যা খরচ দিয়ে পূরণযোগ্য নয়।

মঞ্জুর নিয়ন্ত্রণকারী শর্তগুলো:

- সংশোধন *বিরোধীয় প্রকৃত প্রশ্ন নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয়* হতে হবে;
- এটি অপর পক্ষের এমন কোনো ক্ষতি ঘটাবে না যা খরচে পূরণযোগ্য নয়;
- এটি মোকদ্দমার **মৌলিক প্রকৃতি ও স্বরূপ** পাল্টে দেবে না (যেমন এক প্রকৃতির মোকদ্দমাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মোকদ্দমায় রূপান্তর);
- এটি অপর পক্ষকে কোনো অর্জিত অধিকার (যেমন তামাদির প্রতিরক্ষা) থেকে বঞ্চিত করবে না;
- ৬ আদেশের ১৭ বিধির বাংলাদেশি শর্তাংশ অনুযায়ী, **বিচার শুরু হওয়ার পর কোনো সংশোধনের অনুমতি দেওয়া যাবে না**, যদি না আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে যথাযথ চেষ্টা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট পক্ষ বিচার শুরুর আগে বিষয়টি তুলতে পারতেন না; এবং
- কেবল দেরি করানোর উদ্দেশ্যে করা দরখাস্তে ক্ষতিপূরণমূলক খরচ আরোপ হয়।

রায়ের পর কি এটি অনুমোদন করা যায়? সাধারণ নিয়ম হিসেবে, না। রায় হয়ে গেলে সে পর্যায়ে মোকদ্দমার পরিসমাপ্তি ঘটে; রায়ের পর সাধারণত ৬ আদেশের ১৭ বিধির অধীন কোনো দরখাস্ত গ্রহণ করা যায় না, কারণ সংশোধনের পূর্বশর্তই একটি বিচারাধীন বিরোধের অস্তিত্ব। রায়ের পর যথাযথ পথ আপিল, রিভিউ (১১৪ ধারা), অথবা, নিছক করণিক/গাণিতিক ভুলের ক্ষেত্রে, ১৫২ ধারার অধীন সংশোধন; আরজি-জবাবের সংশোধন নয়। (আপিল কোনো আপিল আদালতে বিচারাধীন থাকা অবস্থায় উপযুক্ত ক্ষেত্রে সেই আদালত সংশোধনের অনুমতি দিতে পারেন, তবে সেটি আপিল ফোরাম, নিজের রায়ের পর বিচারিক আদালত নয়।)

দৃষ্টান্ত / প্রয়োগ (২০০৬(খ))। যেখানে কোনো দরখাস্তে আরজি এমনভাবে সংশোধনের প্রার্থনা করা হয় যাতে *মোকদ্দমার সম্পত্তির প্রকৃতি ও স্বরূপ পাল্টে যায়* (এবং তাতে মোকদ্দমার স্বরূপও পাল্টায়), সেখানে বিবাদী আপত্তি তুলতে পারে যে সংশোধনটি "বিরোধীয় প্রকৃত প্রশ্ন নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয়" নয়, এটি মোকদ্দমার মৌলিক প্রকৃতি পাল্টে দেয়, এবং, বিচার শুরু হয়ে থাকলে, এটি ৬ আদেশের ১৭ বিধির বাংলাদেশি শর্তাংশের পরিপন্থী। এসব কারণে আদালত সংশোধনটি প্রত্যাখ্যান করবেন।

আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা (১৫১ ধারা) 2012, 2008

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> দেওয়ানি কার্যবিধির ১৫১ ধারার অধীন আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বলিতে কী বুঝায়? কোন কোন পরিস্থিতিতে আদালত উহা প্রয়োগ করিতে পারেন, এবং আপিলের প্রতিকার বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কখন বিচারিক আদালত এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন?

বিধানটি। ১৫১ ধারা ঘোষণা করে, **ন্যায়বিচারের প্রয়োজনে** বা **আদালতের কার্যপ্রক্রিয়ার অপব্যবহার ঠেকাতে** প্রয়োজনীয় আদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে আদালতের **অন্তর্নিহিত ক্ষমতা** সীমিত বা ক্ষুণ্ন করে, এই কার্যবিধির কোনো কিছুই এমনভাবে গণ্য হবে না। এই ধারা কোনো নতুন ক্ষমতা *দেয়* না; আদালত হওয়ার সুবাদে আদালতের যে ক্ষমতা আগে থেকেই আছে, এই ধারা সেটিই *সংরক্ষণ* করে।

প্রকৃতি ও পরিধি। অন্তর্নিহিত ক্ষমতা **অবশিষ্ট** ও **সম্পূরক** প্রকৃতির। কেবল সেখানেই এটি প্রয়োগ করা যায়, যেখানে পরিস্থিতিটি নিয়ন্ত্রণের কোনো **সুনির্দিষ্ট বিধান** কার্যবিধিতে নেই। কোনো বিষয়ে যখন কোনো ধারা বা বিধির সুস্পষ্ট বিধান আছে (যেমন ১৪৪ ধারার অধীন পুনঃস্থাপন, ১১৪ ধারার অধীন রিভিউ, ১৫২ ধারার অধীন করণিক ভুল সংশোধন, বা ৩৯ আদেশের অধীন নিষেধাজ্ঞা), তখন আদালতকে সেই বিধানের অধীনেই কাজ করতে হবে, ১৫১ ধারার আশ্রয় নেওয়া যায় না। কার্যবিধির সুস্পষ্ট বিধান ডিঙাতে, বা কার্যবিধি যা নিষেধ করে তা করতে, এই ক্ষমতা ব্যবহার করা যায় না।

যেসব পরিস্থিতিতে এটি প্রয়োগ হয় (দৃষ্টান্তস্বরূপ):

- প্রতারণার মাধ্যমে বা এখতিয়ার ছাড়া পাওয়া কোনো আদেশ প্রত্যাহার বা রদ করতে;
- মোকদ্দমা একত্রীকরণ করতে, বা একাধিক মামলা ও অপব্যবহার ঠেকাতে কার্যক্রম স্থগিত করতে;
- কোনো সুনির্দিষ্ট বিধি প্রযোজ্য না হলে অন্যায়ভাবে খারিজ-হওয়া কোনো বিষয় পুনর্বহাল করতে; এবং
- সাধারণভাবে, কার্যবিধি নীরব থাকলে ফাঁক পূরণ করে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে।

আপিলের প্রতিকার থাকলেও। আপিলের মতো বিকল্প প্রতিকার আছে বলেই ১৫১ ধারা নিজে থেকে বাদ পড়ে **না**। যেখানে আপত্তিকৃত আদেশটি একটি **বাতিল (nullity)**, যেমন এখতিয়ার ছাড়া দেওয়া, প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের পরিপন্থী, বা প্রতারণা বা কার্যপ্রক্রিয়ার অপব্যবহারের মাধ্যমে পাওয়া, সেখানে আদালত নিজের অন্তর্নিহিত ক্ষমতায় অন্যায়টি দূর করতে পারেন, কারণ ন্যায়বিচার সেটাই দাবি করে, আর আদালতের নিজের কার্যপ্রক্রিয়ার অপব্যবহার অবশ্যই ঠেকাতে হবে। তাই পক্ষের আপিলের অধিকার থাকা সত্ত্বেও বিচারিক আদালত এমন ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে ১৫১ ধারা প্রয়োগ করতে পারেন, এই অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আপিল-প্রতিকারের বিকল্প নয়, কার্যপ্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধই এর লক্ষ্য।

সতর্কতা। ১৫১ ধারা কোনো বাড়তি আপিল বা রিভিউয়ের অধিকার নয়; এটি সংযতভাবে এবং কেবল সেখানেই প্রয়োগ হয়, যেখানে কোনো সুনির্দিষ্ট বিধান বিষয়টি ধরে না এবং ন্যায়বিচার সত্যিই হস্তক্ষেপ দাবি করে।

শুনানি মুলতবি (১৭ আদেশ) 2022, 2021

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> "আদালত যেকোনো পর্যায়ে মোকদ্দমার শুনানি মুলতবি করিতে পারেন।" ১৭ আদেশের আলোকে ইহা ব্যাখ্যা করুন। মুলতবি সংক্রান্ত বিধানসমূহ কীভাবে মোকদ্দমার দ্রুত নিষ্পত্তিতে সহায়ক হয়?

ক্ষমতা (১৭ আদেশের ১ বিধি)। ১৭ আদেশের ১ বিধি অনুযায়ী, **পর্যাপ্ত কারণ** দেখানো হলে আদালত কোনো পক্ষকে সময় মঞ্জুর করে যেকোনো পর্যায়ে মোকদ্দমার শুনানি মুলতবি করতে পারেন, পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করে এবং (যথাযথ ক্ষেত্রে) খরচের আদেশ দিয়ে। এটি বিচারিক বিবেচনার ক্ষমতা, পর্যাপ্ত কারণ দেখানো সাপেক্ষে প্রয়োগ হয়, অধিকার হিসেবে নয়।

বিধিবদ্ধ সীমা, দ্রুত-নিষ্পত্তির কৌশল। মুলতবিজনিত দেরি ঠেকাতে কার্যবিধি (২০০৩ সালের ৪০ নং আইনের সংস্কার, যা পরে আরও কঠোর হয়েছে) মুলতবির ওপর দৃঢ় সীমা বসিয়েছে:

- পেরেম্পটরি শুনানির আগে **একটি মোকদ্দমায়** (দুই পক্ষের যে-কারও প্রার্থনায়) **চারটির বেশি** মুলতবি মঞ্জুর করা যাবে না। *(এই প্রতি-মোকদ্দমা সীমা দেওয়ানি কার্যবিধি (সংশোধন) আইন, ২০২৬, ২০২৬ সালের XXXVI নং আইন, ছয় থেকে চারে নামিয়েছে; বর্তমান সর্বোচ্চ চার।)*
- অনুমোদিত সীমার বাড়তি মুলতবি কেবল **২০০–১০০০ টাকা খরচ** দেওয়ার শর্তে মঞ্জুর করা যায়;
- কোনো অবস্থাতেই, খরচ দিলেও, **এক পক্ষকে তিনটির বেশি মুলতবি** দেওয়া যাবে না;
- একবার **সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু** হলে, হাজির সব সাক্ষীর সাক্ষ্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা **দিন-প্রতিদিন** চলে, যদি না লিপিবদ্ধযোগ্য কারণে পরের দিনের বেশি মুলতবি লাগে।

খেলাপের পরিণতি (১৭ আদেশের ২–৩ বিধি)। মুলতবির দিনে পক্ষগণ হাজির না হলে আদালত **৯ আদেশের** কোনো একটি পদ্ধতিতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করতে পারেন (যেমন বাদীর খেলাপে খারিজ, বা একতরফাভাবে এগোনো) (**১৭ আদেশের ২ বিধি**)। যে পক্ষকে সময় দেওয়া হয়েছিল, সে পক্ষ সাক্ষ্য হাজির বা প্রয়োজনীয় কাজ করতে ব্যর্থ হলে আদালত সেই খেলাপ সত্ত্বেও **তখনই মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত দিতে** পারেন (**১৭ আদেশের ৩ বিধি**)। এসব বিধানে খারিজ-হওয়া / একতরফায় যাওয়া মোকদ্দমা কেবল নির্ধারিত সময়ে খরচ দিলে তবেই পুনরুজ্জীবিত হয়।

দ্রুত নিষ্পত্তিতে ভূমিকা। মুলতবির সংখ্যা সীমিত করে (এখন প্রতি মোকদ্দমায় চার; কোনো পক্ষকে কখনোই তিনটির বেশি নয়), বাড়তি মুলতবিতে খরচের শর্ত জুড়ে, সাক্ষ্য শুরু হলে তা **দিন-প্রতিদিন** লিপিবদ্ধ করা বাধ্যতামূলক করে, আর খেলাপে মোকদ্দমা নিষ্পত্তির ক্ষমতা আদালতকে দিয়ে, ১৭ আদেশ মুলতবিকে যখন-তখন দেরি করানোর কৌশল থেকে একটি নিবিড়ভাবে নিয়ন্ত্রিত বিচারিক ক্ষমতায় বদলে দিয়েছে। ফলে মোকদ্দমা অনির্দিষ্টকাল টেনে লম্বা করা যায় না, একটি সুশৃঙ্খল সময়সীমার মধ্যে বিচার শেষের দিকে এগোয়, যা সরাসরি **দ্রুত নিষ্পত্তির** উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নেয়।

৮৯ক ধারার অধীন মধ্যস্থতা 2022

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> ৮৯ক ধারার অধীন মধ্যস্থতার পদ্ধতি বর্ণনা করুন। ইহা কখন উদ্ভূত হয়? নিম্নবর্ণিত পরিস্থিতিতে ইহা প্রয়োগ করুন, যেক্ষেত্রে বিজ্ঞ বিচারক প্রথমে পক্ষগণের অ্যাডভোকেটদিগকে মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করিলেন (এবং তাঁহাদের ফি নির্ধারণ করিলেন), এবং তাঁহাদের ব্যর্থতার পর মোকদ্দমাটি শুনানির জন্য ধার্য করিবার পূর্বে স্বয়ং মধ্যস্থতার চেষ্টা করিলেন, ৮৯ক ধারা হইতে কোনো বিচ্যুতি ঘটিয়াছিল কি?

কখন ও কী (৮৯ক ধারা)। ৮৯ক ধারায় বলা হয়েছে, অর্থ ঋণ আদালত আইনের অধীন মোকদ্দমা ছাড়া, **লিখিত জবাব দাখিলের পর** আদালত, শুনানি মুলতবি রেখে, আপস-মীমাংসায় বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিরোধটি **নিজে মধ্যস্থতা** করবেন অথবা নিযুক্ত কৌঁসুলিগণ, পক্ষগণ, কিংবা প্যানেলভুক্ত কোনো মধ্যস্থতাকারীর কাছে মধ্যস্থতার জন্য **পাঠাবেন**। ২০১২ সালের সংশোধনীর পর বিধানটি কেবল বিবেচনামূলক নয়, **বাধ্যতামূলক** ("করিবেন")।

পদ্ধতি / সময়সীমা:

- লিখিত জবাব দাখিলের পর (শুনানি মুলতবি রেখে) মধ্যস্থতা হয়;
- বিরোধটি পাঠানো হলে **পক্ষগণ দশ দিনের মধ্যে আদালতকে মধ্যস্থতাকারী সম্পর্কে জানান**; ব্যর্থ হলে **আদালত সাত দিনের মধ্যে প্যানেল থেকে একজন মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ দেন**;
- মধ্যস্থতা অবশ্যই **ষাট দিনের মধ্যে শেষ** করতে হবে (অনধিক ত্রিশ দিন বাড়ানো যায়);
- আপস-মীমাংসা হয়ে তার প্রতিবেদন এলে আদালত সে অনুযায়ী ডিক্রি/আদেশ দেন (২৩ আদেশের অধীনে নিষ্পত্তি হয়), এবং সনদ দেওয়ার ষাট দিনের মধ্যে আপস হলে **কোর্ট ফি ফেরত দেওয়া হয়**; এবং
- ৮৯ক ধারার অধীন নিষ্পত্তির ভিত্তিতে দেওয়া আদেশ বা ডিক্রির বিরুদ্ধে **কোনো আপিল বা রিভিশন চলে না**।

গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগত কথা, আদালতের দুটি ভূমিকা পরপর নেওয়া যায় না। ৮৯ক ধারায় আদালতের সামনে শুরুতেই একটি বিকল্প আছে: **হয়** বিরোধটি *নিজে* মধ্যস্থতা করা, **নয়তো** তা কৌঁসুলি/পক্ষগণ/প্যানেল মধ্যস্থতাকারীর কাছে *পাঠানো*। একই বিষয়ে আদালতের দুটিই করা এই বিধানে নেই, বিরোধ মধ্যস্থতাকারীদের কাছে পাঠানোর পর একই বিচারকের আর নিজে মধ্যস্থতার দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয়।

২০২২ সালের পরিস্থিতিতে প্রয়োগ। বিজ্ঞ সিনিয়র সিভিল জজ দুই পক্ষের অ্যাডভোকেটদের মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করে (তাঁদের ফি-ও ঠিক করে দিয়ে) বিরোধটি **পাঠালেন**। তাঁরা ব্যর্থ হলে **একই বিচারক এরপর নিজেই মধ্যস্থতার চেষ্টা করলেন**, আর কেবল সেই ব্যর্থতার পর মোকদ্দমাটি নিয়মিত শুনানির জন্য ধার্য করলেন। ৮৯ক ধারার ভাষ্য অনুযায়ী:

- **শুরুতেই** মধ্যস্থতাকারীদের ফি ঠিক করা: ৮৯ক ধারার অধীন মধ্যস্থতাকারীর ফি / পারিশ্রমিক সাধারণত পক্ষগণের সম্মতিতে (বা বিধি যেভাবে বলে সেভাবে) ঠিক হয়; একেবারে শুরুতে আদালত একতরফাভাবে ঠিক করে দেন না, এটি একটি **বিচ্যুতি**।
- মধ্যস্থতাকারী-অ্যাডভোকেটদের কাছে বিষয়টি **পাঠানোর পর বিচারকের নিজে মধ্যস্থতা করা**: ধারাটি যে দুটি বিকল্প আলাদা রাখে, এটি সে দুটি মিশিয়ে ফেলে, নির্ধারিত পদ্ধতি থেকে আরেকটি **বিচ্যুতি**।

উপসংহার। হ্যাঁ, ৮৯ক ধারা থেকে বিচ্যুতি ঘটেছিল: আদালত (১) পারিশ্রমিক সম্মতি/নির্ধারিত প্রক্রিয়ার ওপর না ছেড়ে শুরুতেই নিজে মধ্যস্থতাকারীদের ফি ঠিক করলেন, এবং (২) মধ্যস্থতাকারী-অ্যাডভোকেটদের কাছে বিরোধ পাঠানোর পর একই বিচারক আবার নিজে মধ্যস্থতার চেষ্টা করলেন, অথচ ৮৯ক ধারা আদালতকে হয় নিজে মধ্যস্থতা করার, নয়তো বিরোধ পাঠানোর বিকল্প দেয়; পরপর দুটিই নয়।

রিসিভার (৪০ আদেশ) 2022; and as a short note in 2010, 2007

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> কোনো দেওয়ানি মোকদ্দমায় কখন একজন রিসিভার নিয়োগ করা যাইতে পারে? রিসিভারের কর্তব্যসমূহ কী কী?

নিয়োগ, ৪০ আদেশের ১ বিধি। রিসিভার হলেন একজন নিরপেক্ষ, পক্ষপাতহীন ব্যক্তি, মোকদ্দমা নিষ্পত্তি অপেক্ষমাণ থাকা অবস্থায় বিচারাধীন মোকদ্দমার বিষয়বস্তু সম্পত্তির ভার গ্রহণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য আদালত তাঁকে নিয়োগ দেন। **৪০ আদেশের ১ বিধি** অনুযায়ী, যেখানে আদালতের কাছে তা **ন্যায্য ও সুবিধাজনক** মনে হয়, সেখানে আদালত, **ডিক্রির আগে বা পরে**, যেকোনো সম্পত্তির রিসিভার নিয়োগ দিতে পারেন, এর দখল বা হেফাজত থেকে যেকোনো ব্যক্তিকে সরাতে পারেন, সম্পত্তিটি রিসিভারের কাছে অর্পণ করতে পারেন এবং রিসিভারকে মালিকের ক্ষমতা (মোকদ্দমা দায়ের/আত্মপক্ষ সমর্থন, সম্পত্তি আদায়, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষা, খাজনা ও মুনাফা আদায়, দলিল সম্পাদন) দিতে পারেন। রিসিভার নিযুক্ত হন **সম্পত্তি সংরক্ষণ** আর তার অপচয়/ক্ষতি ঠেকানোর জন্য, যে পক্ষ শেষে জয়ী হবেন, তাঁর জন্য মোকদ্দমার ফল সুরক্ষিত রাখতে।

"ন্যায্য ও সুবিধাজনক" মানদণ্ড প্রয়োগ হয় বিচারিক বিবেচনায়। সাধারণ উপলক্ষগুলোর মধ্যে আছে: সম্পত্তি অপচয়ের আশঙ্কায় থাকলে; দখল নিয়ে গুরুতর বিরোধ থাকলে ও সম্পত্তির নিরপেক্ষ ব্যবস্থাপনা দরকার হলে; বা সিদ্ধান্ত অপেক্ষমাণ থাকা অবস্থায় কোনো পক্ষকেই একক নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত না হলে। বিধিটি নিজেই একটি সীমা টেনে দিয়েছে: আদালত **এমন কাউকে দখল থেকে সরাতে পারেন না, যাঁকে সরানোর বর্তমান অধিকার মোকদ্দমার কোনো পক্ষেরই নেই** (৪০ আদেশের ১(২) বিধি)।

রিসিভারের কর্তব্য, ৪০ আদেশের ৩ বিধি। এভাবে নিযুক্ত প্রত্যেক রিসিভার বাধ্য থাকেন,

- সম্পত্তি বাবদ যা পান তার যথাযথ হিসাব দেওয়ার জন্য (আদালত যেভাবে নির্দেশ দেন) **জামানত দিতে**;
- আদালতের নির্ধারিত মেয়াদে ও আকারে তাঁর **হিসাব দাখিল করতে**;
- আদালতের নির্দেশমতো তাঁর কাছে প্রাপ্য অর্থ **পরিশোধ করতে**; এবং
- তাঁর **ইচ্ছাকৃত ত্রুটি বা স্থূল অবহেলায়** সম্পত্তির কোনো ক্ষতি হলে তার জন্য **দায়ী থাকতে**।

পারিশ্রমিক ও কার্যকরীকরণ। আদালত সাধারণ বা বিশেষ আদেশে রিসিভারের পারিশ্রমিক ঠিক করেন (**৪০ আদেশের ২ বিধি**)। রিসিভার হিসাব দিতে বা পরিশোধে ব্যর্থ হলে, কিংবা ইচ্ছাকৃত ত্রুটি বা স্থূল অবহেলায় ক্ষতি ঘটালে, আদালত **৪০ আদেশের ৪ বিধি** অনুযায়ী সেই অর্থ বা ক্ষতি পূরণে তাঁর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের নির্দেশ দিতে পারেন (উদ্বৃত্ত থাকলে তা তাঁকে ফেরত দিয়ে)। সম্পত্তিটি খাজনা-দেওয়া ভূমি হলে এবং

কালেক্টরের ব্যবস্থাপনায় এর স্বার্থ ভালোভাবে রক্ষিত হবে মনে হলে, আদালত কালেক্টরের সম্মতিতে **কালেক্টরকেই** রিসিভার নিয়োগ দিতে পারেন (**৪০ আদেশের ৫ বিধি**)।

দেওয়ানি কার্যবিধির মূল ধারণা, "যেকোনো চারটি ব্যাখ্যা করুন" 2012, 2010, 2009, 2007

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর আলোকে নিম্নলিখিত যেকোনো চারটি ব্যাখ্যা করুন: ডিক্রি; একতরফা ডিক্রি; আইনগত প্রতিনিধি; মামলার কারণ; সেট-অফ (দাবির সমন্বয়); মেসনে প্রফিট (অন্তর্বর্তী মুনাফা); বিকল্প পদ্ধতিতে সমন জারি।

৩৩ মিনিটের কাঠামো: যতটি চাওয়া হয়েছে কেবল ততটিই লিখুন (সাধারণত চারটি); প্রতিটি ধারণায়, সংজ্ঞা → ধারা → এক লাইনের প্রয়োগ। *অবশ্যই লিখুন:* ডিক্রি = ২(২) ধারা (প্রাথমিক/চূড়ান্ত; গণ্য ডিক্রি); মামলার কারণ না থাকলে আরজি প্রত্যাখ্যান (৭ আদেশের ১১(ক) বিধি); সেট-অফে **নিরূপিত** অঙ্ক লাগে (৮ আদেশের ৬ বিধি)।

(পরীক্ষায় যতটি চাওয়া হয়, সাধারণত চারটি, কেবল ততটিরই উত্তর দিন, তবে পূর্ণ গভীরতায়: সংজ্ঞা, ধারা, আর এক লাইনের প্রয়োগ।)

ডিক্রি (২(২) ধারা)। কোনো বিচার-নিষ্পত্তির (adjudication) **আনুষ্ঠানিক প্রকাশ**, যা, প্রকাশকারী আদালতের ক্ষেত্রে, মোকদ্দমার বিরোধীয় সব বা যেকোনো বিষয়ে পক্ষগণের অধিকার **চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করে**। ডিক্রি হতে পারে **প্রাথমিক** (মোকদ্দমার পূর্ণাঙ্গ নিষ্পত্তির আগে আরও কার্যক্রম বাকি), **চূড়ান্ত** (নিষ্পত্তিটি মোকদ্দমা সম্পূর্ণ শেষ করে), বা **আংশিক উভয়ই**। আরজি প্রত্যাখ্যান এবং **১৪৪ ধারার** (প্রত্যর্পণ) কোনো প্রশ্নের নির্ধারণ ডিক্রির **অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য**; কিন্তু (ক) যে নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে **আদেশের আপিলের** মতো আপিল চলে, এবং (খ) **অনুপস্থিতিতে খারিজের আদেশ**, এ দুটি ডিক্রি **নয়**। রায় (২(৯) ধারা, কারণের বিবৃতি) ঘোষণার পর ডিক্রি প্রণীত হয়; ডিক্রিই জারিযোগ্য দলিল।

একতরফা ডিক্রি (৯ আদেশ)। সমন যথাযথভাবে জারি হওয়া সত্ত্বেও শুনানিতে বিবাদী হাজির না হলে আদালত একতরফা কার্যক্রম চালিয়ে বাদীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে **বিবাদীর অনুপস্থিতিতে** যে ডিক্রি দেন। রদ না হওয়া পর্যন্ত এটি **বৈধ ও বাধ্যকর ডিক্রি**; বিবাদীর প্রতিকার, **৯ আদেশের ১৩ বিধির** দরখাস্ত (জারি না-হওয়া বা পর্যাপ্ত কারণ; ত্রিশ দিন, ১৬৪ অনুচ্ছেদ), খরচ দিয়ে **৯ আদেশের ১৩ক বিধির** সরাসরি রদ, **৯৬ ধারার আপিল**, রিভিউ, এবং প্রতারণায় অর্জিত হলে পৃথক মোকদ্দমা।

আইনগত প্রতিনিধি (২(১১) ধারা)। যে ব্যক্তি **আইনত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির (estate) প্রতিনিধিত্ব করেন**; মৃতের সম্পত্তিতে **হস্তক্ষেপকারী (intermeddler)** ব্যক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত, এবং কোনো পক্ষ প্রতিনিধি-চরিত্রে মোকদ্দমা করলে বা মোকদ্দমার সম্মুখীন হলে তাঁর মৃত্যুতে যাঁর ওপর সম্পত্তি বর্তায়, তিনিও। ফলাফল: মৃত দায়িক-এর আইনগত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি করা যায়, তবে তিনি দায়ী **কেবল মৃতের যে সম্পত্তি তাঁর হাতে এসেছে** ও যথাযথভাবে বিলি হয়নি, সেই পরিমাণে (**৫০ ধারা**); আর পক্ষের মৃত্যুতে মোকদ্দমার অধিকার টিকে থাকলে **২২ আদেশে** আইনগত প্রতিনিধিকে প্রতিস্থাপন করতে হয়, নইলে মোকদ্দমা অবসিত (abate) হয়।

মামলার কারণ (cause of action)। কার্যবিধিতে এর সংজ্ঞা নেই; মামলার কারণ হলো **সেই সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যেগুলো প্রমাণ করতে পারলে বাদী আদালতের কাছে চাওয়া প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী হন**, অস্বীকৃত হলে যে প্রতিটি ঘটনা প্রমাণ করা লাগত, তার সমষ্টি। কার্যবিধিতে এর ছাপ: আরজিতে মামলার কারণ গঠনকারী তথ্য **ও তা কখন উদ্ভূত হলো** লিখতে হয় (**৭ আদেশের ১(ঙ) বিধি**); মামলার কারণ প্রকাশ না করা আরজি **প্রত্যাখ্যাত** হয় (**৭ আদেশের ১১(ক) বিধি**); সেই কারণ থেকে উদ্ভূত **সম্পূর্ণ দাবি** মোকদ্দমায় আনতে হয়, ছেড়ে দেওয়া অংশের জন্য পরে মোকদ্দমা চলে না (**২ আদেশের ২ বিধি**); এবং মামলার কারণ সম্পূর্ণ বা আংশিক যেখানে উদ্ভূত, সেখানেও আঞ্চলিক এখতিয়ার হতে পারে (**২০ ধারা**)।

সেট-অফ / দাবির সমন্বয় (৮ আদেশের ৬ বিধি)। অর্থ আদায়ের মোকদ্দমায় বিবাদী বাদীর দাবির বিপরীতে নিজের পাওনা **নিরূপিত (ascertained), আইনত আদায়যোগ্য অর্থ** কাটানোর দাবি করতে পারেন, যদি তা **আদালতের আর্থিক এখতিয়ারসীমার** মধ্যে থাকে এবং **উভয় পক্ষ বাদীর মোকদ্দমার একই চরিত্রে** থাকেন। দাবিটি **প্রথম শুনানিতে** উত্থাপন করতে হয় (পরে কেবল আদালতের অনুমতিতে), এবং তখন লিখিত জবাব **পাল্টা মোকদ্দমার আরজির মতো কার্যকর** হয়, আদালত মূল দাবি ও সেট-অফ দুটিরই চূড়ান্ত রায় দিতে পারেন (দ্রষ্টব্য: ২০ আদেশের ১৯ বিধি)। **অনিরূপিত** অর্থ (যেমন অনির্ধারিত ক্ষতিপূরণ) আইনগত সেট-অফের বিষয় হতে পারে না।

মেসনে প্রফিট / অন্তর্বর্তী মুনাফা (২(১২) ধারা)। সম্পত্তির **অন্যায় দখলদার** ব্যক্তি সেই সম্পত্তি থেকে **প্রকৃতপক্ষে যে মুনাফা পেয়েছেন বা সাধারণ পরিশ্রমে পেতে পারতেন**, **তার সুদসহ**, তবে অন্যায় দখলদারের করা **উন্নয়নের ফলে হওয়া মুনাফা বাদে**। দখল থেকে বঞ্চিত থাকার ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রাপকের এ পাওনা। দখলের মোকদ্দমায় আদালত দখল ও বকেয়া অন্তর্বর্তী মুনাফার ডিক্রির সঙ্গে **ভবিষ্যৎ অন্তর্বর্তী মুনাফার তদন্তের** নির্দেশ দিতে পারেন, দখল অর্পণ, নোটিশসহ দখল ত্যাগ, বা ডিক্রির **তিন বছর**, এর মধ্যে যেটি আগে ঘটে, সে পর্যন্ত (**২০ আদেশের ১২ বিধি**)।

বিকল্প পদ্ধতিতে সমন জারি (৫ আদেশের ২০ বিধি)। আদালত সন্তুষ্ট হলে যে বিবাদী **জারি এড়াতে গা-ঢাকা দিচ্ছেন**, বা সাধারণ পদ্ধতিতে জারি সম্ভব হচ্ছে না, আদালত **আদালত-ভবনের প্রকাশ্য স্থানে এবং বিবাদী সর্বশেষ যে বাড়িতে বাস করতেন বা ব্যবসা চালাতেন সেখানে সমনের কপি লটকে**, বা যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ অন্য পদ্ধতিতে, **স্থানীয়ভাবে প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায়** বিজ্ঞাপনসহ, জারির আদেশ দেন। এটি **শেষ অবলম্বনের পদ্ধতি, প্রথম বিকল্প নয়**, এবং আদালতের লিপিবদ্ধ সন্তুষ্টি লাগে; সম্পন্ন হলে তা **ব্যক্তিগত জারির মতোই কার্যকর**, এবং আদালত হাজিরার সময় ধার্য করে দেন।

প্রত্যর্পণ (১৪৪ ধারা) 2017, 2014

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর ১৪৪ ধারার অধীন প্রত্যর্পণ বলতে কী বোঝায়? দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩৩ মিনিটের কাঠামো: ১) অর্থ ও মূল নীতি → ২) ১৪৪(১) ধারা, কে দরখাস্ত করতে পারেন, আদালত কী আদেশ দিতে পারেন → ৩) ১৪৪(২) ধারা, দরখাস্ত, পৃথক মোকদ্দমা নয় → ৪) একটা দৃষ্টান্ত → ৫) আপিল/রিভিউ থেকে পার্থক্য। *অবশ্যই লিখুন:* প্রত্যর্পণ চাইতে হয় প্রথম আদালতে **দরখাস্ত** করে, পৃথক মোকদ্দমা করে নয়; এটা কেবল প্রযোজ্য **যতটুকু** ডিক্রি পরিবর্তিত বা রদ হয়েছে সেই পরিমাণে।

অর্থ ও মূল নীতি। প্রত্যর্পণ একটা ন্যায়সংগত নীতির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, কোনো পক্ষকে পরে পরিবর্তিত বা রদ হওয়া ডিক্রির অধীন পাওয়া সুবিধা ধরে রাখতে দেওয়া যাবে না। আইন পক্ষগণকে, যতটা সম্ভব, সেই অবস্থানে ফিরিয়ে দেয় যেখানে তারা থাকত যদি ওই ডিক্রি (বা তার যে অংশ রদ

হয়েছে) না থাকত। এটা কাজ করে কেবল আপিল, রিভিশন বা রিভিউয়ে ডিক্রি পরিবর্তন বা রদ হওয়ার **ফল** হিসেবে, নতুন কোনো অন্যায়ের অনুমান করে না, কেবল আগের একটা অন্যায় ঠিক করে।

১৪৪(১) ধারা, কে দরখাস্ত করতে পারেন, আদালত কী আদেশ দিতে পারেন। যেখানে এবং **যতটুকু** কোনো ডিক্রি **পরিবর্তিত বা রদ** হয়, সেখানে **প্রথম আদালত**, প্রত্যর্পণ বা অন্য কোনোভাবে সুবিধা পাওয়ার অধিকারী যেকোনো পক্ষের দরখাস্তে, এমন প্রত্যর্পণ করাবেন যা, যতটা সম্ভব, পক্ষগণকে সেই অবস্থানে ফিরিয়ে দেয় যেখানে তারা থাকত যদি ওই ডিক্রি (বা তার যে অংশ পরিবর্তিত বা রদ হয়েছে) না থাকত। এই উদ্দেশ্যে আদালত **যথাযথভাবে অনুগামী** যেকোনো আদেশ দিতে পারেন, যার মধ্যে আছে **খরচ ফেরত** এবং **সুদ, ক্ষতিপূরণ, প্রতিদান ও অন্তর্বর্তী মুনাফা** পরিশোধের আদেশ।

১৪৪(২) ধারা, দরখাস্ত, পৃথক মোকদ্দমা নয়। ১৪৪(১) ধারার অধীন দরখাস্ত করে পাওয়া যায় এমন কোনো প্রত্যর্পণ বা প্রতিকারের জন্য কোনো **মোকদ্দমা** করা যাবে না। প্রতিকারটি ইচ্ছাকৃতভাবে **সংক্ষিপ্ত ও একই কার্যক্রমের মধ্যে** রাখা হয়েছে, পক্ষ ফিরে যান **প্রথম আদালতে** দরখাস্ত করে, নতুন কোনো ফোরামে আরজি দিয়ে নয়।

দৃষ্টান্ত। ‘ক’ ‘খ’-এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করে ৫ লাখ টাকার একটা ডিক্রি পান; জারির হুমকিতে ‘খ’ টাকাটা পরিশোধ করেন। ‘খ’ আপিল করেন, আর আপিল আদালত ডিক্রি রদ করে ‘ক’-এর মোকদ্দমা খারিজ করে দেন। ‘খ’ এখন প্রথম আদালতে ১৪৪(১) ধারার অধীন দরখাস্ত করে প্রত্যর্পণ চাইতে পারেন, পরিশোধের তারিখ থেকে সুদসহ ৫ লাখ টাকা ফেরত, নতুন করে অর্থ-আদায়ের মোকদ্দমা না করেই।

আপিল বা রিভিউ থেকে পার্থক্য। আপিল বা রিভিউ কোনো ডিক্রির **শুদ্ধতা** নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং নিজেই সেই পরিবর্তন বা রদ ঘটাতে পারে; প্রত্যর্পণ আসে সেই পরিবর্তন বা রদের **পরে**, আর কেবল ডিক্রির এখন-রদ-হওয়া অংশ যা এলোমেলো করেছিল তা ফিরিয়ে আনে। প্রত্যর্পণ তাই ফলগত, সংশোধনমূলক নয়, এটা ধরে নেয় অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় ডিক্রি ইতিমধ্যে পরিবর্তিত বা রদ হয়েছে, আর সেটার বাস্তব ফলাফলগুলো কেবল মুছে দেয়।

উপসংহার। ১৪৪ ধারা এমন কোনো পক্ষকে, যিনি পরে পরিবর্তিত বা রদ হওয়া কোনো ডিক্রির সুবিধা হারিয়েছেন, **প্রথম আদালতে দরখাস্ত করে** (কখনো নতুন মোকদ্দমা করে নয়) ফিরিয়ে পেতে দেয় যা তাদের আগের অবস্থানে ফেরায়, খরচ ফেরত, সুদ, ক্ষতিপূরণ, প্রতিদান ও অন্তর্বর্তী মুনাফাসহ, ঠিক ততটুকু যতটুকু পরিবর্তন বা রদের কারণে ফেরানো প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

A · 15 সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭

📖 **মূল আইন — প্রধান ধারাগুলো** ১৮৭৭ সালের ১ নং আইন

§8 · নির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার

নির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির দখলে অধিকারী কোনো ব্যক্তি দেওয়ানি কার্যবিধিতে নির্ধারিত পন্থায় তা পুনরুদ্ধার করতে পারবেন।

§9 · স্থাবর সম্পত্তির দখলচ্যুত ব্যক্তির মামলা

কোনো ব্যক্তি যদি তার সম্মতি ছাড়া এবং আইনানুগ পন্থার বাইরে স্থাবর সম্পত্তির দখলচ্যুত হন, তবে তিনি বা তার মাধ্যমে দাবিদার যে কোনো ব্যক্তি, মামলার মাধ্যমে সেই সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধার করতে পারবেন, ঐ মামলায় উত্থাপিত অন্য যে কোনো স্বত্ব নির্বিশেষে।
এই ধারার কোনো কিছুই কোনো ব্যক্তিকে তার স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করে ও দখল পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা করা থেকে বাধা দেবে না।
এই ধারার অধীনে সরকারের বিরুদ্ধে কোনো মামলা আনা যাবে না।
এই ধারার অধীনে দায়েরকৃত মামলায় প্রদত্ত কোনো আদেশ বা ডিক্রির বিরুদ্ধে কোনো আপিল চলবে না, এবং এরূপ আদেশ বা ডিক্রির কোনো রিভিউও অনুমোদিত হবে না।

§12 · যেসব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সম্পাদন বলবৎযোগ্য

এই অধ্যায়ে ভিন্নরূপ বিধান না-থাকলে, আদালত তার স্বেচ্ছাধীন বিবেচনায় যে কোনো চুক্তির সুনির্দিষ্ট সম্পাদন বলবৎ করতে পারবেন,
(ক) যখন সম্পাদনীয় কাজটি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোনো ন্যাসের অংশ হিসেবে করণীয়;
(খ) যখন সম্পাদনীয় কাজটি না-করায় সৃষ্ট প্রকৃত ক্ষতি নিরূপণের কোনো মানদণ্ড নেই;
(গ) যখন কাজটি না-করায় অর্থে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ পর্যাপ্ত প্রতিকার হবে না; অথবা
(ঘ) যখন এটি সম্ভাব্য যে, কাজটি না-করার জন্য অর্থে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাবে না।
ব্যাখ্যা: অন্যথা প্রমাণিত না-হওয়া পর্যন্ত আদালত ধরে নেবেন, স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের চুক্তি ভঙ্গে অর্থে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণে পর্যাপ্ত প্রতিকার হয় না; আর অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের চুক্তি ভঙ্গে এরূপ ক্ষতিপূরণে প্রতিকার হয়।

§21 · যেসব চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে বলবৎযোগ্য নয়

নিম্নোক্ত চুক্তিসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে বলবৎ করা যায় না,
(ক) যে চুক্তি না-করায় অর্থে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণই পর্যাপ্ত প্রতিকার;
(খ) যে চুক্তি এত বিশদ খুঁটিনাটি নির্ভর, কিংবা পক্ষগণের ব্যক্তিগত যোগ্যতা বা ইচ্ছাধীনতার ওপর এতটাই নির্ভরশীল, অথবা প্রকৃতিগতভাবে এমন যে, আদালত তার মূল শর্তাবলির সুনির্দিষ্ট সম্পাদন বলবৎ করতে পারেন না;
(গ) যে চুক্তির শর্তাবলি আদালত যুক্তিসংগত নিশ্চয়তার সঙ্গে নির্ণয় করতে পারেন না;
(ঘ) যে চুক্তি প্রকৃতিগতভাবে প্রত্যাহারযোগ্য;
(ঙ) অছিগণ কর্তৃক তাঁদের ক্ষমতা অতিক্রম করে বা ন্যাসভঙ্গ করে সম্পাদিত চুক্তি;
(চ) বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্ট কোনো কর্পোরেশন বা পাবলিক কোম্পানি কর্তৃক বা তার পক্ষে, কিংবা এরূপ কোম্পানির উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক সম্পাদিত এমন চুক্তি, যা তার ক্ষমতা অতিক্রম করে;
(ছ) যে চুক্তির সম্পাদন তার তারিখ থেকে তিন বছরের বেশি সময় ধরে বিস্তৃত একটানা কর্তব্য পালন বহন করে;
(জ) যে চুক্তির বিষয়বস্তুর কোনো গুরুত্বপূর্ণ অংশ, উভয় পক্ষ যা বিদ্যমান বলে ধরে নিয়েছিলেন, চুক্তি সম্পাদনের আগেই অস্তিত্বহীন হয়ে গেছে।
আর, সালিসি আইন, ১৯৪০-এ যা বিধান আছে তা ছাড়া, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ বিরোধ সালিসে প্রেরণের কোনো চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে বলবৎ করা যাবে না; তবে যে ব্যক্তি এরূপ চুক্তি করেছেন এবং তা পালনে অস্বীকার করে যে বিষয়ে সালিসে প্রেরণের কথা ছিল সেই বিষয়ে মামলা করেন, সেই চুক্তির অস্তিত্ব ঐ মামলার প্রতিবন্ধক হবে।

§22 · সুনির্দিষ্ট সম্পাদনের ডিক্রি প্রদানে আদালতের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা

সুনির্দিষ্ট সম্পাদনের ডিক্রি প্রদান আদালতের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার বিষয়; কোনো চুক্তি বৈধ ও বলবৎযোগ্য হলেই বাদী ডিক্রি পাওয়ার অধিকারী, এমন নয়। তবে এই স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা স্বেচ্ছাচারী নয়, বরং বিচারিক নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত সুবিবেচিত ও যুক্তিসংগত হতে হবে এবং আপিল আদালত কর্তৃক সংশোধনযোগ্য।

আদালত যেসব ক্ষেত্রে ডিক্রি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন, তার দৃষ্টান্ত, (১) যেখানে চুক্তির শর্তাদি, কিংবা চুক্তির সময়ে পক্ষগণের আচরণ, বাদীকে এমন অন্যায় সুবিধা দেয় যা তার প্রাপ্য নয়; (২) যেখানে সুনির্দিষ্ট সম্পাদন বিবাদীর ওপর এমন কষ্ট চাপাবে যা সে পূর্বাভাস করেনি, অথচ তা না-করায় বাদীর ওপর কোনো কষ্ট পড়বে না।

আদালত যেসব ক্ষেত্রে ডিক্রি দিতে পারেন, তার দৃষ্টান্ত, যেখানে বাদী চুক্তির কারণে এমন কিছু করেছেন যা অর্থে ক্ষতিপূরণযোগ্য নয়, অথচ চুক্তিটি তিনি সম্পাদিত হবে ধরে নিয়েই করেছেন।

§39 · কখন বাতিলকরণের আদেশ দেওয়া যায়

যাঁর বিরুদ্ধে কোনো লিখিত দলিল অকার্যকর বা বাতিলযোগ্য, এবং যাঁর যুক্তিসংগত আশঙ্কা আছে যে এরূপ দলিল বলবৎ থেকে গেলে তা তাঁর গুরুতর ক্ষতির কারণ হতে পারে, এমন যে কোনো ব্যক্তি দলিলটিকে অকার্যকর বা বাতিলযোগ্য ঘোষণার জন্য মামলা করতে পারেন; এবং আদালত তার স্বেচ্ছাধীন বিবেচনায় তা সেরূপ ঘোষণা করতে এবং তা অর্পণ ও বাতিলের আদেশ দিতে পারেন।

দলিলটি রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ এর অধীনে রেজিস্ট্রিকৃত হয়ে থাকলে, আদালত তার ডিক্রির একটি অনুলিপি সেই কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন যাঁর কার্যালয়ে দলিলটি সেরূপ রেজিস্ট্রিকৃত হয়েছে; এবং সেই কর্মকর্তা তাঁর বহিতে সংরক্ষিত দলিলের অনুলিপিতে তা বাতিলের বিষয়টি লিপিবদ্ধ করবেন।

§40 · কোন দলিল আংশিকভাবে বাতিল করা যায়

যেক্ষেত্রে কোনো দলিল ভিন্ন ভিন্ন অধিকার বা ভিন্ন ভিন্ন বাধ্যবাধকতার সাক্ষ্য বহন করে, সেক্ষেত্রে আদালত উপযুক্ত ক্ষেত্রে তা আংশিকভাবে বাতিল করতে এবং অবশিষ্টাংশ বহাল রাখতে পারেন।

§41 · যাঁর অনুকূলে দলিল বাতিল করা হয় তাঁকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশদানের ক্ষমতা

কোনো দলিলের বাতিলকরণ ঘোষণাকালে আদালত যে পক্ষকে এরূপ প্রতিকার মঞ্জুর করা হয় তাঁকে ন্যায়বিচারের প্রয়োজনে অপর পক্ষকে কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দিতে পারেন।

§42 · মর্যাদা বা অধিকার ঘোষণায় আদালতের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা এবং এরূপ ঘোষণার প্রতিবন্ধকতা

কোনো আইনগত মর্যাদা, কিংবা কোনো সম্পত্তির ওপর কোনো অধিকারের অধিকারী যে কোনো ব্যক্তি, তার সেই মর্যাদা বা অধিকারে স্বত্ব অস্বীকারকারী বা অস্বীকারে আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন; এবং আদালত তার স্বেচ্ছাধীন বিবেচনায় ঘোষণা করতে পারবেন যে, তিনি সেই মর্যাদা বা অধিকারের অধিকারী। এরূপ মামলায় বাদীকে অন্য কোনো প্রতিকার প্রার্থনা করতে হবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, বাদী কেবল স্বত্বের ঘোষণা ছাড়াও অধিকতর প্রতিকার প্রার্থনা করতে সক্ষম হয়েও তা না-করলে, আদালত এরূপ কোনো ঘোষণা দেবেন না।

ব্যাখ্যা: কোনো সম্পত্তির অছি সেই ব্যক্তি, যিনি এমন কারও স্বত্বের প্রতিকূল স্বত্ব অস্বীকারে আগ্রহী, যে ব্যক্তি এখনো অস্তিত্বশীল নন, কিন্তু অস্তিত্বশীল হলে তিনি যার অছি হতেন।

barprepbd.com

§43 · ঘোষণার ফলাফল

এই অধ্যায়ের অধীনে প্রদত্ত কোনো ঘোষণা কেবল মামলার পক্ষগণের ওপর, তাঁদের প্রত্যেকের মাধ্যমে দাবিদার ব্যক্তিগণের ওপর, এবং যেক্ষেত্রে কোনো পক্ষ অছি সেক্ষেত্রে ঘোষণার তারিখে অস্তিত্বশীল থাকলে যাঁদের অছি সেই পক্ষগণ হতেন, সেই ব্যক্তিগণের ওপর বাধ্যকর হবে।

§52 · প্রতিরোধমূলক প্রতিকার যেভাবে মঞ্জুর করা হয়

প্রতিরোধমূলক প্রতিকার আদালতের স্বেচ্ছাধীন বিবেচনায় নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে মঞ্জুর করা হয়, তা অস্থায়ী হোক বা স্থায়ী।

§53 · অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা; স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা

অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা হলো এমন নিষেধাজ্ঞা, যা কোনো নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, কিংবা আদালতের পরবর্তী আদেশ পর্যন্ত বহাল থাকে। এরূপ নিষেধাজ্ঞা মামলার যে কোনো পর্যায়ে মঞ্জুর করা যেতে পারে এবং তা দেওয়ানি কার্যবিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা কেবল মামলার শুনানিতে ও তার গুণাগুণের ভিত্তিতে প্রদত্ত ডিক্রির মাধ্যমেই মঞ্জুর করা যেতে পারে; এতে বিবাদীকে এমন কোনো অধিকারের দাবি উত্থাপন থেকে, কিংবা এমন কোনো কাজ সম্পাদন থেকে স্থায়ীভাবে বিরত রাখা হয়, যা বাদীর অধিকারের পরিপন্থী হতো।

§54 · স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা কখন মঞ্জুর করা হয়

এই অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত বা উল্লিখিত অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, আবেদনকারীর অনুকূলে বিদ্যমান কোনো বাধ্যবাধকতার, প্রকাশ্য হোক বা অনুমেয়, লঙ্ঘন রোধ করতে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা যেতে পারে। এরূপ বাধ্যবাধকতা চুক্তি থেকে উদ্ভূত হলে আদালত এই আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিধি ও বিধান দ্বারা পরিচালিত হবেন।

যখন বিবাদী বাদীর সম্পত্তির ওপর অধিকার বা তার ভোগদখলে হস্তক্ষেপ করে বা করার হুমকি দেয়, তখন আদালত নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করতে পারেন,

(ক) যেখানে বিবাদী বাদীর জন্য সেই সম্পত্তির অছি;

(খ) যেখানে হস্তক্ষেপে সৃষ্ট বা সম্ভাব্য প্রকৃত ক্ষতি নিরূপণের কোনো মানদণ্ড নেই;

(গ) যেখানে হস্তক্ষেপ এমন যে, অর্থে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ পর্যাপ্ত প্রতিকার দেবে না;

(ঘ) যেখানে এটি সম্ভাব্য যে, হস্তক্ষেপের জন্য অর্থে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাবে না;

(ঙ) যেখানে বহুবিধ বিচারিক কার্যধারা রোধে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন।

ব্যাখ্যা: এই ধারার প্রয়োজনে ট্রেডমার্ক সম্পত্তি হিসেবে গণ্য।

§55 · বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা

কোনো বাধ্যবাধকতার লঙ্ঘন রোধ করতে যখন আদালত বলবৎযোগ্য কতিপয় কাজ সম্পাদনে বাধ্য করা প্রয়োজন হয়, তখন আদালত তার স্বেচ্ছাধীন বিবেচনায় অভিযুক্ত লঙ্ঘন রোধ করতে এবং প্রয়োজনীয় কাজগুলো সম্পাদনে বাধ্য করতে, উভয় উদ্দেশ্যে নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করতে পারেন।

§56 · কখন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করা হয়

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা যায় না,

(ক) যে মামলায় নিষেধাজ্ঞা চাওয়া হয়েছে, তা দায়েরের সময়ে চলমান কোনো বিচারিক কার্যধারা স্থগিত করতে, তবে বহুবিধ কার্যধারা রোধে এরূপ বিরত রাখা প্রয়োজন হলে ভিন্ন কথা;

(খ) যে আদালত থেকে নিষেধাজ্ঞা চাওয়া হয়েছে, তার অধস্তন নয় এমন আদালতের কার্যধারা স্থগিত করতে;

(গ) কোনো ব্যক্তিকে কোনো আইনসভায় আবেদন করা থেকে বিরত রাখতে;

(ঘ) সরকারের কোনো বিভাগের সরকারি কর্তব্যে, কিংবা কোনো বিদেশি সরকারের সার্বভৌম কাজে হস্তক্ষেপ করতে;

(ঙ) কোনো ফৌজদারি বিষয়ে কার্যধারা স্থগিত করতে;

(চ) এমন চুক্তির লঙ্ঘন রোধ করতে, যার সুনির্দিষ্ট সম্পাদন বলবৎ করা যেত না;

(ছ) উপদ্রবের কারণ দেখিয়ে এমন কাজ রোধ করতে, যা উপদ্রব হবে বলে যুক্তিসংগতভাবে স্পষ্ট নয়;

(জ) এমন চলমান লঙ্ঘন রোধ করতে, যাতে আবেদনকারী নীরব সম্মতি দিয়েছেন;

(ঝ) যখন ন্যাসভঙ্গ ব্যতীত অন্য কোনো সাধারণ পন্থায় সমতুল্য কার্যকর প্রতিকার নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায়;

(ঞ) যখন আবেদনকারী বা তার প্রতিনিধির আচরণ এমন যে, তা তাকে আদালতের সহায়তা পাওয়ার অযোগ্য করে;

(ট) যেখানে বিষয়টিতে আবেদনকারীর কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই।

§57 · নেতিবাচক চুক্তি পালনের জন্য নিষেধাজ্ঞা

৫৬ ধারার (চ) দফা সত্ত্বেও, যেক্ষেত্রে কোনো চুক্তিতে কোনো নির্দিষ্ট কাজ করার ইতিবাচক অঙ্গীকারের সঙ্গে কোনো নির্দিষ্ট কাজ না-করার নেতিবাচক অঙ্গীকার, প্রকাশ্য হোক বা অনুমেয়, যুক্ত থাকে, সেক্ষেত্রে ইতিবাচক অঙ্গীকারের সুনির্দিষ্ট সম্পাদনে আদালত বাধ্য করতে অসমর্থ, এই পরিস্থিতি নেতিবাচক অঙ্গীকার পালনের জন্য নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুরে আদালতকে বাধা দেবে না; তবে শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী চুক্তিটি তাঁর ওপর যতটা বাধ্যকর ততটা পালনে ব্যর্থ হননি।

নিষেধাজ্ঞা, অস্থায়ী, চিরস্থায়ী ও বাধ্যতামূলক; যে ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা যায় না (৫২–৫৭ ধারা) 2025, 2022, 2009

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
>
> অস্থায়ী, চিরস্থায়ী ও বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন। কোন কোন কারণে নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা যায় না? দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করুন।

বিধান (৫২ ধারা)। প্রতিরোধমূলক প্রতিকার আদালত কর্তৃক নিজের **বিবেচনায়** নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে মঞ্জুর করা হয়, যা **অস্থায়ী বা চিরস্থায়ী** হতে পারে।

অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা (৫৩ ধারা)। এটি কোনো নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অথবা আদালতের পরবর্তী আদেশ পর্যন্ত বহাল থাকে; মোকদ্দমার **যেকোনো পর্যায়ে** মঞ্জুর করা যেতে পারে; এবং এটি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের মূল বিধান দ্বারা নয়, বরং **দেওয়ানি কার্যবিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত** (৩৯ আদেশ)। এটি অন্তর্বর্তীকালীন, মোকদ্দমা নিষ্পত্তি অপেক্ষমাণ থাকা অবস্থায় বিদ্যমান অবস্থা (status quo) রক্ষার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়।

চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা (৫৩–৫৪ ধারা)। এটি **কেবল গুণাগুণের ভিত্তিতে শুনানিতে ডিক্রির মাধ্যমেই** মঞ্জুর করা যেতে পারে; এটি বিবাদীকে বাদীর অধিকারের পরিপন্থী কোনো অধিকার দাবি করা বা কোনো কাজ করা থেকে চিরতরে বিরত রাখে। ৫৪ ধারার অধীন এটি আবেদনকারীর অনুকূলে বিদ্যমান কোনো বাধ্যবাধকতার লঙ্ঘন ঠেকাতে জারি হতে পারে, এবং, যেক্ষেত্রে বিবাদী বাদীর সম্পত্তির অধিকার আক্রমণ করে বা আক্রমণের আশঙ্কা তৈরি করে, সেক্ষেত্রে যখন: (ক) বিবাদী বাদীর ট্রাস্টি; (খ) ক্ষতি নিরূপণের কোনো মানদণ্ড নেই; (গ) ক্ষতিপূরণ পর্যাপ্ত প্রতিকার দেবে না; (ঘ) ক্ষতিপূরণ সম্ভবত আদায় করা যাবে না; অথবা (ঙ) **বহুবিধ কার্যধারা** ঠেকাতে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন। (এই ধারার উদ্দেশ্যে একটি ট্রেডমার্ক "সম্পত্তি"।)

বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা (৫৫ ধারা)। যেক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতার লঙ্ঘন ঠেকাতে হলে আদালত বলবৎ করতে সক্ষম এমন **কিছু কাজ সম্পাদনে বাধ্য করা** প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে আদালত নিজের বিবেচনায় লঙ্ঘন ঠেকানো এবং প্রয়োজনীয় ইতিবাচক কাজ সম্পাদনে বাধ্য করা, উভয়ের জন্যই নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করতে পারে (যেমন কোনো প্রতিবন্ধক সরাতে)। তাই নিষেধমূলক চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার বিপরীতে এটি কার্যক্ষেত্রে **ইতিবাচক**।

যে ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা যায় না (৫৬ ধারা)। অন্যান্য ক্ষেত্রের মধ্যে, নিচের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা যায় না:

- (ক) মোকদ্দমা দায়েরকালে অপেক্ষমাণ কোনো বিচারিক কার্যধারা স্থগিত করতে (বহুবিধ কার্যধারা ঠেকানোর ক্ষেত্র ছাড়া);
- (খ) যে আদালত থেকে নিষেধাজ্ঞা চাওয়া হয়েছে তার **অধস্তন নয় এমন আদালতে** কার্যধারা স্থগিত করতে;
- (গ) কোনো ব্যক্তিকে **আইনপ্রণয়নকারী সংস্থায়** আবেদন করা থেকে বিরত রাখতে;
- (ঘ) **কোনো সরকারি বিভাগের সরকারি কর্তব্যে** অথবা কোনো বিদেশি সরকারের সার্বভৌম কাজে হস্তক্ষেপ করতে;
- (ঙ) কোনো **ফৌজদারি** বিষয়ে কার্যধারা স্থগিত করতে;
- (চ) যে চুক্তির সম্পাদন **সুনির্দিষ্টভাবে বলবৎ করা যাবে না** এমন চুক্তির লঙ্ঘন ঠেকাতে;
- (ছ) উৎপাত (nuisance) -এর ভিত্তিতে এমন কোনো কাজ ঠেকাতে যা উৎপাতে পরিণত হবে বলে যুক্তিসঙ্গতভাবে সুস্পষ্ট নয়;
- (জ) আবেদনকারী যে নিরবচ্ছিন্ন লঙ্ঘনে **নীরব সম্মতি (acquiescence)** দিয়েছেন তা ঠেকাতে;
- (ঝ) যেক্ষেত্রে অন্য কোনো প্রচলিত পন্থায় **সমভাবে কার্যকর প্রতিকার** নিশ্চিতভাবে পাওয়া যেতে পারে (ট্রাস্ট-লঙ্ঘনের ক্ষেত্র ছাড়া);
- (ঞ) যেক্ষেত্রে আবেদনকারীর নিজের আচরণ তাঁকে আদালতের সহায়তা পাওয়ার অযোগ্য করেছে;
- (ট) যেক্ষেত্রে আবেদনকারীর বিষয়টিতে **কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই**।

ব্যতিক্রম (৫৭ ধারা)। যদিও ৫৬(চ) ধারা বলবৎযোগ্য নয় এমন চুক্তির লঙ্ঘনে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া নিষিদ্ধ করে, তবু যেক্ষেত্রে কোনো চুক্তিতে একটি নির্দিষ্ট কাজ না করার মর্মে কোনো **নেতিবাচক চুক্তির সঙ্গে যুক্ত একটি ইতিবাচক চুক্তি** থাকে, সেক্ষেত্রে ইতিবাচক অংশের সুনির্দিষ্ট সম্পাদনে বাধ্য করতে আদালতের অক্ষমতা **নেতিবাচক** অংশটি নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে বলবৎ করতে আদালতকে বাধা দেয় না (এই শর্তে যে, আবেদনকারী নিজের ওপর বাধ্যতামূলক অংশটুকু সম্পাদন করেছেন)।

দৃষ্টান্ত: X, Y-এর থিয়েটারে ১২ মাস গান করতে এবং অন্যত্র গান না করতে রাজি হন। আদালত X-কে গান করতে বাধ্য করতে পারে না (ব্যক্তিগত সেবা, ২১(খ) ধারা), কিন্তু ৫৭ ধারার অধীন আদালত X-কে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য গান করা থেকে **বিরত রাখতে** পারে। অন্যদিকে, কোনো অপেক্ষমাণ ফৌজদারি কার্যধারা স্থগিত করতে আদালত নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করতে পারে না (৫৬(ঙ) ধারা)।

চুক্তির সুনির্দিষ্ট সম্পাদন (১২, ২১, ২২ ধারা) 2023, 2020, 2014, 2010, 2009...

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> সুনির্দিষ্ট সম্পাদন বলিতে কী বুঝায়? কোন কোন চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে বলবৎযোগ্য (স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত অনুমান-বিধিসহ) এবং কোন কোন চুক্তি বলবৎযোগ্য নহে? কোন কোন পরিস্থিতিতে আদালত ডিক্রি প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিবে?

সংজ্ঞা। সুনির্দিষ্ট সম্পাদন (SP) হলো সেই ন্যায়সংগত প্রতিকার যার দ্বারা আদালত কেবল অর্থরূপ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরিবর্তে কোনো পক্ষকে তিনি যে চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য তা প্রকৃতপক্ষে সম্পাদন করার নির্দেশ দেন।

যে চুক্তি বলবৎযোগ্য হতে পারে (১২ ধারা)। এই অধ্যায় সাপেক্ষে, আদালতের **বিবেচনাধীন ক্ষমতায়** নিচের চারটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সম্পাদন বলবৎ করা যেতে পারে:

- (ক) যেক্ষেত্রে কার্যটি কোনো **ট্রাস্টের** সম্পূর্ণ বা আংশিক সম্পাদন;
- (খ) যেক্ষেত্রে অসম্পাদনজনিত প্রকৃত ক্ষতি নির্ণয়ের জন্য **কোনো মানদণ্ড নেই**;
- (গ) যেক্ষেত্রে **অর্থরূপ ক্ষতিপূরণ পর্যাপ্ত প্রতিকার দেবে না**;
- (ঘ) যেক্ষেত্রে অর্থরূপ ক্ষতিপূরণ **সম্ভবত আদায় করা যাবে না**।

স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত অনুমান-বিধি (১২ ধারার ব্যাখ্যা)। আদালত **ধরে নেন** যে **স্থাবর** সম্পত্তি হস্তান্তরের চুক্তি ভঙ্গের ক্ষেত্রে অর্থ দ্বারা পর্যাপ্ত প্রতিকার সম্ভব নয় (তাই SP প্রযোজ্য); এবং ধরে নেন যে **অস্থাবর** সম্পত্তি সংক্রান্ত চুক্তি ভঙ্গের ক্ষেত্রে অর্থ দ্বারা প্রতিকার *সম্ভব* (তাই SP সাধারণত প্রত্যাখ্যাত হয়)। উভয় অনুমানই **খণ্ডনযোগ্য**।

দৃষ্টান্ত: 'ক' 'খ'-এর কাছে একটি নির্দিষ্ট জমি বিক্রয়ের চুক্তি করে। 'খ' SP-এর জন্য মোকদ্দমা করতে পারে, যেহেতু ভূমির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ অপর্যাপ্ত বলে অনুমিত হয়। অন্যদিকে সাধারণ পণ্যের চুক্তি সাধারণত ক্ষতিপূরণের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়, যদি না দ্রব্যটি বিশেষ প্রকৃতির হয় (যেমন কোনো উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া নিদর্শন বা কোনো অদ্বিতীয় চিত্রকর্ম), যা সেই অনুমানকে খণ্ডন করে।

যে চুক্তি বলবৎযোগ্য নয় (২১ ধারা)। প্রধান শ্রেণিগুলো:

- (ক) যেক্ষেত্রে **অর্থরূপ ক্ষতিপূরণই পর্যাপ্ত** প্রতিকার;
- (খ) যেক্ষেত্রে চুক্তিটি **সূক্ষ্ম বা অসংখ্য খুঁটিনাটির** অন্তর্গত, অথবা পক্ষগণের **ব্যক্তিগত যোগ্যতা বা ইচ্ছার** ওপর নির্ভরশীল, অথবা অন্যভাবে এমন যে আদালত এর মৌলিক শর্তাবলি বলবৎ করতে পারে না (এটিই "**ব্যক্তিগত-সেবার চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে বলবৎ করা যায় না**", এই নীতির ভিত্তি);
- (গ) যেক্ষেত্রে শর্তাবলি **যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তাসহ ঠিক করা যায় না**;
- (ঘ) যেক্ষেত্রে চুক্তিটি নিজের প্রকৃতিতেই **প্রত্যাহারযোগ্য**;
- (ঙ) ট্রাস্টিগণ কর্তৃক তাঁদের ক্ষমতার অতিরিক্তভাবে অথবা ট্রাস্ট-ভঙ্গক্রমে করা চুক্তি;
- (চ) কোনো কর্পোরেশন/কোম্পানি কর্তৃক বা তার পক্ষে তার ক্ষমতার অতিরিক্তভাবে করা চুক্তি;
- (ছ) যেক্ষেত্রে সম্পাদন একটি **চলমান কর্তব্য** বহন করে যা তার তারিখ থেকে **তিন বছরের বেশি সময়ব্যাপী** বিস্তৃত;
- (জ) যেক্ষেত্রে বিদ্যমান বলে অনুমিত বিষয়বস্তুর কোনো মৌলিক অংশ চুক্তির আগেই অস্তিত্বহীন হয়ে গিয়েছিল।
- **সালিসি বাধা:** সালিসি আইনে যেমন বিধান আছে তা ছাড়া, মতভেদ সালিসে পাঠানোর কোনো চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে বলবৎযোগ্য নয় (যদিও তা পাঠানো বিষয়ের ওপর মোকদ্দমা দায়ের করতে বাধা দেয়)।

আদালত যখন ডিক্রি প্রত্যাখ্যান করে, বিবেচনাধীন ক্ষমতা (২২ ধারা)। এই এখতিয়ার **বিবেচনাধীন**; কোনো চুক্তি কেবল আইনসম্মত বলেই SP মঞ্জুর করতে আদালত বাধ্য নন, যদিও এই বিবেচনা যুক্তিসঙ্গত, বিচারিক এবং আপিলে সংশোধনযোগ্য। নিচের ক্ষেত্রে আদালত যথাযথভাবে SP **প্রত্যাখ্যান করতে পারে**:

- যেক্ষেত্রে চুক্তিটি বিবাদীর ওপর বাদীকে একটি **অন্যায্য সুবিধা** দেয় (প্রতারণা বা ভ্রান্ত-উপস্থাপনা না থাকলেও); অথবা
- যেক্ষেত্রে সম্পাদন বিবাদীর ওপর এমন **অপ্রত্যাশিত ক্লেশ** চাপায় যা তিনি আগে ভাবেননি, অন্যদিকে অসম্পাদনে বাদীর কোনো ক্লেশ হয় না।

২৪ ধারার ব্যক্তিগত বাধাগুলোও (যেমন যে বাদী নিজেই কোনো অপরিহার্য শর্ত সম্পাদন করতে অক্ষম, অথবা যিনি আগেই অন্য প্রতিকার বেছে নিয়ে তৃপ্ত হয়েছেন) মোকদ্দমা ব্যর্থ করে দেয়।

উপসংহার: SP প্রধানত সেই ক্ষেত্রেই চলে যেখানে ক্ষতিপূরণ অপর্যাপ্ত (ভূমির ক্ষেত্রে যা অনুমিত); ২১ ধারার শ্রেণিগুলোর ক্ষেত্রে (বিশেষত ব্যক্তিগত-সেবা ও প্রত্যাহারযোগ্য চুক্তি) এটি চলে না, এবং ২২ ধারার ন্যায়সংগত কারণে এটি প্রত্যাখ্যানযোগ্য থাকে।

ঘোষণামূলক মোকদ্দমা (৪২–৪৩ ধারা); ঘোষণামূলক ডিক্রি কি জারিযোগ্য? 2025, 2012, 2009

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> ঘোষণামূলক মোকদ্দমা কী? কে মোকদ্দমা করিতে পারেন? "কোনো অধিকতর প্রতিকার নয়" শর্তাংশটি ব্যাখ্যা করুন। কোনো ঘোষণামূলক ডিক্রি কি জারির মামলা দাখিল করিয়া জারিযোগ্য?

বিধি (৪২ ধারা)। কোনো **আইনগত মর্যাদায়** অথবা সম্পত্তি সংক্রান্ত **কোনো অধিকারে** হকদার যেকোনো ব্যক্তি, এমন মর্যাদা বা অধিকারে তাঁর স্বত্ব **অস্বীকারকারী, অথবা অস্বীকার করতে আগ্রহী** যেকোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করতে পারেন, এবং আদালত **নিজের বিবেচনায়** এই মর্মে একটি ঘোষণা দিতে পারে যে তিনি সেভাবে হকদার। গুরুত্বপূর্ণভাবে, বাদীকে **কোনো অধিকতর প্রতিকার চাইতে হয় না**।

barprepbd.com

কে মোকদ্দমা করতে পারেন: যিনি কোনো আইনগত মর্যাদা (যেমন অবস্থান, পদ) অথবা সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো অধিকার ধারণ (ও দাবি) করেন, সেই স্বত্ব অস্বীকারকারী বা অস্বীকার করতে আগ্রহী যে কারও বিরুদ্ধে। (ব্যাখ্যা অনুযায়ী, সম্পত্তির একজন ট্রাস্টি তখনও পর্যন্ত অস্তিত্বহীন কোনো হিতাধিকারীর প্রতিকূল স্বত্ব "অস্বীকার করতে আগ্রহী ব্যক্তি"।)

"কোনো অধিকতর প্রতিকার নয়" শর্তাংশ (বাধা)। যদিও বাদীকে অধিকতর প্রতিকার চাইতে *হয় না*, তবু শর্তাংশটি আদালতকে এমন ক্ষেত্রে ঘোষণা দিতে বাধা দেয় **যেখানে বাদী, স্বত্বের নিছক ঘোষণা ছাড়া অধিকতর প্রতিকার চাইতে *সক্ষম* হয়েও, তা করতে বিরত থাকেন।** তাই যেখানে পারিণামিক প্রতিকার পাওয়া যেত অথচ তা বাদ দেওয়া হয়েছে, সেখানে নিছক ঘোষণামূলক মোকদ্দমা ব্যর্থ হয়।

প্রয়োগ: যে বাদী **দখলের বাইরে** আছেন, তিনি কেবল স্বত্বের ঘোষণার জন্য মোকদ্দমা করতে পারেন না, তিনি **দখল পুনরুদ্ধারের** প্রার্থনা করতে *সক্ষম* (এবং তাঁকে তা করতেই হবে); নিছক ঘোষণার মোকদ্দমা শর্তাংশের আওতায় পড়ে। একইভাবে, যেখানে কোনো জাল/বাতিলযোগ্য দলিল স্বত্বকে আচ্ছন্ন করে, সেখানে যে বাদী তার **বাতিলকরণ** চাইতে পারেন, তাঁর নিছক ঘোষণার বদলে তা-ই করা উচিত। যে বাদী **দখলে আছেন** এবং কেবল তাঁর অধিকারের অস্বীকৃতির সম্মুখীন (যেমন তাঁর জমির ওপর দাবিকৃত কোনো যাতায়াত অধিকার), তিনি যথাযথভাবে কেবল ঘোষণার জন্য মোকদ্দমা করতে পারেন, কারণ তাঁর কাছে অধিকতর কোনো প্রতিকার নেই।

ডিক্রির ফলাফল (৪৩ ধারা)। কোনো ঘোষণা **কেবল** মোকদ্দমার পক্ষগণ, তাঁদের মাধ্যমে দাবিদার ব্যক্তিগণ, এবং (যেখানে কোনো পক্ষ ট্রাস্টি) যাঁদের জন্য তিনি ট্রাস্টি, তাঁদেরই বাধ্য করে। এর পরিধি *in personam* (ব্যক্তিগত), সমগ্র জগতের বিরুদ্ধে কোনো রায় নয়।

ঘোষণামূলক ডিক্রি কি জারির মামলা দ্বারা জারিযোগ্য?

না। কোনো ঘোষণামূলক ডিক্রি কেবল পক্ষগণের অধিকার **ঘোষণা** করে; এটি কোনো পক্ষকে কিছু করতে, দিতে বা অর্পণ করতে নির্দেশ দেয় না। জারির মতো কিছু না থাকায় এটি **জারিতে আনা যায় না**, এটি "জারিযোগ্য" নয়। ঘোষিত অধিকার পরে বাধাগ্রস্ত হলে ধারকের প্রতিকার হলো যথাযথ পারিণামিক প্রতিকারের (যেমন দখল বা নিষেধাজ্ঞা) জন্য একটি **নতুন মোকদ্দমা**, ঘোষণামূলক ডিক্রির ওপর জারির মামলা নয়।

উপসংহার। যাঁর আইনগত মর্যাদা বা সম্পত্তিগত অধিকার অস্বীকৃত হয়, এমন ব্যক্তির জন্য ৪২ ধারার অধীন ঘোষণামূলক মোকদ্দমা চলে; "কোনো অধিকতর প্রতিকার নয়" শর্তাংশটি তাঁকে যখনই পারিণামিক প্রতিকার পাওয়া যায় তখনই তা যুক্ত করতে বাধ্য করে; এবং উদ্ভূত ডিক্রি, নিছক ঘোষণামূলক হওয়ায়, জারির মামলা দ্বারা **জারিযোগ্য নয়**।

দলিল বাতিলকরণ (৩৯–৪১ ধারা) 2015, 2010, 2009, 2007, 2006...

> **পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে**
> দলিল বাতিলকরণ বলিতে কী বুঝায়? কে এবং কোন কোন কারণে ইহা প্রার্থনা করিতে পারে? নিবন্ধিত দলিলের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি বর্ণনা করুন। কোনো জাল/বিতর্কিত দলিলের একজন পক্ষ কি এই মর্মে নিছক একটি ঘোষণার জন্য মোকদ্দমা চালাইতে পারেন যে দলিলটি জাল এবং তাঁহার উপর বাধ্যকর নয়?

অর্থ ও বিধান (৩৯ ধারা)। বাতিলকরণ হলো সেই প্রতিকার, যার দ্বারা আদালত কোনো লিখিত দলিলকে বাতিল বা বাতিলযোগ্য বলে সাব্যস্ত করেন এবং তা সমর্পণ করে বাতিল করার আদেশ দেন, যাতে তা বাদীর ক্ষতিসাধনে ব্যবহৃত হতে না পারে।

কে মোকদ্দমা করতে পারেন: এমন যেকোনো ব্যক্তি, **যাঁর বিরুদ্ধে** কোনো লিখিত দলিল *বাতিল বা বাতিলযোগ্য*।

কারণ (দুটি অপরিহার্য উপাদান):

১. লিখিত দলিলটি বাদীর বিরুদ্ধে **বাতিল বা বাতিলযোগ্য**; এবং

২. বাদীর এমন **যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা** আছে যে দলিলটি *অমীমাংসিত অবস্থায় থাকলে তাঁর গুরুতর ক্ষতি ঘটাতে পারে*।

এই উপাদান প্রতিষ্ঠিত হলে আদালত **নিজের বিবেচনায়** দলিলটিকে বাতিল/বাতিলযোগ্য বলে সাব্যস্ত করতে এবং তা সমর্পণ করে বাতিল করার আদেশ দিতে পারেন। (দৃষ্টান্ত: 'ক' প্রতারণার দ্বারা একটি অসমুদ্রোপযোগী জাহাজের বীমা করতে প্ররোচিত হন; বীমাকারী ওই পলিসির বাতিলকরণ পেতে পারেন।)

আংশিক বাতিলকরণ (৪০ ধারা)। যেক্ষেত্রে কোনো দলিল ভিন্ন ভিন্ন অধিকার বা বাধ্যবাধকতার সাক্ষ্য বহন করে, সেক্ষেত্রে আদালত উপযুক্ত মামলায় দলিলটিকে **আংশিকভাবে** বাতিল করে বাকি অংশ বহাল রাখতে পারেন।

নিবন্ধিত-দলিল পদ্ধতি (৩৯ ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)। দলিলটি **নিবন্ধন আইন, ১৯০৮** এর অধীন নিবন্ধিত হয়ে থাকলে, আদালত **তাঁর ডিক্রির একটি অনুলিপি নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার কাছে পাঠাবেন**, যিনি তাঁর বইতে রাখা ওই দলিলের অনুলিপিতে বাতিলকরণের বিষয়টি লিপিবদ্ধ করেন।

ক্ষতিপূরণ (৪১ ধারা)। বাতিলকরণ সাব্যস্ত করার সময় আদালত, যাঁর অনুকূলে দলিলটি বাতিল করা হচ্ছে সেই পক্ষকে, ন্যায়বিচার যেমন দাবি করে তেমন ক্ষতিপূরণ অপর পক্ষকে দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন।

দলিলের একজন *পক্ষ* কি নিছক এই মর্মে ঘোষণার জন্য মোকদ্দমা করতে পারেন যে তা জাল?

দুটি পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্য করতে হবে:

- যে ব্যক্তির **বিরুদ্ধে** দলিলটি কার্যকর হয় (একজন *অ-পক্ষ*, অথবা এমন একজন পক্ষ যিনি তাঁর *বিরুদ্ধে* বাতিল/বাতিলযোগ্য কোনো দলিল থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য মোকদ্দমা করেন) তিনিই ৩৯ ধারার অধীন বাতিলকরণের জন্য যথাযথ বাদী, যেমন তাঁর অধিকারের ওপর ছায়া ফেলছে এমন কোনো জাল দলিল।
- যে ব্যক্তি কোনো দলিলের **পক্ষ বলে** দাবি করেন কিন্তু বলেন যে তা *জাল*, তিনি সংকটে পড়েন: দলিলটি যদি সত্যিই জাল হয়, তবে তিনি তার কোনো প্রকৃত পক্ষই নন, এবং তাঁর আসলে যা দরকার তা হতে পারে এই মর্মে একটি ঘোষণা যে তিনি তার দ্বারা বাধ্য নন। দলিলটি জাল এবং বাধ্যকর নয় এই মর্মে **নিছক একটি ঘোষণার** জন্য মোকদ্দমা **৪২ ধারার শর্তাংশে** বাধাপ্রাপ্ত হয়, বাদী যদি *অধিকতর প্রতিকার চাইতে সক্ষম* হন (যেমন দখল পুনরুদ্ধার, অথবা বাতিলকরণ) এবং তা করতে বিরত থাকেন, তবে নিছক ঘোষণামূলক মোকদ্দমা নিষিদ্ধ।

উপসংহার: ৩৯ ধারার অধীন বাতিলকরণ এমন একজন ব্যক্তির পক্ষে চলে, যাঁর বিরুদ্ধে কোনো বাতিল/বাতিলযোগ্য লিখিত দলিল গুরুতর ক্ষতির যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা তৈরি করে; নিবন্ধিত দলিলের ক্ষেত্রে ডিক্রির অনুলিপি নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার কাছে পৌঁছাতে হবে (৩৯ ধারা)। যে পক্ষ কোনো

বিতর্কিত/জাল দলিল বাধ্যকর নয় এই মর্মে নিছক একটি ঘোষণা চান, তাঁকে **আনুষঙ্গিক প্রতিকারও** (বাতিলকরণ/দখল) চাওয়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত, কারণ নিছক একটি ঘোষণা ৪২ ধারার শর্তাংশের অধীন প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

★ ৯ ধারা, দখল পুনরুদ্ধারের মোকদ্দমা; বিবাদীর ক্রয়সূত্রে স্বত্বের আপত্তি মোকাবিলা 2017, 2014, 2011, 2010, 2008

পরীক্ষায় যেভাবে এসেছে

একজন ব্যক্তি বলেন যে তিনি তাঁহার ভূমি হইতে দখলচ্যুত হইয়াছেন এবং দখল ফিরিয়া পাইতে চাহেন। আপনি **৯ ধারার** অধীন মোকদ্দমা দায়ের করেন। তাঁহার নিকট হইতে আপনি কোন কোন বিষয় নিশ্চিত করিয়া আরজিতে অন্তর্ভুক্ত করিবেন? স্বত্ব কি প্রাসঙ্গিক? বিবাদী তাহার জবাবে এই আপত্তি উত্থাপন করে যে প্রকৃত মালিকের নিকট হইতে ক্রেতা হিসাবে তাহার স্বত্ব রহিয়াছে, সেই আপত্তি আপনি কীভাবে মোকাবিলা করিবেন? স্বত্বভিত্তিক দখল-পুনরুদ্ধার মোকদ্দমার সহিত পার্থক্য করুন।

বিধি (৯ ধারা)। যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি স্থাবর সম্পত্তি থেকে *তার সম্মতি ছাড়া* এবং *আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়া অন্যভাবে* দখলচ্যুত হন, সেক্ষেত্রে তিনি (অথবা তাঁর মাধ্যমে দাবিদার যে কোনো ব্যক্তি) মোকদ্দমা দ্বারা দখল পুনরুদ্ধার করতে পারেন, **এমন মোকদ্দমায় তোলা অন্য যেকোনো স্বত্ব নির্বিশেষে**। এটি একটি সংক্ষিপ্ত দখলগত প্রতিকার যা দখলকে দখল হিসেবেই রক্ষা করে, বাদীকে স্বত্ব প্রমাণ করতে **হয় না**।

তামাদি। মোকদ্দমাটি দখলচ্যুতির **৬ মাসের মধ্যে** দায়ের করতে হবে (এই মেয়াদ তামাদি আইন, ১৯০৮-এর প্রথম তফসিলের ৩নং অনুচ্ছেদ দ্বারা নির্ধারিত, যা দখলচ্যুতির তারিখ থেকে গণনা শুরু হয়, ৯ ধারাতেই তা উল্লিখিত নয়)।

যেসব বিষয় নিশ্চিত করে আরজিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:

- যে বাদী নির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির **প্রকৃত/শান্তিপূর্ণ পূর্ববর্তী দখলে** ছিলেন (তফসিল, সীমানা ও পরিমাণ উল্লেখ করুন)।
- দখলচ্যুতির **তারিখ ও ধরন**, এবং তা যে *তার সম্মতি ছাড়া* ও *আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়া অন্যভাবে* (অর্থাৎ কোনো ডিক্রি/আইনি প্রক্রিয়ার অধীনে নয়) ঘটেছে।
- মোকদ্দমাটি যে দখলচ্যুতির **৬ মাসের মধ্যে** আছে।
- ৯ ধারার অধীন **খাস দখল পুনরুদ্ধারের** জন্য একটি সুস্পষ্ট প্রার্থনা; খরচা।

স্বত্ব, মালিকানার পরম্পরা এবং কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী দাবির গুণাগুণ **ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ রাখা হয়**, এগুলো ৯ ধারার অধীন অপ্রাসঙ্গিক এবং এমনকি আদালতকে স্বত্ব-অনুসন্ধানে বিভ্রান্ত করার আমন্ত্রণ জানাতে পারে, যা ৯ ধারা নিষেধ করে।

বিবাদীর ক্রয়সূত্রে স্বত্বের আপত্তি মোকাবিলা। যখন জবাবে এই মর্মে আপত্তি তোলা হয় যে প্রকৃত মালিকের কাছ থেকে ক্রেতা হিসেবে বিবাদীর স্বত্ব আছে, তখন উত্তর সংক্ষিপ্ত ও নিষ্পত্তিকর: **৯ ধারা স্বত্ব সম্পর্কিত যেকোনো অনুসন্ধান বাদ দেয়।** ধারাটি সুস্পষ্টভাবে দখল পুনরুদ্ধারের অনুমতি দেয় "এমন মোকদ্দমায় তোলা যেতে পারে এমন অন্য যেকোনো স্বত্ব নির্বিশেষে।" তাই আপনি যুক্তি দেবেন যে:

- একমাত্র বিচার্য বিষয় হলো *পূর্ববর্তী দখল* এবং *৬ মাসের মধ্যে অন্যায়ভাবে দখলচ্যুতি*; কথিত ক্রয় আইনগতভাবে অপ্রাসঙ্গিক এবং ৯ ধারার মোকদ্দমায় তার বিচার করা যায় না।
- এমনকি একজন প্রকৃত মালিকও আইন নিজের হাতে তুলে নিতে এবং সুপ্রতিষ্ঠিত দখলে থাকা কোনো ব্যক্তিকে আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়া অন্যভাবে দখলচ্যুত করতে পারেন না; তাঁকে মোকদ্দমা করতে হবে।
- বিবাদী প্রতিকারহীন নন, ৯ ধারা নিজেই তার **স্বত্ব প্রতিষ্ঠা ও দখল পুনরুদ্ধারের জন্য একটি পৃথক মোকদ্দমা** দায়েরের অধিকার সংরক্ষণ করে (তাই তার স্বত্বের আপত্তি সেই মোকদ্দমার বিষয়, এই মোকদ্দমার নয়)।

পার্থক্য, স্বত্বভিত্তিক দখল-পুনরুদ্ধার (৮ ধারা)। ৮ ধারা *দখলের অধিকারী* কোনো ব্যক্তিকে দেওয়ানি কার্যবিধি নির্ধারিত পন্থায় নির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে দেয়। সেখানে স্বত্বই **বিচার্য বিষয়**, তামাদির মেয়াদ দীর্ঘ (১২ বছর), এবং ডিক্রি চূড়ান্ত ও আপিলযোগ্য। অন্যদিকে ৯ ধারা দখলগত ও সংক্ষিপ্ত: ৯ ধারার আদেশ/ডিক্রির বিরুদ্ধে **কোনো আপিল ও কোনো রিভিউ চলে না**, একমাত্র প্রতিকার হলো **রিভিশন**, এবং এটি সরকারের বিরুদ্ধে চলে না।

উপসংহার: ৬ মাসের মধ্যে ৯ ধারার অধীন মোকদ্দমা দায়ের করুন, কেবল দখল ও অন্যায় দখলচ্যুতি আরজিতে উল্লেখ করুন, এবং এই কথা দেখিয়ে স্বত্বের আপত্তি মোকাবিলা করুন যে ৯ ধারার মোকদ্দমায় স্বত্ব নিয়ে বিচার করা যায় না (বিবাদীকে তার পৃথক স্বত্ব-মোকদ্দমার জন্য রেখে)।

barprepbd.com

৩য় অংশ — কোর্ট-ফরম্যাট ড্রাফট (টেমপ্লেট আগে)

প্রতিটি আইনে ছয়টি টেমপ্লেট পরিবার আগে — এই কঙ্কালগুলো আয়ত্তে আনুন; শুধু ঘটনা ও grounds বদলায়। বাকি ড্রাফটগুলো এরপর।

F পেশাগত আচরণ ও বার কাউন্সিল

✍️ বার কাউন্সিলে দরখাস্ত, মক্কেলের অর্থ আত্মসাৎ

কখন ব্যবহার করবেন: যেক্ষেত্রে একজন অ্যাডভোকেট মক্কেলের পক্ষে অর্থ গ্রহণ করেন (এখানে, একটি পারিবারিক মোকদ্দমায় ডিক্রিকৃত দেনমোহর ও খোরপোশের অর্থ), উহা নিজের হিসাবে জমা করেন, মক্কেলকে অবহিত করিতে ব্যর্থ হন, এবং উহার অংশবিশেষ নিজ ব্যক্তিগত খরচে ব্যবহার করেন, মক্কেলের তহবিল আত্মসাৎ।

বরাবর,
সচিব,
বাংলাদেশ বার কাউন্সিল,
বার কাউন্সিল ভবন,
শাহবাগ, ঢাকা।

বিষয়: পেশাগত আচরণ ও শিষ্টাচার সংক্রান্ত ক্যাননসমূহের অধীন পেশাগত অসদাচরণের জন্য জনাব X, অ্যাডভোকেট-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ।

মহোদয়,

আমি, মিসেস Y, বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি যে, আমি একটি পারিবারিক মোকদ্দমা দায়ের করি এবং আমার মামলা পরিচালনা ও প্রতিরক্ষার জন্য জনাব X-কে আমার অ্যাডভোকেট হিসাবে নিয়োগ করি।

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ: একটি পারিবারিক মোকদ্দমায় মাননীয় আদালত বিবাদীকে দেনমোহর ও খোরপোশ বাবদ আমাকে ৫,০০,০০০/- টাকা প্রদানের আদেশ দেন। জনাব X, আমার নিযুক্ত আইনজীবী হওয়ায়, বিবাদীপক্ষের নিকট হইতে উক্ত অর্থ গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি উক্ত অর্থ তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে জমা করেন এবং এক মাসেরও অধিক সময় এই বিষয়ে আমাকে অবহিত করেন নাই। অনুসন্ধান করিলে জনাব X স্বীকার করেন যে, তিনি উক্ত অর্থের একটি অংশ তাঁহার ব্যক্তিগত চেম্বারের খরচে ব্যবহার করিয়াছেন এবং শীঘ্রই তাহা ফেরত দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন।

উক্ত অ্যাডভোকেট, নির্ধারিত বিধির পরিপন্থী কার্যে লিপ্ত হইয়া, সমগ্র আইনজীবী সমাজের পেশাগত ও ব্যক্তিগত মর্যাদা ক্ষুণ্ন করিয়াছেন, যাহার ফলে তিনি পেশাগত আচরণ ও শিষ্টাচার সংক্রান্ত ক্যাননসমূহের অধীন একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন।

এই বিষয়টি বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স অ্যান্ড বার কাউন্সিল অর্ডার, ১৯৭২-এর অধীন প্রণীত পেশাগত আচরণ ও শিষ্টাচার সংক্রান্ত ক্যাননসমূহের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬ বিধির পরিপন্থী কার্য সম্পর্কিত, যাহা পেশাগত অসদাচরণের শামিল।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, অভিযুক্ত অ্যাডভোকেট "X"-এর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক, এবং আইন পেশার নৈতিক মানদণ্ডের পরিপন্থী এইরূপ কার্যকলাপ রোধকল্পে, নির্ধারিত আচরণ-বিধি অনুসারে, প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিতে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল মর্জি হইবেন।

বিনীত নিবেদক
মিসেস 'Y'
পিতা:------
ঠিকানা:-----

তফসিল

অভিযুক্ত অ্যাডভোকেটের পরিচিতি
জনাব 'X'
সদস্য নং-

✍️ নালিশি দরখাস্ত, মক্কেল সংগ্রহের জন্য দালালি / কেরানি নিয়োগ

কখন ব্যবহার করবেন: যেখানে কোনো অ্যাডভোকেট অধস্তন আদালতে একটি রমরমা ফৌজদারি প্র্যাকটিস পরিচালনা করিতে গিয়া (রেল স্টেশন, বাস স্ট্যান্ড, থানা প্রভৃতি স্থানে) বেতনভুক্ত কেরানি মোতায়েন করিয়া মক্কেল সংগ্রহ করেন এবং মামলা সংগ্রহের জন্য তাহাদের সহিত তাঁহার ফি ভাগ করিয়া লন, অর্থাৎ মক্কেল সংগ্রহের জন্য প্রলোভন প্রদর্শন/দালালি ও ফি ভাগাভাগি।

বরাবর,
সচিব
বাংলাদেশ বার কাউন্সিল
শাহবাগ, ঢাকা

বিষয়: পেশাগত আচরণ ও শিষ্টাচার লঙ্ঘনের জন্য জনাব 'ক'-এর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ।

জনাব,

বিনীতভাবে ও সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে, নিম্নবর্ণিত অ্যাডভোকেট জনাব 'ক' অধস্তন আদালতে একটি রমরমা ফৌজদারি প্র্যাকটিস পরিচালনা করেন। তিনি তিনজন কেরানি নিযুক্ত করিয়াছেন। মক্কেল সংগ্রহের জন্য তাহাদের একজনকে রেল স্টেশনে, একজনকে বাস স্ট্যান্ডে এবং

অপরজনকে জেলা সদরের থানায় মোতায়েন করা হইয়াছে।

জনাব 'ক' মামলা সংগ্রহের জন্য তিনজন কেরানির সহিত তাঁহার ফিও ভাগ করিয়া লন। ইহার প্রমাণস্বরূপ একটি দলিল এই দরখাস্তের সহিত সংযুক্ত করা হইল।

যে, জনাব 'ক' পেশাগত আচরণ ও শিষ্টাচারের বিধিমালার (Canons of Professional Conduct and Etiquette) প্রথম অধ্যায়ের ৩ ও ৮ নং বিধি লঙ্ঘন করিয়াছেন। এবং তাঁহার এই কার্য পেশাগত অসদাচরণ হিসাবে গণ্য হইবে।

এই কারণে, আইন পেশার মর্যাদা ও উচ্চ মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত তাঁহার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স অ্যান্ড বার কাউন্সিল অর্ডার, ১৯৭২-এর ৩৩ অনুচ্ছেদের অধীন একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা প্রয়োজন।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনি অনুগ্রহপূর্বক বিষয়টি ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করিতে মর্জি হইবেন।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য আবেদনকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

ঠিকানা:-----

তফসিল

অভিযুক্ত অ্যাডভোকেটের পরিচয়

জনাব 'ক'
সদস্য নং-

-------বার অ্যাসোসিয়েশন

✍️ নালিশি দরখাস্ত, বিজ্ঞাপন / পেশাগত নিয়োগ আহ্বান (সাইনবোর্ড)

কখন ব্যবহার করবেন: যেক্ষেত্রে কোনো অ্যাডভোকেট পেশাগত সেবার বিজ্ঞাপনের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার পরিপন্থীভাবে বিভিন্ন উপায়ে, যেমন রাস্তার ধারে একটি বৃহৎ সাইনবোর্ড (এখানে, একটি বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের পার্শ্বে প্রদর্শিত) দ্বারা, পেশাগত নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেন বা পেশাগত নিয়োগ আহ্বান করেন।

বরাবর,
সচিব
বাংলাদেশ বার কাউন্সিল
শাহবাগ, ঢাকা

বিষয়: জনাব 'A'-এর বিরুদ্ধে পেশাগত আচরণ ও শিষ্টাচার লঙ্ঘনের একটি অভিযোগ।

মহোদয়,

বিনীতভাবে ও সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে, চট্টগ্রাম যাইবার পথে সড়কপথে ভ্রমণকালে আমি একটি বাজারে আকিজ বিড়ির বিজ্ঞাপনসংবলিত আরেকটি সাইনবোর্ডের পার্শ্বে একজন অ্যাডভোকেটের একটি বৃহৎ সাইনবোর্ড দেখিতে পাই।

যে, বিষয়টি বার কাউন্সিলের গোচরে আনা আমার কর্তব্য বলিয়া আমি মনে করি।

যে, জনাব 'A' পেশাগত আচরণ ও শিষ্টাচার সংক্রান্ত ক্যাননসমূহের ১ম অধ্যায়ের ২ বিধি লঙ্ঘন করিয়াছেন। এবং তাঁহার এই কার্য একটি পেশাগত অসদাচরণ বলিয়া গণ্য হইবে। ১ম অধ্যায়ের ২ বিধিতে বলা হইয়াছে যে, একজন অ্যাডভোকেট বিজ্ঞাপন দ্বারা বা অন্য কোনো উপায়ে পেশাগত নিয়োগ আহ্বান করিবেন না। এই দফাটি সাধারণ পেশাগত কার্ড, নামফলক বা ডিরেক্টরিতে প্রচলিত তালিকাভুক্তির প্রকাশ বা ব্যবহার নিষিদ্ধকারী বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত উহাতে অন্তর্ভুক্ত তথ্য পেশাগত ও শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বর্তমানে অধিষ্ঠিত সরকারি পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের আভাসযুক্ত কোনো বিষয় উহাতে না থাকে।

যে কারণে, আইন পেশার মর্যাদা ও উচ্চ অবস্থান সমুন্নত রাখিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স অ্যান্ড বার কাউন্সিল অর্ডার, ১৯৭২-এর ৩৩ অনুচ্ছেদের অধীন একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা প্রয়োজন।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, আপনি অনুগ্রহপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করিতে মর্জি হইবেন।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য আবেদনকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

✍️ নালিশি দরখাস্ত, বিচারকের সঙ্গে একতরফাভাবে সাক্ষাৎ / খাস কামরায় মুলতবি আদায়

কখন ব্যবহার করবেন: যেখানে কোনো অ্যাডভোকেট আদালতের অবকাশকালে বিচারকের খাস কামরায় প্রবেশ করিয়া বিপক্ষের অনুপস্থিতিতে একটি মুলতবি (অথবা অন্য আদেশ) আদায় করেন, আদালতের সঙ্গে অনুচিত ব্যক্তিগত যোগাযোগ।

বরাবর,
সচিব
বাংলাদেশ বার কাউন্সিল
শাহবাগ, ঢাকা

বিষয়: পেশাগত আচরণ ও শিষ্টাচার লঙ্ঘনের জন্য জনাব 'A'-এর বিরুদ্ধে একটি নালিশ।

মহোদয়,

বিনীতভাবে ও সসম্মানে নিবেদন করিতেছি যে, নিম্নবর্ণিত অ্যাডভোকেট জনাব 'A' আদালতের অবকাশকালে একজন বিচারকের খাস কামরায় প্রবেশ করিয়া বিপক্ষের অনুপস্থিতিতে একটি মামলায় মুলতবি আদায় করেন।

যে, জনাব 'A' এই প্রথা অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন।

এই প্রথা পেশাগত আচরণ ও শিষ্টাচারের ক্যানন-এর Canons of Professional Conduct and Etiquette-এর Chapter-1-এর Rule 5-এর অধীন একটি লঙ্ঘন। এবং তাঁহার এই কার্য পেশাগত অসদাচরণ হিসাবে গণ্য হইবে।

এই মর্মে যে, আইন পেশার মর্যাদা ও উচ্চ অবস্থান অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স অ্যান্ড বার কাউন্সিল অর্ডার, ১৯৭২-এর ৩৩ অনুচ্ছেদের অধীন একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা প্রয়োজন।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনি অনুগ্রহপূর্বক এই বিষয়টি ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রেরণ করিতে মর্জি হইবেন।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য আবেদনকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

বিনীত নিবেদক
মোঃ 'Y'
পিতা:------

✍️ ফি আদায়ে জবরদস্তি, ব্রিফ পরিত্যাগ ও মক্কেলকে অশালীন আচরণের বিরুদ্ধে নালিশি দরখাস্ত

কখন ব্যবহার করবেন: যেখানে কোনো অ্যাডভোকেট একটি ব্রিফ ও সম্মত ফি গ্রহণ করিবার পর মাঝপথে অতিরিক্ত অর্থ দাবি করেন, অর্থ পরিশোধ না করায় কার্য করিতে বা অর্থ ফেরত দিতে অস্বীকার করেন, এবং ব্রিফ পরিত্যাগ/নিক্ষেপ করিয়া মক্কেলদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন, মক্কেলের প্রতি ও পেশার প্রতি কর্তব্য লঙ্ঘন।

বরাবর,
সচিব
বাংলাদেশ বার কাউন্সিল
শাহবাগ, ঢাকা

বিষয়: পেশাগত আচরণ ও শিষ্টাচার লঙ্ঘনের জন্য জনাব 'X'-এর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ।

জনাব,

অত্যন্ত বিনীতভাবে ও সসম্মানে নিবেদন করিতেছি যে, জনাব A ও B-কে মানিকগঞ্জের দায়রা জজ দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করিয়া যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে ১০,০০০.০০ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

যে, আসামি A ও B-এর আত্মীয়স্বজন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি আপিল দায়ের করিবার জন্য বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে কর্মরত একজন অ্যাডভোকেট জনাব X-এর নিকট যান। জনাব X এই সুস্পষ্ট শর্তে ব্রিফটি গ্রহণ করেন যে, তিনি সর্বমোট ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আপিল সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন করিবেন, যাহা দণ্ডিত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন একই বৈঠকে নগদে তাঁহাকে পরিশোধ করেন। যে, জনাব X দণ্ডিত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনকে এক সপ্তাহ পর আপিল সম্পর্কে খোঁজ লইতে বলেন। আক্ষেপিত রায়ের জাবেদা নকল, বিচারিক আদালত মানিকগঞ্জ জেলা কারাগারে দণ্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত ওকালতনামা এবং বিচারিক আদালতে পরিচালনাকারী অ্যাডভোকেটের হস্তলিখিত ব্রিফ যথারীতি জনাব X-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়।

অতঃপর, এক সপ্তাহ পর, দণ্ডিত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন জনাব X-এর চেম্বারে গিয়া আপিলের পরিণতি সম্পর্কে জানিতে চাহিলে জনাব X জানান যে, মামলাটি অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির এবং সেই কারণে তাঁহাদিগকে আরও ১,৫০,০০০.০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা পরিশোধ করিতে হইবে, যাহাতে ব্যর্থ হইলে তিনি কোনো আপিল দায়ের করিবেন না কিংবা কোনো অর্থও ফেরত দিবেন না। ইহাতে একটি বচসা সৃষ্টি হয়।

যে, এক পর্যায়ে অ্যাডভোকেট X ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রিফটি রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলেন এবং মক্কেলদিগকে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করিয়া তাঁহার চেম্বার হইতে বাহির করিয়া দেন।

যে, জনাব 'X' পেশাগত আচরণ ও শিষ্টাচারের ক্যাননসমূহের প্রথম অধ্যায়ের ১ ক্যানন, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৯ ক্যানন এবং ৪র্থ অধ্যায়ের ৪ ক্যানন লঙ্ঘন করিয়াছেন। এবং তাঁহার এই কার্য পেশাগত অসদাচরণ হিসাবে গণ্য হইবে।

যে কারণে, পেশার মর্যাদা ও উচ্চ অবস্থান সমুন্নত রাখিবার নিমিত্ত তাঁহার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স অ্যান্ড বার কাউন্সিল অর্ডার, ১৯৭২-এর ৩৩ অনুচ্ছেদের অধীন একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা প্রয়োজন।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, আপনি অনুগ্রহপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রেরণ করিতে মর্জি হইবেন।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য আবেদনকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

বিনীত নিবেদক
মোঃ 'Y'
পিতা:------
ঠিকানা:-----

তফসিল

অভিযুক্ত অ্যাডভোকেটের পরিচয়

জনাব 'X'

সদস্য নং-

B ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮

✍️ অ-জামিনযোগ্য অপরাধে জামিনের দরখাস্ত (৪৯৭ ধারা)

কখন ব্যবহার করবেন: অ-জামিনযোগ্য মামলায় (এখানে দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারায়) হেফাজতে থাকা আসামি ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯৭ ধারার অধীন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জামিনে মুক্তির জন্য আবেদন করেন।

বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা

উৎস: সাভার থানা, মামলা নং:-৫(২)২০১১

দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ৩০৪ ধারা

বিষয়:
ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ৪৯৭ ধারার অধীন একটি জামিনের দরখাস্ত।

এবং

বিষয়:

রাষ্ট্র

----------রাষ্ট্রপক্ষ

বনাম

জনাব নজরুল,
পিতা: -------
বাড়ি# ৩২/১, রোড নং-১০, সাভার
থানা: সাভার, জেলা: ঢাকা

----------আসামি-দরখাস্তকারী
(হেফাজতে)

উপরোক্ত আসামি-দরখাস্তকারীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

প্রকাশ থাকে যে:

১। যে, প্রসিকিউশন মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ভিকটিমের চাচা জনৈক আয়মান সাদিক সাভার থানায় একটি এজাহার দায়ের করেন এই মর্মে যে, আসামি নজরুলসহ আরও ৫ জন দুর্বৃত্ত ভিকটিমের নিকট আসিয়া এক লক্ষ টাকা দাবি করে।

২। যে, টাকা দিতে অস্বীকার করায় আসামি নজরুল ভিকটিমকে গুরুতর জখম করে। ভিকটিমকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নেওয়া হয়। কিন্তু ১০ দিন পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভিকটিম মৃত্যুবরণ করে।

৩। যে, ভিকটিমের চাচা ০৫.০২.২০১১ তারিখে সাভার থানায় এজাহার দায়ের করেন।

৪। যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা ০৭.০২.২০১১ তারিখে সাভার বাজার হইতে আসামিকে গ্রেফতার করেন।

৫। যে, দরখাস্তকারী নিম্নলিখিত কারণে আপনার বিজ্ঞ আদালতে একটি জামিনের দরখাস্ত পেশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন:

কারণসমূহ:

(i) এই মর্মে যে, আসামি-দরখাস্তকারী বাংলাদেশের একজন স্থায়ী নাগরিক, যিনি ধর্মপ্রাণ, শিক্ষিত ও আইন মান্যকারী ব্যক্তি।

(ii) এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং পরিস্থিতির শিকার হইয়াছেন।

(iii) এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী ০৭.০২.২০১১ তারিখ হইতে হেফাজতে আছেন।

(iv) এই মর্মে যে, প্রসিকিউশন মামলায় আসামি-দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ৩০৪ ধারার অধীন কোনো অপরাধ প্রকাশ পায় না।

(v) এই মর্মে যে, দরখাস্তকারীকে ২ দিনের পুলিশ রিমান্ডে প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং রিমান্ড প্রতিবেদনে কোনো অগ্রগতি নাই ও কিছুই উদ্ধার হয় নাই।

(vi) এই মর্মে যে, আসামি-দরখাস্তকারী প্রায় ৬ মাস যাবৎ হেফাজতে আছেন এবং দীর্ঘ আটক জামিনের একটি উপযুক্ত কারণ।

(vii) এই মর্মে যে, আসামি-দরখাস্তকারীর স্থায়ী ঠিকানা রহিয়াছে এবং জামিনে মুক্তি পাইলে পলায়নের কোনো আশঙ্কা নাই।

(viii) এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী তাঁহার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে পরিবার দুর্বিষহ দিন কাটাইতেছে।

(ix) এই মর্মে যে, মামলাটি মিথ্যা এবং আসামি-দরখাস্তকারীকে এই মামলায় মিথ্যাভাবে জড়ানো হইয়াছে।

(x) এই মর্মে যে, আসামি-দরখাস্তকারী ৪ বছর যাবৎ হৃদরোগে ভুগিতেছেন।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক আইনানুগভাবে যেইরূপ শর্ত উপযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত মনে করেন, সেইরূপ শর্তে দরখাস্তকারীকে জামিনে মুক্তি দিতে মর্জি হয়।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য দরখাস্তকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

Variant noted: কর্পাসে ৪৯৭ ধারার একটি প্রায় অভিন্ন জামিনের দরখাস্ত রহিয়াছে **বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঝিনাইদহ**-এ, আসামি **জনাব কিরণ চন্দ্র**, ঝিনাইদহ থানা মামলা নং:-৫(২)২০১১, দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারা (ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল হইতে গ্রেফতার)। ইহার কারণসমূহে যুক্ত হয়: "দরখাস্তকারী ঝিনাইদহের একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তি; দরখাস্তকারী উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচনের প্রার্থী এবং প্রচারণার জন্য তাঁহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া প্রয়োজন; দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে পূর্বে কোনো ফৌজদারি রেকর্ড নাই।" একই প্রার্থনা।

✍️ পুলিশ রিপোর্টের বিরুদ্ধে নারাজি (প্রতিবাদ) দরখাস্ত

কখন ব্যবহার করবেন: যেখানে নালিশকারী তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদনে (চূড়ান্ত প্রতিবেদন / লঘু বা ভুল ধারায় অভিযোগ) সংক্ষুব্ধ; নালিশকারী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট একটি নারাজি দরখাস্ত দাখিল করিয়া প্রার্থনা করেন যে, পুলিশ রিপোর্ট নামঞ্জুর করা হউক এবং অধিকতর তদন্তের আদেশ দেওয়া হউক।

বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা

উৎস: সাভার থানা, মামলা নং:-২৫(১১)২০২৩

দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ১০৯/৩৪/৩২৩/৩২৬ ধারা

বিষয়:
পুলিশ রিপোর্টের বিরুদ্ধে নারাজি দরখাস্ত।

এবং

বিষয়:
A

----------বাদী-দরখাস্তকারী

বনাম

১. Y
২. Z

----------আসামি

উপরোক্ত দরখাস্তকারীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

প্রকাশ থাকে যে:

১। যে, নালিশকারী ০৩/১১/২০২৩ তারিখে সাভার থানায় একটি এজাহার দায়ের করেন এই মর্মে যে, X, Y-কে প্রহার করে, যাহাতে Y অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। Y-এর ক্রোধের সুযোগ লইয়া Z, X-কে হত্যার অভিপ্রায়ে Y-এর হাতে একটি ছুরি তুলিয়া দেয়। সেই ছুরি দ্বারা Y, ০৩/১১/২০২৩ তারিখে সকাল ৯টায় সদর থানাধীন রাসুলপুর বাজারে X-কে হত্যা করে।

২। যে, মামলা গ্রহণের পর থানার অফিসার-ইন-চার্জ বিষয়টি তদন্তের জন্য একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন।

৩। যে, ঘটনায় পুলিশ Y ও Z-কে দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ১০৯, ৩৪, ৩২৩ এবং ৩২৬ ধারায় অভিযুক্ত করিয়া একটি প্রতিবেদন দাখিল করে।

৪। যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলার বিষয়বস্তু যথাযথভাবে অনুধাবন না করিয়া এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শন না করিয়া প্রতিবেদন দাখিল করায়, নালিশকারী উক্ত প্রতিবেদনে সংক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া নিম্নলিখিত কারণসমূহে এই প্রতিবাদ দরখাস্ত দাখিল করিতেছেন:

কারণসমূহ:

(i) এই মর্মে যে, সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন নাই এবং মামলার বিষয়বস্তু বিবেচনায় লন নাই।

(ii) এই মর্মে যে, X, Y-কে প্রহার করে, যাহাতে Y অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়, যাহার ফলে Y, Z-এর সহায়তায় X-কে হত্যা করে। এই ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তার উচিত ছিল Z-কে দণ্ডবিধির ৩০২/৩৮ ধারায় অভিযুক্ত করা, এবং Y-এর অপরাধ দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারায় অভিযুক্ত করা উচিত ছিল।

(iii) এই মর্মে যে, নালিশকারী সাক্ষীগণের সাক্ষ্য ও সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে মামলা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইবেন।

(iv) এই মর্মে যে, শুনানিকালে অন্যান্য বিষয় বিজ্ঞ আদালতের সম্মুখে উপস্থাপন করা হইবে।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক দাখিলকৃত পুলিশ রিপোর্ট নামঞ্জুর করিয়া এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে মামলাটির অধিকতর তদন্তের আদেশ দিতে মর্জি হয়।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য দরখাস্তকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

✍️ ৪৩৫ ধারার সঙ্গে পঠিতব্য ৪৩৯ক ধারার অধীন রিভিশন দরখাস্ত

কখন ব্যবহার করবেন: যেখানে কোনো পক্ষ (এখানে নালিশকারী) ম্যাজিস্ট্রেটের কোনো আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ (এখানে অভিযোগ গঠন না করিয়াই আসামির বেআইনি অব্যাহতি), সেইক্ষেত্রে নথি তলব করিয়া আক্ষেপিত আদেশ রদ করিবার জন্য দায়রা জজের নিকট ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩৫ ধারার সঙ্গে পঠিতব্য ৪৩৯ক ধারার অধীন একটি ফৌজদারি রিভিশন দাখিল করা হয়।

বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন দায়রা জজ আদালত, ঢাকা

ফৌজদারি রিভিশন মামলা নং__/২০২৫

বিষয়:
ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ৪৩৫ ধারার সঙ্গে পঠিতব্য ৪৩৯ক ধারার অধীন রিভিশন দরখাস্ত

এবং

বিষয়:
Y
নালিশকারী-দরখাস্তকারী।

-বনাম-

X
আসামি-প্রতিপক্ষ।

এবং

বিষয়:
বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, আদালত নং ১, ঢাকা কর্তৃক দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ৪০৬/৪২০ ধারার অধীন সি.আর. মামলা নং ৪৫/২০২৫-এ প্রদত্ত ----/----/২০২৫ তারিখের আদেশ।

উপরোক্ত দরখাস্তকারীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

প্রকাশ থাকে যে:

১। যে, দরখাস্তকারী বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ৪০৬ ও ৪২০ ধারার অধীন একটি নালিশি মামলা দায়ের করেন এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ (X), একজন আয়কর আইনজীবী, আয়কর পরিশোধের জন্য দরখাস্তকারীর নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া উহা আত্মসাৎ করেন।

২। যে, ফৌজদারি কার্যবিধির ২৪১এ ধারার অধীন শুনানিকালে আসামি একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন করিয়া দাবি করেন যে, আয়কর পরিশোধ করা হইয়াছে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট সময়ে আসামি অভিপ্রেত উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যবহার করিয়াছেন মর্মে কোনো প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য নাই।

৩। যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কেবল নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করিয়া এবং নালিশকারীর সাক্ষ্য যথাযথভাবে মূল্যায়ন না করিয়া ও অভিযোগ গঠন না করিয়াই বেআইনিভাবে ও স্বেচ্ছাচারীভাবে আসামিকে অব্যাহতি প্রদান করেন।

৪। যে, বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, আদালত নং ১, ঢাকা কর্তৃক দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ৪০৬/৪২০ ধারার অধীন সি.আর. মামলা নং ৪৫/২০২৫-এ প্রদত্ত ----/----/২০২৫ তারিখের আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া দরখাস্তকারী অন্যান্যের মধ্যে নিম্নলিখিত কারণে এই বিজ্ঞ আদালতে এই রিভিশন দাখিল করেন:

কারণসমূহ:

(i) এই মর্মে যে, অব্যাহতির আদেশ আইনত ত্রুটিপূর্ণ, বিকৃত এবং রদযোগ্য, কারণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সময়ে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ বা প্রতারণা চূড়ান্তভাবে অসত্য প্রমাণ করে না।

(ii) এই মর্মে যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট বিবেচনা করিতে ব্যর্থ হন যে, ২৪১এ ধারার পর্যায়ে অভিযোগ গঠনের জন্য কেবল প্রাথমিক উপাদান প্রয়োজন, যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের ঊর্ধ্বে প্রমাণ নহে।

(iii) এই মর্মে যে, অব্যাহতির আদেশ নালিশকারীকে বিচার ও জেরার মাধ্যমে আত্মসাৎ ও প্রতারণা প্রমাণ করিতে বাধা প্রদান করিয়া ন্যায়বিচারের বিচ্যুতি ঘটাইয়াছে।

(iv) এই মর্মে যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট নালিশকারীকে নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সত্যতা চ্যালেঞ্জ করিবার যথাযথ সুযোগ না দিয়া বহিরাগত উপাদানের (নিরীক্ষা প্রতিবেদন) উপর নির্ভর করিয়া আইনত বেআইনিভাবে কার্য করিয়াছেন।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক,
(i) বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত অব্যাহতির আদেশ রদ করিতে;
(ii) আসামির বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৬/৪২০ ধারার অধীন অভিযোগ গঠন করিতে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দিতে;
(iii) উপযুক্ত ও যথাযথ মনে করেন এইরূপ অন্য যেকোনো আদেশ প্রদান করিতে মর্জি হয়।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য দরখাস্তকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

✍️ জামিন বন্ডের পরিমাণ হ্রাসের দরখাস্ত (৪৯৮ ধারা)

কখন ব্যবহার করবেন: জামিন মঞ্জুর হইয়াছে কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট একটি অতিরিক্ত পরিমাণের জামিন বন্ড ধার্য করিয়াছেন; দরখাস্তকারী ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯৮ ধারার অধীন দায়রা আদালত (অথবা হাইকোর্ট)-এ বন্ডের পরিমাণ যুক্তিসঙ্গত পরিমাণে হ্রাসের জন্য আবেদন করেন। আইনগত ভিত্তি, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯৮ ধারার অধীন প্রতিটি বন্ডের পরিমাণ মামলার পরিস্থিতির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিয়া ধার্য করিতে হইবে এবং তাহা অতিরিক্ত হইবে না, এবং হাইকোর্ট বা দায়রা আদালত দাবিকৃত জামিন হ্রাস করিবার নির্দেশ দিতে পারেন।

বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা

বিবিধ মামলা নং-------/২০১১

উৎস: সাভার থানা, মামলা নং:-৫(২)২০১১

দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ৩০৪ ধারা

বিষয়:
ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯৮ ধারার অধীন জামিন বন্ডের পরিমাণ যুক্তিসঙ্গত সীমায় হ্রাসের একটি দরখাস্ত।

এবং

বিষয়:

রাষ্ট্র

----------রাষ্ট্রপক্ষ

বনাম

জনাব নজরুল,
পিতা: -------
বাড়ি# ৩২/১, রোড নং-১০, সাভার
থানা: সাভার, জেলা: ঢাকা

----------দরখাস্তকারী

বিষয়:
বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা কর্তৃক সাভার থানা মামলা নং:-০৫(০২)২০১১-তে প্রদত্ত ১০.০৭.২০১১ তারিখের আদেশ, যাহাতে অতিরিক্ত পরিমাণের একটি জামিন বন্ড আরোপ করা হইয়াছে।

উপরোক্ত দরখাস্তকারীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

প্রকাশ থাকে যে:

১। যে, দরখাস্তকারী বাংলাদেশের একজন স্থায়ী নাগরিক, যিনি ধর্মপ্রাণ, শিক্ষিত ও আইন মান্যকারী ব্যক্তিও বটে।

২। যে, দরখাস্তকারী বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট একটি জামিনের দরখাস্ত দায়ের করেন।

৩। যে, বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দরখাস্তকারীর জামিন মঞ্জুর করিতে মর্জি হন কিন্তু তিনি সাভার থানা মামলা নং:-০৫(০২)২০১১-তে ১০.০৭.২০১১ তারিখে অতিরিক্ত পরিমাণের একটি জামিন বন্ড আরোপ করেন।

৪। যে, দরখাস্তকারী একজন দরিদ্র ব্যক্তি এবং তাঁহার পর্যাপ্ত অর্থ নাই।

৫। যে, বিজ্ঞ আদালত অতিরিক্ত পরিমাণের একটি জামিন বন্ড আরোপ করিয়াছেন।

৬। যে, দরখাস্তকারীর জামিন বন্ডের পরিমাণ এক লক্ষ টাকা হইতে হ্রাস করা প্রয়োজন, যাহা অযৌক্তিক।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জামিন বন্ডের পরিমাণ হ্রাস করিতে এবং বন্ডের একটি যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ ধার্য করিতে মর্জি হইবেন, ন্যায়বিচারের স্বার্থে।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য দরখাস্তকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

✍️ ফৌজদারি বিবিধ মামলা, ৪৯৮ ধারায় জামিন (ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নামঞ্জুরের পর)

কখন ব্যবহার করবেন: যখন ম্যাজিস্ট্রেট (এখানে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট) জামিনের দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন, তখন ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯৮ ধারার অধীন দায়রা আদালতে একটি নূতন জামিনের আবেদন দাখিল করা হয়, যেমন ঢাকার চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জামিন নামঞ্জুর করিলে নূতন দরখাস্ত ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে দাখিল করিতে হইবে।

বিজ্ঞ দায়রা জজ আদালত, ঢাকা

ফৌজদারি বিবিধ মামলা নং-------/২০১১

উৎস: সাভার থানা, মামলা নং:-৫(২)২০১১

দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ৩০৪ ধারা

বিষয়:
ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ৪৯৮ ধারার অধীন একটি দরখাস্ত।

এবং

বিষয়:

রাষ্ট্র

----------রাষ্ট্রপক্ষ

বনাম

জনাব নজরুল,
পিতা: -------

বাড়ি# ৩২/১, রোড নং-১০, সাভার
থানা: সাভার, জেলা: ঢাকা

----------আসামি-দরখাস্তকারী
(হেফাজতে)

বিষয়:
ঢাকার বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সাভার থানা মামলা নং:-০৫(০২)২০১১-এ আসামি-দরখাস্তকারীর জামিন নামঞ্জুর করিয়া ১০.০৭.২০১১ তারিখে প্রদত্ত আদেশ।

উপরোক্ত আসামি-দরখাস্তকারীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

প্রকাশ থাকে যে:

১। যে, প্রসিকিউশন মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ভিকটিমের চাচা জনৈক আয়মান সাদিক সাভার থানায় একটি এজাহার দায়ের করেন এই মর্মে যে, আসামি নজরুলসহ আরও ৫ জন দুর্বৃত্ত ভিকটিমের নিকট আসিয়া এক লক্ষ টাকা দাবি করে।

২। যে, টাকা দিতে অস্বীকার করায় আসামি নজরুল ভিকটিমকে গুরুতর জখম করে। ভিকটিমকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নেওয়া হয়। কিন্তু ১০ দিন পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভিকটিম মৃত্যুবরণ করে।

৩। যে, ভিকটিমের চাচা ০৫.০২.২০১১ তারিখে সাভার থানায় এজাহার দায়ের করেন।

৪। যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা ০৭.০২.২০১১ তারিখে সাভার বাজার হইতে আসামিকে গ্রেফতার করেন।

৫। যে, দরখাস্তকারী বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি জামিনের আবেদন দাখিল করেন, কিন্তু বিজ্ঞ আদালত জামিনের দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করেন।

৬। যে, দরখাস্তকারী ঢাকার বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সাভার থানা মামলা নং:-০৫(০২)২০১১-এ আসামির জামিন নামঞ্জুর করিয়া ১০.০৭.২০১১ তারিখে প্রদত্ত আদেশে সংক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া নিম্নলিখিত কারণে আপনার বিজ্ঞ আদালতে একটি জামিনের দরখাস্ত পেশ করিবার প্রার্থনা করেন:

কারণসমূহ:

(i) এই মর্মে যে, আসামি-দরখাস্তকারী বাংলাদেশের একজন স্থায়ী নাগরিক, যিনি ধর্মপ্রাণ, শিক্ষিত ও আইন মান্যকারী ব্যক্তি।

(ii) এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং পরিস্থিতির শিকার হইয়াছেন।

(iii) এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী ০৭.০২.২০১১ তারিখ হইতে হেফাজতে আছেন।

(iv) এই মর্মে যে, প্রসিকিউশন মামলায় আসামি-দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ৩০৪ ধারার অধীন কোনো অপরাধ প্রকাশ পায় না।

(v) এই মর্মে যে, দরখাস্তকারীকে ২ দিনের পুলিশ রিমান্ডে প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং রিমান্ড প্রতিবেদনে কোনো অগ্রগতি নাই ও কিছুই উদ্ধার হয় নাই।

(vi) এই মর্মে যে, আসামি-দরখাস্তকারী প্রায় ৬ মাস যাবৎ হেফাজতে আছেন এবং দীর্ঘ আটক জামিনের একটি উপযুক্ত কারণ।

(vii) এই মর্মে যে, আসামি-দরখাস্তকারীর স্থায়ী ঠিকানা রহিয়াছে এবং জামিনে মুক্তি পাইলে পলায়নের কোনো আশঙ্কা নাই।

(viii) এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী তাঁহার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে পরিবার দুর্বিষহ দিন কাটাইতেছে।

(ix) এই মর্মে যে, মামলাটি মিথ্যা এবং আসামি-দরখাস্তকারীকে এই মামলায় মিথ্যাভাবে জড়ানো হইয়াছে।

(x) এই মর্মে যে, আসামি-দরখাস্তকারী ৪ বছর যাবৎ হৃদরোগে ভুগিতেছেন।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক আইনানুগভাবে যেইরূপ শর্ত উপযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত মনে করেন, সেইরূপ শর্তে দরখাস্তকারীকে জামিনে মুক্তি দিতে মর্জি হয়।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য দরখাস্তকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

Variant noted: ৪৯৮ ধারার একটি সমান্তরাল দায়রা জামিনের খসড়ায় **ধানমন্ডি** থানার ঘটনা ব্যবহৃত হইয়াছে, ধানমন্ডি থানা মামলা নং:-০৫(০২)২০১১, **ঢাকার চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট**-এর নামঞ্জুর আদেশ, এবং জখম হিসাবে দাবি করা হইয়াছে "টাকা দিতে অস্বীকার করায় বিপজ্জনক অস্ত্র দ্বারা তাঁহার বাম বৃদ্ধাঙ্গুলি কর্তন" (আসামি ধানমন্ডি লেক হইতে গ্রেফতার)। কারণসমূহ ও প্রার্থনা অন্যথায় উপরোক্তের অনুরূপ।

✍️ জামিনযোগ্য অপরাধে আত্মসমর্পণপূর্বক জামিনের দরখাস্ত (৪৯৬ ধারা)

কখন ব্যবহার করবেন: যেক্ষেত্রে অপরাধটি জামিনযোগ্য (এখানে দণ্ডবিধির ৪৭১ ধারা, জাল দলিল আসল বলিয়া ব্যবহার), সেক্ষেত্রে আসামি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯৬ ধারার অধীন অধিকার হিসাবে জামিনের আবেদন করেন।

বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা

উৎস: সি.আর. মামলা নং-২০/২০২০

দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ৪৭১ ধারা

বিষয়:

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ৪৯৬ ধারার অধীন আত্মসমর্পণপূর্বক একটি জামিনের দরখাস্ত।

এবং

বিষয়:

রাষ্ট্র

----------রাষ্ট্রপক্ষ

বনাম

জনাব T
পিতা: -------
গ্রাম..... পোস্ট অফিস:...
থানা: সুলতানাপুর, জেলা: ঢাকা

----------আসামি-দরখাস্তকারী

উপরোক্ত আসামি-দরখাস্তকারীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

প্রকাশ থাকে যে:

১। যে, প্রসিকিউশন মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, T যখন একটি জাল নামজারির অনুলিপি দাখিল করিয়া সুলতানপুর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে একটি জমি রেজিস্ট্রি করিতেছিলেন, তখন সাব-রেজিস্ট্রার বুঝিতে পারেন যে নামজারির কাগজটি জাল।

২। যে, সাব-রেজিস্ট্রার ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৯৫(গ) ধারা অনুসারে দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ৪৭১ ধারার অধীন T-এর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি নালিশ দায়ের করেন।

৩। যে, ম্যাজিস্ট্রেট তদনুসারে T-এর বিরুদ্ধে একটি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।

৪। এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং পরিস্থিতির শিকার হইয়াছেন।

৫। এই মর্মে যে, আসামি-দরখাস্তকারীর স্থায়ী বাসস্থান রহিয়াছে এবং জামিনে মুক্তি পাইলে পলায়নের কোনো আশঙ্কা নাই।

৬। এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী তাঁহার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার পরিবার দুর্বিষহ দিন কাটাইতেছে।

৭। এই মর্মে যে, দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে পূর্বে কোনো ফৌজদারি রেকর্ড নাই।

৮। এই মর্মে যে, মামলাটি মিথ্যা এবং আসামি-দরখাস্তকারীকে এই মামলায় মিথ্যাভাবে জড়ানো হইয়াছে।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক আইনানুগভাবে যেইরূপ শর্ত উপযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত মনে করেন, সেইরূপ শর্তে দরখাস্তকারীকে জামিনে মুক্তি দিতে মর্জি হয়।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য দরখাস্তকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

✍️ শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় (ভূমি / মৎস্যখামার লইয়া) ১৪৫ ধারার অধীন দরখাস্ত

কখন ব্যবহার করবেন: যেখানে স্থাবর সম্পত্তি (এখানে একটি মৎস্যখামার) লইয়া বিরোধ রহিয়াছে যাহা শান্তিভঙ্গ ঘটাইবার সম্ভাবনা রাখে; সংক্ষুব্ধ পক্ষ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৫ ধারার অধীন কার্যধারা প্রস্তুত করিতে, প্রকৃত দখল সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে এবং দখল পুনরুদ্ধারের আদেশ দিতে আবেদন করেন।

বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঝিনাইদহ।

পিটিশন মামলা নং----- /২০০১

বিষয়:
ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৪৫ ধারার অধীন একটি দরখাস্ত।

এবং

বিষয়:

জনাব কলিমুদ্দিন
পিতা: ----
বাড়ি# ৩২/১, রোড নং-১০, মডার্ন পাড়া
থানা: ঝিনাইদহ, জেলা: ঝিনাইদহ

----------১ম পক্ষ

বনাম

জনাব আশরাফ
পিতা: -------
বাড়ি# ৩৫/১, রোড নং-১০, মডার্ন পাড়া
থানা: ঝিনাইদহ, জেলা: ঝিনাইদহ

----------২য় পক্ষ

সাক্ষীগণের নাম:
১। দরখাস্তকারী।
২। মোঃ রাকিব উদ্দিন
পিতা: ------
৪৫/১, রোড নং-১০, মডার্ন পাড়া
থানা: ঝিনাইদহ, জেলা: ঝিনাইদহ
৩। মোঃ হাসান
পিতা: -------
বাড়ি# ৪৪, রোড নং-১০, মডার্ন পাড়া
থানা: ঝিনাইদহ, জেলা: ঝিনাইদহ

ঘটনার তারিখ: ৩০শে নভেম্বর, ২০০১
ঘটনার সময়: বিকাল ৪টা
ঘটনার স্থান: ১০ নং রোড, মডার্ন পাড়া, ঝিনাইদহ

উপরোক্ত দরখাস্তকারীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

প্রকাশ থাকে যে:

১। যে, দরখাস্তকারী বাংলাদেশের একজন স্থায়ী নাগরিক, যিনি ধর্মপ্রাণ, শিক্ষিত ও আইন মান্যকারী ব্যক্তিও বটে।

২। যে, পক্ষান্তরে ২য় পক্ষ একজন দুর্বৃত্ত এবং বাংলাদেশের আইন-পরিহারকারী নাগরিক। বিতর্কিত এলাকায় তাঁহার ব্যাপক প্রভাব রহিয়াছে কারণ তিনি একটি প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক দলের সদস্য।

৩। যে, ১ম পক্ষ ও ২য় পক্ষ একই এলাকার অধিবাসী এবং ১ম পক্ষের বাসস্থান ২য় পক্ষের নিকটবর্তী।

৪। যে, ১ম পক্ষ ০১.০১.১৯৯০ তারিখে তাঁহার চাচার নিকট হইতে মৎস্যখামারটি প্রাপ্ত হন।

৫। যে, ১ম পক্ষের বিতর্কিত বিষয়বস্তুর উপর ১০ বছর যাবৎ প্রকৃত দখল ছিল এবং কোনোরূপ বিঘ্ন ব্যতিরেকে উক্ত সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন।

৬। যে, ৩০শে নভেম্বর, ২০০১ তারিখে বিকাল ৪টায় ২য় পক্ষ আরও কয়েকজন বিপজ্জনক ব্যক্তিসহ বিতর্কিত সম্পত্তিতে আসিয়া সম্পত্তির মালিকানা দাবি করে। এবং এক পর্যায়ে সে ১ম পক্ষকে বিতর্কিত সম্পত্তি হইতে বেদখল করে।

৭। যে, ১ম পক্ষ ঝিনাইদহ সদর থানার অফিসার ইনচার্জের নিকট যান এবং বিষয়টি অফিসার ইনচার্জকে জানান, যিনি ১ম পক্ষকে আদালতের আশ্রয় গ্রহণের পরামর্শ দেন।

৮। যে, বিতর্কিত সম্পত্তির উপর ২য় পক্ষের কোনো মালিকানা ছিল না।

৯। যে, ২য় পক্ষ বেআইনিভাবে ১ম পক্ষকে বিতর্কিত সম্পত্তি হইতে বেদখল করিয়াছে। এই কারণে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এই দরখাস্ত পেশ করা হইল।

১০। যে, ২য় পক্ষ কর্তৃক যেকোনো সময় শান্তিভঙ্গের প্রবল সম্ভাবনা রহিয়াছে।

১১। যে, ১ম পক্ষ দরখাস্তটির নিষ্পত্তির জন্য সর্বপ্রকার দলিল ও কাগজপত্র দাখিল করিয়াছেন।

১২। যে, আদালত দরখাস্তকারীর অনুকূলে কোনো আদেশ প্রদান না করিলে বাদী অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হইবেন।

১৩। যে, এই দরখাস্ত বিচার করিবার এখতিয়ার বিজ্ঞ আদালতের রহিয়াছে।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৪৫ ধারার অধীন কার্যধারা প্রস্তুত করিতে এবং ২য় পক্ষকে নোটিশ প্রদানপূর্বক মৎস্যখামারটির প্রকৃত দখলের বিষয় নিরূপণের জন্য আইনানুযায়ী অনুসন্ধান করিতে, এবং মৎস্যখামারটির দখল পুনরুদ্ধারের আদেশ দিতে মর্জি হয়।

এবং মহোদয় যেইরূপ উপযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত মনে করেন, সেইরূপ অন্য আদেশ বা আদেশসমূহ প্রদান করিতে মর্জি হয়।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য দরখাস্তকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

✍️ ২৬৫সি ধারার অধীন অব্যাহতির দরখাস্ত

কখন ব্যবহার করবেন: দায়রা বিচারে অভিযোগ গঠনের পর্যায়ে, রেকর্ড ও দলিলপত্র বিবেচনায় তাঁহার বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে কোনো মামলা প্রতিষ্ঠিত হয় না, এই কারণে আসামি ফৌজদারি কার্যবিধির ২৬৫সি ধারার অধীন অব্যাহতির জন্য আবেদন করেন।

বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন দায়রা জজ আদালত, ঢাকা

মেট্রোপলিটন দায়রা মামলা নং ১২/২০২০

দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ৩২৬, ৩৪১, ৩৭৯, ৩৮৬ ধারা

বিষয়:
রাষ্ট্র

----------রাষ্ট্রপক্ষ

বনাম

ওয়াই ও জেড

----------আসামি-দরখাস্তকারী

বিষয়:
ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ২৬৫সি ধারার অধীন দরখাস্তকারীর অব্যাহতির একটি দরখাস্ত।

উপরোক্ত দরখাস্তকারীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

প্রকাশ থাকে যে:

১। যে, আসামি-দরখাস্তকারীকে পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার করিয়া পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হয়। উক্ত পুলিশ রিমান্ড হইতে কিছুই উদ্ধার হয় নাই।

২। যে, ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৬৪ ধারার অধীন আসামি-দরখাস্তকারীর কোনো স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ছিল না।

৩। যে, রেকর্ডে বিদ্যমান সাক্ষ্য-উপাদানসমূহ আসামির বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে কোনো মামলা প্রতিষ্ঠিত করে না।

৪। যে, পুলিশ প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল সাক্ষীকে ১৬১ ধারার অধীন পরীক্ষা করা হয় এবং তাঁহারা আসামি-দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ প্রকাশ করেন না।

৫। যে, প্রধান আসামি ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৬৪ ধারার অধীন একটি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন এবং সেখানে আসামি-দরখাস্তকারীর নামের কোনো উল্লেখ নাই।

৬। যে, ঘটনার সময় আসামি-দরখাস্তকারী ঢাকায় ছিলেন না। তিনি চট্টগ্রামের বাঁশখালী উচ্চ বিদ্যালয়ে নৈশ প্রহরী হিসাবে কর্তব্যরত ছিলেন।

৭। যে, উপরোক্ত কারণসমূহের জন্য, অভিযোগপত্রে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হইতে আসামি-দরখাস্তকারীকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য বিনীত দরখাস্তকারী এই দরখাস্ত পেশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় ন্যায়বিচারের স্বার্থে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত ভিত্তিহীন অভিযোগ হইতে দরখাস্তকারীকে অব্যাহতি দিতে অনুগ্রহ করিবেন।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য দরখাস্তকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

✍️ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নালিশি দরখাস্ত (২০০ ধারা)

কখন ব্যবহার করবেন: যেখানে পুলিশ এজাহার লিপিবদ্ধ/গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে, সেখানে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সরাসরি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট একটি নালিশি দরখাস্ত দায়ের করেন (নালিশের ভিত্তিতে আমলে গ্রহণ, ফৌজদারি কার্যবিধির ২০০ ধারা), এই মর্মে প্রার্থনা করিয়া যে, আদালত যেন অপরাধ আমলে গ্রহণ করেন এবং আসামির বিরুদ্ধে সমন/গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।

barprepbd.com

বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, সাতক্ষীরা

সি.আর. মামলা নং----- সন ২০২৩

দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ৩২৬/৩৮৭/৩৯২/৩৯৪/৩৪ ধারা

বিষয়:
X
পিতা: ------
গ্রাম: ----থানা: ----- জেলা: ------

----------নালিশকারী

বনাম

১. Y
পিতা: ------
২. Z
পিতা: ------
৩. N
পিতা: ------
৪. M
পিতা: ------
সকলে গ্রাম: ----থানা: ----- জেলা: ------

----------আসামি

সাক্ষীগণের নাম:
১. দরখাস্তকারী।
২. মো. বেলাল
৩. মো. মান্নান
সকলে পিতা: ------

সকলে গ্রাম: ----থানা: ----- জেলা: ------

ঘটনার তারিখ: ১৫.০২.২০২৩
ঘটনার সময়: সকাল ১০টায়
ঘটনার স্থান: সাতক্ষীরা জেলার সদর থানাধীন রাজাপুর গ্রাম বাজার।

উপরোক্ত নালিশকারীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

প্রকাশ থাকে যে:

১। যে, নালিশকারী বাংলাদেশের একজন স্থায়ী নাগরিক, যিনি ধর্মপ্রাণ, শিক্ষিত এবং আইন মান্যকারী ব্যক্তিও বটে।

২। যে, অপরদিকে আসামি একজন দুর্বৃত্ত এবং আইন অমান্যকারী বাংলাদেশের নাগরিক। বিতর্কিত এলাকার উপর তাহার ব্যাপক প্রভাব রহিয়াছে কারণ সে একটি প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক দলের সদস্য।

৩। যে, ১৫.০২.২০২৩ তারিখে, সকাল ১০:০০ ঘটিকায়, নালিশকারী X তাহার বন্ধু P, Q ও R-এর সঙ্গে স্থানীয় বাজারে যাইতেছিলেন। তাঁহারা যখন সদর থানাধীন রাজাপুর নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন Y ও Z তাঁহাদের থামাইয়া ৩০,০০০ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে এবং প্রাণনাশের হুমকি দেয়।

৪। যে, অতঃপর হুমকি প্রদানকালে আসামি N, Y ও Z নালিশকারী X-কে নির্বিচারে ঘুষি মারিতে শুরু করে। M, যে রাস্তার পার্শ্বস্থ একটি চায়ের দোকানের নিকট ছিল, ফুটন্ত পানি আনিয়া X-এর শরীরে ঢালিয়া দেয়। X গুরুতরভাবে আহত হন।

৫। যে, নালিশকারী X সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে ২১ দিন চিকিৎসা গ্রহণ ও কিছুটা সুস্থ হইবার পর সদর থানায় মামলা দায়ের করিতে যান, কিন্তু পুলিশ মামলা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে।

৬। যে, এই দরখাস্ত বিচার করিবার এখতিয়ার বিজ্ঞ আদালতের রহিয়াছে।

৭। যে, আসামিগণ প্রচলিত আইনে শাস্তিযোগ্য একটি অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে, আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করিয়া তাহাদের বিচারের সম্মুখীন করা এবং শাস্তি প্রদান করা অত্যাবশ্যক। সেইজন্য মাননীয় আদালতে এই মামলাটি দায়ের করা হইল।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক অপরাধ আমলে গ্রহণ করিয়া আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করিতে এবং আসামিদের শাস্তি প্রদান করিতে অথবা আইনানুগভাবে যেইরূপ আদেশ বা আদেশসমূহ উপযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত মনে করেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে মর্জি হয়।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য নালিশকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

Variant noted: একটি দ্বিতীয় নালিশি দরখাস্ত **বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা**-এ খসড়া করা হয় (সি.আর. মামলা নং----- সন ২০০৪, দণ্ডবিধির ৩২৬ ধারার অধীন), নালিশকারী **জনাব রতন**, আসামি **জনাব করিম** (রহমত ও আবেদসহ), ঘটনা ২০.১০.২০০৪ তারিখে সাভারের ১০ নং রোডে। ঘটনা: একটি তালগাছ-সীমানা-দখল বিরোধ (২০ বছরের দখল) যেখানে আসামি, বাধা দেওয়ায়, "বিপজ্জনক অস্ত্র দ্বারা আমার বাম বৃদ্ধাঙ্গুলি কর্তন করিয়া" গুরুতর জখম করে, এবং সাভার থানার অফিসার-ইন-চার্জ এজাহার লিপিবদ্ধ করিতে অস্বীকার করেন। একই প্রার্থনা (আমলে গ্রহণ / গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি)।

A দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮

✍️ অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত

কখন ব্যবহার করবেন: যেখানে বাদী দখলে আছেন এবং বিবাদী (একজন ভূমিদস্যু) মোকদ্দমা চলাকালীন তাঁহাকে বেদখল করিবার হুমকি দিতেছেন, প্রাথমিক বিচার্য বিষয়, সুবিধার ভারসাম্য ও অপূরণীয় ক্ষতির ভিত্তিতে বিবাদীকে বিরত রাখিবার জন্য দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর ৩৯ আদেশের ১ বিধির অধীন দরখাস্ত।

বিজ্ঞ সিনিয়র সিভিল জজ আদালত, ১ম আদালত, ফেনী

স্বত্ব মোকদ্দমা নং ৪৫, সন ২০১৭

জনাব কামাল

----------বাদী-দরখাস্তকারী

বনাম

জনাব জামাল

----------বিবাদী-প্রতিপক্ষ

বিষয়:
দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর ৩৯ আদেশের ১ বিধির অধীন একটি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত।

উপরোক্ত বাদী-দরখাস্তকারীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

প্রকাশ থাকে যে:

১। যে, বাদী-দরখাস্তকারী বাংলাদেশের একজন স্থায়ী নাগরিক, যিনি ধর্মপ্রাণ, শিক্ষিত ও আইন মান্যকারী ব্যক্তিও বটে।

২। যে, পক্ষান্তরে বিবাদী একজন দুর্বৃত্ত এবং বাংলাদেশের আইন-পরিহারকারী নাগরিক।

৩। যে, বাদী 'এ' তাঁহার পিতার ২৬.০৫.১৯৯৮ তারিখে মৃত্যুর পর হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে একখণ্ড জমির মালিক ও দখলদার।

৪। যে, বিবাদী 'বি', একজন স্থানীয় কুখ্যাত ভূমিদস্যু, বাদীকে উক্ত জমি হইতে বেদখল করিবার চেষ্টা করিতেছে।

৫। যে, বিবাদী দাবি করে যে, বাদীর চাচা বিতর্কিত জমিটি তাহাকে দান করিয়াছেন, যাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

৬। যে, বিবাদী বিতর্কিত জমির উপর মালিকানা দাবি করে।

৭। যে, তফসিলভুক্ত সম্পত্তি মূলত বাদীর পিতার ছিল এবং সি.এস. খতিয়ানে তাঁহার নাম সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ ছিল।

৮। যে, অতঃপর বাদী তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তফসিলভুক্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হন।

৯। যে, বাদী ২৬.০৫.১৯৯৮ তারিখ হইতে নির্বিঘ্নে উক্ত সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

১০। যে, বিবাদী উক্ত জমির উপর স্বত্ব দাবি করিয়াছে এবং বাদীকে বিতর্কিত জমি হইতে বেদখল করিবার হুমকি দিয়াছে।

১১। যে, অবিলম্বে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা না হইলে বাদী অপূরণীয় ক্ষতি ও অনিষ্টের সম্মুখীন হইবেন।

১২। যে, মামলাটি প্রাথমিক বিচার্য ও তর্কযোগ্য।

১৩। যে, বিবাদীর কার্যকলাপ আপত্তিকর ও বেআইনি।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক বাদী-দরখাস্তকারীর অনুকূলে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্তটি মঞ্জুর করিতে এবং আইন ও ন্যায়বিচারে বাদী যে প্রতিকার বা প্রতিকারসমূহ পাইবার অধিকারী, তাহা প্রদান করিতে মর্জি হয়।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য আবেদনকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

তফসিল

জেলা--------
মৌজা----------
প্লট নং----------
থানা--------
খতিয়ান--------
জমির পরিমাণ------

চৌহদ্দি
উত্তরে: চায়ের দোকান
দক্ষিণে: রহিম বেপারী
পূর্বে: প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন
পশ্চিমে: মসজিদ

হলফনামা

আমি, ----------, পিতা: মৃত ---------- ও ----------, গ্রাম-------, থানা-------, জেলা--------, বয়স ---------বৎসর, ধর্ম-মুসলিম, পেশা----------, জাতীয়তা-বাংলাদেশী, এই মর্মে সত্যনিষ্ঠার সহিত ঘোষণা করিয়া বলিতেছি যে:-

১। যে, আমি এই দরখাস্তের দরখাস্তকারী এবং মামলার ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত ও এই হলফনামা সম্পাদনে সক্ষম।
২। যে, উপরে বর্ণিত বক্তব্যসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

.....
হলফকারীর স্বাক্ষর
হলফকারীকে আমি চিনি
এবং আমার দ্বারা শনাক্তকৃত।

.....
অ্যাডভোকেট

✍️ অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা নামঞ্জুরের আদেশ রদের দরখাস্তের বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি

কখন ব্যবহার করবেন: বিবাদীর পক্ষে, বাদীর সেই দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর ১৫১ ধারার দরখাস্তের বিরোধিতা করিতে, যে দরখাস্তে বাদীর অস্থায়ী-নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত পূর্বে (অনুপস্থিতির দরুন) নামঞ্জুরকারী আদেশটি রদ করিতে চাওয়া হইয়াছে, এই যুক্তি দিয়া যে বিকল্প প্রতিকার (আপিল) বিদ্যমান এবং ১৫১ ধারার পথটি গ্রহণযোগ্য নহে।

বিজ্ঞ সিনিয়র সিভিল জজ আদালত, ১ম আদালত, ফেনী
স্বত্ব মোকদ্দমা নং-১১০/২০২২

A

----------বাদী

বনাম

B

----------বিবাদী-দরখাস্তকারীগণ

বিষয়:
দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর ১৫১ ধারার অধীন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা নামঞ্জুরের আদেশ রদের দরখাস্তের বিরুদ্ধে আপত্তি।

উপরোক্ত বিবাদী-দরখাস্তকারীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

প্রকাশ থাকে যে:

১। দরখাস্তকারী একজন নিরীহ ব্যক্তি এবং আইন মান্যকারী নাগরিক।

২। যে, বাদী 'A' ০১/০২/২০২২ তারিখে তাঁহার প্রতিবেশী 'B'-এর বিরুদ্ধে এই বিজ্ঞ আদালতে 'A'-এর স্বত্ব ঘোষণার জন্য মোকদ্দমা দায়ের করেন, যাহা বর্তমানে বিচারাধীন রহিয়াছে।

৩। যে, বাদী ০১/০২/২০২২ তারিখে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর ৩৯ আদেশের ১ বিধির অধীন একটি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দায়ের করেন।

৪। যে, শুনানির জন্য ধার্য উক্ত তারিখে বাদী কিংবা তাঁহার নিযুক্ত আইনজীবী কেহই এই মাননীয় আদালতে উপস্থিত হন নাই, এবং ফলস্বরূপ মাননীয় আদালত যথার্থভাবে অনুপস্থিতির দরুন উক্ত দরখাস্তটি নামঞ্জুর করেন।

৫। যে, তৎপর কয়েক দিন পরে বাদী দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর ১৫১ ধারার অধীন একটি দরখাস্ত দাখিল করিয়া উল্লেখ করেন যে, অসুস্থতার কারণে তিনি ধার্য তারিখে আদালতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই এবং অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরের আদেশটি রদ করিবার প্রার্থনা করেন।

৬। যে, বাদীর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্তটি আইনগত দৃষ্টিকোণ হইতে অগ্রহণযোগ্য এবং নামঞ্জুরযোগ্য।

৭। যে, বাদীর মোকদ্দমা ও অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্তের বিবরণ, অভিযোগসমূহসহ, সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

৮। যে, মূল মোকদ্দমাটি খারিজযোগ্য বিধায় অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্তটিও নামঞ্জুর করিতে হইবে।

৯। যে, অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরের আদেশ আপিলযোগ্য বিধায় ১৫১ ধারার অধীন দাখিলকৃত দরখাস্তটি নামঞ্জুরযোগ্য, কারণ আইনে বিকল্প প্রতিকার বিদ্যমান।

১০। যে, সুবিধা ও অসুবিধার ভারসাম্য বিবেচনা করিলে উহা দরখাস্তকারীর অনুকূলে এবং প্রতিপক্ষের প্রতিকূলে।

১১। যে, দরখাস্তকারী কর্তৃক দায়েরকৃত বিষয়টি প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত।

১২। যে, দরখাস্তকারীপক্ষের অন্যান্য যুক্তি শুনানিকালে বিজ্ঞ আদালতের সম্মুখে উপস্থাপন করা হইবে।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক ন্যায়বিচারের স্বার্থে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর ১৫১ ধারার অধীন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা নামঞ্জুরের আদেশ রদের দরখাস্তটি নামঞ্জুর করিতে মর্জি হয়। এবং যেইরূপ উপযুক্ত ও যথাযথ মনে করেন সেইরূপ অন্য আদেশ প্রদান করিতে মর্জি হয়।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য দরখাস্তকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

হলফনামা

আমি,----------, পিতা: মৃত ---------- এবং ----------, গ্রাম-------, থানা-------, জেলা--------, বয়স ---------বৎসর, ধর্ম-মুসলিম, পেশা----------, জাতীয়তা-বাংলাদেশী এই মর্মে সত্যনিষ্ঠার সহিত ঘোষণা করিয়া বলিতেছি যে:-

১। যে, আমি এই দরখাস্তের দরখাস্তকারী এবং মামলার ঘটনাবলি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত আছি এবং এই হলফনামা সম্পাদনে সক্ষম।

২। যে, উপরে বর্ণিত বক্তব্যসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

.....
হলফকারীর স্বাক্ষর
হলফকারীকে আমি চিনি
এবং আমার দ্বারা শনাক্তকৃত।
.....
অ্যাডভোকেট

✍️ আরজি প্রত্যাখ্যানের দরখাস্ত (সরকারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা / অগ্রহণযোগ্য)

কখন ব্যবহার করবেন: বিবাদীর পক্ষে, যখন আরজিতে কোনো মামলার কারণ প্রকাশ পায় না অথবা উহা আইন দ্বারা বারিত (যেমন, একজন বরখাস্তকৃত সরকারি কর্মচারী যাঁহার প্রতিকার দেওয়ানি আদালতে নহে, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে নিহিত), দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর ৭ আদেশের ১১ বিধির অধীন আরজি প্রত্যাখ্যানের দরখাস্ত।

বিজ্ঞ সিনিয়র সিভিল জজ আদালত, ১ম আদালত, ঢাকা
স্বত্ব মোকদ্দমা নং-৫৭/২০১৭

জনাব শওকত

----------বাদী

বনাম

জেলা প্রশাসক, ঢাকা

----------বিবাদী-দরখাস্তকারী

বিষয়:
দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর ৭ আদেশের ১১ বিধির অধীন আরজি প্রত্যাখ্যানের একটি দরখাস্ত।

উপরোক্ত বিবাদী-দরখাস্তকারীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

প্রকাশ থাকে যে:

১। যে, বাদী আপনার বিজ্ঞ আদালতে বিবাদী-দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭-এর ৪২ ধারার অধীন ঘোষণার জন্য ০১.০২.২০১৭ তারিখে মোকদ্দমাটি দায়ের করেন।

২। যে, মোকদ্দমাটি এই বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন আছে এবং অদ্য বিবাদীর পক্ষে লিখিত জবাব দাখিলের জন্য ধার্য রহিয়াছে।

৩। যে, বাদী ঢাকার একটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক ছিলেন এবং ০১.০১.২০১৭ তারিখের সরকারি আদেশ দ্বারা তাঁহার চাকুরি হইতে বরখাস্ত হন।

৪। যে, বাদী বিবাদী কর্তৃক ০১.০১.২০১৭ তারিখে প্রদত্ত আদেশ বেআইনি ও তাঁহার উপর বাধ্যকর নহে মর্মে ঘোষণার জন্য একটি মোকদ্দমা দায়ের করেন।

৫। যে, বাদী একজন সরকারি চাকুরিজীবী হওয়ায় মোকদ্দমাটি আপনার বিজ্ঞ আদালতে চলিতে পারে না।

৬। যে, বাদী প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৮০-এর ধারার অধীন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে মোকদ্দমাটি আনিতে পারিতেন।

৭। যে, আরজিটি আইন দ্বারা বারিত এবং সেই কারণে এই আরজি প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

৮। যে, এই দরখাস্ত সরল বিশ্বাসে ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে দাখিল করা হইল।

৯। যে, আরজি প্রত্যাখ্যানের প্রার্থনা নামঞ্জুর হইলে দরখাস্তকারী ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। ন্যায়বিচারের স্বার্থে এই দরখাস্ত মঞ্জুর করা হউক।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক ন্যায়বিচারের স্বার্থে আরজি প্রত্যাখ্যানের দরখাস্তটি মঞ্জুর করিতে মর্জি হইবেন। এবং উপযুক্ত ও যথাযথ মনে করেন এইরূপ অন্য আদেশ প্রদান করিতে মর্জি হয়।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য আবেদনকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

হলফনামা

আমি,----------, পিতা মৃত ---------- ও ----------, গ্রাম-------, থানা-------, জেলা--------, বয়স ---------বৎসর, ধর্ম-মুসলিম, পেশা----------, জাতীয়তা-বাংলাদেশি এই মর্মে সত্যনিষ্ঠার সহিত ঘোষণা করিয়া বলিতেছি যে:-

১। যে, আমি এই দরখাস্তের দরখাস্তকারী এবং মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত ও এই হলফনামা সম্পাদনে সক্ষম।

২। যে, উপরে বর্ণিত বক্তব্যসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

.....
হলফকারীর স্বাক্ষর
হলফকারীকে আমি চিনি
এবং আমার দ্বারা শনাক্তকৃত।
.....
অ্যাডভোকেট

✍️ আরজি সংশোধনের দরখাস্ত

কখন ব্যবহার করবেন: যখন আপনার নিজের মক্কেলের (বাদীর) পূর্বে দাখিলকৃত একটি আরজিতে ভুল সংশোধন করিবার অথবা বাদ পড়া তথ্য সন্নিবেশ করিবার প্রয়োজন হয়, ইহা দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর ৬ আদেশের ১৭ বিধির অধীন একটি দরখাস্ত হিসাবে প্রণয়ন করা হয়। "আরজি সংশোধনের একটি দরখাস্ত প্রণয়ন কর" শীর্ষক একটি অতি সাধারণ প্রশ্ন।

বিজ্ঞ সিনিয়র সিভিল জজ আদালত, ১ম আদালত, ঢাকা

স্বত্ব মোকদ্দমা নং-৫৭/২০১৭

জনাব শওকত

----------বাদী-দরখাস্তকারী

বনাম

জনাব জামাল উদ্দিন

----------বিবাদী-প্রতিপক্ষ

বিষয়:
দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর ৬ আদেশের ১৭ বিধির অধীন আরজি সংশোধনের একটি দরখাস্ত।

উপরোক্ত বাদী-দরখাস্তকারীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

প্রকাশ থাকে যে:

১। যে, বাদী-দরখাস্তকারী বিবাদীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭-এর ৪২ ধারার অধীন ঘোষণার জন্য ০১.০২.২০১৭ তারিখে মোকদ্দমাটি দায়ের করেন।

২। যে, মোকদ্দমাটি এই বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে এবং উহার শুনানির জন্য ০১.০৫.২০১৭ তারিখ ধার্য রহিয়াছে।

৩। যে, বাদী-দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট তাঁহার মক্কেলকে তাৎক্ষণিক প্রতিকার দিবার সরল প্রচেষ্টায় তড়িঘড়ি করিয়া আরজিটি প্রণয়ন করেন এবং তদ্রূপে আরজিতে কতিপয় ভুল সংঘটিত হইয়াছে ও কয়েকটি বিষয় বাদ পড়িয়াছে, যাহা আরজি সংশোধনের মাধ্যমে সংশোধন ও সন্নিবেশ করা প্রয়োজন।

৪। যে, প্রার্থিত সংশোধন নিম্নরূপ:
ক) আরজির ২ নং পৃষ্ঠার ৪ নং লাইনে "১২" সংখ্যাটির পরিবর্তে "২১" সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে।
খ) আরজির ৫ নং অনুচ্ছেদের পর নিম্নরূপ একটি নূতন অনুচ্ছেদ "৫ক" অনুচ্ছেদ হিসাবে সন্নিবেশিত হইবে: বাদী ১৯৮৭ সালে নালিশি ভূমির মালিক হন।
গ) আরজির ৮ নং পৃষ্ঠার ২ নং লাইনে "৭৭৪" সিএস রেকর্ডের পরিবর্তে "৭৭৫" সিএস রেকর্ড প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। যে, প্রস্তাবিত সংশোধন মোকদ্দমার প্রকৃতি ও চরিত্র পরিবর্তন করিবে না।
৬। যে, বিতর্কের প্রকৃত প্রশ্নসমূহ নিরূপণের জন্য প্রস্তাবিত সংশোধন প্রয়োজন হইবে।
৭। যে, প্রস্তাবিত সংশোধন প্রতিপক্ষের প্রতি কোনোরূপ পক্ষপাতমূলক হইবে না।

৮। যে, বিজ্ঞ আদালত দরখাস্তটি মঞ্জুর করিলে প্রস্তাবিত সংশোধিত আরজিসহ একটি নোটিশ বিবাদী-প্রতিপক্ষের উপর জারি করা হইবে।

৯। যে, আদালত আরজি সংশোধনের দরখাস্তটি মঞ্জুর না করিলে বাদী-দরখাস্তকারী অত্যন্ত পক্ষপাতের সম্মুখীন হইবেন।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক সংশোধনের দরখাস্তটি মঞ্জুর করিতে এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য একটি আদেশ প্রদান করিতে মর্জি হইবেন। এবং উপযুক্ত ও যথাযথ মনে করেন এইরূপ অন্য আদেশ প্রদান করিতে মর্জি হয়।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য আবেদনকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

হলফনামা

আমি, ----------, পিতা: মৃত ---------- ও ----------, গ্রাম-------, থানা-------, জেলা--------, বয়স ---------বছর, ধর্ম-মুসলিম, পেশা----------, জাতীয়তা-বাংলাদেশী এই মর্মে সত্যনিষ্ঠার সহিত ঘোষণা করিয়া বলিতেছি যে:-

১। যে, আমি এই দরখাস্তের দরখাস্তকারী এবং মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত ও এই হলফনামা সম্পাদনে সক্ষম।
২। যে, উপরে বর্ণিত বক্তব্যসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

.....
হলফকারীর স্বাক্ষর
হলফকারীকে আমি চিনি
এবং আমার দ্বারা শনাক্তকৃত।
.....
অ্যাডভোকেট

✍️ আরজি সংশোধনের বিরুদ্ধে আপত্তি দরখাস্ত

কখন ব্যবহার করবেন: যখন আপনি *বিবাদীর* পক্ষে কার্যনির্বাহ করিতেছেন এবং বাদীর আরজি সংশোধনের দরখাস্তের বিরোধিতা করিতে চাহেন, দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর ৬ আদেশের ১৭ বিধির অধীন একটি লিখিত আপত্তি হিসাবে ইহা খসড়া করা হয়, এই যুক্তিতে যে সংশোধনটি বিলম্বিত, অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং মোকদ্দমার প্রকৃতি পরিবর্তনকারী।

বিজ্ঞ সিনিয়র সিভিল জজ আদালত, ১ম আদালত, ঢাকা

স্বত্ব মোকদ্দমা নং-৫৭/২০১৭

জনাব সাইহাম

----------বাদী

বনাম

জনাব ইউশা

----------বিবাদী-দরখাস্তকারী

বিষয়:
দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর ৬ আদেশের ১৭ বিধির অধীন আরজি সংশোধন নামঞ্জুরের একটি দরখাস্ত।

উপরোক্ত বিবাদী-দরখাস্তকারীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

প্রকাশ থাকে যে:

১। যে, বাদী উপরোক্ত বিবাদী-দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭-এর ৪২ ধারার অধীন স্বত্ব ঘোষণার জন্য ০১.০২.২০১৭ তারিখে মোকদ্দমাটি দায়ের করেন।

২। যে, মোকদ্দমাটি এই বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে এবং ০১.০৫.২০১৭ তারিখে শুনানির জন্য ধার্য আছে।

৩। যে, বিবাদী-দরখাস্তকারী যথাযথভাবে লিখিত জবাব দাখিল করিয়া আরজিতে আনীত সকল দাবির জবাব দেন এবং সকল দাবি সুনির্দিষ্টভাবে অস্বীকার করেন।

৪। যে, লিখিত জবাব দাখিলের পর বাদী দখল পুনরুদ্ধারের একটি নূতন প্রতিকার সংযোজনের জন্য আরজি সংশোধনের একটি আবেদন দায়ের করেন।

৫। যে, প্রস্তাবিত সংশোধন বিচারে বিলম্ব ঘটাইবে।

৬। যে, প্রকৃত বিতর্কিত প্রশ্নসমূহ নির্ধারণের জন্য প্রস্তাবিত সংশোধন প্রয়োজন হইবে না।

৭। যে, প্রস্তাবিত সংশোধন বিবাদী-দরখাস্তকারীর প্রতি ক্ষতিকর হইবে।

৮। যে, বাদীর অসৎ উদ্দেশ্য রহিয়াছে।

৯। যে, বাদী কর্তৃক দাখিলকৃত আরজির প্রস্তাবিত সংশোধন মোকদ্দমার সম্পত্তির ধরন ও প্রকৃতি পরিবর্তন করিয়াছে।

১০। যে, আদালত আরজি সংশোধনের দরখাস্ত মঞ্জুর করিলে বিবাদী-দরখাস্তকারী অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক ন্যায়বিচারের স্বার্থে আরজি সংশোধন নামঞ্জুরের দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে এবং তদনুসারে একটি আদেশ প্রদান করিতে মর্জি হইবেন। এবং উপযুক্ত ও যথাযথ মনে করেন এইরূপ অন্য আদেশ প্রদান করিতে মর্জি হয়।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য আবেদনকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

হলফনামা

আমি,----------, পিতা মৃত ---------- ও ----------, গ্রাম-------, থানা-------, জেলা--------, বয়স ---------বৎসর, ধর্ম-মুসলিম, পেশা----------, জাতীয়তা-বাংলাদেশী এই মর্মে সত্যনিষ্ঠার সহিত ঘোষণা করিয়া বলিতেছি যে:-

১। যে, আমি এই দরখাস্তের দরখাস্তকারী এবং মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত ও এই হলফনামা সম্পাদনে সক্ষম।
২। যে, উপরে বর্ণিত বক্তব্যসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

.....
হলফকারীর স্বাক্ষর
হলফকারীকে আমি চিনি
এবং আমার দ্বারা শনাক্তকৃত।

.....
অ্যাডভোকেট

✍️ রায়ের পূর্বে ক্রোকের জন্য দরখাস্ত

barprepbd.com

কখন ব্যবহার করবেন: কোনো অর্থ-মোকদ্দমায়, যখন বিবাদী সম্ভাব্য ডিক্রি ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে সম্পত্তি হস্তান্তর বা সরাইয়া ফেলিতে উদ্যত, তখন রায়ের পূর্বে সেই সম্পত্তি ক্রোক করিবার জন্য দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর ৩৮ আদেশের ৫ বিধির অধীন দরখাস্ত।

বিজ্ঞ সিনিয়র সিভিল জজ আদালত, ১ম আদালত, চট্টগ্রাম
অর্থ মোকদ্দমা নং-৫৭, সন ২০১৭

জনাব সরাফত
----------বাদী-দরখাস্তকারী

বনাম

জনাব কালাম
----------বিবাদী-প্রতিপক্ষ

বিষয়:
দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর ৩৮ আদেশের ৫ বিধির অধীন রায়ের পূর্বে ক্রোকের একটি দরখাস্ত।

উপরোক্ত বাদী-দরখাস্তকারীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

প্রকাশ থাকে যে:

১। যে, বাদী-দরখাস্তকারী জনাব কালামের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালতে ২০ লক্ষ টাকার একটি অর্থ মোকদ্দমা দায়ের করেন, যাহার অর্থ মোকদ্দমা নং-১৯/২০১৭।

২। যে, মোকদ্দমাটি এই মাননীয় আদালতে বিচারাধীন এবং ১১.১০.২০১৭ তারিখে শুনানির জন্য ধার্য রহিয়াছে।

৩। যে, ইতিমধ্যে দরখাস্তকারী জানিতে পারিয়াছেন যে, বিবাদী চট্টগ্রামের ডবলমুরিংয়ে অবস্থিত ৫ কাঠা পরিমাণ তাঁহার একমাত্র সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

৪। যে, বিবাদী তাঁহার বিরুদ্ধে প্রদত্ত যেকোনো ডিক্রির জারিতে বাধা সৃষ্টি বা বিলম্ব ঘটাইবার অভিপ্রায় পোষণ করিতেছেন। যে, জমিটি হস্তান্তর করিবার জন্য বিবাদীর একটি অসৎ বা প্রতারণামূলক অভিপ্রায় রহিয়াছে।

৫। যে, বিবাদীর অন্য কোনো সম্পত্তি নাই এবং তফসিলভুক্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গেলে বাদী অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হইবেন।

৬। যে, বিজ্ঞ আদালতকে সন্তুষ্ট করিবার মতো পর্যাপ্ত কারণ বাদী-দরখাস্তকারীর রহিয়াছে।

৭। যে, আদালত রায়ের পূর্বে ক্রোকের দরখাস্ত মঞ্জুর না করিলে বাদী-দরখাস্তকারী অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক ন্যায়বিচারের স্বার্থে রায়ের পূর্বে ক্রোকের দরখাস্তটি মঞ্জুর করিতে এবং তদনুসারে একটি আদেশ প্রদান করিতে মর্জি হইবেন।

এবং উপযুক্ত ও যথাযথ মনে করেন এইরূপ অন্য আদেশ প্রদান করিতে মর্জি হয়।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য আবেদনকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

তফসিল

জেলা--------
মৌজা----------
প্লট নং----------
থানা---------
খতিয়ান---------
জমির পরিমাণ------

চৌহদ্দি ও সীমানা
উত্তরে: চায়ের দোকান
দক্ষিণে: রহিম বেপারী
পূর্বে: প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন
পশ্চিমে: মসজিদ

হলফনামা

আমি, ----------, পিতা: মৃত ---------- ও ----------, গ্রাম-------, থানা-------, জেলা--------, বয়স ---------বছর, ধর্ম-মুসলিম, পেশা----------, জাতীয়তা-বাংলাদেশী, এই মর্মে সত্যনিষ্ঠার সহিত ঘোষণা করিয়া বলিতেছি যে:-

১। যে, আমি এই দরখাস্তের দরখাস্তকারী এবং মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত ও এই হলফনামা সম্পাদনে সক্ষম।
২। যে, উপরে বর্ণিত বিবৃতিসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

.....
হলফকারীর স্বাক্ষর
হলফকারীকে আমি চিনি
এবং আমার দ্বারা শনাক্তকৃত।
.....
অ্যাডভোকেট

✍️ আরজি খারিজের দরখাস্ত (কোনো আইনগত অধিকার নাই / সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৪২ ধারার পরিধি-বহির্ভূত)

কখন ব্যবহার করবেন: আরজি খারিজের একটি দ্বিতীয় ধরন, সেই বিবাদীর জন্য, যেখানে বাদীর কোনো আইনগত মর্যাদা বা অধিকার অস্বীকৃত হয় নাই (যেমন একজন অসফল নিয়োগ-প্রার্থী), ফলে মোকদ্দমাটি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭-এর ৪২ ধারার অধীন চলিতে পারে না এবং আইন দ্বারা বারিত। দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর ৭ আদেশের ১১ বিধি।

বিজ্ঞ সিনিয়র সিভিল জজ আদালত, ১ম আদালত, ঢাকা
স্বত্ব মোকদ্দমা নং-৮৩/২০২২

Y

----------বাদী

বনাম

১. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
২. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৩. জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, ঢাকা

----------বিবাদী-দরখাস্তকারীগণ

বিষয়:
দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর ৭ আদেশের ১১ বিধির অধীন আরজি খারিজের একটি দরখাস্ত।

উপরোক্ত বিবাদী-দরখাস্তকারীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

প্রকাশ থাকে যে:

১। যে, বাদী আপনার বিজ্ঞ আদালতে বিবাদী-দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭-এর ৪২ ধারার অধীন ঘোষণার জন্য ০১.০৫.২০২২ তারিখে মোকদ্দমাটি দায়ের করেন।

২। যে, মোকদ্দমাটি এই মাননীয় আদালতে বিচারাধীন এবং অদ্য বিবাদীর পক্ষে জবাব দাখিলের জন্য ধার্য রহিয়াছে।

৩। যে, দরখাস্তকারী সহকারী শিক্ষক পদের জন্য ০১-০১-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত নিয়োগ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করা সত্ত্বেও উক্ত পদে কাহাকেও নিয়োগ দেওয়া হয় নাই, এবং একই পদের জন্য একটি নূতন নিয়োগ বিজ্ঞাপন জারি করা হয়, যাহা বেআইনি।

৪। যে, দরখাস্তকারীর কোনো আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

৫। যে, নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আইনত এই অর্থ বহন করে না যে, বাদী উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৬। যে, সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৪২ ধারার অধীন কোনো আইনগত মর্যাদা অস্বীকৃত না হওয়ায় মোকদ্দমাটি চলিতে পারে না।

৭। যে, দাবিটি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৪২ ধারার পরিধির মধ্যে না পড়ায় তাহা খারিজ হওয়া উচিত।

৮। যে, আরজিটি আইন দ্বারা বারিত এবং সেই কারণে এই আরজি খারিজযোগ্য।

৯। যে, বর্তমান দরখাস্তটি সরল বিশ্বাসপ্রসূত এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে দায়ের করা হইয়াছে।

১০। যে, আরজি খারিজের প্রার্থনা নামঞ্জুর হইলে দরখাস্তকারী ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। ন্যায়বিচারের স্বার্থে এই দরখাস্তটি মঞ্জুর হওয়া উচিত।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক ন্যায়বিচারের স্বার্থে আরজি খারিজের দরখাস্তটি মঞ্জুর করিতে মর্জি হইবেন। এবং যেইরূপ উপযুক্ত ও যথাযথ মনে করেন, সেইরূপ অন্য আদেশ প্রদান করিতে মর্জি হইবেন।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য আবেদনকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

হলফনামা

আমি,----------, পিতা: মৃত ---------- ও ----------, গ্রাম-------, থানা------, জেলা--------, বয়স ---------বৎসর, ধর্ম-মুসলিম, পেশা----------, জাতীয়তা-বাংলাদেশি এই মর্মে সত্যনিষ্ঠার সহিত ঘোষণা করিয়া বলিতেছি যে:-

১। যে, আমি এই দরখাস্তের দরখাস্তকারী এবং মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত আছি ও এই হলফনামা সম্পাদনে সক্ষম।
২। যে, উপরে বর্ণিত বক্তব্যসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

.....
হলফকারীর স্বাক্ষর
হলফকারীকে আমি চিনি
এবং আমার দ্বারা শনাক্তকৃত।

.....
অ্যাডভোকেট

✍️ অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত (চাকরিচ্যুতি চ্যালেঞ্জকারী মোকদ্দমা / একটি রেজোলিউশন স্থগিত রাখা)

কখন ব্যবহার করবেন: যেক্ষেত্রে চাকরিচ্যুত একজন কলেজ শিক্ষক সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৪২ ধারার অধীন চাকরিচ্যুতির রেজোলিউশন চ্যালেঞ্জ করিয়া মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন এবং মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উহার কার্যকারিতা স্থগিত রাখিতে চাহেন, দেওয়ানি কার্যবিধির ৩৯ আদেশের ১ বিধির অধীন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত। (কর্পাসে প্রতিকার-টীকা: ৪২ ধারার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত দেওয়ানি কার্যবিধির ৩৯ আদেশের ১ বিধির অধীন রেজোলিউশন কার্যকর করিবার বিরুদ্ধে একটি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা।)

barprepbd.com

বিজ্ঞ সিনিয়র সিভিল জজ আদালত, ১ম আদালত, রংপুর

দেওয়ানি মোকদ্দমা নং-৫৭ সন ২০০২

জনাব শওকত
পিতা: ------
গ্রাম:-------থানা:-----
জেলা: রংপুর

----------বাদী-দরখাস্তকারী

বনাম

জনাব জামাল উদ্দিন
অধ্যক্ষ
রংপুর কলেজ, রংপুর

----------বিবাদী-প্রতিপক্ষ

বিষয়:
দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর ৩৯ আদেশের ১ বিধির অধীন একটি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত।

উপরোক্ত বাদী-দরখাস্তকারীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

প্রকাশ থাকে যে:

১। যে, বাদী বাংলাদেশের একজন স্থায়ী নাগরিক, যিনি ধর্মপ্রাণ, শিক্ষিত ও আইন মান্যকারী ব্যক্তিও বটে।
২। যে, বাদী ১৫ বছর যাবৎ রংপুর কলেজের একজন শিক্ষক ছিলেন।
৩। যে, কলেজ কর্তৃপক্ষ একটি রেজোলিউশন দ্বারা ০১.০২.২০০২ তারিখে আদেশ অমান্যের কারণে তাঁহাকে চাকরি হইতে চাকরিচ্যুত করে।
৪। যে, অতঃপর বাদী জনাব শওকত রেজোলিউশনটির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া সিনিয়র সিভিল জজ আদালত, রংপুরে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭-এর ৪২ ধারার অধীন একটি মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন।
৫। যে, বাদী-দরখাস্তকারী রেজোলিউশনের কার্যকারিতার উপর একটি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছেন।
৬। যে, মামলাটি প্রাথমিকভাবে দৃষ্ট এবং তর্কযোগ্য।
৭। যে, অবিলম্বে নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর না হইলে বাদী অপূরণীয় ক্ষতি ও আঘাতের সম্মুখীন হইতে বাধ্য।

৮। যে, এই মোকদ্দমার নালিশের কারণ এই মাননীয় আদালতের এখতিয়ারের অধীনে উদ্‌ভূত হইয়াছে।
৯। যে, বিজ্ঞ আদালতের আর্থিক ও স্থানীয় এখতিয়ার রহিয়াছে।
১০। যে, বিবাদীর কার্যকলাপ আপত্তিকর ও বেআইনি।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক,

(১) একটি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রদান করিতে।

(২) মোকদ্দমার খরচের একটি আদেশ প্রদান করিতে।

(৩) এবং বিজ্ঞ আদালত আইন ও ন্যায়বিচারে যেইরূপ উপযুক্ত ও যথাযথ মনে করেন সেইরূপ অন্য কোনো আদেশ বা আদেশসমূহ প্রদান করিতে মর্জি হয়।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য আবেদনকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

হলফনামা

আমি, ----------, পিতা: মৃত ---------- ও ----------, গ্রাম-------, থানা-------, জেলা---------, বয়স ----------বছর, ধর্ম-মুসলিম, পেশা----------, জাতীয়তা-বাংলাদেশী এই মর্মে সত্যনিষ্ঠার সহিত ঘোষণা করিয়া বলিতেছি যে:-

১। যে, আমি এই দরখাস্তের দরখাস্তকারী এবং মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত ও এই হলফনামা সম্পাদনে সক্ষম।
২। যে, উপরে বর্ণিত বক্তব্যসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

.....
হলফকারীর স্বাক্ষর
হলফকারীকে আমি চিনি এবং আমার দ্বারা শনাক্তকৃত।

.....
অ্যাডভোকেট

[টীকা: সংশ্লিষ্ট ধারাবাহিক পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হলফনামায় উহার ধারাগুলি উৎসে "৩." ও "৪." হিসাবে নম্বরযুক্ত; এখানে পঠনসুবিধার্থে ১. ও ২. হিসাবে পুনঃনম্বরযুক্ত করিয়া উপস্থাপিত।]

✍️ ৯ আদেশের ৯ বিধির অধীন পুনরুজ্জীবনের দরখাস্ত (অনুপস্থিতির কারণে খারিজকৃত মোকদ্দমা)

কখন ব্যবহার করবেন: যখন বাদী (অথবা তাঁহার ব্যাংক/অ্যাডভোকেট) শুনানির তারিখে হাজির হইতে ব্যর্থ হওয়ায় একটি মোকদ্দমা অনুপস্থিতির কারণে খারিজ হইয়াছে, দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর ৯ আদেশের ৯ বিধির অধীন একটি দরখাস্ত দ্বারা খারিজাদেশ রদ করিয়া মোকদ্দমাটি পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য, পর্যাপ্ত কারণ (যেমন আকস্মিক অসুস্থতা) এবং দরখাস্তটি তামাদির মধ্যে রহিয়াছে, ইহা দেখাইয়া।

barprepbd.com

বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ ও অর্থ ঋণ আদালত, ১ম আদালত, ঢাকা
বিবিধ মামলা নং...../২০১৭
মানি স্যুট নং-৫৭, ২০১৭ হইতে উদ্‌ভূত

জনাব রহমান

----------বাদী-দরখাস্তকারী

বনাম

জনাব কামাল

----------বিবাদী-প্রতিপক্ষ

বিষয়:
দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর ৯ আদেশের ৯ বিধির অধীন খারিজাদেশ রদ করিবার একটি দরখাস্ত।

উপরোক্ত বাদী-দরখাস্তকারীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

প্রকাশ থাকে যে:

১। যে, বাদী-দরখাস্তকারী বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ ও অর্থ ঋণ আদালত, ঢাকায় জনাব কামালের বিরুদ্ধে ৪,৪০,৪০০ টাকার জন্য মানি স্যুট নং-১৯/২০১৭ দায়ের করেন।

২। যে, মোকদ্দমাটি এই বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে এবং ১১.১০.২০১৭ তারিখে শুনানির জন্য ধার্য রহিয়াছে।

৩। যে, মোকদ্দমায় ব্যাংকের পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতার কারণে ১১.১০.২০১৭ তারিখে উহা অনুপস্থিতির কারণে খারিজ হইয়া যায়।

৪। যে, বাদীর ১০.১০.২০১৭ তারিখে তীব্র জ্বর ও মাথাব্যথা হওয়ায় তিনি ১১.১০.২০১৭ তারিখে আদালতে হাজির হইতে পারেন নাই।

৫। অতঃপর মোকদ্দমাটি বাদীর অনুপস্থিতিতে খারিজ হইয়া যায়।

৬। যে, মোকদ্দমার খারিজাদেশ বাদী-দরখাস্তকারীর অপূরণীয় ক্ষতি ও আঘাতের কারণ হইয়াছে।

৭। যে, দরখাস্তটি তামাদি দ্বারা বারিত নহে।

৮। যে, বিজ্ঞ আদালতকে সন্তুষ্ট করিবার মতো পর্যাপ্ত কারণ বাদী-দরখাস্তকারীর রহিয়াছে।

৯। যে, আদালত যদি খারিজাদেশ রদ করিবার দরখাস্তটি মঞ্জুর না করেন, তবে বাদী-দরখাস্তকারী অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক খারিজাদেশ রদ করিবার দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে এবং মূল মোকদ্দমাটি পুনরুজ্জীবিত করিতে ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে তদনুযায়ী একটি আদেশ প্রদান করিতে মর্জি হয়।

এবং উপযুক্ত ও যথাযথ মনে করেন এইরূপ অন্য আদেশ প্রদান করিতে মর্জি হয়।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য আবেদনকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

হলফনামা

আমি,----------, পিতা: মৃত ---------- ও ----------, গ্রাম-------, থানা-------, জেলা--------, বয়স ---------বৎসর, ধর্ম-মুসলিম, পেশা----------, জাতীয়তা-বাংলাদেশি এই মর্মে সত্যনিষ্ঠার সহিত ঘোষণা করিয়া বলিতেছি যে:-

১। যে, আমি এই দরখাস্তের দরখাস্তকারী এবং মামলার ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত ও এই হলফনামা প্রদানে সক্ষম।
২। যে, উপরে বর্ণিত বিবৃতিসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

.....
হলফকারীর স্বাক্ষর
হলফকারীকে আমি চিনি
এবং আমার দ্বারা শনাক্তকৃত।
.....
অ্যাডভোকেট

[টীকা: এখানের সমাপনী হলফনামাটি কর্পাসের সংশ্লিষ্ট পুনরুজ্জীবন-অনুবৃত্তি পৃষ্ঠা হইতে পুনরুৎপাদিত।]

✍️ ৯ আদেশের ৯ বিধির অধীন পুনরুজ্জীবনের দরখাস্ত (ভিন্নরূপ, স্বত্ব মোকদ্দমা, বাদী অসুস্থ হইয়া পড়েন)

কখন ব্যবহার করবেন: একই ৯ আদেশের ৯ বিধির অধীন পুনরুজ্জীবনের দরখাস্ত, যাহা একটি স্বত্ব/ঘোষণার মোকদ্দমার জন্য প্রণীত, যেখানে চূড়ান্ত শুনানির তারিখে বাদী হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং অনুপস্থিতির কারণে মোকদ্দমাটি খারিজ হইয়া যায়।

বিজ্ঞ সিনিয়র সিভিল জজ আদালত, ১ম আদালত, ঢাকা
বিবিধ মামলা নং...../২০১৭
স্বত্ব মোকদ্দমা নং-৫৭/২০১৭ হইতে উদ্ভূত

জনাব X
----------বাদী-দরখাস্তকারী

বনাম

জনাব Y
----------বিবাদী-প্রতিপক্ষ

বিষয়:
দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর ৯ আদেশের ৯ বিধির অধীন খারিজের আদেশ রদের একটি দরখাস্ত।

উপরোক্ত বাদী-দরখাস্তকারীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

প্রকাশ থাকে যে:

১। যে, বাদী-দরখাস্তকারী একখণ্ড জমির স্বত্ব ঘোষণা ও খাস দখল পুনরুদ্ধারের জন্য একটি মোকদ্দমা দায়ের করেন, যে জমি হইতে ০১.০২.২০১৭ তারিখে Y ও তাহার লোকজন কর্তৃক তিনি বলপূর্বক বেদখল হন।

২। যে, মোকদ্দমাটি এই বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে এবং ১১.১০.২০১৭ তারিখে শুনানির জন্য ধার্য রহিয়াছে।

৩। যে, মোকদ্দমার চূড়ান্ত শুনানির তারিখে X হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং মোকদ্দমাটি শুনানির জন্য আহূত হইলে তিনি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

৪। অতঃপর আদালত ১১.১০.২০১৭ তারিখে বাদীর অনুপস্থিতির কারণে মোকদ্দমাটি খারিজ করেন।
৫। যে, বাদী ১০.১০.২০১৭ তারিখে তীব্র জ্বর ও মাথাব্যথায় আক্রান্ত হন এবং সেই কারণে ১১.১০.২০১৭ তারিখে আদালতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই।
৬। যে, এই দরখাস্ত তামাদি দ্বারা বারিত নহে।
৭। যে, বিজ্ঞ আদালতকে সন্তুষ্ট করিবার মতো পর্যাপ্ত কারণ দরখাস্তকারীর রহিয়াছে।
৮। যে, আদালত খারিজের আদেশ রদের দরখাস্ত মঞ্জুর না করিলে দরখাস্তকারী অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক খারিজের আদেশ রদের দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে এবং মূল মোকদ্দমাটি নিয়মিত শুনানির জন্য পুনরুজ্জীবিত করিতে, ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে তদনুযায়ী একটি আদেশ প্রদান করিতে মর্জি হয়।

এবং উপযুক্ত ও যথাযথ মনে করেন এইরূপ অন্য আদেশ প্রদান করিতে মর্জি হয়।

✍️ লিখিত জবাবের ফরম্যাট

কখন ব্যবহার করবেন: যখন প্রশ্নে লিখিত জবাবের (দেওয়ানি কার্যবিধির ৮ আদেশের অধীন আরজির বিরুদ্ধে বিবাদীর জবাব) ফরম্যাট চাওয়া হয়, প্রথমে আদর্শ প্রাথমিক আপত্তিসমূহ দিয়া শুরু করিয়া, অতঃপর অনুচ্ছেদওয়ারি জবাব এবং বিবাদীর প্রকৃত ঘটনা, প্রার্থনা ও হলফনামা।

বিজ্ঞ সিনিয়র সিভিল জজ আদালত, ১ম আদালত, ঢাকা
টাইটেল মোকদ্দমা নং-৫৭/২০১৭

জনাব শওকত

----------বাদী

বনাম

জনাব জামাল উদ্দিন

----------বিবাদী-দরখাস্তকারী

বিবাদীর পক্ষে লিখিত জবাব।

বিবাদী নিম্নরূপ বিবৃত করিতেছেন:-

১. যে, মোকদ্দমাটি ইহার বর্তমান আকার ও প্রকৃতিতে চলিবার যোগ্য নহে।
২. যে, মোকদ্দমাটি তামাদি দ্বারা বারিত।
৩. যে, বিবাদীর বিরুদ্ধে বর্তমান মোকদ্দমা দায়ের করিবার কোনো নালিশের কারণ বাদীর নাই।
৪. যে, বাদী মিথ্যা, ভিত্তিহীন, হয়রানিমূলক ও বানোয়াট কারণে উপরোক্ত মোকদ্দমাটি দায়ের করিয়াছেন, তাই উহা খারিজযোগ্য।
৫. যে, মোকদ্দমাটি অধিকার পরিত্যাগ, এস্টপেল ও সম্মতিদানের নীতিসমূহ দ্বারা বারিত।
৬. যে, নিম্নে যে বিবৃতি/অভিযোগসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে স্বীকার করা হয় নাই, সেইগুলি বিবাদী কর্তৃক অস্বীকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।
৭. যে, আরজির ১ হইতে ৮ নং অনুচ্ছেদে কৃত বিবৃতিসমূহ সকলই নথিভুক্ত বিষয়।
৮. যে, আরজির ৯ নং অনুচ্ছেদে কৃত বিবৃতি বিবাদীর জ্ঞানের বাহিরে এবং সেই কারণে ঐ বিবৃতিসমূহের বিরুদ্ধে বিবাদীর কোনো মন্তব্য নাই।

বিবাদীর পক্ষে প্রকৃত ঘটনা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

৯. যে, বিবাদী বিক্রয় দলিলমূলে বিতর্কিত ভূমির উপর স্বত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি ২০০২ সালে বাদীর পিতার নিকট হইতে ভূমিটি ক্রয় করেন। উক্ত ভূমি যথাযথভাবে বিবাদীর নামে নামজারি হইয়াছে। বিবাদী ২০০২ সাল হইতে এই সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক বিবাদীর লিখিত জবাব গ্রহণ করিতে এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে মহোদয় যেইরূপ উপযুক্ত ও যথাযথ মনে করেন সেইরূপ প্রয়োজনীয় আদেশ বা আদেশসমূহ প্রদান করিতে মর্জি হইবেন।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য আবেদনকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

হলফনামা

আমি,----------, পিতা: মৃত ---------- ও ----------, গ্রাম-------, থানা-------, জেলা---------, বয়স ----------বৎসর, ধর্ম-মুসলিম, পেশা----------, জাতীয়তা-বাংলাদেশী, এই মর্মে সত্যনিষ্ঠার সহিত ঘোষণা করিয়া বলিতেছি যে:-

১. যে, আমি এই দরখাস্তের দরখাস্তকারী এবং মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত ও এই হলফনামা প্রদানে সক্ষম।

২. যে, উপরে কৃত বিবৃতিসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

.....
হলফকারীর স্বাক্ষর
হলফকারীকে আমি চিনি
এবং আমার দ্বারা শনাক্তকৃত।
.....
অ্যাডভোকেট

✍️ ২৪ ধারার অধীন মোকদ্দমা স্থানান্তরের পিটিশন (দেওয়ানি কার্যবিধি)

কখন ব্যবহার করবেন: যেখানে একই সম্পত্তি লইয়া, একই পক্ষগণের মধ্যে, একই নালিশের কারণে দুইটি মোকদ্দমা ভিন্ন ভিন্ন আদালতে বিচারাধীন, এবং পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত এড়াইবার জন্য আপনি উভয় মোকদ্দমা একত্রে বিচার করাইতে চাহেন, দেওয়ানি কার্যবিধির ২৪ ধারার অধীন স্থানান্তর করিয়া সমন্বিত শুনানির জন্য একত্রীকরণের দরখাস্ত। **Note (from corpus):** ২২ ধারা একজন বিবাদীকে মোকদ্দমা স্থানান্তরের জন্য আবেদন করিবার ক্ষমতা প্রদান করে, পক্ষান্তরে ২৪ ধারা কতিপয় আদালতকে যেকোনো মোকদ্দমা, আপিল বা অন্য কার্যধারা, কোনো পক্ষের আবেদনক্রমে অথবা আদালত কর্তৃক *স্বপ্রণোদিতভাবে*, স্থানান্তরের ক্ষমতা প্রদান করে। ২৪ ধারা ২২ ধারা অপেক্ষা অনেক ব্যাপক; ইহা কোনো মোকদ্দমা, আপিল বা অন্য কার্যধারার যেকোনো পক্ষ কর্তৃক, এমনকি আদালত কর্তৃক স্বপ্রণোদিতভাবেও প্রয়োগ করা যায়।

বিজ্ঞ জেলা জজ আদালত, ঢাকা
স্থানান্তর বিবিধ মামলা নং...../২০১৭
স্বত্ব মোকদ্দমা নং-৫৭/২০১৭ হইতে উদ্ভূত

জনাব শওকত

----------বাদী-দরখাস্তকারী

বনাম

জনাব জামাল উদ্দিন

----------বিবাদী-প্রতিপক্ষ

বিষয়:
সমন্বিত শুনানির জন্য দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর ২৪ ধারার অধীন বিজ্ঞ সিনিয়র সিভিল জজ, ১ম আদালত, ঢাকায় দায়েরকৃত স্বত্ব মোকদ্দমা নং ৫৭/২০১৭ বিজ্ঞ সিনিয়র সিভিল জজ, ২য় আদালত, ঢাকায় স্থানান্তরের একটি পিটিশন।

উপরোক্ত বাদী-দরখাস্তকারীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

প্রকাশ থাকে যে:

১। যে, বাদী উপরোক্ত বিবাদীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭-এর ৪২ ধারার অধীন স্বত্ব ঘোষণার জন্য ০১.০২.২০১৭ তারিখে বিজ্ঞ ১ম সিনিয়র সিভিল জজ আদালত, ঢাকায় স্বত্ব মোকদ্দমা নং ৫৭/২০১৭ দায়ের করেন।

২। যে, অতঃপর বিবাদী-প্রতিপক্ষ উপরোক্ত বাদী-দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে স্বত্ব ঘোষণার সঙ্গে বণ্টনের প্রার্থনাসহ ০১.০৩.২০১৭ তারিখে বিজ্ঞ ২য় সিনিয়র সিভিল জজ আদালত, ঢাকায় পাল্টা স্বত্ব মোকদ্দমা নং ৬০/২০১৭ দায়ের করেন।

৩। যে, উপরোক্ত উভয় মোকদ্দমা একই স্বত্ব লইয়া, একই পক্ষগণের মধ্যে, একই নালিশের কারণে দায়ের করা হইয়াছে।

৪। যে, উপরোক্ত উভয় মোকদ্দমা যথাক্রমে বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে।
৫। যে, যেহেতু একই প্রকৃতির মোকদ্দমা একই পক্ষগণের মধ্যে, সেহেতু ভিন্ন ভিন্ন আদালতে বিচার হইলে উহাদের ফলাফল ভিন্ন হইতে পারে।
৬। যে, উপরোক্ত মোকদ্দমাসমূহ ভিন্ন ভিন্ন আদালতে বিচার হইলে পক্ষগণ শারীরিক ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন।
৭। যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে এবং বিচারহীনতা এড়াইবার জন্য এই দুইটি মোকদ্দমা একই উপযুক্ত আদালতে বিচার করা আবশ্যক।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক,
ক) বিজ্ঞ ২য় সিনিয়র সিভিল জজ আদালত, ঢাকার স্বত্ব মোকদ্দমা নং ৬০/২০১৭-এর কার্যধারা স্থগিত করিবার আদেশ প্রদান করিতে এবং
খ) স্বত্ব মোকদ্দমা নং ৬০/২০১৭ বিজ্ঞ ১ম সিনিয়র সিভিল জজ আদালত, ঢাকায় স্থানান্তর করিতে মর্জি হয়।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য আবেদনকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

হলফনামা

আমি,---------, পিতা: মৃত ---------- ও ----------, গ্রাম-------, থানা-------, জেলা---------, বয়স ----------বৎসর, ধর্ম-মুসলিম, পেশা----------, জাতীয়তা-বাংলাদেশি এই মর্মে সত্যনিষ্ঠার সহিত ঘোষণা করিয়া বলিতেছি যে:-

১। যে, আমি এই দরখাস্তের দরখাস্তকারী এবং মামলার ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক বিষয়ের সহিত সম্যক পরিচিত ও এই হলফনামা স্বীকার করিতে সক্ষম।
২। যে, উপরে বর্ণিত বক্তব্যসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

.....
হলফকারীর স্বাক্ষর
হলফকারীকে আমি চিনি এবং আমার দ্বারা শনাক্তকৃত
.....
অ্যাডভোকেট

✍️ আপিল মেমোরেন্ডাম

কখন ব্যবহার করবেন: যখন বিচারিক আদালত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্বক মোকদ্দমাটি খারিজ করিয়াছেন এবং সংক্ষুব্ধ বাদী আপিল করিতে ইচ্ছুক, তখন একটি আপিল মেমোরেন্ডাম (দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর ৯৬ ধারা / ৪১ আদেশের অধীন) প্রণয়ন করা হয়, যাহাতে আক্ষেপিত রায় ও ডিক্রি যেই কারণসমূহে চ্যালেঞ্জ করা হইতেছে তাহা উল্লেখ থাকে, এবং অ্যাডভোকেটের সনদ সংযুক্ত থাকে।

বিজ্ঞ জেলা জজ আদালত, ঢাকা

স্বত্ব আপিল নং ---- সন ২০১৫
স্বত্ব মোকদ্দমা নং ১৩৩/২০১০ হইতে উদ্ভূত

বিষয়:

১. বেলাল হোসেন
২. আব্দুস সোবহান,
সকলে পিতা: মোঃ এক্স উদ্দিন
গ্রাম- সাভার, উপজেলা- সাভার, জেলা- ঢাকা

---------- বাদী-আপিলকারী(গণ)

বনাম

নূর নবী,
পিতা: জনাব ওয়াই
গ্রাম- পূর্ব চাঁদপুর, পোস্ট- চাঁদপুর, উপজেলা- ধামরাই, জেলা- ঢাকা।

-------বিবাদী-প্রতিপক্ষ

আপিলের মূল্যমান ২,০০,০০০/- টাকা
মোকদ্দমার মূল্যমান ২,০০,০০০/- টাকা

সিভিল জজ, সাভার, ঢাকা কর্তৃক দেওয়ানি মোকদ্দমা নং ১৩৩/২০১০-এ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্বক মোকদ্দমাটি খারিজ করিয়া ২০/২/২০১২ তারিখে প্রদত্ত রায় ও ডিক্রি দ্বারা সংক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া বিনীত বাদী-আপিলকারীগণ অন্যান্যের মধ্যে নিম্নলিখিত কারণে এই মাননীয় আদালতে এই আপিল মেমোরেন্ডাম পেশ করিবার প্রার্থনা করেন-

কারণসমূহ

i. এই মর্মে যে, বিজ্ঞ বিচারিক আদালত মোকদ্দমা-ভূমি সংক্রান্ত উক্ত স্বত্বের দলিল ও কাগজপত্র যথাযথভাবে অনুধাবন করিতে ব্যর্থ হন এবং সিদ্ধান্ত দেন যে দলিলসমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রমাণিত হয় নাই এবং আপিলকারী-বাদীগণের স্বত্বের প্রমাণ বহন করে না।

ii. এই মর্মে যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত উক্ত ডিসিআর, ভূমি করের রসিদ ও নামজারি খতিয়ান বিবেচনা করিতে ব্যর্থ হন, যাহা আপিলকারীগণের অনুকূলে মোকদ্দমা-ভূমির দলিলগত দখলের প্রমাণ বহন করে।

iii. এই মর্মে যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত ভুলবশত সিদ্ধান্ত দেন যে আপিলকারীগণের পক্ষে উপস্থাপিত সাক্ষীগণ স্বতন্ত্র নহেন এবং সাক্ষীগণ আপিলকারীগণের আত্মীয় বলিয়া তাঁহাদের অবিশ্বাস করেন।

iv. এই মর্মে যে, বিজ্ঞ বিচারিক আদালত ভুলবশত সিদ্ধান্ত দেন যে আপিলকারীগণের স্বত্বের দলিল ও কাগজপত্র খাঁটি নহে এবং মোকদ্দমা-ভূমির উপর তাঁহাদের কোনো দখল নাই এবং এইরূপে মোকদ্দমাটি খারিজ করেন, যাহা আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নহে।

v. এই মর্মে যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত মোকদ্দমা-ভূমির স্বত্ব ও দখল সম্পর্কে একটি খামখেয়ালি, স্বেচ্ছাচারী ও মনগড়া সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, যাহা ন্যায়বিচারের বিচ্যুতি ঘটাইয়াছে এবং হস্তক্ষেপের দাবি রাখে।

অতএব, বিজ্ঞ আদালতে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক আপিলটি গ্রহণ করিতে, প্রতিপক্ষকে নোটিশ প্রদান করিতে, নথি তলব করিতে এবং উভয় পক্ষের শুনানি অন্তে বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আক্ষেপিত রায় ও আদেশ রদ করিতে এবং/অথবা মহোদয় যেইরূপ উপযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত মনে করেন সেইরূপ আদেশ বা অধিকতর আদেশসমূহ প্রদান করিতে মর্জি হইবেন।

এবং

এই আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত আপিল নিষ্পত্তি অবধি মোকদ্দমার সমস্ত কার্যধারা স্থগিত রাখিতে মর্জি হইবেন।

সনদ

ইহা প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, উপরে উল্লিখিত কারণসমূহ আমার বিবেচনায় এই আপিল মেমোরেন্ডামের জন্য যথাযথ কারণ এবং আমি শুনানিকালে উক্ত কারণসমূহের সমর্থনে অবস্থান গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করিতেছি।

অ্যাডভোকেটের স্বাক্ষর

✍️ রিভিশন দরখাস্ত (সংশোধনের দরখাস্ত নামঞ্জুরের বিরুদ্ধে)

কখন ব্যবহার করবেন: যেখানে কোনো অধস্তন আদালতের একটি আপিল-অযোগ্য অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ (এখানে, আরজি সংশোধনের একটি দরখাস্ত নামঞ্জুর) বেআইনি/এখতিয়ারবহির্ভূত বলিয়া চ্যালেঞ্জ করা হয়, দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর ১১৫ ধারার অধীন একটি দেওয়ানি রিভিশন, ঊর্ধ্বতন আদালতের নিকট উক্ত আদেশ রদ করিবার প্রার্থনা করিয়া।

বিজ্ঞ জেলা জজ আদালত, ঢাকা

দেওয়ানি রিভিশন নং----২০১৫ সন
মূল মোকদ্দমা নং ২৩৪/২০১১ হইতে উদ্ভূত

বিষয়:
দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর ১১৫(২) ধারার অধীন দরখাস্ত

এবং

বিষয়:
খায়রুল ইসলাম
পিতা: জনাব X

..... দরখাস্তকারী

বনাম

হান্নান আলী
পিতা: জনাব Y

..... প্রতিপক্ষ

এবং

বিষয়:
দেওয়ানি মোকদ্দমা নং ২৩৪/২০১১-তে বিজ্ঞ সিভিল জজ কর্তৃক ২০/৩/২০১৫ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশ, যাহাতে আরজি সংশোধনের দরখাস্ত নামঞ্জুর করা হয়, তদ্দ্বারা দরখাস্তকারী এই দরখাস্ত দাখিল করেন।

দরখাস্তের মূল্যমান ১,০০,০০০/- টাকা

মোকদ্দমার মূল্যমান ১,০০,০০০/- টাকা

উপরোক্ত দরখাস্তকারী নিম্নরূপে নিবেদন করেন:

১। যে, দরখাস্তকারী নালিশি ভূমির স্বত্ব ঘোষণার জন্য একটি মোকদ্দমা দায়ের করেন। অসাবধানতাবশত আরজিতে কতিপয় ঘটনা উল্লেখ করা হয় নাই, যাহা মোকদ্দমায় আদালত কর্তৃক সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয়।

২। যে, বাদী-দরখাস্তকারী উক্ত ঘটনাসমূহ সন্নিবেশ করিয়া আরজি সংশোধনের প্রার্থনায় একটি দরখাস্ত দাখিল করেন, কিন্তু বিজ্ঞ নিম্ন আদালত এই মর্মে দরখাস্তটি নামঞ্জুর করেন যে, উক্ত সন্নিবেশ মোকদ্দমার প্রকৃতি ও চরিত্র পরিবর্তন করিবে।

৩। যে, সংশোধনের দরখাস্ত নামঞ্জুর হওয়ায় বাদী-দরখাস্তকারী অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হইতেছেন, যে সন্নিবেশ আরজিতে না করিলে মোকদ্দমায় জয়ী হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই।

৪। যে, দেওয়ানি মোকদ্দমা নং ২৩৪/২০১১-তে আরজি সংশোধনের দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়া ২০/৩/২০১৫ তারিখে প্রদত্ত আদেশে সংক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া দরখাস্তকারী অন্যান্যের মধ্যে নিম্নলিখিত কারণে মহোদয়ের নিকট এই দরখাস্ত দাখিল করেন,

কারণসমূহ:

I. এই মর্মে যে, আরজি সংশোধনের দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবার আদেশ বিজ্ঞ সিভিল জজের পক্ষে স্বেচ্ছাচারী ও খেয়ালখুশিমূলক ছিল।

II. এই মর্মে যে, নামঞ্জুরের আদেশটি যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া প্রদত্ত হয় নাই, কারণ বিজ্ঞ জজ উহা নামঞ্জুর করিবার কোনো কারণ দেখাইতে ব্যর্থ হইয়াছেন।

III. এই মর্মে যে, বিজ্ঞ জজ আদেশের কোথাও বলেন নাই যে, সংশোধন কীভাবে মোকদ্দমার প্রকৃতি ও চরিত্র পরিবর্তন করিবে।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক এই দরখাস্ত গ্রহণ করিতে, প্রতিপক্ষকে নোটিশ প্রদান করিতে, নথি তলব করিতে এবং উভয় পক্ষ ও প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রদর্শিত কারণ, যদি থাকে, শ্রবণ করিবার পর নামঞ্জুরের আদেশ রদ করিয়া আরজি সংশোধন মঞ্জুর করিয়া একটি আদেশ প্রদান করিতে এবং দরখাস্তকারীর প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করিতে মর্জি হয়।

এবং

এই দরখাস্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মোকদ্দমার যাবতীয় পরবর্তী কার্যধারা স্থগিত রাখিতে।

হলফনামা

আমি, ----------, পিতা: মৃত ---------- এবং ----------, গ্রাম-------, থানা-------, জেলা---------, বয়স---------- বৎসর, ধর্ম-মুসলিম, পেশা----------, জাতীয়তা-বাংলাদেশী, এই মর্মে সত্যনিষ্ঠার সহিত ঘোষণা করিয়া বলিতেছি যে:-

১। যে, আমি এই দরখাস্তের দরখাস্তকারী এবং মামলার ঘটনা ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সম্যক অবগত ও এই হলফনামা সম্পাদনে সক্ষম।
২। যে, উপরে বর্ণিত বক্তব্যসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

.....
হলফকারীর স্বাক্ষর
হলফকারীকে আমি চিনি এবং আমার দ্বারা শনাক্তকৃত
.....
অ্যাডভোকেট

A সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭

✍️ দখল পুনরুদ্ধার ও স্বত্ব ঘোষণার আরজি (৮ ও ৪২ ধারা)

কখন ব্যবহার করবেন: মক্কেল উত্তরাধিকারসূত্রে (বা অন্যভাবে) দখলে ছিলেন এবং একজন ভূমিদস্যু কর্তৃক, যিনি একটি মিথ্যা ক্রয় দাবি করিতেছেন, *বেদখল* হইয়াছেন। তিনি জমি ফেরত **এবং** তিনিই যে মালিক তাহার একটি ঘোষণা, উভয়ই চাহেন। প্রশ্ন আকারে আসে "দখল পুনরুদ্ধার ও স্বত্ব ঘোষণার জন্য একটি আরজি প্রণয়ন কর" / "A বেদখল হইয়াছেন, কী মোকদ্দমা, আরজি প্রণয়ন কর" হিসাবে। এই ঘটনা-কাঠামো প্রায় অবিকল রূপে বারবার আসে; নিম্নের মডেল আরজিটিই টেমপ্লেট, এবং সাধারণ ঘটনা-বৈচিত্র্যগুলি ইহার পরে উল্লেখ করা হইল।

বিজ্ঞ সিভিল জজ আদালত, ১ম আদালত, ঢাকা

স্বত্ব মোকদ্দমা নং ----- সন ২০০৬

জনাব রফিক
পিতা: ----
৩২/১, রোড নং-১০, ধানমন্ডি
থানা: ধানমন্ডি, জেলা: ঢাকা

----------বাদী

বনাম

জনাব জলিল
পিতা: -------
৩৫/১, রোড নং-১০, ধানমন্ডি
থানা: ধানমন্ডি, জেলা: ঢাকা

----------বিবাদী

বিষয়:
সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭-এর ৮ ও ৪২ ধারার অধীন স্থাবর সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধার ও স্বত্ব ঘোষণার একটি মোকদ্দমা।

মোকদ্দমার মূল্যমান ২,০০,০০০/- টাকা

উপরোক্ত বাদীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

প্রকাশ থাকে যে:

১। যে, বাদী বাংলাদেশের একজন স্থায়ী নাগরিক, যিনি ধর্মপ্রাণ, শিক্ষিত ও আইন মান্যকারী ব্যক্তিও বটে।
২। যে, পক্ষান্তরে বিবাদী একজন দুর্বৃত্ত এবং বাংলাদেশের আইন-পরিহারকারী নাগরিক।
৩। যে, 'রফিক' ২৬.০৫.১৯৯৮ তারিখে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে এক খণ্ড জমির মালিক ও দখলদার।
৪। যে, বিবাদী 'জলিল', একজন স্থানীয় কুখ্যাত ভূমিদস্যু, ০২.০১.২০০৬ তারিখে বাদীকে জমি হইতে বেদখল করে।
৫। যে, বিবাদী এই মর্মে দাবি করে যে, সে উহা বাদীর সহ-অংশীদারের নিকট হইতে সদ্য ক্রয় করিয়াছে এবং সাম্প্রতিক ভূমি জরিপ কার্যক্রমে জমিটি যথাযথভাবে জলিলের নামে রেকর্ডভুক্ত হইয়াছে, যাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।
৬। যে, বিবাদী বিতর্কিত জমির উপর মালিকানা দাবি করে।
৭। যে, তফসিলভুক্ত সম্পত্তি মূলত বাদীর পিতার ছিল এবং তাঁহার নাম যথাযথভাবে সি.এস. খতিয়ানে রেকর্ডভুক্ত হয়।
৮। যে, অতঃপর বাদী তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তফসিলভুক্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হন।
৯। যে, বাদী ২৬.০৫.১৯৯৮ তারিখ হইতে কোনোরূপ বিঘ্ন ব্যতিরেকে সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।
১০। যে, মোকদ্দমার নালিশের কারণ ০২.০১.২০০৬ তারিখে উদ্ভূত হয়, যখন বিবাদী বাদীকে বেদখল করে।
১১। যে, বিবাদী আইনানুগ পন্থা অনুসরণ না করিয়াই বাদীকে বেদখল করিয়াছে।
১২। যে, এই মোকদ্দমা বিচার করিবার এখতিয়ার বিজ্ঞ আদালতের রহিয়াছে।
১৩। যে, মোকদ্দমাটি আইন দ্বারা বারিত নহে।
১৪। যে, মোকদ্দমাটি তামাদি দ্বারা বারিত নহে।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক বাদীর অনুকূলে দখল পুনরুদ্ধারের একটি ডিক্রি এবং স্বত্ব ঘোষণার একটি ডিক্রি প্রদান করিতে এবং বাদী আইনত ও ন্যায়সঙ্গতভাবে যে অন্য প্রতিকার বা প্রতিকারসমূহ পাইবার অধিকারী তাহা প্রদান করিতে মর্জি হইবেন।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য আবেদনকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

তফসিল

জেলা --------- থানা ---------
মৌজা ---------- খতিয়ান ---------
দাগ নং ---------- জমির পরিমাণ ------

চৌহদ্দি
উত্তরে: চায়ের দোকান
দক্ষিণে: রহিম বেপারী
পূর্বে: প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন
পশ্চিমে: মসজিদ

হলফনামা

আমি, ----------, পিতা: মরহুম ---------- ও ----------, গ্রাম-------, থানা-------, জেলা---------, বয়স---------- বৎসর, ধর্ম-মুসলিম, পেশা----------, জাতীয়তা-বাংলাদেশি, এই মর্মে সত্যনিষ্ঠার সহিত ঘোষণা করিয়া বলিতেছি যে:

১। যে, আমি এই মোকদ্দমার বাদী এবং মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত আছি ও এই হলফনামা সম্পাদনে সক্ষম।
২। যে, উপরে বর্ণিত বক্তব্যসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

.....
হলফকারীর স্বাক্ষর
হলফকারীকে আমি চিনি এবং আমার দ্বারা শনাক্তকৃত।

.....
অ্যাডভোকেট

কর্পাসে একই টেমপ্লেট, অন্যান্য ঘটনা-বিন্যাস (কজ-টাইটেল ও তারিখ পরিবর্তিত হয়; প্রকাশ থাকে যে/প্রার্থনা/তফসিল/হলফনামা উপরোক্তের অনুরূপ অভিন্ন):

- **A বনাম B** (পৃ. ২৪০–২৪৩): বাদী 'A', বিবাদী 'B'; বেদখল **২৬.০৫.২০০৬**; মিথ্যা দাবি "বাদীর সহ-অংশীদারের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে"। মোকদ্দমার মূল্যমান ২,০০,০০০/- টাকা।
- **জলিল বনাম কামাল** (পৃ. ২৩৮–২৩৯): বাদী জলিল, বিবাদী কামাল; বেদখল **২৬.০৫.২০০৭**; মিথ্যা দাবি "বাদীর চাচা হেলাল উদ্দিনের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে"। ২০০৭ সনের স্বত্ব মোকদ্দমা। মোকদ্দমার মূল্যমান ২,০০,০০০/- টাকা।

✍️ ৪২ ধারার অধীন একটি দলিল বাধ্যকর নহে মর্মে বাতিল / ঘোষণার আরজি (৪২ ধারা)

কখন ব্যবহার করবেন: যখন কোনো দলিল (এখানে, একটি জরিপের সময় প্রতিকূল প্রতিবেশী কর্তৃক সংগৃহীত একটি ভুল রেকর্ড-অব-রাইটস / খতিয়ান এন্ট্রি) মক্কেলের স্বত্ব কলুষিত করে; তিনি ওই দলিলটি তাঁহার উপর **বাধ্যকর নহে** মর্মে ঘোষণার জন্য মোকদ্দমা দায়ের করেন। "যে দলিলটি লইয়া বিরোধ তাহা বাধ্যকর

নহে মর্মে ঘোষণার একটি আরজি প্রস্তুত কর" রূপে জিজ্ঞাসা করা হয়। (দলিল বাতিলের ঘটনাবলি এই আইনের ৩৯ ধারার অধীন আরজিতে উত্থাপন করা হয়; এই কর্পাসে প্রতিকারটিকে ৪২ ধারার অধীন একটি ঘোষণা হিসাবে, দলিলটি বাধ্যকর নহে মর্মে, সাজানো হইয়াছে, যাহা মুদ্রিত রূপেই পুনরুৎপাদিত হইল।)

বিজ্ঞ সিভিল জজ আদালত, ১ম আদালত, ঢাকা

দেওয়ানি মোকদ্দমা নং ----- সন ২০১১

জনাব রশিদ
পিতা: ----
৩২/১, রোড নং-১০, বাড্ডা
থানা: গুলশান, জেলা: ঢাকা

---------- বাদী

বনাম

জনাব জামাল
পিতা: ------
৩৫/১, রোড নং-১০, বাড্ডা
থানা: গুলশান, জেলা: ঢাকা

---------- বিবাদী

বিষয়:
সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭-এর ৪২ ধারার অধীন একটি ঘোষণার মোকদ্দমা যে, বিতর্কিত দলিলটি তাঁহার উপর বাধ্যকর নহে।

মোকদ্দমার মূল্যমান ২,০০,০০০/- টাকা

উপরোক্ত বাদীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

প্রকাশ থাকে যে:

১। যে, বাদী বাংলাদেশের একজন স্থায়ী নাগরিক, যিনি ধর্মপ্রাণ, শিক্ষিত ও আইন মান্যকারী ব্যক্তিও বটে।
২। যে, পক্ষান্তরে বিবাদী একজন দুর্বৃত্ত এবং আইন অমান্যকারী বাংলাদেশের নাগরিক।
৩। যে, বাদী রশিদ ৭৬ বাড্ডা, থানা গুলশান, জেলা ঢাকায় অবস্থিত একখণ্ড জমির স্বত্বদখলকারী মালিক।
৪। যে, সর্বশেষ জরিপ কার্যক্রম চলাকালে জমিটি রশিদের প্রতিবেশী জামালের নামে ভুলভাবে রেকর্ডভুক্ত হইয়াছে।
৫। যে, বিবাদী জামাল বিভিন্ন কারণে রশিদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ।
৬। যে, বাদী সর্বশেষ জরিপ কার্যক্রমের সময় ০১.০২.২০১১ তারিখে জানিতে পারেন যে, জামাল ইচ্ছাকৃতভাবে রশিদের জমি তাঁহার নিজের নামে রেকর্ডভুক্ত করিয়াছেন।
৭। যে, বিবাদী একজন লোভী, অর্থলিপ্সু ও প্রতারক ব্যক্তি, তিনি মোকদ্দমাভুক্ত জমি দখল করিতে চান।
৮। যে, মোকদ্দমাটি তামাদি দ্বারা বারিত নহে।
৯। যে, আদালত বাদীর অনুকূলে কোনো আদেশ প্রদান না করিলে বাদী অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হইবেন।
১০। যে, বিবাদী যখন বিক্রয় দলিল রেজিস্ট্রি করিতে অস্বীকার করেন, তখন ০১.০২.২০১১ তারিখে মোকদ্দমার নালিশের কারণ উদ্ভূত হয়।
১১। যে, এই মোকদ্দমা বিচার করিবার এখতিয়ার বিজ্ঞ আদালতের রহিয়াছে।
১২। যে, মোকদ্দমাটি আইন দ্বারা বারিত নহে।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক বাদীর অনুকূলে এই মর্মে একটি ঘোষণার ডিক্রি প্রদান করিতে মর্জি হইবেন যে, বিতর্কিত দলিলটি তাঁহার উপর বাধ্যকর নহে, এবং বাদী আইন ও ন্যায়পরতায় যে অন্য কোনো প্রতিকার বা প্রতিকারসমূহ পাইবার অধিকারী, তাহা মঞ্জুর করিতে মর্জি হইবেন।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য আবেদনকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

তফসিল

জেলা --------- থানা ---------
মৌজা ---------- খতিয়ান ---------
প্লট নং ---------- জমির পরিমাণ ------

চৌহদ্দি
উত্তরে: চায়ের দোকান
দক্ষিণে: রহিম বেপারী
পূর্বে: প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন
পশ্চিমে: মসজিদ

হলফনামা

আমি, ----------, মৃত ---------- ও ---------- এর পুত্র, গ্রাম-.., থানা-.., জেলা-.., বয়স ---------- বৎসর, ধর্ম-মুসলিম, পেশা-.., জাতীয়তা-বাংলাদেশি, এই মর্মে সত্যনিষ্ঠার সহিত ঘোষণা করিয়া বলিতেছি যে:

১। যে, আমি এই মোকদ্দমার বাদী এবং মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত আছি এবং এই হলফনামা সম্পাদন করিতে সক্ষম।
২। যে, উপরে বর্ণিত বক্তব্যসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

.....
হলফকারীর স্বাক্ষর
হলফকারীকে আমি চিনি এবং আমার দ্বারা শনাক্তকৃত।
.....
অ্যাডভোকেট

✍️ স্বত্ব ঘোষণার আরজি, জাল হেবা বিষয়ক রূপভেদ (Z-এর প্রতিকার, ৪২ ধারা)

কখন ব্যবহার করবেন: নির্দিষ্ট পরীক্ষা-সমস্যাটি (বার পরীক্ষা-২০২৩): *"পিতা F তাঁহার ১১ শতাংশ জমির (মূল্য ৩৩ লক্ষ টাকা) মধ্য হইতে ৫ শতাংশ তাঁহার পুত্র Z-কে হেবা করেন। F-এর মৃত্যুর পর অপর পুত্র X ও Y দাবি করে যে, হেবাটি জাল এবং Z কোনো স্বত্ব লাভ করে নাই। Z-এর পক্ষে একটি আরজি প্রণয়ন কর এবং প্রাসঙ্গিক আইন উল্লেখ কর।"* Z এই মর্মে স্বত্ব ঘোষণার জন্য মোকদ্দমা দায়ের করেন যে, হেবার দলিলটি বৈধ এবং তিনি উক্ত ৫ শতাংশ জমিতে যথাযথ স্বত্ব অর্জন করিয়াছেন। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭-এর ৪২ ধারার অধীন আবেদন করা হয়।

বিজ্ঞ সিভিল জজ আদালত, ১ম আদালত, ঢাকা
দেওয়ানি মোকদ্দমা নং ----- সন ২০২৩

Z
পিতা: ----
গ্রাম: ---- থানা: ----- জেলা: ------

---------- বাদী

বনাম

১. X
পিতা: 'F'
গ্রাম: ---- থানা: ----- জেলা: ------

২. Y
পিতা: 'F'
গ্রাম: ---- থানা: ----- জেলা: ------

---------- বিবাদীগণ

বিষয়:
সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭-এর ৪২ ধারার অধীন স্বত্ব ঘোষণার একটি মোকদ্দমা।

মোকদ্দমার মূল্যমান ১৫,০০,০০০/- টাকা

উপরোক্ত বাদীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

প্রকাশ থাকে যে:

১। বাদী একজন সহজ-সরল ও আইন মান্যকারী ব্যক্তি, যিনি বাংলাদেশের একজন স্থায়ী অধিবাসী।
২। যে, পক্ষান্তরে বিবাদীগণ রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী এবং অপরের জমি দখলের জন্য তাঁহাদের প্রভাব ব্যবহারের জন্য পরিচিত।
৩। যে, বাদীর পিতা F ৩৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ১১ শতাংশ অবিভক্ত জমির মালিক ছিলেন।
৪। যে, F তাঁহার জীবদ্দশায় ---------- তারিখে বাদী Z-এর অনুকূলে উক্ত জমির ৫ শতাংশের একটি হেবা (দান) দলিল সম্পাদন করেন, যাহা আইনানুসারে যথাযথভাবে রেজিস্ট্রি করা হয়।
৫। যে, হেবা দলিল সম্পাদনের পর হইতে বাদী উক্ত হেবা দলিলে বর্ণিত ৫ শতাংশ জমির শান্তিপূর্ণ ও নিরবচ্ছিন্ন দখলে রহিয়াছেন।
৬। যে, ---------- তারিখে F মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁহার আইনগত উত্তরাধিকারী হিসাবে বাদী ও বিবাদীগণ, X ও Y রাখিয়া যান।
৭। যে, F-এর মৃত্যুর পর বিবাদীগণ, X ও Y দাবি করে যে, হেবা দলিলটি জাল এবং বাদী উক্ত দলিলে অন্তর্ভুক্ত জমিতে কোনো স্বত্ব অর্জন করে নাই।
৮। যে, বাদীকে দান করা ৫ শতাংশ জমিতে বিবাদীগণের কোনো অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ নাই, এবং তাহাদের দাবি মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং বাদীকে হয়রানি করিয়া তাঁহার ন্যায্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার দুরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্যে উত্থাপিত।
৯। যে, বাদী এই বিজ্ঞ আদালত হইতে এই মর্মে একটি ঘোষণা প্রার্থনা করেন যে, F কর্তৃক বাদীর অনুকূলে সম্পাদিত হেবা দলিলটি বৈধ, খাঁটি এবং বাদী উক্ত দলিলে বর্ণিত ৫ শতাংশ জমিতে একটি বৈধ স্বত্ব অর্জন করিয়াছেন।
১০। যে, বাদীর পক্ষে ঘোষণামূলক মোকদ্দমা চলনযোগ্য।
১১। যে, মোকদ্দমাটি তামাদি দ্বারা বারিত নহে।
১২। যে, এই মোকদ্দমা বিচার করিবার এখতিয়ার বিজ্ঞ আদালতের রহিয়াছে।
১৩। যে, মোকদ্দমাটি আইন দ্বারা বারিত নহে।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক বাদীর অনুকূলে স্বত্ব ঘোষণার একটি ডিক্রি প্রদান করিতে এবং বাদী আইন ও ন্যায়পরতায় যে প্রতিকার বা প্রতিকারসমূহ প্রাপ্য সেইরূপ অন্য যেকোনো প্রতিকার মঞ্জুর করিতে মর্জি হয়।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য আবেদনকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

তফসিল

জেলা --------- থানা ---------
মৌজা ---------- খতিয়ান ---------
দাগ নং ---------- জমির পরিমাণ ------

চৌহদ্দি

উত্তরে: চায়ের দোকান
দক্ষিণে: রহিম বেপারী
পূর্বে: প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন
পশ্চিমে: মসজিদ

হলফনামা

আমি, ----------, মৃত ---------- ও ---------- এর পুত্র, গ্রাম-.., থানা-.., জেলা-.., বয়স ---------- বৎসর, ধর্ম-মুসলিম, পেশা-.., জাতীয়তা-বাংলাদেশি, এই মর্মে সত্যনিষ্ঠার সহিত ঘোষণা করিয়া বলিতেছি যে:-

১। যে, আমি এই মোকদ্দমার বাদী এবং মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যকরূপে অবগত ও এই হলফনামা সম্পাদনে সক্ষম।
২। যে, উপরে বর্ণিত বক্তব্যসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

.....
হলফকারীর স্বাক্ষর
হলফকারীকে আমি চিনি এবং আমার দ্বারা শনাক্তকৃত।
.....
অ্যাডভোকেট

✍️ চুক্তির সুনির্দিষ্ট সম্পাদনের আরজি (১২ ধারা)

কখন ব্যবহার করবেন: ভূমি বিক্রয়ের একটি চুক্তি / *বায়নাপত্র*-এর অধীন ক্রেতা বায়না বাবদ অগ্রিম অর্থ পরিশোধ করিয়াছেন (এবং অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধে প্রস্তুত আছেন), বিক্রেতা সেই অর্থ গ্রহণ করিয়াও বিক্রয় দলিল সম্পাদন ও নিবন্ধন করিতে অস্বীকার করেন। মক্কেল চান চুক্তিটি *বলবৎ* করা হউক (দলিল সম্পাদিত হউক), কেবল ক্ষতিপূরণ নহে। প্রশ্ন আকারে: "ক্রেতা সুনির্দিষ্ট সম্পাদনের জন্য একটি মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারেন, আরজির খসড়া প্রণয়ন কর।" পূর্ণাঙ্গ সংস্করণটি (জাফর বনাম সাদেক, পৃ. ২৬৯–২৭০, *বায়নাপত্র* ও তিন-বৎসরের শর্তসহ) নিম্নে দেওয়া হইল; একই ঘটনার উপর একটি সংক্ষিপ্ত টেমপ্লেটও (পৃ. ২৬৬ প্রভৃতি, B বনাম A) দেখা যায়।

বিজ্ঞ সিভিল জজ আদালত, ১ম আদালত, ঢাকা
দেওয়ানি মোকদ্দমা নং ----- সন ২০০৬

[বাদী: জাফর, সম্পূর্ণ ঠিকানা-ব্লক অসম্পূর্ণ, পৃষ্ঠা(সমূহ) অনুপস্থিত]

বনাম

জনাব জাফর [মুদ্রিত অনুসারে, ধারাবাহিক পৃষ্ঠায় চলমান নাম]
পিতা: -------
৩৫/১, রোড নং-১০, ধানমন্ডি
থানা: ধানমন্ডি, জেলা: ঢাকা

---------- বিবাদী

বিষয়:
সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭-এর ১২ ধারার অধীন সুনির্দিষ্ট সম্পাদনের একটি মোকদ্দমা।

মোকদ্দমার মূল্যমান ১,৫০,০০০/- টাকা

উপরোক্ত বাদীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

প্রকাশ থাকে যে:

১। যে, বাদী বাংলাদেশের একজন স্থায়ী নাগরিক, যিনি ধর্মপ্রাণ, শিক্ষিত ও আইন মান্যকারী ব্যক্তিও বটে।
২। যে, পক্ষান্তরে বিবাদী একজন দুর্বৃত্ত এবং আইন-পরিহারকারী বাংলাদেশের নাগরিক।
৩। যে, বাদী জাফর ৩০শে জুন, ২০০৩ তারিখে সাদেকের সহিত ৫০ শতাংশ ভূমি ১,৫০,০০০.০০ টাকায় বিক্রয়ের একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে সাদেকের নিকট হইতে বায়না বাবদ ৫০,০০০.০০ টাকা গ্রহণ করেন; একই বৈঠকে জাফর সাদেকের অনুকূলে একটি বায়নাপত্র সম্পাদন করেন।
৪। যে, চুক্তিতে শর্ত করা হয় যে, অবশিষ্ট প্রতিদান অর্থ প্রাপ্তির পর জাফর তিন বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমাভুক্ত ভূমির ক্ষেত্রে সাদেকের অনুকূলে একটি বিক্রয় দলিল সম্পাদন ও নিবন্ধন করিবেন।
৫। যে, বাদী ০১.০২.২০০৬ তারিখে চুক্তির অবশিষ্ট প্রতিদান প্রদানের প্রস্তাব করেন।
৬। যে, বাদী জাফরকে প্রতিশ্রুত বিক্রয় দলিল সম্পাদন ও নিবন্ধন করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু জাফর নানা অজুহাতে সময়ক্ষেপণ করেন এবং অবশেষে ০১.০৩.২০০৬ তারিখে প্রতিশ্রুত বিক্রয় দলিল সম্পাদন ও নিবন্ধন করিতে অস্বীকার করেন।
৭। যে, বিবাদী বাদীর নিকট তাঁহার ভূমি বিক্রয়ে সম্মত হন। বিবাদী প্রতিশ্রুতি দেন যে, চুক্তির সমুদয় প্রতিদান পাওয়ার পর তিনি বিক্রয় দলিল নিবন্ধন করিবেন।
৮। যে, মোকদ্দমাটি তামাদি দ্বারা বারিত নহে।
৯। যে, আদালত বাদীর অনুকূলে কোনো আদেশ প্রদান না করিলে বাদী অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হইবেন।
১০। যে, মোকদ্দমার নালিশের কারণ ০১.০৩.২০০৬ তারিখে উদ্ভূত হয়, যখন বিবাদী বিক্রয় দলিল নিবন্ধন করিতে অস্বীকার করেন।
১১। যে, এই মোকদ্দমা বিচার করিবার এখতিয়ার বিজ্ঞ আদালতের রহিয়াছে।
১২। যে, মোকদ্দমাটি আইন দ্বারা বারিত নহে।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক বাদীর অনুকূলে একটি চুক্তির সুনির্দিষ্ট সম্পাদনের ডিক্রি প্রদান করিতে এবং আইন ও ন্যায়পরতায় বাদী যে অন্য কোনো প্রতিকার বা প্রতিকারসমূহ পাইবার অধিকারী তাহা মঞ্জুর করিতে মর্জি হইবেন।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য আবেদনকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

হলফনামা

আমি, ----------, মৃত ---------- ও ---------- এর পুত্র, গ্রাম-------, থানা-------, জেলা---------, বয়স---------- বৎসর, ধর্ম-মুসলিম, পেশা----------, জাতীয়তা-বাংলাদেশি, এই মর্মে সত্যনিষ্ঠার সহিত ঘোষণা করিয়া বলিতেছি যে:-

১। যে, আমি এই মোকদ্দমার বাদী এবং মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত আছি ও এই হলফনামা ঘোষণা করিবার উপযুক্ত।
২। যে, উপরে বর্ণিত বক্তব্যসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

.....
হলফকারীর স্বাক্ষর
হলফকারীকে আমি চিনি এবং আমার দ্বারা শনাক্তকৃত।

.....
অ্যাডভোকেট

টীকা: টিকিয়া-থাকা পৃষ্ঠাসমূহে কজ-টাইটেল ও মূল অংশের মধ্যে পক্ষগণ জাফর/সাদেক পরস্পর স্থানান্তরিত হইয়াছে (মূল অংশে জাফরকে বিক্রেতা হিসাবে অভিযুক্ত করা হইয়াছে, যিনি অস্বীকার করেন)। মুদ্রিত অনুসারে পুনরুৎপাদিত; "বাদী/বিবাদী" বিষয়টি ঘটনার ভিত্তিতে নিরূপণ করিতে হইবে (ক্রেতা সাদেকই সম্পাদন প্রার্থনাকারী বাদী)।

✍️ ৯ ধারা, দখল পুনরুদ্ধারের আরজি (সম্মতি ব্যতিরেকে দখলচ্যুতি)

কখন ব্যবহার করবেন: মক্কেল *সুপ্রতিষ্ঠিত দখলে* ছিলেন (প্রায়শই কোনো স্বত্ব-দলিল ব্যতীত) এবং **ছয় মাসের** মধ্যে আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া ব্যতীত অন্যভাবে দখলচ্যুত হইয়াছেন। ৯ ধারার অধীন একটি বিশুদ্ধ দখলগত মোকদ্দমা, স্বত্ব এখানে বিচার্য বিষয় **নয়**; একমাত্র প্রার্থনা দখল পুনরুদ্ধার। সাধারণ ঘটনা-প্রকৃতি: কোনো দরিদ্র ব্যক্তি কয়েক শতাংশ ভূমির দখলে আছেন, কোনো দলিল নাই, এবং একজন প্রভাবশালী প্রতিবেশী কর্তৃক বেদখল হন।

বিজ্ঞ সিভিল জজ আদালত, ১ম আদালত, ঢাকা

দেওয়ানি মোকদ্দমা নং ----- সন ২০০২

জনাব রহিমা [যেমন মুদ্রিত]
পিতা: ----
৩২/১, রোড নং-১০, ধানমন্ডি
থানা: ধানমন্ডি, জেলা: ঢাকা

---------- বাদী

বনাম

জনাব আকবর আলী
পিতা: -------
৩৫/১, রোড নং-১০, ধানমন্ডি
থানা: ধানমন্ডি, জেলা: ঢাকা

---------- বিবাদী

বিষয়:
সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭-এর ৯ ধারার অধীন স্থাবর সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধারের একটি মোকদ্দমা।

মোকদ্দমার মূল্যমান ২,০০,০০০/- টাকা

উপরোক্ত বাদীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

প্রকাশ থাকে যে:

১। যে, বাদী বাংলাদেশের একজন স্থায়ী নাগরিক, যিনি ধর্মপ্রাণ, শিক্ষিত ও আইন মান্যকারী ব্যক্তিও বটে।
২। যে, পক্ষান্তরে বিবাদী একজন দুর্বৃত্ত এবং বাংলাদেশের আইন-পরিহারকারী নাগরিক।
৩। যে, রহিমা, একজন দরিদ্র মহিলা, ৪ শতাংশ ভূমির দখলে ছিলেন কিন্তু উহার কোনো স্বত্ব-দলিল তাঁহার নিকট ছিল না।
৪। যে, বিবাদী 'আকবর আলী', একজন স্থানীয় কুখ্যাত ভূমিদস্যু, বাদীকে উক্ত ভূমি হইতে দখলচ্যুত করে।
৫। আকবর আলী, রহিমার একজন ধনী ও প্রভাবশালী প্রতিবেশী, প্রকৃত মালিকের নিকট হইতে ভূমিটি ক্রয় করিয়াছেন এই অজুহাতে ১০ই জানুয়ারি ২০০২ তারিখে বাদীকে দখলচ্যুত করে।
৬। যে, বিবাদী বিতর্কিত ভূমির উপর মালিকানা দাবি করে।
৭। যে, বাদী ২৬.০৫.১৯৯৮ তারিখ হইতে কোনোরূপ বিঘ্ন ব্যতিরেকে সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন।
৮। যে, বাদী প্রকৃত শারীরিক দখলে ছিলেন।
৯। যে, মোকদ্দমাটি তামাদি দ্বারা বারিত নহে।
১০। যে, মোকদ্দমার নালিশের কারণ ১০.০১.২০০২ তারিখে উদ্ভূত হয়, যখন বিবাদী বাদীকে দখলচ্যুত করে।
১১। যে, বিবাদী আইনানুগ পন্থা অনুসরণ না করিয়া বাদীকে দখলচ্যুত করিয়াছে।
১২। যে, এই মোকদ্দমা বিচার করিবার এখতিয়ার বিজ্ঞ আদালতের রহিয়াছে।

১৩। যে, মোকদ্দমাটি আইন দ্বারা বারিত নহে।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক বাদীর অনুকূলে দখল পুনরুদ্ধারের একটি ডিক্রি প্রদান করিতে এবং বাদী আইন ও ন্যায়পরায়ণতায় যে অন্য কোনো প্রতিকার বা প্রতিকারসমূহ পাইবার অধিকারী তাহা মঞ্জুর করিতে মর্জি হইবেন।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য আবেদনকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

তফসিল

জেলা --------- থানা ---------
মৌজা ---------- খতিয়ান ---------
প্লট নং ---------- ভূমির পরিমাণ ------

চৌহদ্দি
উত্তরে: চায়ের দোকান
দক্ষিণে: রহিম বেপারী
পূর্বে: প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন
পশ্চিমে: মসজিদ

হলফনামা

আমি, ----------, মৃত ---------- ও ---------- -এর পুত্র/কন্যা, গ্রাম-, থানা-, জেলা-, বয়স ---------- বৎসর, ধর্ম-মুসলিম, পেশা----------, জাতীয়তা-বাংলাদেশি, এই মর্মে সত্যনিষ্ঠার সহিত ঘোষণা করিয়া বলিতেছি যে:-

১। যে, আমি এই মোকদ্দমার বাদী এবং মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত ও এই হলফনামা প্রদানে সক্ষম।
২। যে, উপরে বর্ণিত বক্তব্যসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

.....
হলফকারীর স্বাক্ষর
হলফকারীকে আমি চিনি এবং আমার দ্বারা শনাক্তকৃত।

.....
অ্যাডভোকেট

✍️ স্বত্ব ঘোষণা ও স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আরজি (৪২ ও ৫৪ ধারা)

কখন ব্যবহার করবেন: মক্কেল উত্তরাধিকারসূত্রে কোনো ভূমির মালিক ও দখলকার; একজন ভূমিদস্যু ভূমিটির উপর স্বত্ব দাবি করিয়া তাঁহাকে *বেদখল করিবার হুমকি* দিতেছে (কিন্তু এখনও সফল হয় নাই)। মক্কেল তাঁহার স্বত্বের একটি ঘোষণা **এবং** তাঁহার দখলে বিঘ্ন সৃষ্টি হইতে বিবাদীকে বিরত রাখিবার জন্য একটি স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চাহেন। ইহা ধ্রুপদী "স্বত্ব ঘোষণা ও স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা"র আরজি।

barprepbd.com

বিজ্ঞ সিভিল জজ আদালত, ১ম আদালত, ঢাকা

স্বত্ব মোকদ্দমা নং ----- সন ২০১৭

জনাব A
পিতা: ----
৩২/১, রোড নং-১০, ধানমন্ডি
থানা: ধানমন্ডি, জেলা: ঢাকা

----------বাদী

বনাম

জনাব B
পিতা: -------
৩৫/১, রোড নং-১০, ধানমন্ডি
থানা: ধানমন্ডি, জেলা: ঢাকা

----------বিবাদী

বিষয়:
সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭-এর ৪২ ও ৫৪ ধারার অধীন স্বত্ব ঘোষণা ও স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার একটি মোকদ্দমা।

মোকদ্দমার মূল্যমান ২,০০,০০০/- টাকা

উপরোক্ত বাদীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

প্রকাশ থাকে যে:

১। যে, বাদী বাংলাদেশের একজন স্থায়ী নাগরিক, যিনি ধর্মপ্রাণ, শিক্ষিত ও আইন মান্যকারী ব্যক্তিও বটে।
২। যে, পক্ষান্তরে বিবাদী একজন দুর্বৃত্ত এবং বাংলাদেশের আইন-পরিহারকারী নাগরিক।
৩। যে, বাদী 'A' ২৬.০৫.১৯৯৮ তারিখে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে এক খণ্ড ভূমির মালিক ও দখলকার।
৪। যে, বিবাদী 'B', একজন স্থানীয় কুখ্যাত ভূমিদস্যু, বাদীকে উক্ত ভূমি হইতে বেদখল করিবার চেষ্টা করিতেছে।
৫। যে, বিবাদী এই মর্মে দাবি করে যে, বাদীর চাচা বিতর্কিত ভূমিটি তাহাকে দান করিয়াছেন, যাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

৬। যে, বিবাদী বিতর্কিত ভূমির উপর মালিকানা দাবি করে।
৭। যে, তফসিলভুক্ত সম্পত্তিটি মূলত বাদীর পিতার মালিকানাধীন ছিল এবং তাঁহার নাম সিএস খতিয়ানে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ ছিল।
৮। যে, অতঃপর পিতার মৃত্যুর পর বাদী তফসিলভুক্ত সম্পত্তিটি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হন।
৯। যে, বাদী ২৬.০৫.১৯৯৮ তারিখ হইতে কোনোরূপ বিঘ্ন ব্যতিরেকে সম্পত্তিটি ভোগ করিতেছেন।
১০। যে, মোকদ্দমার নালিশের কারণ ২৫.০৫.২০১৭ তারিখে উদ্ভূত হয়, যখন বিবাদী ভূমির উপর স্বত্ব দাবি করে এবং বাদীকে বিতর্কিত ভূমি হইতে বেদখল করিবার হুমকি দেয়।
১১। যে, অবিলম্বে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা না হইলে বাদী অপূরণীয় ক্ষতি ও জখমের সম্মুখীন হইবেন।
১২। যে, এই মোকদ্দমার নালিশের কারণ এই মাননীয় আদালতের এখতিয়ারাধীনে উদ্ভূত হইয়াছে।
১৩। যে, মোকদ্দমাটি আইন দ্বারা বারিত নহে।
১৪। যে, মামলাটি প্রাথমিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও তর্কযোগ্য।
১৫। যে, বিবাদীর কার্যকলাপ আপত্তিকর ও বেআইনি।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক বাদীর অনুকূলে স্বত্ব ঘোষণা ও স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার একটি ডিক্রি প্রদান করিতে এবং বাদী আইন ও ন্যায়পরায়ণতায় যে অন্য প্রতিকার বা প্রতিকারসমূহ পাইবার অধিকারী তাহা মঞ্জুর করিতে মর্জি হয়।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য আবেদনকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

তফসিল

জেলা -------- থানা ---------
মৌজা ---------- খতিয়ান ---------
দাগ নং ---------- ভূমির পরিমাণ ------

চৌহদ্দি
উত্তরে: চায়ের দোকান
দক্ষিণে: রহিম বেপারী
পূর্বে: প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন
পশ্চিমে: মসজিদ

হলফনামা

আমি, ----------, পিতা: মৃত ---------- ও ----------, গ্রাম-------, থানা-------, জেলা---------, বয়স ---------- বছর, ধর্ম-মুসলিম, পেশা----------, জাতীয়তা-বাংলাদেশী এই মর্মে সত্যনিষ্ঠার সহিত ঘোষণা করিয়া বলিতেছি যে:

১। যে, আমি এই মোকদ্দমার বাদী এবং মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত ও এই হলফনামা সম্পাদনে সক্ষম।
২। যে, উপরে বর্ণিত বক্তব্যসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

.....
হলফকারীর স্বাক্ষর
হলফকারীকে আমি চিনি এবং আমার দ্বারা শনাক্তকৃত।
.....
অ্যাডভোকেট

✍️ বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার আরজি (৫৫ ধারা, রাজউক সীমানা-প্রাচীর প্রতিবন্ধকতা)

কখন ব্যবহার করবেন: পুনরাবৃত্ত পরীক্ষা-সমস্যা (বার পরীক্ষা, ৮ জুন ২০১২ / ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ / ২০০২ / ২০০১ / ২০০০): *"একজন প্রতিবেশী রাজউক কর্তৃক নির্ধারিত প্রয়োজনীয় স্থান না রাখিয়া আপনার মক্কেলের বাড়ির পূর্ব পার্শ্বে তাহার সীমানা-প্রাচীর নির্মাণ করেন এবং উহা এত উঁচু করিয়া তোলেন যে তাহা মক্কেলের আলো-বাতাস প্রতিবন্ধ করে। কী প্রতিকার, কোন বিধানের অধীন, এবং একটি আরজি খসড়া কর।"* প্রতিকার = অপরাধী প্রাচীরটি অপসারণে বাধ্য করিবার জন্য **৫৫ ধারার অধীন বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা** (এটি প্রতিবন্ধকৃত আলো-বাতাস সম্পর্কিত ৫৫ ধারার দৃষ্টান্ত)। প্রায়শই একটি স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনার সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

বিজ্ঞ সিভিল জজ আদালত, ১ম আদালত, ঢাকা

দেওয়ানি মোকদ্দমা নং ----- সন ২০১২

জনাব রশিদ
পিতা: ----
৩২/১, রোড নং-১০, বাড্ডা
থানা: গুলশান, জেলা: ঢাকা

---------- বাদী

বনাম

জনাব 'জামাল'
পিতা: -------
৩৫/১, রোড নং-১০, বাড্ডা
থানা: গুলশান, জেলা: ঢাকা

---------- বিবাদী

বিষয়:

সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭-এর ৫৫ ধারার অধীন একটি বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার মোকদ্দমা।

মোকদ্দমার মূল্যমান ১০,০০০/- টাকা

উপরোক্ত বাদীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

প্রকাশ থাকে যে

১। যে, বাদী বাংলাদেশের একজন স্থায়ী নাগরিক, যিনি ধর্মপ্রাণ, শিক্ষিত ও আইন মান্যকারী ব্যক্তিও বটে।
২। যে, পক্ষান্তরে বিবাদী একজন দুর্বৃত্ত এবং বাংলাদেশের আইন-পরিহারকারী নাগরিক।
৩। যে, বাদী তফসিল-ক সম্পত্তির পূর্ণ মালিক, পক্ষান্তরে বিবাদী তফসিল-খ সম্পত্তির মালিক।
৪। যে, বিবাদী বাদীর একজন প্রতিবেশীও বটে।
৫। যে, বিবাদী রাজউক কর্তৃক নির্ধারিত প্রয়োজনীয় স্থান না রাখিয়া বাদীর বাড়ির পূর্ব পার্শ্বে তাহার সীমানা-প্রাচীর নির্মাণ করিয়াছেন।
৬। যে, বিবাদী তাহার প্রাচীরটি এত উঁচু করিয়া তুলিয়াছেন যে তাহা বাদীর আলো-বাতাস প্রতিবন্ধ করে।
৭। যে, অস্বাস্থ্যকর আলো-বাতাসের কারণে বাদী ও তাঁহার পরিবারের সদস্যগণ মানসিক ও শারীরিকভাবে কষ্ট ভোগ করিতেছেন।
৮। যে, বিবাদীকে নোটিশ প্রদান করা হইয়াছিল; বিবাদী উক্ত নোটিশে কর্ণপাত করেন নাই।
৯। যে, রাজউকের বিধি লঙ্ঘন করিয়া বিবাদী কর্তৃক নির্মিত অতিরিক্ত সীমানা-প্রাচীরটি অনতিবিলম্বে অপসারণ করা অত্যন্ত জরুরি ও আবশ্যক।
১০। যে, বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে মঞ্জুর না হইলে বাদী অপূরণীয় ক্ষতি ও আঘাতের সম্মুখীন হইতে বাধ্য।
১১। যে, এই মোকদ্দমার নালিশের কারণ এই মাননীয় আদালতের এখতিয়ারাধীন এলাকায় উদ্‌ভূত হইয়াছে।
১২। যে, বিজ্ঞ আদালতের আর্থিক ও স্থানিক এখতিয়ার রহিয়াছে।
১৩। যে, বিবাদীর কার্যকলাপ আপত্তিকর ও বেআইনি।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক,

(১) বিবাদী কর্তৃক নির্মিত অতিরিক্ত উচ্চতার প্রাচীর অপসারণের জন্য একটি বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার ডিক্রি এবং বাদীর অনুকূলে একটি স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রিও প্রদান করিতে।
(২) মোকদ্দমার খরচের জন্য একটি আদেশ প্রদান করিতে।
(৩) এবং বিজ্ঞ আদালত আইন ও ন্যায়বিচারে যেইরূপ উপযুক্ত ও যথাযথ মনে করেন সেইরূপ অন্য কোনো আদেশ বা আদেশসমূহ প্রদান করিতে মর্জি হয়।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য আবেদনকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

তফসিল-ক
জেলা --------- থানা ---------
মৌজা ---------- খতিয়ান ---------
প্লট নং ---------- জমির পরিমাণ ------
চৌহদ্দি
উত্তরে: চায়ের দোকান
দক্ষিণে: রহিম বেপারি
পূর্বে: প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন
পশ্চিমে: মসজিদ

তফসিল-খ
জেলা --------- থানা ---------
মৌজা ---------- খতিয়ান ---------
প্লট নং ---------- জমির পরিমাণ ------
চৌহদ্দি
উত্তরে: চায়ের দোকান
দক্ষিণে: রহিম বেপারি
পূর্বে: প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন
পশ্চিমে: মসজিদ

হলফনামা

আমি, ----------, মৃত ---------- ও ---------- এর পুত্র, গ্রাম-------, থানা-------, জেলা---------, বয়স ---------- বছর, ধর্ম-মুসলিম, পেশা----------, জাতীয়তা-বাংলাদেশি, এই মর্মে সত্যনিষ্ঠার সহিত ঘোষণা করিয়া বলিতেছি যে:-

১। যে, আমি এই মোকদ্দমার বাদী এবং মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং এই হলফনামা সম্পাদনে সক্ষম।
২। যে, উপরে বর্ণিত বক্তব্যসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

.....
হলফকারীর স্বাক্ষর
হলফকারীকে আমি চিনি এবং আমার দ্বারা শনাক্তকৃত।

.....
অ্যাডভোকেট

✍️ ৮ম. নেতিবাচক চুক্তি বলবৎ করিতে নিষেধাজ্ঞার মোকদ্দমা / আরজি (৫৭ ধারা)

কখন ব্যবহার করবেন: পরিবেশক / কর্মচারী সংক্রান্ত ঘটনাপ্রবাহ: একজন গায়িকা (বিনা) প্রাইভেট ল কলেজের সাহায্যার্থে আয়োজিত একটি দাতব্য অনুষ্ঠানে এককভাবে গান গাহিবার চুক্তি করেন, অগ্রিম গ্রহণ করেন, অতঃপর ঘোষণা করেন যে তিনি বরং একই দিনে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী অনুষ্ঠানে (বিটিভি) গান গাহিবেন। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭-এর ৫৭ ধারা আদালতকে, যদিও আদালত ইতিবাচক কার্য (কলেজের জন্য গান গাওয়া) সম্পাদনে বাধ্য করিতে পারে না, **নেতিবাচক শর্তের লঙ্ঘন (অন্যত্র গান না গাওয়া) নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে রোধ** করিবার ক্ষমতা প্রদান করে। প্রশ্ন আকারে: "কী প্রতিকার / ৫৭ ধারার অধীন নেতিবাচক চুক্তি বলবৎ করিতে একটি নিষেধাজ্ঞার মোকদ্দমার খসড়া প্রণয়ন কর।" *সংযোজন টীকা: কজ-টাইটেল এবং প্রকাশ-থাকে-যে/প্রার্থনা অংশ পৃথক, পরস্পর-অসংলগ্ন পৃষ্ঠায় চিত্রায়িত হইয়াছিল। নিচের কজ-টাইটেল পৃ. ৩৩০ হইতে গৃহীত (সেখানে `In The Matter Of:` লাইনটি কাটিয়া গিয়াছিল); মূল অংশ `[33]` চিহ্নিত ৫৭ ধারার পৃষ্ঠা (এসআর ধারাবাহিকতায় একটি বিচ্ছিন্ন/ভুল-সংখ্যাযুক্ত পাতা)। উভয়ই একই খসড়া, প্রাইভেট ল কলেজ (ফারহান, অধ্যক্ষ) বনাম বিনা ও মহাপরিচালক, বিটিভি।*

বিজ্ঞ সিভিল জজ আদালত, ১ম আদালত, ঢাকা

দেওয়ানি মোকদ্দমা নং ----- সন ২০০৩

জনাব ফারহান
অধ্যক্ষ
প্রাইভেট ল কলেজ, ঢাকা

---------- বাদী

বনাম

১. বিনা
কন্যা: -------
৩৫/১, রোড নং-১০, বাড্ডা
থানা: গুলশান, জেলা: ঢাকা

২. জনাব রহমান
মহাপরিচালক
বিটিভি, রামপুরা

---------- বিবাদী

বিষয়:
সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭-এর ৫৭ ধারার অধীন নেতিবাচক চুক্তি সম্পাদন করিতে নিষেধাজ্ঞার একটি মোকদ্দমা।

মোকদ্দমার মূল্যমান ৫০,০০০/- টাকা।

উপরোক্ত বাদীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

প্রকাশ থাকে যে:

১। যে, বিবাদী বিনা ঢাকায় প্রাইভেট ল কলেজের সাহায্যার্থে এক সপ্তাহব্যাপী একটি দাতব্য অনুষ্ঠানে গান গাহিবার একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন।
২। যে, অনুষ্ঠানটি ১লা নভেম্বর, ২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হইবার কথা ছিল। তিনি কলেজের নিকট হইতে ২৫,০০০/- টাকা অগ্রিমও গ্রহণ করেন।
৩। যে, অতঃপর অধ্যক্ষ ৫ই অক্টোবর, ২০০৩ তারিখে একটি পত্র প্রাপ্ত হন যে, তিনি অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না, কারণ একই দিনে বিটিভির বিশেষ স্পনসরশিপ অনুষ্ঠানে গান গাহিবার প্রস্তাব পাইয়াছেন।
৪। যে, মামলাটি প্রাথমিকভাবে দৃষ্ট এবং তর্কযোগ্য।
৫। যে, অবিলম্বে নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা না হইলে বাদী অপূরণীয় ক্ষতি ও আঘাতের সম্মুখীন হইবেন।
৬। যে, এই মোকদ্দমার নালিশের কারণ এই সম্মানিত আদালতের এখতিয়ারের অধীনে উদ্ভূত হইয়াছে।
৭। যে, বিজ্ঞ আদালতের আর্থিক ও স্থানীয় এখতিয়ার রহিয়াছে।
৮। যে, বিবাদীর কার্যকলাপ আপত্তিকর ও বেআইনি।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক,

(১) নেতিবাচক চুক্তি সম্পাদন করিতে নিষেধাজ্ঞার একটি ডিক্রি প্রদান করিতে।
(২) মোকদ্দমার খরচার জন্য একটি আদেশ প্রদান করিতে।
(৩) এবং আইন ও ন্যায়পরতায় বিজ্ঞ আদালত যেইরূপ উপযুক্ত ও যথাযথ মনে করেন সেইরূপ অন্য আদেশ বা আদেশসমূহ প্রদান করিতে মর্জি হয়।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য আবেদনকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

হলফনামা *(পৃ. ৩৩৭)*

আমি, ----------, মৃত ---------- ও ---------- এর পুত্র, গ্রাম-------, থানা-------, জেলা---------, বয়স---------- বৎসর, ধর্ম-মুসলিম, পেশা----------, জাতীয়তা-বাংলাদেশি, এই মর্মে সত্যনিষ্ঠার সহিত ঘোষণা করিয়া বলিতেছি যে:

১। যে, আমি এই দরখাস্তের দরখাস্তকারী এবং মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত ও এই হলফনামা সম্পাদনে সক্ষম।
২। যে, উপরে বর্ণিত বক্তব্যসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

.....
হলফকারীর স্বাক্ষর
হলফকারীকে আমি চিনি এবং আমার দ্বারা শনাক্তকৃত।
.....

অ্যাডভোকেট

✍️ বিবাদীকে নিবৃত্ত করিয়া অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত (৫২–৫৪ ধারা, বরখাস্ত-শিক্ষক ঘটনা-বিন্যাস)

কখন ব্যবহার করবেন: মক্কেল (একজন কলেজ শিক্ষক, জনাব শওকত) একটি কলেজ-রেজোলিউশনের মাধ্যমে চাকরিচ্যুত হইয়াছেন এবং উহার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া ৪২ ধারায় একটি ঘোষণামূলক মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন; মোকদ্দমা চলাকালে তিনি রেজোলিউশনটি *স্থগিত* চান, কলেজকে চাকরিচ্যুতি কার্যকর করা হইতে নিবৃত্ত করিয়া একটি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা। নিচের মূল প্রার্থনাটি SR সংকলন (পৃ. ৩৩৬) হইতে; বাস্তবে অন্তর্বর্তীকালীন দরখাস্তটি দেওয়ানি কার্যবিধির ৩৯ আদেশের ১ বিধির অধীন দাখিল করা হয়।

প্রকাশ থাকে যে

১। যে, বাদী বাংলাদেশের একজন স্থায়ী নাগরিক, যিনি ধর্মপ্রাণ, শিক্ষিত ও আইন মান্যকারী ব্যক্তি।
২। যে, বাদী ১৫ বৎসর যাবৎ রংপুর কলেজের একজন শিক্ষক ছিলেন।
৩। যে, কলেজ কর্তৃপক্ষ ০১.০২.২০০২ তারিখে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে একটি রেজোলিউশনের মাধ্যমে তাঁহাকে চাকরি হইতে বরখাস্ত করে।
৪। অতঃপর বাদী জনাব শওকত রেজোলিউশনটির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া রংপুরের সিনিয়র সিভিল জজ আদালতে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭-এর ৪২ ধারার অধীন একটি মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন।
৫। যে, বাদী-দরখাস্তকারী রেজোলিউশনের কার্যকারিতার উপর একটি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছেন।
৬। যে, মামলাটি প্রাথমিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও তর্কযোগ্য।
৭। যে, অবিলম্বে নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা না হইলে বাদী অপূরণীয় ক্ষতি ও আঘাতের সম্মুখীন হইবেন।
৮। যে, এই মোকদ্দমার নালিশের কারণ এই বিজ্ঞ আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে উদ্‌ভূত হইয়াছে।
৯। যে, বিজ্ঞ আদালতের আর্থিক ও স্থানীয় এখতিয়ার রহিয়াছে।
১০। যে, বিবাদীর কার্যকলাপ আপত্তিকর ও বেআইনি।

অতএব, বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক,

(১) একটি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রদান করিতে;
(২) মোকদ্দমার খরচের একটি আদেশ প্রদান করিতে;
(৩) এবং বিজ্ঞ আদালত আইন ও ন্যায়বিচারের আলোকে যেইরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ অন্য যেকোনো আদেশ প্রদান করিতে মর্জি হয়।

এবং এই সদয় কার্যের জন্য দরখাস্তকারী, কর্তব্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

barprepbd.com — বার কাউন্সিল লিখিত (২য় ধাপ) প্রস্তুতি: এই বইয়ের প্রতিটি টপিক ও ড্রাফট অ্যাপে দুই ভাষায় আছে — রিকল ড্রিল, আসল প্রশ্নপত্রে টাইমড মক আর প্রতিটি উত্তরে AI ফিডব্যাকসহ।

barprepbd.com